"কাজের লোকে" বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারিং চারি পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন এখন লইতে পারি না। পত্র লিখিয়া জানিতে হয়।

২। ৩ মাসের কম চুক্তির বিজ্ঞাপন প্রত্যেক ইঞ্চি প্রতি বার ১৲ টাকা ধরা হয়। সৎ ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ছাপি।

সাধারণ পৃষ্ঠার হার :

	৩ মাসের জন্য	৬ মাসের জন্য	১২ মাসের জন্য
১ পৃষ্ঠা	৮৲ টাকা প্রতি মাসে	৭৲ টাকা প্রতি মাসে	৬৲ টাকা প্রতি মাসে
½ „	৫৲ „	৪৲ „	৩৷০ „
¼ „	৩৲ „	৩৷০ „	২৲ „
১ কলম	৩৲ „	২৷০ „	২৲ „
½ „	১৸০ „	১৷০ „	১৷০ „

১২ বৎসরের কাগজ। ইহার কমে বিজ্ঞাপন ছাপি না। অন্যান্য বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"।

১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার, কলি, বাং।

Presented to The Bangiya Sahitya Parishad
By the Proprietor
with best Compliments
14/3/10

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২৷৹ টাকা মাত্র। Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal, Devoted to Useful Art, Manufacture &c.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। | New Series, January, 1909.

নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী, ১৯০৯। | Vol. III. No. 1.

ইহা ত নূতন কথা

নহে যে, সমস্ত ব্যাধির মূল কারণ যকৃতের অকর্ম্মণ্যতা এবং তজ্জনিত রক্তের বিকৃতাবস্থা। যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসরণ হইয়া থাকে, এবং যকৃতের দ্বারাই শোণিতস্থ দূষিত পদার্থ সমুহ পৃথকীকৃত হয়, এইটী হইল মূল তত্ত্ব যকৃৎ বিকৃত হইলে বিকৃত পিত্ত শোণিত সহ মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিচালিত হয় এবং শোণিতের বিষাক্ত পদার্থও যকৃতের ক্রিয়া বিকার জন্য বিশুদ্ধ হইতে পায় না। ফলে শোণিতের হিতকারী গুণ যাইয়া অনিষ্টকারী গুণ সকল প্রকাশ পায়, তাহাই রোগ।

বিজ্ঞানের শীর্ষ স্থানীয় আমেরিকার এম্ এ, উইনটার কোম্পানী যকৃৎ এবং শোণিতের উপর প্রত্যক্ষ কার্য্যকারী উদ্ভিদ সমুদয় হইতে "নেচার্স হেল্‌থ রেষ্টোরার" নামক একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহাকে ডাক্তারগণ ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহা এদেশের ঔষধ নহে, আমেরিকা হইতে আনীত হয়। আপনি ডিস্‌পেপসীয়া, রক্তদুষ্টিতে, বিষাক্ত ক্ষতরোগে, প্রস্রাবের পীড়ায়, স্ত্রীরোগে, যথা—বাধক, কষ্টরজঃ, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতিতে যদি বহু ঔষধ সেবন করাইয়া হতাশ হইয়া থাকেন, তবে 'নেচার্স হেল্‌থ রেষ্টোরার" নামক এই ঔষধটী অতি অবশ্য ব্যবহার করাইবেন। ইহাতে সাল্‌সা আছে—শরীরের আশু পরিবর্ত্তন হইয়া রোগী অবিলম্বে মোটা হয়, শরীরে আশাতীত স্ফূর্ত্তি হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, পরিশ্রম পটুতা জন্মে, দিন দিন বলবৃদ্ধি হইতে থাকে।

একটু বিশেষত্ব এই, প্রত্যেক বাক্সের সহিত ১টী গ্যারান্টী দেওয়া থাকে। যদি ৬ মাস সেবনে আপনি সুস্থ—বলবান না হন, আপনার টাকা ফেরৎ পাইবেন—এটা কথার কথা নয়, লেখা পড়া করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ণ বাক্স ৬ মাসের ঔষধ ৪৲, ভি পি সমেৎ ৪।০; ২ মাসের ক্ষুদ্র বাক্স ২৲, ১ মাসের ঔষধ ১৶০। চারি আনার ষ্টাম্প পাঠাইলে ৮।১০ দিনের নমুনা পাঠান যায়।

মেঃ এস্, পি, চাটার্জ্জি সোল এজেন্টস্,
ষ্টোর পলসী—ই, আই, আর।

বা—বিজ্‌নেস্ এজেন্সী,
১ নং অভয় হালদারের লেন, কলিকাতা।

সর্ব্বত্রই মহা হুলস্থূল!!

"সুরমা" কি ?

সুরমা কি—এই লইয়া একটা মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। যাঁহারা সুরমা একবার ব্যবহার করিয়াছেন—তাঁহারা শতমুখে ইহার গুণ-ব্যাখ্যা করিতেছেন। আর যাঁহারা করেন নাই, তাঁহারা ভাবিতেছেন, কলিকাতায় গেলেই আগে সুরমা কিনিয়া ব্যাগের মধ্যে রাখিব—তবে কথা। যাই হ'ক এখনও যাঁহারা জানেন না, সুরমা কি তাঁহাদের একটু পরিচয় দিতে হইবে। সুরমা মহাসুগন্ধিযুক্ত সখের কেশতৈল। দরিদ্র বাঙ্গালীর সখের, সাধের সহজ প্রাপ্য বিলাস ভোগ! একটু সুরমা মাথায় মাখিলে, সুগন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠে। সুরমা চুল কাল করে, মাথা ঠাণ্ডা রাখে, কবরী রচনার সহায়তা করে, আর মুখের কান্তি লাবণ্য বাড়াইয়া কুৎসিতাকেও সুন্দরী করে।

পদ্মগন্ধ বড় এক শিশির মূল্য ৮০ বার আনা ও বকুলগন্ধ এক শিশি ৮০ বার আনা। মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা, একত্র তিন শিশি লইলে ২৲ টাকা, মাশুলাদি ৮৶০ আনা।

যাঁহার যে রকম প্রয়োজন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইবেন।

টাকা কড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাইবার ঠিকানা—

এস, পি, সেন এণ্ড কোং
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

সখের সরঞ্জাম।

গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, সংসারে থাকিলে খুটী নাটী কাজের জন্য প্রতি হাত মিস্ত্রি ডাকিলে চলিবে কেন?—পল্লীগ্রামে সকল সময়—মিস্ত্রিই বা পাওয়া যায় কৈ? ১টা ছোট স্ক্রু ড্রাইভার, ১টা তুরপুণ, ১টা হাতুড়ি, কাঠে ছিদ্র করিবার জন্য রাখিলে অনেক সময় বড় বেশী কাজ হয়।

স্ক্রু ড্রাইভার ১টা	৶১০—১৲
তুরপুণ বা কলের ভ্রমর (ভাল কাজ হয় অভ্যাসের আবশ্যক হয় না)	৮০—১।০
হাতুড়ী ১টা	।৶০—॥৶০
স্ক্রু বসাই বার ছোট তুরপুণ ১টা	।০—॥০
গজ ১ খানা	।৶০—৸০
৩ স্ক্রু কাঁটা প্রভৃতি একটী বাক্সে	।/০
ছোট করাত ১খানা ভাল জিনিস	১॥০
প্লাস ১টা	।৶—॥০
ছোট রেন্দা ১টা	॥০—১৲
বড় হাতুড়ী	॥৶৵
বাটালী ২ খানা	১।৶০—১॥০

ভিঃ পিঃ এবং প্যাকিং স্বতন্ত্র।

সূত্রধর ও কামারের আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিষ আমরা অতি সুবিধা দরে বিক্রয় করি। জিনিসের উৎকৃষ্টতার জন্য আমরা দায়ী।

মাছ ধরিবার সরঞ্জাম।

বহুদিনস্থায়ী।

দেশী ভাল হুইল।

গারান্টী ৩ বৎসরের, ১টা ১৲ হইতে ৩।০

উৎকৃষ্ট মুগার সূতা—হাতে ভাঙ্গা,

১ ফেটী ॥০ হইতে ১॥০

হাতে কাটা কাঁটা বা বঁড়শী।

বর্দ্ধমানের রামেশ্বরের উৎকৃষ্ট কাঁটা জোড়া	৶০
কলিকাতার সাঁখারিটোলার ভগবান মিস্ত্রির কাটা বঁড়শী জোড়া খুব ভাল	।০
ডজন	২।০
সাধারণ কাঁটা ডজন	৶০ হইতে ।৶০
পনির ও মাছ ধরিবার বিবিধ মসলা ১টা টীনের কৌটার দাম ওজনে প্রায় অর্দ্ধসের	॥০

ডাক মাশুল ভিঃ পি খরচ স্বতন্ত্র। কেন না অগ্রে তাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, ওজনে যাহা হইবে তাহারই ডাক মাশুল হইবে।

বিজনেস এজেন্সী,
১ নং অভয় হালদার লেন, কলিকাতা।

Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।	New Series, January, 1909.	নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী, ১৯০৯।	Vol. III. No. 1.

সম্পাদকের নিবেদন।

আমার প্রিয় পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং বিজ্ঞাপনদাতাগণ!

আমি দীর্ঘকাল সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাশায়ী থাকায় এবং কোন বিশ্বাসঘাতক আত্মীয় দ্বারা সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়ায়, "কাজের লোক" বর্ষকাল বন্ধ ছিল। আমি এক বর্ষের সমস্ত কাগজ পূর্ণ করিয়া গ্রাহকদিগকে পাঠাইয়া যাইতেও পারি নাই। যাঁহাদের অগ্রিম বার্ষিক মুল্য শোধ হইতে বাকী ছিল, এক্ষণে আমি সকলেরই কাগজ পাঠাইয়া তাঁহাদের নিকট অঋণী হইয়াছি। আমি পুনরায় আপনাদের সেবায় আত্মসমর্পন করিলাম। গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ কাজের লোকের যে সকল বে-বন্দোবস্ত এবং ক্রটী হইয়াছিল, নিজগুণে আপনারা সে সকল ক্রটী ক্ষমা করিয়া চিরানুগ্রহ রাখেন ইহাই প্রার্থনা।

বে-বন্দোবস্তের জন্য আমিও আন্তরিক ক্ষুব্ধ, ভবিষ্যতে এরূপ ক্রটী না হয়, সে জন্য আমার বিশেষ মনোযোগ থাকিবে। আপনারা "কাজের লোককে" যে প্রগাঢ় স্নেহ করেন, আপনাদের সহানুভূতিসূচক পত্রাদি দ্বারা আমি তাহা বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি এবং তজ্জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। প্রায় সহস্রাধিক গ্রাহক ও পাঠক পাঠিকার এই সহানুভূতিসূচক পত্রের স্বতন্ত্র উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া এইস্থানে আমি সকলের নিকট ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তিস্বীকার জ্ঞাপন করিলাম।

এরূপ একখানি কাগজ বাঙ্গালাভাষায় বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু কাগজ রক্ষা করার ভার দেশবাসী জনসাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। আশা করি আপনারা সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করিতে কিম্বা কি করিলে কাগজখানি আরও উপাদেয় এবং আবশ্যকীয় হয়, সেরূপ সঙ্কেত ও উপদেশ দিয়া বাধিত করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। "কাজের লোক" আপনাদেরই—অধীন কেবল উপলক্ষ্য মাত্র জানিবেন।

সম্পাদক।

ব্যবসাদারগণের

প্রথম লক্ষ্য—"কাজের লোকে"র প্রায় ৯০০ গ্রাহক হইয়াছে।

দ্বিতীয় লক্ষ্য—প্রবন্ধগুলি অত্যাবশ্যকীয়—নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং বিষয়সমূহে পরিপূর্ণ।

৩য় লক্ষ্য—নাম কৌতূহলোদ্দীপক—টেবিলে পড়িয়া থাকিলে পার্শ্ব দিয়া যে কেহ যাইবে, একবার উল্টাইয়া না দেখিয়া থাকিতে পারিবেন না, পাতা উল্টাইলেই না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং যদি ধরা যায়, প্রত্যেক কাগজখানি বেশী, নয়, অন্ততঃ ১০ জনও পাঠ করেন, তাহা হইলে ৯০০০ লোক পাঠ করিয়া থাকেন, তবে কেন ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া সাহায্য করা উচিত নয় বলুন?

বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ

বিজ্ঞাপনদাতার এইগুলিই লক্ষ্যস্থল। গ্রাহক বেশী কিনা ইহা আমেরিকান বিজ্ঞাপনদাতাগণ গণনা করেন না, প্রবন্ধের সারত্ব দেখিয়াই পাঠকসংখ্যার গননা করিয়া থাকেন, তাহাই করা উচিত। এই জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াও সুফল হয়। বিজ্ঞাপন দাতাগণ! "কাজের লোক" আপনাদের অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য পাত্র তাহার সন্দেহ নাই।

আপনাদের চিরবশম্বদ

কার্য্যাধ্যক্ষ।

১লা জানুয়ারী ১৯০৯।

লেখকগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন।

——(:-০-:)——

১। রাজনৈতিক প্রবন্ধ "কাজের লোকে" প্রকাশিত হয় না।

২। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, এবং উদ্যোগী ও কৃতীলোকগণের জীবনী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইয়া "কাজের লোকে" প্রকাশিত হয়। সাধারণ পাঠকের যে সকল বিষয়ে আগ্র-

ছাড়িলৰ্য্য দেখা যায়, যাহা লোকে সহজে প্রস্তুত করিতে পারে, বুঝিতে সক্ষম হয়, আড়ম্বরশূন্য সেইরূপ প্রবন্ধেরই আমাদের আবশ্যক।

৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশপূর্ণ উপন্যাস, ডিটেকটিভের গল্প, কবিতা, কাজের লোকে প্রকাশিত হইতে পারে।

৪। প্রবন্ধাদি কাজের লোক সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি, কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিঠিপত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়।

৫। প্রবন্ধগুলি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। নচেৎ অনেক প্রবন্ধ লেখকের হাতের লেখা পড়িতে না পারায় অতি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়।

৬। নিয়মিত লেখক মাত্রেই প্রতি মাসে কাগজ পাইবেন, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

৭। পরিত্যক্ত এবং অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠাইবার দায়ীত্ব লই না, তবে সেরূপ বিশেষ উপদেশ থাকিলে অগত্যা পাঠাইয়া দিতে হয়।

☞ সহযোগীগণ "কাজের লোকের" কোন অংশ বা প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধের নীচে অনুগ্রহপূর্ব্বক "কাজের লোকের" নাম এবং ঠিকানা দেন ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। এই দয়াটুকু আমাদের পক্ষে অতি আবশ্যকীয় জানিবেন।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীগণপতয়ে নমঃ।

এ সংসারে যাহার যত কম বন্ধু, তাহার তত কম শত্রু।

নিজের দুঃখের ব্যথা নিজের হৃদয়ই ভাল জানে। অপরের নিকট সে দুঃখ কাহিনী বলিয়া কোন লাভই নাই। সে দুঃখগাথা শুনিবার লোক জগতে অতি বিরল। নিজের অভাব অপরে পূরণ করে না, সুতরাং অপরকে শুনাইয়া কোন ফল নাই, সর্ব্বদাই উল্লাসিত থাকা উচিত। নিজের হৃদয়ের ব্যথা নিজের মধ্যে রাখাই ভাল।

একজন ইংরাজ ভাবুক বলিয়াছেন,—তুমি কি ব্যবসায় বাণিজ্যে সফলকাম হইবার বাসনা কর? তাহা হইলে কর্ম্মস্থল হইতে স্ত্রীকে দূরে রাখিবে—স্ত্রীর মুখ প্রিয় হইতে পারে—তাহা কর্ম্ম হইতে অবসর সময়ে। বিশ্রামের সময় বড় মধুর, কিন্তু কার্য্যের সময় কার্য্যহানিকর।

যদি তুমি আর কিছু না হইতে পার, সৎ হও—তাহা হইলে সততাই তোমার মূলধন হইবে।

যেখানে নীচ ব্যক্তি অপমান করিতে উদ্যত বা করিয়াই ফেলে, সেখানে উত্তর না করিয়া নীরবতাই প্রকৃত উত্তর।

একজন ধার্ম্মিক বলিয়াছেন,—"নিদ্রা মৃত্যুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেই জন্য শয়নের পূর্ব্বে একবার ভগবানের নাম না লইয়া শুই না, কি জানি যদি আর জাগ্রত হইতে না পাই।"

মানুষের যখন বিপরীত বুদ্ধি হয়, তখন সে বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না। তখন তাহার হৃদয় দুর্ব্বল হয়—আপনার অবস্থা অতি প্রিয়জনের নিকটেও গোপন করিতে যাইয়া, অতি বড় ভয়ানক বিপদকেও তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া প্রতারিত করিতে চায়। এ দিকে প্রিয়জনেরও সৎপরামর্শ পায় না, সুতরাং অকস্মাৎ "স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

আমরা বৃদ্ধ হই, একথা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে ভয় হয়—পাছে মরিয়া যাই। কেমন মজার কথা বলুন দেখি। নিজে বুঝি ভাল—এ অহঙ্কার কখনও করিও না। "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" মুনিঋষির ভুল হয়, তুমি কোন ছার।

উদ্যোগী পুরুষ মাত্রেই যখন ভাগ্যবান হয়, তখন তাহার বিষয় কর্ম্মে ঐকান্তিক ভক্তি ও মনোযোগ থাকে। তারপর যখন অধঃপতন হইতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে, কার্য্যে তাহার আর সে মনোযোগ নাই। এমন স্থানে লক্ষ্মীও চঞ্চলা হন।

প্রতিবাসীদিগকে নষ্ট করিয়া নিজে বড় হইবার চেষ্টা করিও না. তাহা হইলে তোমার নিজের ধ্বংশকে আনয়ন করিয়া আনা হয় মাত্র। উচ্চ বনস্পতির পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ কাটা হইয়া গেলেই কাঠুরিয়া বৃহৎ বৃক্ষের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়। নিকটের প্রতিবেশীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া কোন গৃহস্থ কি শ্মশানসদৃশ নির্বান্ধব প্রান্তরে বাস করিতে পারে?

বৃহৎ নদীর নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী থাকিলে কি হয়? ক্রমে বৃহৎ নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করে। সেইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে তাহাপেক্ষা হীন অবস্থাপন্ন লোক থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি সেই ঐশ্বর্য্যশালীর বিষয়ে ঢুকিয়া যায়—কোন প্রকারে ধরিয়া রাখা যায় না। ইহা কেমন একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন, আমাদের আইনের যত বল, নারীর কটাক্ষের বল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। আমাদের যুক্তির যত শক্তি, নারীর এক বিন্দু অশ্রু সেই শক্তিকে কোথায় ভাসাইয়া দেয় তাহার ঠিকানাও থাকে না। হিন্দুরা সেই জন্য নারীকে সর্ব্বশক্তিময়ী বলিয়া থাকে। নূতন কথা কি?

বিলম্বাদী লোকগুলি ঠিক যেন টোটা ভরা বন্দুক, হঠাৎ কখন মুখ খুলিয়া অনল উদ্গীরণ করিয়া কাহাকে খুন করে।

জবাব দিলেই যে কথার উত্তর দেওয়া হয় তাহা হয় না—যুক্তিপূর্ণ উত্তরই উত্তর।

Banking Business.

"ব্যাংক্"এর কার্য্যপ্রণালী।

যত প্রকার লাভকর ব্যবসায় আছে, তাহার মধ্যে 'ব্যাংকিং' অর্থাৎ মহাজনী কার্য্য বিশেষ উচ্চস্থানীয়। অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যবসায়ে যত অর্থলাভ করিতে পারা যায়, আর কোন ব্যবসায়ে এরূপ সম্ভব নাই। মহাজনী ব্যবসায় বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার উন্নতি ও উপকারিতার পথ এত বিস্তৃত ছিল না যেমন ইংরাজ রাজত্বকালে হইতে দৃষ্ট হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের ভিত্তির উপরই 'ব্যাংকিং' গঠিত, যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য নাই, সেখানে 'ব্যাংকিং'এরও কোন আবশ্যকতা নাই। এই জন্যই 'ব্যাংকিং' কার্য্য পাশ্চাত্য সভ্য জগতের নিকট অতিশয় আদরণীয়। কেন না, তাহাদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের এত উন্নতি, এত বিস্তৃতি যে, 'ব্যাংকিং' ব্যবসায় জীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় অংশরূপে গণ্য।

ব্যাংকিং কারবারের প্রধান উদ্দেশ্য তিনটী। প্রথম গচ্ছিত মুদ্রা প্রভৃতি জমা রাখা। যাহারা টাকা কড়ি গৃহে না রাখিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সুবিধার জন্য ব্যাংকের মধ্যে জমা রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। তাহারা ইচ্ছা করিলেই আবার পাইতে পারে। দ্বিতীয়, টাকা কড়ি ধার দেওয়া ও কিছু বাটা লইয়া নোট, হুণ্ডি (drafts, Bills of Exchange) বিল্ অব্ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দেওয়া। তৃতীয়, একস্থান হইতে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে টাকা পাঠাইতে হইলে 'ব্যাংক্'এর দ্বারা পাঠান যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডে (Holland) "ব্যাঙ্ক অব্ অ্যামষ্টার্ডম্" স্থাপিত হয়। ইহাই ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্যাঙ্ক। ইহার কিছু পরেই "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" স্থাপিত হয়। প্রথমে "ব্যাংক্ অব্ অ্যামষ্টার্ডম্" এ কেবল গচ্ছিত টাকা কড়ি জমা রাখা হইত। এতদ্ব্যতিরেকে ইহার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, ক্রমে ইহার কার্য্যকারিতা প্রসারিত হয়।

ব্যাংক্ গচ্ছিত টাকাকড়ি সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া তুলিয়া রাখে না। ব্যাংকারগণ ইহার অধিকাংশই কর্জ্জ দিয়া থাকে। 'লেন্ দেন্'ই এই ব্যাবসায়ের প্রধান কার্য্য। লোকেরা ইচ্ছা করিলেই যেমন তাহাদিগের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংক্ এ জমা রাখিতে পারে, তেমনি আবার আবশ্যক হইলেই উপযুক্ত (Security) বা জামিন রাখিয়া ব্যাংক্ হইতে কর্জ্জও লইতে পারে। গৃহে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও অনেক বিপদাশঙ্কা আছে। প্রথমতঃ, অতি সাবধানের সহিত না রাখিলে চুরী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, কখন চোর আইসে এই আশঙ্কায় সর্ব্বদাই শশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। তৃতীয়তঃ গৃহ দাহ হইয়া যাইলে সমুদয় ধন বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। চতুর্থতঃ স্বয়ং টাকা কড়ি লইয়া বাজার হাট করিবার প্রয়োজনতার ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। অথবা বিদেশ ভ্রমণ কালে নগদ মুদ্রা নিজের সঙ্গে রাখিবার আবশ্যকতা থাকে না। টাকা জমা রাখিবার প্রণালী যেমন সহজ, ব্যাংক হইতে পুনঃ প্রাপ্তির উপায়ও প্রায় তদ্রূপ সহজ। ব্যাংকে গচ্ছিতকারীর নজিরস্বরূপ স্বাক্ষরিত নাম থাকে। টাকা উঠাইয়া লইবার আবশ্যক হইলে এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ স্বহস্তে যথাবিহিতরূপে পূরণ করিয়া ও নাম স্বাক্ষরিত করিয়া যে ব্যাংকে টাকা আছে, তাহার Cashier অর্থাৎ খাজাঞ্চীর হস্তে দিতে হয়, দিলেই তৎক্ষণাৎ আবশ্যক মত টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কাগজ খণ্ডের নাম (cheque) চেক্। ব্যাংক হইতে গচ্ছিতকারী পুস্তকাকারে ২৫, ৫০ বা ১০০ চেক্ একবারে পাইতে পারে। টাকার আবশ্যক হইলেই সেই চেক্ ব্যবহার করিতে হয়। একটী চেক্বুক সঙ্গে সঙ্গে রাখিলে যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, টাকার অভাব ভোগ করিতে হয় না। অথচ চেক্বুক হারাইয়া গেলে কিম্বা অপহৃত হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, কেন না তাহা আবার আনাইয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু টাকা হারাইয়া গেলে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। আধুনিক সভ্যজগৎ আজকাল চেক্ দ্বারাই সমস্ত লেন্দেন্ সম্পন্ন করিয়া থাকেন—টাকার থলী স্কন্ধে করিয়া ঘুরিতে নিতান্তই নারাজ। কোন দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহারা সেই মূল্যের চেক্ দিয়া থাকেন; সেই চেক্ কোন ব্যাংক্এ দিলেই টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্যাংক্এ লোকদিগের গচ্ছিত টাকা ব্যাংক্ ব্যবসায়ীরা সিন্দুকাবদ্ধ করিয়া তুলিয়া রাখেন না। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই তাহা কর্জ্জ দিয়া সুদে খাটাইয়া লন। যাহার আবশ্যক, ব্যাংক্ হইতে টাকা ঋণ লইতে পারেন, কিন্তু কেবল হ্যাণ্ডনোট এ অর্থাৎ কর্জ্জকারীর অঙ্গীকারপত্র লইয়া কর্জ্জ দিতে তাঁহারা প্রায়ই অনিচ্ছুক। Bills of Exchange অর্থাৎ হুণ্ডীই ব্যাংক এর প্রধান খাদ্য। এই হুণ্ডী লইয়াই তাঁহারা টাকা দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ীরা যে সকল পণ্য দ্রব্য ক্রয় করেন, তাহার জন্য সাধারণতঃ নগদ মূল্য দেন না। তাঁহারা এক বায়নামা লিখিয়া দেন, তাহাতে এইরূপ লিপিবদ্ধ থাকে, যে, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, অমুক দিবসে

আমি সমুদয় মুল্য পরিশোধ করিয়া দিব। এই ব্যয়নামাকেই Bill of exchange অথবা হুণ্ডী বলা যায়। বিক্রেতা ইহা মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাংকে লইয়া যান। ব্যাংকার্ যদি বুঝেন যে, অঙ্গীকৃত দিবস আসিলেই ক্রেতা নিশ্চয়ই এই হুণ্ডীর টাকা পরিশোধ করিয়া দিতে সক্ষম হইবেন, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বেই হুণ্ডীতে লিখিত টাকাগুলি কর্জ্জ স্বরূপ বিক্রেতার হস্তে অর্পণ করিবেন, কিন্তু সেই দিবস হইতে অঙ্গীকৃত দিবসাবধি ঐ টাকার যত সুদ হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎই কাটিয়া লইবেন। এই সুদকে Discount ডিস্কাউণ্ট, আর এইরূপে টাকা দেওয়াকে Discounting ডিস্কাউন্টিং বলা হয়। হুণ্ডী ব্যতিরেকে অন্য প্রকার দ্রব্যও জামিন-স্বরূপ রাখিলেও টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায়। যেমন কোম্পানীর কাগজ অথবা রেলওয়ে ও অন্যান্য বিশ্বস্ত কোম্পানীর অংশ-পত্র। তাহা যখন ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারা যায়।

ব্যাংকএর সৃষ্টি হওয়াতে সাধারণের আর একটী বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কোন দূরদেশে টাকা প্রেরণ করিতে হইলে কোন নিকটস্থ ব্যাংকে জমা দিলেই হইল, তাহারা উপদেশ মত প্রেরণ করিয়া দিবে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে কিরূপ সুবিধা তাহার কথঞ্চিৎ ধারণা হইবে। মনে করুন, আমি লণ্ডনে আছি, আমার জন্য সেখানে টাকা পাঠাইতে হইলে দুই উপায়ে প্রেরণ করা যায়। ডাকের দ্বারা মণি-অর্ডার করিয়া, (যদি সেখানে মণি-অর্ডারের নিয়ম থাকে) অথবা ব্যাংকএর দ্বারা। মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলে একটু অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ কোন কারণবশতঃ দেরী হইয়া যাইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ আমাকে স্বয়ং লণ্ডনের প্রধান ডাকঘরে যাইয়া টাকা আনিতে হইবে। ভারতবর্ষে যেমন ঘরে বসিয়াই মণি-অর্ডারের টাকা পাওয়া যায়, ইংলণ্ডে সেরূপ নয়—সেখানে মনিঅর্ডার পৌছিলে হেড্ অফিসে যাইয়া টাকা আনিতে হয়। মনে করুন, কলিকাতার King Hamilton & Coর কিং হ্যামিলটন এণ্ড কোর ব্যাংকএ আমার জন্য টাকা জমা দেওয়া হইল। লণ্ডনে ইহার একটী শাখা আছে। আমার টাকা কড়ি সব আমি সেইখানেই রাখি। কলিকাতার ব্যাংক আমার নামে টাকা জমা করিয়া ডাকযোগে লণ্ডন ব্যাংকে সংবাদ পাঠাইল। তাহারা সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই আমাকে খবর দিল যে, আমার নামে আরও এত টাকা জমা করা হইল। আমি জানিতে পারিলাম, আমার কত টাকা ব্যাংকে রহিল। আমার সঙ্গে এই টাকার কোন সংস্রব নাই। কোন দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে টাকা দিতে হইলে, আমি সেইরূপ মূল্যের একটা চেক্ লিখিয়া দিলাম। যিনি চেক লইলেন, তিনি তাঁহার যে কোন পরিচিত ব্যাংকে যাইয়া তাহা ভাঙ্গাইয়া লইতে পারেন।

ক্রমশঃ।

বেকারের উপায়।

—(:-০-:)—

বাঁসের নানাপ্রকার চুপড়ি, কুলো ডালা ঝাঁটা, এই সকল দেশের ডোমেরা প্রস্তুত করিয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করে, কোন উদ্যোগী যুবক অনায়াসে এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তেরিটীর বাজারের দোকান-দারদিগকে চালান দিয়া দু পয়সা বেশ রোজ-কার করিতে পারে।

মাদুরের কাটী সংগ্রহ করিয়া মাদুর বুনিয়া বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হইতে পারে। মাদুর বোনা শেখা বড় শক্ত কাজ নহে। একবার দেখিলেই শিখিতে পারা যায়।

শীতলপাটীর আমদানী করিয়া পল্লীগ্রামে ফেরি করিয়া বিক্রয় করাইলে বা করিলে লাভ হয়, সেই লাভাংশ সংগ্রহ করিয়া অনা-য়াসে মুলধন সংগ্রহ করা যায়।

বীজের কাজ মন্দ নহে, এখন সকল-প্রদেশেই সখের চাষের বাতিক উঠিয়াছে, কলিকাতায় এজন্য অসংখ্য নর্সারী ও বীজ গাছ বিক্রেতা বিজ্ঞাপন দিয়া গাছ বেচিয়া বড় লোক হইয়া যাইতেছেন। কোন উদ্যোগী পুঁজী শূন্য যুবক পল্লীগ্রামে কৃষকদের নিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার নর্সারী ওয়ালা দিগকে অনায়াসে চালান দিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, আমরা নীচে কয়েকটী বীজ বিক্রেতা এবং ক্রেতার নাম ও ঠিকানা দিলাম, চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। যথা ইণ্ডিয়ান্ গার্ডেনিং এসোসিয়েশন্ ১৬৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আল্‌বার্ট নর্সারী, মানিক-তলা, ভিক্টোরিয়া নর্সারী কলিকাতা, বি, কে, দাস এণ্ড কোং, ৪ নং উইলিয়ম্‌স্ লেন, বহুবাজার।

কলমের চারা বিক্রয়—ইহাও একটা সুন্দর কাজ, কলিকাতার মাণিকতলায় যে সকল বাগান আছে, তাহার মালীরা বর্ষাকালে নানা প্রকার গাছের কলম ঝুড়ি করিয়া মাথায় করিয়া লোকের বাড়ীতে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়; ইহা সকলে দেখিয়াছেন; পাড়াগাঁয়ে কলম চারা পাওয়া যায় না; অথচ আমরা দেখিয়াছি, কলমের চারা পাইলে বিশেষ আগ্রহের সহিত নরনারী, বালক বালিকাগণ ক্রয় করে, সময় সময় এইরূপ কলম কলি-কাতায় সংগ্রহ করিয়া পল্লীগ্রামে চালান দিলে বিলক্ষণ লাভ হয়, একাজটী আমরাও করিয়া দেখিয়াছি। এ সকল নর্সারী হইতে লইলে সুবিধা হয় না, তবে মানিক-তলার মালীদের নিকট খুবই সুবিধা হয়। যদি এই কাজ করিবার কাহারও ইচ্ছা হয়, আমাদিগকে লিখিলে আরও বিশেষ বিবরণ দিতে পারিব।

বাঁধা কপির চাষ।

(কাজের লোকের জন্য লিখিত)

—— :০: ——

(লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ)

বিদেশ হইতে আনীত সজীর মধ্যে বাঁধা কপি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। যতপ্রকার শাক আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বাঁধাকপি সুস্বাদযুক্ত এবং পুষ্টিকর। পূর্ব্বে এ দেশে কেবল মাত্র ধনী ব্যক্তিরা সখ্ করিয়া সামান্য পরিমাণে বাঁধাকপির আবাদ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই। এক্ষণে সকল চাষীই অল্প বিস্তর ঐ কপির আবাদ করিয়া থাকে। বাঁধাকপির আবাদ বেশ লাভজনক কার্য্য। বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আবাদ করিতে পারিলে এক বিঘা জমিতে অন্ততঃ দুই হাজার বাঁধাকপি হইতে পারে। দুই হাজার বাঁধাকপির পাইকারী দাম খুব কম করিয়া ধরিলেও ১০০৲ এক শত টাকা হইবে। প্রতি বিঘায় পঞ্চাশ টাকা খরচ ধরিলেও বিঘা প্রতি পঞ্চাশ টাকা লাভ হইতে পারে। যদি বার বিঘা জমিতে বাঁধা কপির আবাদ করা যায়, তাহা হইলে গড়ে প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া আয় হইতে পারে। পরের লাথি জুতা না খাইয়া, দাসত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল মাত্র বাহিরে কামিজ গায়ে দিয়া "ভদ্রলোক" না সাজিয়া "চাষা" হইয়া কপি প্রভৃতি সজীর আবাদ করা শতগুণে শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

জাতিভেদে বাঁধাকপি নানা প্রকার হইয়া থাকে। এ দেশে সাধারণতঃ আমেরিকান, নারিকেলী বা ক্ষুদ্রাকার, জর্ম্মণ বৃহদাকার, লাল, ড্রমহেড বা জয় ঢাকের মত মস্তকবিশিষ্ট বাঁধা কপিই চলিত। ইংরাজি Cabbage ক্যাবেজ বলিলে যাহা বুঝায়, বাঁধাকপি বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। ক্যাবেজ কপি জাতীয় সজীর জাতিগত নাম। সকল প্রকার ক্যাবেজ বাঁধাকপির ন্যায় শক্ত হয় না এবং একত্রে [illegible] উঠে না। এক শ্রেণীর ক্যাবেজের পাতাগুলি খোলা থাকে, ইহাদিগকে উন্মুক্তমস্তক (Loose-headed) বলে। অন্যগুলি সংবদ্ধমস্তক (Close-headed) হইয়া থাকে। ইহাদের সাধারণ নাম স্যাভয় (Savoy)। এই শ্রেণীর মধ্যে ড্রমহেড এবং সুগার লোফই উৎকৃষ্ট দ্রব্য। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে বাঁধাকপি ক্যাবেজের এক বিশেষ প্রকার শ্রেণী মাত্র। সকল বাঁধা কপিই ক্যাবেজ জাতির অন্তর্গত, কিন্তু সকল ক্যাবেজই বাঁধাকপি নহে।

উপরোক্ত বাঁধাকপি ব্যতীত আর এক প্রকার বাঁধাকপি আছে, উহাকে এ দেশে "গাছকপি" বা গাঁট কপি বলে। ইহার ইংরাজি নাম Brussels Sprouts ব্রসল্‌স স্প্রাউট। এই প্রকার কপির গাছ দুই হইতে আড়াই হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। এবং প্রতি স্প্রাউট বা গাঁটে গাঁটে এক একটী ক্ষুদ্রাকার বাঁধাকপি জন্মিয়া থাকে। এই কপি গাছ দেখিতে অত্যন্ত মনোহর। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালীর বাজারে এই প্রকার কপি প্রায় আমদানী হয় না। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটেই (হগ সাহেবের বাজারে) এই প্রকার গাঁটে কপির আমদানী হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত নরম এবং সুস্বাদযুক্ত।

বাঁধাকপি আবাদের জন্য উৎকৃষ্ট জমি নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। বাঁধাকপির জমিতে অন্য ফসল উৎপন্ন করা কর্ত্তব্য নহে। বাঁধাকপি আবাদের জন্য শ্রাবণ ভাদ্র মাসে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা আবশ্যক। আবাদ করিবার উপযুক্ত সময় শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত। বর্ষার সময় কপির চারা পাইলে উহাকে বৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, এই জন্য বর্ষার শেষ অর্থাৎ আশ্বিন মাসের প্রথম হইতে বাঁধাকপির আবাদ আরম্ভ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইতে পারে। আষাঢ় মাসে জমি কোপাইয়া উহাতে গোবর ও রেড়ীর খইল সার দিয়া লাঙ্গল এবং মই দিয়া জমী আলগা করিয়া রাখিতে হইবে। জমিতে আগাছা জন্মিলে উহা তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া জমি পরিস্কার করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা ব্যতীত জমীর অন্য কোনও বিশেষ পাট নাই।

বীজ বপন।—প্রথমে টবে বা গামলায় ঝুরা মাটীতে বীজ ছড়াইয়া উপরে হাল্কা মাটী চাপা দিতে হইবে। বীজগুলি সাবধান হইয়া ছড়ান উচিত। যেন অনেক গুলি বীজ একত্রে না পড়ে, অথচ খুব দূরে দূরেও এক একটী বীজ না পড়ে। বীজের উপর অধিক মাটী চাপা দিলে বীজগুলি মাটীভেদ করিয়া অঙ্কুরিত হইতে পারিবে না। বীজ বপন করিয়া উহাতে প্রত্যহ জলসেচন করিতে হইবে। সাবধান হইয়া অল্প অল্প করিয়া জল ছিটাইয়া দেওয়া উচিত। যেন জলের ভরে বীজগুলি তলায় যাইয়া না পড়ে। বীজ বপন করিয়া টব বা গামলা দিবাভাগে অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দেওয়া উচিত। যদি বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে বীজের টব রাত্রিতে বাহিরে রাখিতে পারা যায়। বীজ অঙ্কুরিত হইলে উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে আলোক ও রৌদ্র সহ্য করাইতে হইবে। চারাগুলির স্বভাব এই যে, তাহারা আলোকের দিকে আসিতে চেষ্টা করে। আমরা দেখিয়াছি টবের সমস্ত চারাগুলি সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া বক্রভাব ধারণ করিয়াছে। এইজন্য টবকে এরূপভাবে প্রত্যহ ঘুরাইয়া বসান আবশ্যক যেন চারাগুলি সোজা হইয়া থাকে। চারার দুই তিনটী পাতা জন্মাইলে উহাকে তুলিয়া হাপরে তিন চারি অঙ্গুলি অন্তর রোপণ করা উচিত। এই সময় চারাগুলিতে জল সেচন করা আবশ্যক। বিশেষ সাবধান হইয়া চারাগুলিকে রৌদ্র ও বৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এইজন্য রৌদ্র উঠিলে চারাগুলির উপর হোগ্‌লা প্রভৃতির ঝাঁপ চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। খুব সাবধান হইয়া ঝাঁপ চাপা দেওয়া

কর্ত্তব্য; যেন চারার উপর কোনও প্রকারে চাপ না পড়ে। ক্রমে চারাগুলি যত সবল হইবে, তত অধিকক্ষণ দিবাভাগে ঝাঁপ খুলিয়া রাখিতে হইবে। চারাগুলি হইতে পাঁচ ছয়টী পাতা বাহির হইলে উহাদিগকে দ্বিতীয়বার তুলিয়া অন্য হাপরে বসাইতে হইবে। এইবার পাঁচ ছয় অঙ্গুলি অন্তর চারাগুলিকে বসাইতে হইবে। দ্বিতীয় হাপরের চারাগুলিকেও প্রথম হাপরের চারার ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। এই সকল চারাগাছে সাত আট্‌টী পাতা জন্মাইলে উহাদিগকে তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। জুলি কাটিয়া ঐ জুলিতে এক বা বড়জোর দেড় হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হইবে। চারা রোপণ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক জলসেচন করা কর্ত্তব্য। যতদিন চারাগুলি বেশ সবল না হয়, ততদিন উহাদিগকে প্রবল রৌদ্র হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই জন্য চারার উপর কলাপাতা প্রভৃতি হাল্‌কা আবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য। চারাগুলি সবল হইলে জুলির পার্শ্বের মাটী কাটিয়া চারার গোড়ায় দেওয়া এবং রীতিমত জলসেচন করা কর্ত্তব্য।

সময় সময় বাঁধাকপির গাছে এক প্রকার পোকা আসিয়া গাছের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। গাছে পোকা লাগিতে আরম্ভ করিলেই ঐ পোকা মারিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যে গাছে অধিক পোকা লাগে, সেই গাছগুলি একেবারে তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। কেহ কেহ মনে করেন, বাঁধাকপির গাছ না বাঁধিয়া দিলে উহা বাঁধে না। ইহা ঠিক কথা নহে। আমরা দেখিয়াছি যে কপি বাঁধিবে না, তাহা শত সহস্র চেষ্টা করিয়া বাঁধিয়া দিলেও বাঁধিবে না। কিন্তু যে গাছগুলি বাঁধিবে (যেমন ড্রামহেড) উহা না বাঁধিয়া দিলেও আপনা আপনি বাঁধিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঁধাকপি অত্যন্ত পুষ্টিকর। ডাক্তার নিকলস (Dr. T. L. Nichols, M. D. বলিয়াছেন, "The cabbage is rich in nitrogenised elements, the dry leaves containing thirty to thirty-five per cent. of gluten, and is eaten large quantities by vast populations" অর্থাৎ বাঁধা কপিতে অধিক পরিমাণে মাংস উৎপাদক দ্রব্য আছে। শুষ্ক পত্রে প্রায় শতকরা ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ ভাগ গ্লুটেন আছে। গমের পুষ্টিকর অংশের নাম গ্লুটেন।

বাঁধাকপি এ দেশে সাধারণতঃ ডাল্‌না হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। কপির সহিত কই মাছ দিয়া অতি সুন্দর মুখরোচক তরকারী হইয়া থাকে। "কই-কপি" এ দেশের প্রসিদ্ধ ব্যঞ্জন। কপির পাতা ভাজিয়াও বেশ খাওয়া যায়। সাহেবেরা অন্য প্রকারে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঁধাকপির পাতা সিদ্ধ করিয়া উহাতে রাই বা সরিষা এবং লবণ সংযোগে খাইয়া থাকেন। মাংসের চপ কাট্‌লেটের সহিত এইরূপে সিদ্ধকপি প্রভৃতি খাইতে অত্যন্ত ভাল লাগে।

বৈজ্ঞানিক কথোপকথন।

(কাজের লোকের জন্য লিখিত)

আমরা বায়ু নিশ্বাস লইয়া থাকি কেন?

যেহেতুক বায়ুতে যে অক্‌সিজেন্ আছে, তাহা আমাদের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক।

জীবন ধারণের জন্য অক্‌সিজেনের আবশ্যক হয় কেন?

যেহেতুক এই অক্‌সিজেন বায়ু রক্তস্থ কার্ব্বন নামক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ গ্যাস নামক বাষ্পের সৃষ্টি করে।

জীবন ধারণের জন্য এই কার্ব্বনিক গ্যাসের আবশ্যক কি?

আবশ্যক আছে, পরমেশ্বর আমাদিগকে এরূপ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আমাদের শরীরস্থ যাবতীয় পদার্থ অহরহ পরিবর্ত্তিত এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য Solid matters অর্থাৎ সারবান বা বা কঠিন পদার্থ মাত্রই বাষ্পে পরিণত হইয়া থাকে। এই রূপে আমাদের শরীরের কার্ব্বন অপসারিত হইবার সৃষ্টিকর্ত্তা উপায় করিয়া দিয়াছেন।

আচ্ছা, আমাদের শরীরে উত্তাপ অনুভূত হয় ইহার কারণ কি?

যেহেতুক ঐ অক্‌সিজেন্ এবং কার্ব্বন একত্রিত হইলেই উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবের নিয়ম।

ঐ অক্‌সিজেন্ এবং কার্ব্বন পদার্থ একত্রিত হইয়া কি হয়?

পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, কার্ব্বনগ্যাস বা অঙ্গার জনক বাষ্প উৎপন্ন হয়। ইহা জীবন ধারণের বিশেষ আবশ্যক।

আচ্ছা শরীরের মধ্যে এই গ্যাস হইয়া সেটা কোথায় থাকে?

থাকিবার যো কি, অমনি ফুস্‌ফুস্ নামক বক্ষ মধ্যস্থ যন্ত্রের সঙ্কোচ হইলেই চাপ পড়িয়া নাসিকা দ্বারা বাহির হইয়া পড়িয়া আমাদের শরীরের চতুর্দ্দিকে যে বায়ু রাশি আছে, তাহার সহিত মিশিয়া যায়।

আচ্ছা এই কার্ব্বলিক গ্যাস কি বায়ু অপেক্ষা লঘু পদার্থ?

না, বিশুদ্ধ কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ গ্যাস সকল প্রকার গ্যাস অপেক্ষা ভারি পদার্থ, কিন্তু যাহা ফুস্‌ফুস্ হইতে অপসারিত হইয়া আইসে, তাহা বিশুদ্ধ নহে, কারণ যে নিশ্বাস টানিয়া লওয়া হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ অক্‌সিজেন থাকিতে থাকিতে আবার আমরা নিশ্বাস ফেলিয়া থাকি, এতদ্ব্যতীত নাইট্রোজেন ও কিঞ্চিৎ মিশ্রিত থাকে। সুতরাং আমরা যে নিশ্বাস ফেলি, তাহাতে কার্ব্বলিক অ্যাসিড গ্যাস বেশী থাকে বটে কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ নহে, সেই জন্য নিশ্বাসের কার্ব্বনিক অ্যাসিড একটু লঘু।

আচ্ছা বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাতে কি কি থাকে?

বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাতে অক্‌সি-

জেন্, নাইট্রোজেন্ এবং কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ গ্যাস্ থাকে এতদ্ভিন্ন কিঞ্চিৎ জলীয় বাষ্পও থাকে।

আমরা যখন নিশ্বাস ফেলি, তখন তাহার অবস্থা কিরূপ থাকে ?

স্বাভাবিক বায়ুতে ২০ ভাগ অক্‌সিজেন ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন্, এবং কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ গ্যাস ১ ভাগ থাকে।

কিন্তু এই জিনিস যখন আমরা টানিয়া লইয়া ত্যাগ করি, তখন এই বায়ু হইতে ১/৫ ভাগ অকসিজেন্ অন্তর্হিত হয়, এবং ঐ পরিমাণ কার্ব্বলিক আসিড্ গ্যাস গ্রহণ করিয়া থাকি। যদি আমরা পুনরায় সেই বায়ুই টানিয়া ৬ বার মাত্র লই, তাহা হইলেই ইহা হইতে সমস্ত অক্‌সিজেন চলিয়া যায়।

তাহাতে কি হয় ?

তাহা হইলেই আমরা মরিয়া যাই, আর জীবন ধারণের ক্ষমতা থাকে না।

ভাল, ঐ যে কলুষিত বায়ু যাহা আমরা পরিত্যাগ করি, সেই বায়ু কি বাহিরের স্বাভাবিক বায়ু অপেক্ষা লঘু ?

হাঁ—প্রথমে শরীরের উষ্ণতার জন্য লঘু থাকে বটে, কিন্তু তাহার পর যখন ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তখন বায়ুর নিম্নে নামিয়া পড়ে। সেই জন্য বিছানা জমিন হইতে অন্ততঃ ২ ফুট উচ্চ হওয়া উচিত।

কেন ?

যে হেতুক রাত্রে শয়নকক্ষ বন্ধ থাকে, সুতরাং নিদ্রিত ব্যক্তির নিশ্বাস প্রশ্বাসের সমস্ত কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস্ ঘরের ভিতর জমিয়া যায়। সেই গ্যাস শীতল হইলেই বায়ুর নিম্নে থাকিয়া খুব ঘনীভূত হইয়া থাকে। যাহারা জমীর উপর শয়ন করে, তাহাদের এই কার্ব্বলিক গ্যাসের দ্বারা মৃত্যু হইতে পারে।

কিন্তু অনেক লোক্ ত এইরূপে শুইয়াও থাকে, মরেনা কেন ?

হয়ত কোন দিকে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালন থাকে, সেই জন্য তত বিষাক্ত হইতে পায় না।

আচ্ছা, কার্ব্বন্ জিনিসটা কি ?

কার্ব্বন জগতের সৃষ্ট প্রায় সকল জিনিসেই আছে, অঙ্গারও যাহা, কার্ব্বন ও তাই। কাষ্টের কয়লা প্রায়ই বিশুদ্ধ কার্ব্বন; সেই জন্য ঘরে কয়লা পোড়ান উচিত নয়।

কেন ?

যেহেতুক ইহা পোড়াইলে ইহা হইতে অধিক পরিমাণে কার্ব্বনিক গ্যাস উৎপন্ন হয়, সেই গ্যাস নিশ্বাস লইলে জীবনের পক্ষে অনিষ্ট কর, তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ঘরে কয়লা পোড়াইলে বাহিরের বায়ুতে কার্ব্বনিক গ্যাস বেশী হইয়া পড়ে।

কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাসে বিষাক্ত হইলে কিরূপ অবস্থা হয় ?

মানুষ তন্দ্রাযুক্ত হয়, অজ্ঞান হইয়া পড়ে, যদি বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত না করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই লোকে জনতাপূর্ণ স্থানে থাকিতে থাকিতে তন্দ্র যুক্ত হইয়া পড়ে। নাচ গান্ থিয়েটর এই সকল স্থানে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস নিশ্চই অধিক হয়। জনগণের নিশ্বাষেত হয়ই, অধিকন্তু ২টা বাতি ১ একটা মানুষের নিশ্বাসের সমান এবং একটা গ্যাস ২টী মানুষের নিশ্বাসের কার্ব্বনিক গ্যাসের সমান।

সম্পাদক।

সহজ শিল্প শিক্ষা।

—(:-০-:)—

মাখম রক্ষার উপায়।

মাখম সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করা যায় না। পচিয়া যায়। রক্ষা করিবার একটী সুন্দর উপায় আছে, অনেকে তাহা জানে না। প্রথমতঃ এক ছটাক আন্দাজ লবণ লইয়া উনানে তাওয়া চড়াইয়া গরম করিয়া লইবে। এই রূপ করিলে লবণ কড়া হইয়া যাইবে; তখন তাহাকে খুব ভাল করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ যে পাত্রে মাখম রাখিবে, তাহার মধ্যে ছড়াইয়া দিবে যেন একটু ঘন করিয়া ছড়ান হয়। তাহার পর মাখমকে বেশ ফেটাইয়া উক্ত পাত্রে রাখিবে। তাহার উপর পুনরায় আর এক পরদা ঐ চূর্ণ লবণ ছড়াইয়া দিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপে রক্ষিত মাখন ছয় মাস কাল কোনরূপ বিকৃত হইবে না। পল্লীগ্রাম হইতে এইরূপে মাখন সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে লাভ হইতে পারে।

ষ্টিকিং প্লাষ্টার বা শুকোপটী

ইহাতে কি কাজ হয় জান ? ঘা, ফোড়া, ছড় বা আঁচড় লাগিলে এই শুকোপটী একটু কাটিয়া আগুনের আঁচে ধরিলেই চট্‌চটে হয়, তখন সেই চট্‌চটে দিকটী ক্ষত মুখে বসাইয়া দিতে হয়, ঘা ভাল হইলে টানিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। বেনের দোকানে ইহা বিক্রয় হয়; কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানী হয়। কাজটা সহজ; এদেশের লোকেও করিতে পারে—তবে কথা হইতেছে, করে কে ?

মাল মসলা আবশ্যক।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেনজুইন	২ আউন্স
রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট	৬ আউন্স
আইসিংগ্ল্যাস	১ আউন্স
গরম জল	১/২ পাইন্ট্
টিং টারপিন	৪ আউন্স
টিং বেনজুইন	৬ আউন্স

প্রথমতঃ বেনজুইনকে রেকটীফায়েড

স্পিরিটে দিয়া গলাইয়া ছাঁকিয়া একটী স্বতন্ত্র পাত্রে রক্ষা কর। তারপর আইসিংগ্ল্যাস্‌কে গরম জলে গুলিয়া ফেল এবং ছাঁক। এখন উপরোক্ত বেন্‌জুইনের সহিত এইটীকে মিশ্রিত কর। যখন ঠাণ্ডা হইবে, তখন এক খানি কাল সিল্‌ক অর্থাৎ রেশমী বস্ত্রখণ্ডকে সমতল পরিস্কৃত কাষ্ঠের উপর বিছাইয়া সমান ভাবে মাখাইয়া দাও এবং তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে পুনরায় এক পোঁচ মাখাও; এইরূপে ১২ বার মাখাও। যখন বেশ শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন উহার উপর ১ পোঁচ ঐ টারপিন এবং টিংচার বেন্‌জুইনে মিশ্রিত করিয়া মাখাইয়া শুখাইয়া লও; তারপর ইহার উপর একখানি সুক্ষ্ম কাগজ দিয়া গুড়াইয়া প্যাক করিয়া ফেল। এখন কাজ শেষ হইয়া গেল। বাজারে বেশ দামেই ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে।

২য় প্রকার

২ ভাগ সাবান প্লাষ্টার (সোপপ্লাষ্টার), ১ ভাগ রজন প্লাষ্টার অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় কাল রেশমী কাপড়ে মাখাইয়া শুখাইয়া লও। ইহা বিক্রয় এবং ব্যবসায়ের জিনিস।

রৌপ্যের দ্রব্য পরিস্কারের আরক।

সুক্ষ্ম খড়িচূর্ণ	৪ আঃ
টারপিন্ তৈল	২ আঃ
আল্ কোহল	১ আঃ
স্পিরিট ক্যামফর	৪ ড্রাম
লাইকার এমোনিয়া	২ ড্রাম

একত্র মিশ্রিত কর। এই আরকের নাম দাও সিল্‌ভার ক্লিনিং লিকুইড্। Silver Cleansing Liquid.

লেবেল দিয়া ১ আউন্স শিশি ।০ আনা হইতে।৷০ বিক্রয় করিতে পার। বিক্রয়ের উপায় বিজ্ঞাপন দেওয়া, হ্যাণ্ডবিল করিয়া গৃহস্থ বাড়ীতে বিলি করা, গৃহিণীরা ক্রয় করিবেন।

গৃহিণীর বৈঠক।

—(ঃ-০-ঃ)—

১ম দৃশ্য।

ভুনি খিচুড়ী।

"যে গিন্নি ভাল রাঁধিতে না পারে, সে গিন্নিটী গিন্নি হ'বার উপযুক্তই নয়। বৌমা! আজ তোমাকে ভুনিখিচুড়ী রাধ্‌তে হবে" এই কথা বলে গিন্নি বউমায়ের কাছে এসে বস্‌লেন।

বৌমা বল্লেন, "আমিত জানিনা মা!"

গিন্নি বল্লেন, "সব কি মায়ের পেট থেকে পড়ে জানা যায় বাছা, সাহস করে শিখ্‌তে হয়। আমি কাছে থাক্‌ব তুমি রাঁধবে, বুঝেছ?"

বৌমা প্রমাদ গনিলেন; কিছু উত্তর দিলেন না। শাশুড়ী বুঝ্‌লেন, বৌমার ভয় হয়েছে, বল্লেন, "কি বাছা, ভয় হয়ে গেল নাকি? তা—আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব এখন; চল, এখন বেলা যায়, ছেলেদের আজ ভুনি-খিচুড়ী খাবার সাধ হয়েছে।"

অগত্যা বৌমা উঠিলেন, ছোট ছোট বউদিগকে গিন্নি সব ডাক্‌লেন; মেয়ে, নাতনী এলো, গিন্নি সকলকে বল্লেন, "চল সব রান্না ঘরে, বড় বউ আজ ভুনি খিচুড়ী রাঁধ্‌বেন, তোমাদিকে সব জোগাড় করে দিতে হবে।"

রান্না ঘর গুলজার; বড়, মেজ, ছোট তিনটী বউ, গিন্নির মেয়ে সরসিবালা, নাতনী সরযূ আর গিন্নি স্বয়ং। চুলোধরান হ'ল। চাউল, ডাউল, থালা, বাটী, ঘটী সব জড় হলো; খুব একটা হৈ চৈ দেখে গিন্নি বল্লেন,—"বস সব চুপ্‌টী করে।"

গিন্নি। ভুনি খেচুড়ী কি করে রাঁধ্‌তে হয় তোমরা জান?

নাতনী সরযূ। না দিদিমা, খেতে জানি।

গিন্নি। হাঁ তা জানবে বৈ কি?

বৌএরা সব হেসে উঠ্‌ল।

নাত্‌নী বল্লেন, "এর আর অন্যায় কি বল্লেম, রাঁধতে জানিনা—খেতে পারি।

গিন্নি। তা বেশ করিস্, এখন শোন্।

এক সের খাড়ীমসুরীর ডাল, দেড় পোয়া চাল, ঘি আধ সের, নুন ৩ তোলা, হলুদ বাঁটা ১ তোলা, বাঁটা ধনে ৩ তোলা, বাঁটা আদা ১ তোলা, বাঁটা লঙ্কা ১ তোলা, জীরামরিচ বাঁটা ১ তোলা, তেজপাতা ১০।১২ খানা, ছোট এলাচ গোটা আধ তোলা, কুচি দারচিনি আধতোলা, লবঙ্গ তিন আনা, দধি ১ পোয়া, পেঁয়াজ ৪ তোলা, এইগুলি আগে জোগাড় করে ভাঁড়ার হ'তে নিয়ে এস। বউএরা যোগাড় ক'ত্তে ছুটল।

নাতনী সরযূ বল্লেন, "কখন রান্না হবে দিদিমা?"

গিন্নি। কেন্ বল দেখি, তোর কি জিনিস গুলির নাম শুনেই জি'বে জল সর্‌তে লেগেছে?

* * * *

একটু পরেই সব যোগাড় হয়ে এল। বড় বৌমা কোমরে কাপড় জড়িয়ে সভয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে উপস্থিত হইলেন। বৌয়ের ঠাকুঝি সরসি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন—বল্লেন, "দেখো বৌ-দিদি! যেন রান্নে উপোস্ থাক্‌তে না হয়।"

বউ। দেখ্‌লেন মা! ঠাকুরঝি পিছনে ডাক্‌লে, সর্ব্বনাশ হবে দেখ্‌ছি।

গিন্নি। এতো আর অসুরনাশ ক'ত্তে যাচ্চ না মা, যে পেছু ডাক্‌লে দোষ আছে। নাও এখন বেলা যায়। আগে চালগুলিকে বেছে পরিষ্কার করে লও। ঐ কড়াই খানাকে উনুনে চড়াও।

বউ মা তাই কল্লেন।

"এখন একটু ঘি দিয়ে ঘিয়ের ফেনাটা মরে গেলে, তা'তে আগে পেঁয়াজ কুচিগুলি দিয়ে ভাজ। বেশ বাদামী রংএর মত হয়েছে ত?"

বৌমা তদ্রূপ ক'রে বল্লেন, "হাঁ হয়েছে।"

গিন্নি। ওগুলিকে তুলে নাও, আর ঐ ঘিয়ে সমস্ত মস্‌লা চালডালগুলি দিয়ে নাড়তে থাক, চাউল ২।১টা ফুট্‌লে সেই ঠিক ভাজা হয়ে এল বুঝতে হবে। এইবার

ও'তে জল ঢাল; যখন চালগুলি দুই একটা ফুট্‌তে লাগ্‌ল তখন বৌমা বল্লেন, "কতটা জল দিব মা?"

গিন্নি বল্লেন, আন্দাজ দেড়সের হ'তে ২ সের। এইবার হাঁড়ীর মুখটা সরা দিয়ে বন্ধ কর। ফুট্‌ছে কি?

বৌমা। হাঁ।

গিন্নি বল্লেন, এইবারে নুন দাও আর মুখটা বন্ধ কর। মাঝে মাঝে নাড়া চাড়া ক'রে দাও যেন তলায় না ধরে যায়। তা'হলে সব মাটী হয়ে যাবে। বৌমা তাই কল্লেন।

গিন্নি। এখন একটু জাল কমিয়ে দিতে হয়—দাও। বেশী জাল দিলে ধরে যাবে যে।

এই ব'লে গৃহিণী গৃহান্তরে চলে গেলেন।

* * * *

এ কালের মেয়ে সব, কোন কাজ কর্ম্ম শিখে না। একটু কাজ করিয়াই বড়বৌ'র গাল দুটী ফুটন্ত গোলাপের মত হইয়া উঠিল। বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিয়া মুখখানি যেন শিশির-সিক্ত গোলাপের ন্যায় হইয়া গেল। বড় বৌ সুন্দরী, এরূপ অবস্থায় যেন সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

ঠাকুর্ঝী বল্লেন,—বৌ দিদি! মুখটা মুছিয়ে দিব নাকি? দাদা যদি মুখখানি দেখ্‌তেন, তা' হলে বল্‌তেন বরং আলুভাতে খাওয়া ভাল। বাবা—খেঁচুড়ী রান্নায় এত ঘাম পড়ে?

বউ বল্লেন,—ঠাকুর্ঝী! ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, ঠাট্টা ক'চ্ছ কিন্তু জান কি কর্ত্তে পারি?

"কি কর্ত্তে পার বৌ-দিদি?"

রাত্রে উপস—যার নাম উপবাস—রেখে দিতে পারি।

সরযূ বল্লে—মামীমা আর কত দেরি?

বৌ। হ'য়ে গেছে, খাবি এক-হাতা?

সরযূ। মুখ পুড়ে যাবে যে।

এমন সময় গিন্নি এসে বোল্লেন, জলটা মরে গেছে কি বউ মা? সিদ্ধ হয়েছে?

বৌ বল্লেন, হাঁ মা হয়েছে।

গিন্নি বল্লেন, এইবার হাঁড়ির কানা ধ'রে একবার ঝাঁকিয়ে দাও।

বৌ মা তাহাই করিলেন।

গিন্নি বল্লেন, এইবার পেঁয়াজ ভাজাগুলি হাঁড়ির ভিতর ছড়িয়ে দিয়ে একটু পরে নামিয়ে নিও। আমি চল্লেম। পেঁয়াজের গন্ধ সইতে পারি না। তা' কি ক'রব এখনকার ছেলেরা পেঁয়াজ খায়। হিন্দুর ঘরে এ সব আগে ছিল না, তা না হ'লে পেঁয়াজ না দিলেও ভাল হয়।

বউ মা তাহাই করিলেন। খেচুড়ী রান্না শেষ হ'য়ে গেল।

রাত্রে বড় বাবু, তাঁহার দুই ভাই, ভাগ্নীটী খেতে বস্‌ল, বউ মা সকলকে পরিবেশন করে দিলেন। ছোট ও মেজ বউ, ঠাকুর্ঝিটী জানালার আড়ালে থেকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। বড় বউ আতঙ্কে আড়ষ্ট হ'য়ে মন্তব্যের অপেক্ষা ক'র্ত্তে লাগলেন।

বড় বাবু। এঃ! এযে ভুনিখেচুড়ী দেখ্‌ছি।

একটু খাইয়া বল্লেন্ বেশ হয়েছে তো!—রাঁধ্‌লে কে?

বউ ঠাকুরাণী গলবস্ত্র হইয়া জোড় হাতে বল্লেন—"দেবতা এই অধিণী"।

বড় বাবু। বল কি? "যত ছিল নাড়া-বুনে, সব হ'ল কিত্তুনে?"

ভগ্নিটী আসিয়া বলিলেন, দাদাবাবু, বৌদিদির খেচুড়ী রাঁধ্‌তে মুখলাল হয়ে গিয়েছিল, আর বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছিল।

বড় বাবু বল্লেন, "বটে"!

বৌ ঠাকুরাণী বল্লেন—"ঠাকুর্ঝী তুমি যে কবি হ'য়ে উঠ্‌লে দেখচি, তা—এস, উপবাস থাক্‌বার বড় ভয় হয়ে ছিল, এখন খাবে এস।"

ঠাকুর্ঝী বল্লেন—সে আর বল্‌তে—ও শুভ কর্ম্মে দেরী করা ভাল নয়।

শ্রীমতী শৈলবালা দেবী।

অন্নের পুষ্টিকারিতা গুণ।

গুড্ হেল্‌থ (Good Health) নামক এক খানি আমেরিকান পত্রে প্রকাশ:—চাউল এবং মাংসের পুষ্টিকারিতা গুণ সম্বন্ধে তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় চাউলে শতকরা ৮৫ ভাগ পুষ্টিকারক পদার্থ আছে; কিন্তু মাংসে বিশেষতঃ গোমাংসে শতকরা ২৮ ভাগ মাত্র পুষ্টিকারক পদার্থ আছে। আমাদের অন্ন পরিপাক করিতে মাত্র অর্দ্ধ ঘন্টা সময় লাগে; কিন্তু মাংস হজম করিতে উপরোক্ত সময়ের তিনগুণ সময় অধিক লাগে; অথচ অন্নের পুষ্টিকারিতা গুণের সহিত তুলনা করিলে চাউলের ৯ ভাগের এক ভাগ মাত্র পুষ্টিকারিতা গুণ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন মাংসের কোষ্ঠবদ্ধকারী গুণটীও বিলক্ষণ আছে। চাউলের পুষ্টিকারিতা গুণ সম্বন্ধে "কাজের লোকে" প্রথম বর্ষেও বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে, পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। আমাদের মাংসখোর বাবুরা কি বলেন?

ক্রোড়পতি ডাক্তার গারবিনি।

ডাক্তার গারবিনি সুইজারল্যাণ্ডের জনৈক ডাক্তার। তিনি সম্প্রতি লিউগ্‌নো নগরে ৯৫ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া মৃত্যুকালীন ২ কোটী টাকার কিছু বেশী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই দীনের দুঃখ মোচনার্থ দান করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার গারবিনি অবিবাহিত ছিলেন, কেবল মাত্র ২টী ভৃত্য লইয়া বাস করিতেন। সখের মধ্যে কেবল তাঁহার একটী সুন্দর উদ্যান ছিল। ডাক্তার বিদেশী ভ্রমণকারীদিগকে সাদরে তাঁহার উদ্যান পরিদর্শনে নিমন্ত্রণ করিতেন।

ডাক্তার প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আহারাদির পর এই উদ্যানে পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ ছিল, ভাল পোষাক পরিচ্ছদে লক্ষ্য ছিল না। তিনি ধূমপান করিতেন না, মদ্য স্পর্শও করিতেন না, এবং জুয়াখেলা করিতেন না। তিনি মাত্র দৈনিক ৫ শিলিং অর্থাৎ ৩৲ টাকা নিজের জন্য ব্যয় করিতেন। মানুষের অভাব অপব্যয়েই। মিতাব্যয়ী লোকের কখন ব্যয় বাহুল্য হয় না সুতরাং অর্থ প্রচুর জমিবারই কথা। এ সকল লোক দীর্ঘজীবি হয় এবং অতুল ধনসম্পত্তিও রাখিয়া যাইতে পারে। তাঁহার উপার্জ্জন এবং ধনের সদ্ব্যাবহারও সার্থক হইয়াছে।

সুন্দর কাজের লোক।

——:০:——

ইদানীং আমাদের দেশে কতকগুলি লোকের ধারণা হইয়াছে যে দেশমধ্যে অসংখ্য কলকারখানা ও যৌথব্যবসায় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন না হইলে আর দেশের উন্নতির আশা নাই। কথা ঠিক হউক আর নাই হউক, সহসা যে সেই ভাবের আবির্ভাব হইবে বোধ হয় না। তাহার বাধা বিঘ্ন অনেক। ক্রমে হইতেছে, হইবেও। কিন্তু তাই বলিয়া সেই জিনিষ গুলি যে এ দেশে নূতন তাহা নহে। আজকাল সার্থবাহ (Co-operatve) একদল বণিক্ সম্প্রদায় (Trading Corporation or Society) হয়ত দেশের নানা স্থানের লোকের মূলধন লইয়া বৃহদ্ব্যাপারে বহুলব্যয়ে একস্থানে ব্যবসায়পত্তন করেন, পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রতি গ্রামে প্রতি সহরে সেই সকল ক্ষুদ্রাকারে স্বল্পব্যয়ে নির্ব্বাহিত হইত। মধ্যে মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ী বিরাট আয়োজনে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিতেন। তাহাদের আর একটী সুব্যবস্থা ছিল যে তাহারা অনেক মূলধন স্থানীয় লোকের নিকট সংগ্রহ করিতেন। লোকে তাহাদের গদিতে (কারবারের কেন্দ্রস্থলে) টাকা জমা রাখিয়া কিছু কিছু সুদ পাইত। ইহা দ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমানকালের Bankএর কার্য্য সমাধা করিতেন। এইরূপ পদ্ধতি দেশব্যাপিনী ছিল। আজকালের মত নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট স্থলে কতিপয় মাত্র ছিল না। সুতরাং এখন বড় বড় নামজাদা ব্যাঙ্ক হইয়াও যে কার্য্য না করিতে পারিতেছে, সেকালের ব্যবসায়ে তাহা অনায়াসেই সাধিত হইত।

স্বরাজও স্বাতন্ত্র্যের হিসাবে ধরিতে গেলেও তাহাই আমাদের প্রকৃত স্বাবলম্বন ছিল। 'স্বমহিমায় বিরাজ' করিতে হইলে 'স্বতন্ত্রে নির্ভর' করিতে হইলে সেই ব্যবসায় আমাদের পক্ষে উত্তম বলিয়া বোধ হয়। বড় বড় কেন্দ্র থাকুক, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদর্শস্বরূপ গ্রামে গ্রামে পরগণায় পরগণায় এইরূপভাবে কার্য্য চলিলে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—দরিদ্রাদপি দরিদ্র উপকৃত হয়; দেশেরও কাজ হয়—দশেরও উপকার হয়। বাণিজ্যস্পৃহা সকলের মনে জাগরূক হয়, লক্ষ্মী পরিতুষ্টা হন্। সঙ্গে সঙ্গে কৃষি শিল্পেরও উন্নতি হয়। যে দেশটা অনশন ও অর্দ্ধাশনের মুখে ছুটিতেছে, সে দেশের লোকগুলি তবে দু'মুঠা অন্ন পায়।

অনেকে বলিবেন, প্রতিযোগিতায় আজকাল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উন্নতিলাভ সুদূরপরাহত। আমরা বলি প্রতিযোগিতা কেন? প্রতিযোগিতার হাত এড়াইয়া কিয়দংশেও আমরা উত্তম সাফল্য লাভ করিতে পারি। একটী উদাহরণ দেই, বুঝিবেন যে উদ্‌যোক্তা কি সুন্দর "কাজের লোক।"

হুগলি শ্রীরামপুরের তাঁত চিরপ্রসিদ্ধ। স্বদেশীয় আন্দোলনের বহুপূর্ব্ব হইতেই এখানে ঠকঠকি তাঁত চলিত। কেহ কেহ বলেন প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন সমীপবর্ত্তী গঙ্গার পরপারস্থিত গৌরীপুরে চটের কল হয় তখন সেইখানে দেখিয়া অজ্ঞাত্য তন্তুবায়গণ তাঁতের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কয়েকবৎসর পূর্ব্বে এখানে জনকয়েক যুবক মিলিয়া এক সুন্দর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনা করেন। তাহাদের উদ্যোগী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য, ব্যবসায়ে নিপুণ। কয়েকজন ভদ্রবন্ধু লইয়া ইনি বস্ত্রবয়ন করেন। ৭।৮৲ টাকা খরচেই কাঠ ও বাঁশ দিয়া সুন্দর ঠকঠকি তাঁত প্রস্তুত করাইয়া লন। এখানে অনেক তাঁতির বাস; তাহাদিগের দ্বারা 'টানা' দেওয়াইয়া লইয়া ৫টী বন্ধু মিলিয়া ইঁহারা বয়নকার্য্য করেন। অবসরমতে প্রত্যেকের দৈনিক এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা কাজ করিতে হয়। প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে কি বৈকালে গল্পচ্ছলে দুই এক ঘন্টাকাল ঠকঠকি তাঁত বুনা বেশী পরিশ্রমের কাজ নহে। ৪।৫ দিন পরেই ইহাদের এক একখানা কাপড় প্রস্তুত হয়। পর্য্যায়ক্রমে এক একজনে লইয়া থাকেন; খরচ হয় খুব অল্প। সূতা প্রস্তুত করিতে গড়ে প্রতি জোড়ায় কোন গরিব তন্তুবায় স্ত্রীকে ৵০ হইতে ।০ আনা এবং একজন তাঁতিকে টানা প্রভৃতি দেওয়ার জন্য ৵০ হইতে ৶০ আনা দেওয়া হয়; সূতার মূল্য ১।০ হইতে ১॥৵০ আনা লাগে। এইরূপে (৪০ হইতে ৬০ নম্বরের সূতার) কাপড় ১ জোড়ার মূল্য ১॥৶০ হইতে ২৲ টাকার মধ্যেই হয়। অথচ ২ জন গরিব প্রতিপালিত হয়। নিজেদেরও কোন কার্য্যের ক্ষতি হয় না। কেবল বুনার কার্য্যমাত্র করিতে হয়। তাহা দৈনিক ২।১ ঘন্টা বরং প্রীতিপ্রদ। বাঙ্গালার প্রতি সহরে প্রতি গ্রামেই তাঁতির বাস আছে। বোধকরি সর্ব্বত্রই এইরূপ সহায়তা লাভ ও প্রদান করিয়া উদ্যোগী যুবকগণ বস্ত্র বিষয়ে স্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারেন। উক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে ৩।৪ জনকে আমরা বস্ত্রবয়নে নিযুক্ত দেখিয়াছি, তন্মধ্যে

সকলেই শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। একজন ইদানীং অন্যত্র কলেজের অধ্যাপক (Professor) আর একজন কলিকাতার উদীয়মান লব্ধবিদ্য কবিরাজ।

ব্যাপারটী কি সুন্দর দেখুন! সময়ের সদ্ব্যবহার আমরা কিছুমাত্র জানি না। ২।১ ঘন্টা সময় অযথা সকলেই নষ্ট করে। কিন্তু তাহার সদ্ব্যয় করিয়া—যে সকল বস্ত্র ৪।৫৲ টাকায় জোড়া কিনিতে হয় তাহা ২৲ টাকাতেই হয়। মোটা আটপৌড়ে কাপড় ১।/০ আনা জোড়া হিসাবেও প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি। তাহা হইলেও যথেষ্ট লাভ। সকল ব্যবসায়েই এই প্রকার সূক্ষ্মদর্শিতা অবলম্বন করিতে পারিলে আমাদের চিরকালের নির্জ্জীবত্ব, নিশ্চেষ্টত্ব নিষ্ক্রিয়ত্বের বিলোপ করিয়া আমরা আবার বিশ্বসংসারে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারি। আশা করি নিষ্কর্ম্মা যুবকমণ্ডলী একবার ইহা ভাবিবেন। আমি সংবাদ দিতে ও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র কবিরত্ন,
সংস্কৃত অধ্যাপক,
মেদিনীপুর কলেজ।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

আমাদের শাস্ত্রীয় মুষ্টিযোগ।

ম্যালেরিয়া বা সংক্রামক জ্বরের ঔষধ।

নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কৃষ্ণতুলসীর পাতা ও গোল মরিচ প্রত্যেক দ্রব্যের দুই তোলা লইয়া উত্তম করিয়া বাটিয়া কুলের আঁটির প্রমাণ বড়ী বাঁধিতে হইবে। প্রাতঃকালে ১টী বটিকা ক্ষেৎপাপড়ার রস দিয়া ও বৈকালে ১টী বড়ী জল দিয়া মাড়িয়া খাইবে। বালক ও শিশুদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রা দিবে। ক্ষেৎপাপড়া কলারপাতায় বাঁধিয়া অগ্নিতে ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া রস বাহির করিতে হইবে। ঔষধ ১ মাস সেবন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিয়া শরীর পুষ্ট হইবে।

পুরাতন ও পালাজ্বরের ঔষধ।

(১) একটা কাগ্‌জি লেবুর এক দিকের মুখ কাটিয়া তাহার মধ্যে অর্দ্ধ পয়সার আফিম ও কিঞ্চিৎ পিপুলগুঁড়া দিয়া অগ্নির উপর বসাইয়া দিবে। পরে আফিম গলিয়া গেলে ঐ লেবুর রস বাহির করিয়া একেবারে প্রাতঃকালে খাইবে। এই প্রকার ২।৩ দিন খাইবে। অল্প বয়স্ক রোগীর পক্ষে আফিম বিবেচনা পূর্ব্বক কম পরিমাণে দিবে; নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

(২) কচি কচি নাটার পত্র এক তোলা ১ ছটাক জলসহ বাটিয়া ছোট ইষ্টক খণ্ড পোড়াইয়া তাহাতে ডুবাইয়া ইষ্টক খণ্ড ফেলিয়া দিবে। এই ঔষধ ১ পক্ষ ব্যবহারে আরোগ্য হইবে।

(৩) এক পয়সার আমলকি ৩ ভাগ করিয়া তাহার ১ ভাগ রাত্রে অর্দ্ধ পোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ঐ জল বাসিমুখে চিনি দিয়া খাইলে বমি হইবে। তাহাতে ভয়ের কারণ নাই। তাহার পর মাছের ঝোল দিয়া আহার করিবে। তাহাতেই জ্বর ভাল হইবে।

পালাজ্বরের ঔষধ।

কুকুর শোঁকা গাছের পাতার রস, পালা জ্বরের দিন অতি প্রত্যূষে জল ছুঁইবার পূর্ব্বে মল মূত্র ত্যাগ না করিয়া নাস লইবে। এই ঔষধটী বহু পরীক্ষিত।

প্লীহার ঔষধ।

(১) পাকা কলার ভিতর প্রথম দিবস ১টী, দ্বিতীয় দিবস ২টী ও তৃতীয় দিবস ৩টী জোনাকী পোকা খাইলে স্বল্প দিবসের প্লীহা আরোগ্য হইবে। ৩ দিবস ব্যবহারে যদি পুনরায় জ্বর আইসে তবে ৩ দিবস বাদ দিয়া পুনরায় উপরোক্ত মতে খাইবে।

(২) হীরাকস ৵০ আনা, মোসব্বর /০ আনা, মুলতানী হিং /০ আনা রসুনের রসে বাটিয়া দুই বেলা ২টী বটিকা নির্ম্মল জল দিয়া সেবন করিবে। ইহাও একটী উত্তম ঔষধ।

(৩) দশবাই চণ্ডীর গেঁড় এক পোয়া, গোলমরীচ ১ তোলা, কিস্‌মিস্ ১ তোলা, মিছরী ১ তোলা, মুলতানী হিং সিকি তোলা, সমুদায় জল দিয়া বাটিয়া মটর প্রমাণ বটিকা তৈয়ার করিবে এবং দুই বেলা দুইটী শীতল জল দিয়া খাইবে। যাহাদের হাত পা শীর্ণ হইয়াছে, পেট বড় হইয়াছে, তাহারাও ইহা সেবনে আরোগ্য লাভ করিবে। এই ঔষধ সেবনে দিবসের মধ্যে ২।৩ বা ততোধিক বার মলত্যাগ করিবে এবং যত মলত্যাগ করিবে তত শীঘ্র আরোগ্য হইবে।

(৪) গোঁড়া নেবুর রস অর্দ্ধ সের, বিটলবণ ১ ছটাক ও রসুনের রস ২ ছটাক, একত্র করিয়া বোতলে পুরিয়া ১০।১৫ দিন রৌদ্রে রাখিয়া অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ প্রতি প্রাতে খাইলে আরোগ্য হইবে।

কবিরাজ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বিশারদ।

নীতিশ্লোক।

——(-:-০-:-)——

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি॥

সিংহের নিকট একটী, বকের নিকট একটী, কুক্কুরের নিকট ছয়টী, গর্দ্দভের নিকট তিনটী, কাকের নিকট পাঁচটী এবং কুক্কুটের নিকট চারটী নিয়ম শিক্ষা করিবে। যথাক্রমে এই সকল নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

প্রভূতমল্পং কার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎসিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতং॥

অধিক অথবা অল্প কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে, এই নিয়ম সিংহের নিকট শিক্ষা করিবে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।
দেশকালোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকল সংযত

করিয়া বকের ন্যায় নিশ্চল ভাবে থাকিয়া অবসর বুঝিয়া নিজ কার্য্য সম্পাদন করিবেন, এই নিয়ম বকের নিকট শিখিবে।

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ॥

বহু অথবা অল্পদ্রব্যে সন্তুষ্ট, সুনিদ্রা অথচ অতি শীঘ্র চৈতন্য, প্রভুভক্ত এবং শৌর্য্য, এই ছয়টী গুণ কুকুরের নিকট শিক্ষা করিবে।

অবিশ্রামং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত
গর্দ্দভাৎ।

শীত বা গ্রীষ্ম কিছু লক্ষ্য না করিয়া অবিরত পরিশ্রম করিয়াও গর্দ্দভ সর্ব্বদা সন্তোষ থাকে। ইহাই গর্দ্দভের নিকট শিক্ষা করিবে।

গূঢ়মৈথুনচারিত্বং কালে কালে চ সংগ্রহঃ।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চশিক্ষেত বায়সাৎ।

লক্ষ্যস্থিরতা, কর্ত্তব্য, লজ্জা পরিত্যাগ, যথাসময়ে সঞ্চয়, সতর্কতা ও আলস্য পরিত্যাগ এই পাঁচটী গুণ কাকের নিকট শিক্ষা করিবে।

যুদ্ধং চ প্রাতরুত্থায় ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেৎ চতুঃ শিক্ষেৎ
কুক্কুটাৎ।

শত্রুর সহিত যুদ্ধ, অতি প্রভাতে শয্যাত্যাগ, জ্ঞাতীয়গণের সহিত একত্র ভোজন এবং স্ত্রী বিপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহার রক্ষা—এই চারটী গুণ কুক্কুটের নিকট শিক্ষা করিবে।

—এডুকেশন গেজেট।

শিল্প চর্চ্চায় ছোট লাট।

——(:-০-:)——

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, শিল্পের উন্নতি না করিলে কখন কোন জাতীয়ই অবস্থার উন্নতি হয় না। সেদিন আমাদের ছোট লাট সার এড্ওয়ার্ড বেকার বাহাদুর, হাইকোর্টের স্বদেশবৎসল খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ শিল্প-বিস্তার সমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত সদস্যকে বলিয়াছেন, "আপনাদের সমিতির এই শৈশব অবস্থা, মাত্র কয়েক বৎসর এই সমিতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যে ইহা নীরবে শান্ত ভাবে অনেক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। আপনাদের সমিতি বৃত্তি এবং পাথেয় দিয়া দেশের যুবকগণকে নানা দেশে শিল্প শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতেছেন। গত ৩ বৎসরে প্রায় ১০০ শিক্ষার্থী যুবক বিদেশে প্রেরিত হইয়াছেন এবং এ বৎসরেও আপনারা ৮০ জনকে বিদেশে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। যাঁহাদিগকে বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু ভারতকে যদি প্রকৃত শিল্প দ্বারা তাহার নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগের প্রণালী অনুসারে ভারতীয় শিল্প পদ্ধতিকে নিয়মিত করা আবশ্যক এবং এ দেশের শিল্পীসন্তানগণ যাহাতে বিদেশীয় প্রতিযোগীগণের সহিত সমান শিল্প নৈপুণ্য লাভে সমর্থ হবেন, তাহার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।" এইরূপে ছোটলাট বাহাদুর সমিতির অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

ছোটলাট বাহাদুরের এই সকল উক্তি শুনিয়া আমাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। রাজা, প্রজার সহায় না হইলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। দেশের শিল্প নানাকারণে একেবারে নষ্টপ্রায়, রাজার উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে আবার লুপ্তপ্রায় ভারতশিল্পের উন্নতি হইয়া উঠিবে। আবার দীন দরিদ্র প্রজার গৃহে লক্ষ্মীশ্রী হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? তিনি আরও বলিয়াছেন,—"একেবারে নানা দিকে মনোযোগ দিয়া শক্তির অপচয় করা কর্ত্তব্য নহে।" ছোটলাটের এই উপদেশটী অতি সারগর্ভ—শিল্পের উন্নতিই জাতীয় উন্নতির উপায়। অতএব বঙ্গ সন্তানগণ! এক মনে এক প্রাণে অন্য আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া এই শিল্পের এবং কৃষির উন্নতি কল্পে আত্মোৎসর্গ কর দেখি—দেখিবে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য কি? শুদ্ধ উদরান্নের সংস্থান এবং দেশের দৈন্যদশা দূরীভূত করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা—শিল্প এবং কৃষির উন্নতিই বাস্তবিক উপরোক্ত উন্নতি সাধনের মূল ভিত্তি।

বেকার সাহেব সমিতির সদস্যগণকে বলিয়াছেন যে, "অধিক লোককে অল্প দিনের জন্য বিদেশে পাঠান অপেক্ষা, অল্প লোককে বেশী দিনের জন্য বিদেশে রাখিয়া সুশিক্ষিত করায়, ভাল ফল হইবে কারণ বিদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা যত অধিক দিন থাকিবেন ততই পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"অগ্রে চেষ্টা যে সকল শিল্পের উন্নতি করিয়া প্রতিযোগীতার উপযোগী করা যায় অগ্রে তাহাই চেষ্টা করা উচিত।"

"বর্ত্তমান সময়ে যে সকল জিনিসের অভাব রহিয়াছে আপনারা তাহাই সরবরাহ করিবার চেষ্টা করুন। কিন্তু সরবরাহ করিবার আশায় যেন অভিনব অভাবের সৃষ্টি করিবেন না।"

কথাগুলি অতি সারবান—নূতন অভাবের সৃষ্টিতেই দেশের দৈন্যদশা আরও ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়।

ছোট লাটের কথায় শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিই প্রকাশ পাইতেছে। আমরা তাঁহার নিকট অনেক সুফল লাভের আশাও রাখি। অযথা অবৈধ উপায়ে কখন কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না। দেশবাসীগণ! স্থিরভাবে ছোট লাটের এই সারগর্ভ উপদেশ-মত বৈধ-পথে থাকিয়া দেশের শিল্পচর্য্যার দিকে মনোনিবেশ কর, আবার আমাদের দুঃখের সংসার সুখের হইবে।

সম্পাদক।

আর, লগিন এণ্ড কোং

অর্থাৎ মেহ প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের অব্যর্থ, অদ্বিতীয় ঔষধ।

মেহ প্রমেহের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে, শুক্রের গাঢ়তা সম্পাদন করিতে, বলবীর্য্য বৃদ্ধি করিতে, নষ্টপ্রায় যৌবনশক্তি পুনরুদ্দীপিত করিতে, এক কথায়, শুক্রাধার ও মূত্রাধারের কার্য্য সরল ও স্বাভাবিক করিতে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।

একমাত্রার পরিচয় এক দিবস ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ। সপ্তাহে আরোগ্য।

প্রশংসা পত্র।

১। ইণ্ডিয়ান ল্যানসেট নামক চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রধান সংবাদ-পত্র বলিয়াছেন,—"এই ঔষধ অনেকগুলি রোগীতে পরীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সমধিক আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, প্রত্যেক পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হইয়াছে। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, মেসার্স আর, লগিন এণ্ড কোংর হিলিংবাম নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য ঔষধ, এবং চিকিৎসকগণও বিনা সন্দেহে ইহাতে নির্ভর করিতে পারেন।

২। ডাক্তার কে, পি, গুপ্ত, কর্ণেল, আই, এম, এস ; এম, এ ; এম, ডি ; এফ-আর-সি-এস, (এডিন), এস, এস সি, ডিগ্রী (কেম্ব্রিজ), পি এইচ, ডি, (ক্যাণ্টাব), ভারতের ভূতপূর্ব্ব স্যানিটারি কমিশনর বলিয়াছেন,—"হিলিংবাম মেহ ও প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কষ্টকর এবং দুশ্চিকিৎস্য মেহ ও প্রমেহ রোগাক্রান্ত লোকদিগকে আমি ইহা ব্যবহার জন্য নিঃসঙ্কোচে ও দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ করি।

মূল্য ২ আঃ শিশি ৮ দিনের ২৷৷০, ১ আঃ শিশি ৪ দিনের ১৷৵০ আনা। ডাকমাশুল প্যাকিং স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—আর, লগিন এণ্ড কোম্পানি, কেমিষ্টস,

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ মোড়, কলিকাতা।

এক কাজ করুন

ফটোগ্রাফ তুলিতে শিখুন—বেশ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন—আমোদ ও উপার্জ্জন দুই হইবে। আমাদের এখানে বিবিধ প্রকার ক্যামেরা, লেন্স, প্লেট, পেপার শিক্ষা পুস্তক, যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত পাইবেন—দর সুলভ অথচ সমস্ত দ্রব্য টাটকা আমদানী। খুব কম টাকাতেই শিক্ষার্থীর সরঞ্জাম করিয়া দিতে পারি। দু' দশ দিনেই একটা মোটামুটী শিক্ষা হয়।

কলিকাতা ক্যামেরা কোম্পানী,

১৫৮ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—১৩১৩ সালের আশ্বিন হইতে ১৩১৪ সালের ভাদ্র পর্য্যন্ত পূর্ণ এক বৎসরের "কাজের লোক" ১৫ই জানুয়ারী হইতে অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। এখন নূতন গ্রাহক এই বৎসরের ২৷৷০ টাকা সরস্বতী পূজার পূর্ব্বে জমা দিলে যতক্ষণ থাকে উক্ত পুস্তকখানি পাইতে পারেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

পরচুল !

স্ত্রীলোকের প্রমাণ চুল	১৸০	১৷৷০	১৷০
বাবরী-চুল শ্রীকৃষ্ণ			
অর্জ্জুন প্রভৃতির জন্য	১৸/	১।০	৸৶০
কোঁকড়ান চুল পুরুষের	১৷৷০	১।০	১৲
ঐ স্ত্রীলোকের	১৸০	১৷৷০	১।০
পাকা কাঁচা মিশ্রিত			
দাড়ী-চুল	২৲	১৷৷০	১।০
কাল দাড়ী-চুল	১৷৷০	১।০	১৲
গোঁপ ১ জোড়া	।৶০	।০	৵০
পাকা দাড়ি চুল	১৸০	১৷৷০	১।০
নূরদাড়ী (মুসলমান			
মাজিবার)	৷৵০	।০	৵০

আমরা থিয়েটারে চুল সরবরাহ করি, বিখ্যাত মহিম বন্দ্যের প্রস্তুত। বাজারের চুলের সহিত তুলনা হয় না, ইহা উৎকৃষ্ট জিনিস, স্থায়ী শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং ঠিক বিলাতির মত। বিজ্ঞনেস এজেন্সী,

১ নং অভয় হালদার্স লেন, কলিকাতা।

কেহ জানেন কি?

স্ত্রীলোকের মাথার কাঁটায় ও নিবে কাল চকচকে যে রং বা বার্ণিস দেওয়া থাকে, এখানে কেহ সে প্রক্রিয়া জানেন কি? যদি জানা থাকে "কাজের লোকে" তাহা প্রকাশ করিলে অনুগৃহীত হইব।

সম্পাদক।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২॥০ টাকা মাত্র।

Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal, Devoted to Useful Art, Manufacture &c.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। | New Series, February, 1909. নূতন সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯। | Vol. III. No. 2.

আসল "লক্ষ্মীবিলাস" রামচন্দ্রমূর্ত্তিবিশিষ্ট

ট্রেড মার্কাযুক্ত দেখিয়া লইবেন।

আমরা বিশেষ যত্নে বহু অর্থব্যয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়েকটী ভারতীয় ফুলের নির্য্যাসে স্বদেশজাত স্বদেশীয় ফুলের "পুষ্প সার বা সেণ্ট" প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছি। আস্ত টাট্‌কা ফুলের গন্ধ বাতাসে উড়িয়া যায় না। গুণে শ্রেষ্ঠ, তবে স্বদেশজাত স্বদেশীয় ফুলের মিষ্ট মধুময় সৌগন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী ফুলের বৈদেশিক কঠোর গন্ধের দিকে কেন প্রধাবিত হয়েন? আমাদের বহু যত্নে প্রস্তুত বেলা, সেফালিকা, চম্পক, মালতি, জেস্‌মিন, রোজে, লিলি অব্‌ দি ভ্যালি, ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, তিন শিশির সুন্দর বাক্স, মূল্য ২৸০ টাকা।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

(স্থাপিত সন ১৮৮২ সাল।)

অতুল ধনসম্পত্তিশালী রাজাধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই লক্ষ্মীবিলাসের পরিচয় জানেন। লক্ষ্মীবিলাস কেবল বিলাসের সামগ্রী নহে, বিবিধ শারীরিক এবং মানসিক পীড়া দূর করিতেও অমোঘ মহৌষধ। বলবৃদ্ধি করিতে, উৎসাহ আনিতে, শ্রীবৃদ্ধি করিতে, চর্ম্মের মসৃণতা উৎপাদন করিতে, লক্ষ্মীবিলাসই গুণে ও গন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা ডজন ৭৷০, ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার্স্—এম, এল, বসু এণ্ড কোং। আফিস,—১২২ নং পুরাতন চীনাবাজার। ফ্যাক্টরী—১২ নং নারিকেল বাগান, কলিকাতা।

এন্, এন্, মণ্ডল এণ্ড কোংর

"ইণ্ডিয়া ফ্লুট"

সুন্দর আওয়াজ, সিজেন করা কাষ্ঠে প্রস্তুত—মেঃ মণ্ডল কোংর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এন এন্ মণ্ডলের তত্ত্বাবধারণে দিব্য কারুকার্য্যময় করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং স্থায়ী হারমোনিয়ম, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে কোন সুনক্ত ব্যক্তির হস্তে পড়িলেই তিনি ইহা বুঝিতে পারিবেন, অথচ মূল্য ও বাজারে দর অপেক্ষা অধিক নহে। মূল্য ৩ অকটেভ ২ সেট রিডযুক্ত ৪৫৲ হইতে ৬০৲ টাকা। বাজারের হারমোনিয়ম আর ইহাতে পার্থক্য অনেক। সিকি দাম অগ্রিম পাঠাইলেই গ্যারাণ্টি সমেত মফঃস্বলে সত্বর পাঠান যায়।

এন্ এন্ মণ্ডল এণ্ড কোং,

১৮২।৮ নং লোয়ার চিতপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S

INSECT POWDER.

কিটিংসের ছারপোকা এবং কীটনাশক

মহৌষধ

দিলে গরম কাপড়ের, ফুলের গাছের, পশুপক্ষীর গায়ের কীট, আরসোলা, উই, উকুন মরিয়া যায়। বিষাক্ত নহে, ইহাতে কেবল কীট মরে মাত্র, মূল্য ছোট কৌটা ।০, মাঝারী ।৵০, বড় ৷৵০, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

ভারতের স্পেশ্যাল এজেন্টস্—বি, এল, দাঁ এণ্ড কোং,

৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবিধপ্রকার

সার্ট কোট্ মোজা, রেশমী শাড়ী আবালবৃদ্ধ বনিতার দেখিবামাত্রই পছন্দ হইতে পারে—এমন সকল জিনিসের সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমাদের গ্রাহক অনুগ্রহকগণ চিরদিন জিনিস দেখিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন সেইরূপ এবারেও আয়োজন দেখিয়াও সুখী হইবেন। দরে সুলভ—অথচ জিনিস ভাল।

ব্যানার্জ্জী এণ্ড মল্লিক,

পোষাক বিক্রেতা ও সরবরাহকারক,

জোড়াস াঁকো, কলিকাতা।

প্রাইসলিষ্ট বিনামূল্যে পাঠাই।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড

পুস্তকখানিতে সরল বাঙ্গালা ভাষায় একটী অভিনব অর্থকরী আমেরিকান ব্যবসায় রহস্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তক শীঘ্র করা বিক্রেয় হয়। ঘরে বসিয়া এ কাজ করিলে বেশ উপার্জ্জন করা যায়। অতি যৎসামান্য মূলধনের আবশ্যক মাত্র। কাপড়ে বাঁধাই গিল্টি অক্ষরে পুস্তকের নাম প্রভৃতি। মূল্য ভি, পি সমেত ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১ নং অভয় হালদার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। | New Series, February, 1909. | নূতন সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯। | Vol. III. No. 2.

শ্রীশ্রীগণপতয়ে নমঃ।

ভারতের শিল্পাবনতির প্রকৃত কারণ।

—:০:—

স্যার মাধব রাও একবার বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পুরস্কার বিতরণের সময় বলিয়াছিলেন—"বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, তেলী, মালী, কামার, কুমার, রাজমিস্ত্রী, এমন কি নাপিত ধোপা পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চাকরী পাইবার আশায় স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে, সেই জন্য সমস্ত বিদ্যালয় কোলাহলপূর্ণ এবং সেই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ের আবশ্যক হইতেছে—কিন্তু এত লোককে কি গবর্ণমেণ্টের চাকরী দেওয়া সম্ভব? কাজেই সুশিক্ষিত লোকও প্রায় চাকরী পাইয়া উঠিতেছে না। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে চাকরী—আবশ্যকীয় সর্ব্ববিষয়েই জ্ঞানলাভের পিপাসা বিশেষ ক্ষীণ হইতেছে। ফলে দেশীয় শিল্প ও কৃষির অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সম্ভ্রান্ত ভদ্র সন্তানগণ বহু পরিশ্রমে বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষিত হইয়া শেষে দিনান্তে একজন রাজমিস্ত্রীর অপেক্ষাও কম উপার্জ্জন করিয়া থাকেন!" কথাগুলি অতি সত্য হইলেও সে কথা ভাবে কে?

একবার অযোধ্যার ডেপুটী কমিশনার বহু সংখ্যক একত্রিত পরীক্ষার্থী বালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা কি জন্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আইসে। প্রশ্নের উত্তরে ৫০টী কণ্ঠ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে—"কেবল চাকরীর জন্য।" তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—কি চাকরী?—তাহাতে সমস্ত বালক তারস্বরে বলিতে থাকে, "গবর্ণমেণ্ট চাকরী", তিনি বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"A nation of officials and Lawyers would starve" অর্থাৎ "কেবল কেরাণী আর উকিলের জাতি উপবাস করিয়াই মরে!" "so far as food, clothing and shelter are concerned, they are consumers, and not Producers. "খাদ্য সামগ্রী পোষাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান সকল বিষয়েরই এইরূপ জাতী ক্রেতার স্থান অধিকার করে মাত্র—কিন্তু ইহারা জিনিস জন্মাইতে পারে না।"

"India is impoverished not only by numbers living in idleness from False ideas about labour but from the manufactures left to uneducated workmen."

The Industrial Arts in India.

"অর্থাৎ ভারতের দৈন্যদশা যে দেশবাসীর কেবল অলস ভাবে বসিয়া থাকায় এবং পরিশ্রম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জন্য, তাহাই নহে, ইহাদের জাতীয় শিল্পকর্ম্ম অশিক্ষিত লোকের হস্তে ন্যস্ত থাকায় শিল্পের আরও অবনতি হইয়াছে।" পাঠক চিন্তা করুন, কথাগুলি সত্য কিনা।

আমি একবার মান্দ্রাজের ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটী হইতে প্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিত আছে "ভারতবর্ষের শিল্পী, জগতের অন্যান্য শিল্পীগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, জগতের যে কোন অংশের শিল্পীর সমকক্ষ; কিন্তু তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার উপযুক্ত বুদ্ধিমান পরিচালকেরই অভাব ও আবশ্যক। জগতের নানাস্থানে শিল্পের যে সকল অভিনব প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে, যদি তাহা এদেশে প্রচলিত করা না হয়, তাহা হইলে এদেশের শ্রমজীবিগণ কখনও জগতের অন্য শিল্পীগণের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইতেই পারে না।

সুতরাং তাহাদের কি করা আবশ্যক হইবে? শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিজেদের শিল্প শিক্ষা এবং জিনিস প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে, এবং সভ্য জগতে যে সকল উন্নত উপায় দ্বারা উন্নত প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে, সেই সমুদায় প্রণালীতে সুদক্ষতা লাভ করিয়া নিজেদের দেশের শ্রমজীবিদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে।"

বাস্তবিক ইহাই ত প্রকৃত উপায়। শুদ্ধ মুখে শিল্প শিল্প করিয়া গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কোন ফলই হইবে না। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে শিল্প শিক্ষা করিয়া এদেশে ফিরিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষা দিলেও দিতে পারিতেন, কিন্তু পেট চলে না। দেশের ধনকুবেরগণ ভোগসুখে আছেন ভাল, সুতরাং এ বিদেশ প্রত্যাগত শিক্ষিত শিল্পীগণের উদ্যম কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করিবার লোক নাই। হায় হতভাগ্য দেশ!

দেশবাসীগণ! শুদ্ধ Consumersবা কাটতিকারী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া ক্ষীণ হইতে আর ক্ষীণতম হইও না। Producer বা প্রস্তুতকারক হইতে কায়মনে চেষ্টা কর, তবে দীনতা ঘুচিবে। আরও পরিতাপের কথা, এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিতান্তই নারাজ। বরঞ্চ এরূপ উপদেশ ও প্রস্তাবকে নিতান্ত উপেক্ষার সহিত হাসিয়া উড়াইয়া দেন। দেশ যে পূর্ণ বিকারগ্রস্থ! এ বিকার কি সহজে কাটিবে? ভারতবাসী শিক্ষিত হইলে পৈতৃক জমী ভাগ স্রোতে বিলি করিয়া আসিয়া সহরে বসিয়া থাকেন, দেশীয় শিল্পে তাঁহাদের ঘৃণাবশত দেশীয় শ্রমজীবির কাছ দিয়া যাইতে লজ্জা বোধ করেন! কাজেই সহানুভূতির অভাবে—উৎসাহের অভাবে দেশীয় শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। এ কি বিদেশীয়গণের দোষ? বিদেশীয়গণ চক্ষুর সম্মুখে আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান—কিন্তু আমরা বিকারগ্রস্ত —নিদ্রিত—মৃতবৎ। সে আদর্শ দেখিয়া ভাবি কৈ—শিখি কৈ। সম্পাদক।

বরোদায় দেশীয় শিল্পের অভ্যুদয়।

—(-:-•-•-:-)—

পাঠকগণ! দাক্ষিণাত্য প্রদেশান্তর্গত বরোদার গাইকোয়ারের নাম শুনিয়াছেন। গাইকোয়ারের মহারাজা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত, কিন্তু তিনি উচ্চ শিক্ষা পাইয়া বিদেশী সভ্যতার তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দেন নাই। তাঁহার উচ্চ শিক্ষা এবং মনীষিতার ফলে বরোদা রাজ্য কোন কোন বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমেন্টেরও আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। মহারাজ স্বরাজ্যে শিল্পোন্নতির কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন দেখুন। সুরাট এবং আমেদাবাদে ২টী তুলার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত কারখানা বসাইয়াছেন, একজন বরোদাবাসী আমেরিকা হইতে চামড়ার কার্য্য শিক্ষা করিয়া আসিয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এবং কাণপুরের কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। শীঘ্রই বরোদারাজ্যে একটী চামড়ার কল খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ময়দা, ছাতা এবং সুতা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। বরোদাবাসী প্রজাগণ মহারাজের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নানাপ্রকার শিল্পোন্নতির জন্য প্রাণপণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহারা ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধনে একটী ছাতার কারখানা খুলিয়াছে, মহারাজ ৩০০০ টাকার অংশ খরিদ করিয়া এবং সুদে ৫০০০ টাকা ধার দিয়া প্রজামণ্ডলীকে সমুৎসাহিত করিয়াছেন। বরোদা রাজ্যে এখন ৬১টী জীন ফ্যাক্টরী, ৮টী তুলার গাঁট বাঁধিবার কল, ২টী সূতা প্রস্তুতের এবং কাপড় বুনিবার কল, ৪টী রঙ্গের কারখানা, ৩টী তৈলের কল, একটী চিনির কল, একটী দড়ী প্রস্তুতের কল, একটী কাট কাটিবার কল ও একটী চকোলেট প্রস্তুতের কল স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে রীতিমত শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ২টী কৃষি ধনাগার Agricultural Bank, এবং ২২টী Co-operative Cedit Society অর্থাৎ প্রজাদিগকে টাকা ধার দেওয়ার সভা স্থাপিত হইয়াছে।

বরোদা রাজ্যে এখন শিল্পোন্নতির অভ্যুদয়। এ সকল কার্য্য রাজার সাহায্য ব্যতিরেকেও সুসম্পন্ন হয় না। ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গের বরোদার এই সদনুষ্ঠান অনুকরণীয় সন্দেহ নাই।

সহজ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

(কাজের লোকের জন্য লিখিত)

কেন হয়?

গুরু এবং শিষ্য।

শিষ্য। আচার্য্য! আমরা নাকে গন্ধ পাই কেন?

গুরু। যেহেতুক নাসারন্ধ্রে "অল্ ফাক্টরি" নামক স্নায়ু আছে, সেই স্নায়ুর বিশেষ গুণ যে, গন্ধ নির্ণয় করিয়া মস্তিষ্কে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এই জন্য আমরা নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করিতে সক্ষম হই।

শিষ্য। আচ্ছা আচার্য্য! নাকের মধ্যে লোম থাকে কেন?

আচার্য্য।—নাসিকা দ্বারে ও ভিতরে লোম থাকার জন্য বায়ুর সহিত কোন প্রকার ধূলা কুটা নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না, লোম না থাকিলে নাসারন্ধ্রের স্নায়ু মণ্ডলী এই সকল পদার্থ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া প্রদাহযুক্ত হইত, এবং সর্দ্দি কাশী প্রভৃতি উৎকট পীড়া সমূহের সৃষ্টি করিত।

শিষ্য। আচার্য্য! নাকের ছিদ্রগুলি নাসিকার নিম্নদিকে দেওয়ায় তাৎপর্য্য কি?

আচার্য্য। তাৎপর্য্য নাই? পরমেশ্বর যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহারই বিশেষ কারণ আছে। গন্ধ বায়ু অপেক্ষা লঘু পদার্থ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ বায়ু গন্ধ বহিয়া আনিয়া থাকে। সুতরাং গন্ধ পাইবার জন্যই নাসিকার সৃষ্টি, যখন বায়ুর উপরে গন্ধ ভাসমান থাকে, তখন নাসারন্ধ্র নিম্ন দিকে থাকায় গন্ধ পাইবার বিশেষ সুবিধা হয় এই

জন্য তিনি নাসারন্ধ্র নিম্ন দিকে করিয়া দিয়াছেন।

শিষ্য। ভাল, আচার্য্য! নাকটা ঘাড়ের দিকে না দিয়া সকল জীবেরই মুখের নিকট দেওয়া হইয়াছে কেন?

আচার্য্য। নাকের গন্ধ বহন, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ব্যতিত আরও একটী কর্ত্তব্য কাজ আছে। সেটী আমরা যাহা খাই, তাহার উপর চৌকী দেওয়া। আমরা যখনই কোন দ্রব্য খাইবার জন্য মুখে তুলি, নাসিকা তৎক্ষণাৎ তাহা বিশুদ্ধ কিনা গন্ধ দ্বারা অনুমান করাইয়া দেয়। সেই জন্য মুখের নিকটেই নাসিকার সংযোজন করিয়া তাহার কর্ত্তব্য পালনের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

শিষ্য। আচ্ছা আচার্য্য! ঈশ্বরের কি অপার করুণা, তিনি তাঁহার সৃষ্ট জীবকে কি এতই ভাল বাসেন?

আচার্য্য। নিশ্চয়ই—কিন্তু মানুষ তথাপি তাঁহার প্রতি, তাঁহার ক্রিয়া প্রতি সর্ব্বদাই উদাসীন হইয়া কতকগুলি অসার জিনিস লইয়া জীবনকে তুচ্ছ করিয়া তুলে।

লাভজনক কৃষিকার্য্য।

CASTOR & ITS CULTIVATION.

রেড়ির চাষ।

——(-:-•-:-)——

(১)

রেড়ীর চাস করিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। ইহা একটী বিশেষ লাভজনক কৃষিকার্য্য।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে রেড়ীর তৈল আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত, কিন্তু বিদেশ হইতে খনিজ কেরোসিন তৈল আমদানি হইয়া রেড়ীর তৈলের আবশ্যকতা লাঘব করিয়া দিয়াছে, এক্ষণে কেবল চিকিৎসা কার্য্যেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। রেড়ীর তৈলকে এদেশে এরণ্ড তৈল বলে, ইংরাজী নাম, ক্যাষ্টর অয়েল। বাঙ্গালায় গাছকে তেল ভেরেণ্ডার গাছ বলে। ইহার পাতা গুটী পোকার খাদ্য, রেড়ীর পাতাভুক্ত গুটীপোকা হইলে অতি উৎকৃষ্ট রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে। রেড়ীর খোল আলু ও ইক্ষু চাষে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এদেশে রেড়ীর গাছ যেখানে সেখানে—আন্দাড়ে পান্দাড়ে, পড়া বাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ভাল করিয়া চাষ করিলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে।

শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, এদেশে রেড়ীর চাস করায় কাহারও বিশেষ যত্ন না থাকাতেও ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ১ কোটী টাকার উপর রেড়ীর বীজ ফ্রান্স এবং ইটালী প্রভৃতি ইয়োরোপের নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। এদেশ হইতে রেড়ীর তৈলও যায় বটে, কিন্তু বীজ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক যায়। সেখানে এই বীজ যাইয়া তৈল হইয়া আবার এদেশে আসিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। আর এদেশের লোকে অলস, অকর্ম্মণ্য, এই সকল কার্য্যে উদাসীন হইয়া অন্নকষ্টে মারা যায় আর দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ করিয়া নাকে কাঁন্দে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা কেহ শুনিয়াছেন কি? যাক্, হয় ত সহজেই কেহ বলিতে পারেন যে, বীজও ত বিক্রয় হয়, তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি, কিন্তু সেই বীজের সঙ্গে এদেশের শ্রমজীবির মুখের গ্রাস চলিয়া যায় ইহাই দুঃখের কথা। এদেশে সেই বীজ হইতে তৈল বাহির হইলে কত লোক খাটিয়া খাইয়া দিন গুজরান করিত, তৈল কত সুলভে পাওয়া যাইতে পারিত, সে কথা ভাবে কে?

এদেশের সকল প্রদেশেই এই রেড়ীর তৈলের কল হওয়া উচিত। দেশের ধনী লোকগণের এ বিষয় অগ্রণী হওয়া উচিত, ইহাতে লাভ হইবে, দেশের দশ জনে অন্ন পাইবে। তিল, তিসি, সরিষা প্রভৃতি অপেক্ষা অনায়াসে অল্প ব্যয়ে রেড়ীর চাস হইতে পারে সুতরাং ইহা লাভজনক কার্য্য একথা অধিক করিয়া বলাই বাহুল্য মাত্র। এদেশের তৈলই রপ্তানী হওয়া উচিত, বীজ এদেশে মাড়াই হইয়া তৈল করা আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য।

রেড়ীর চাষ সকল মাটীতেই হইতে পারে। ডাঙ্গা, পড়া বাড়ী, বাগানের চারি ধারে, মাটী সামান্য কোপাইয়া বর্ষার পূর্ব্বে এবং গ্রীষ্মের শেষ ভাগে বীজ বপন করিলেই অতি অল্প দিনে গাছ হইয়া সেই বৎসরেই ফল এবং ফুল ধরিয়া থাকে, গাছ না কাটিয়া দিলে বহুদিন ইহার গাছ থাকে এবং উপর্য্যুপরি ফল ধরিতে থাকে। ইহার বীজ তলায় পড়িয়া অনেক গাছ আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে। যখন ইহার ফলগুলি পরিপক্ক হয়, তখন ইহার ঢেঁড়ি ফাটিয়া বীজগুলি ভূমে পড়িয়া যায়। পরিপক্ক বীজের বর্ণ বেগ্‌নী রঙ্গের অথবা লোহিতাভ ধূসর বর্ণের হইয়া থাকে। এই বীজ হইতে কেমন করিয়া তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা আগামী বারে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কাঃ সঃ।

স্বদেশী সাবান।

(২য় খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠার পর)

—:-(০)-:—

সার জর্জ্জ ক্রুকস প্রভৃতি বিজ্ঞান শিল্পবিৎ পণ্ডিতেরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, সর্ব্ববিধ "টয়লেট সোপ" অর্থাৎ অঙ্গ সংস্কারের উপযোগী সাবানই, অলিভ অয়েলে, আর সোডায় প্রস্তুত হয়।"

কটাহে সিদ্ধ ও মিশ্রিত হইয়া যখন ক্ষার ও স্নেহ পদার্থ কর্দ্দমবৎ হইয়া পড়ে, তখনই ঐ সাবানের কাহি নানারূপ ছাঁচে (Dice) পড়িয়া নানাবিধ আকার লাভ করিয়া থাকে।

অত্যুৎকৃষ্ট 'টয়লেট সোপ' বা অঙ্গ সংস্কারের সাবান অঙ্গকে কোনরূপ রঙ্গে রঞ্জিত করে না। কিন্তু অসংখ্য প্রকার সাবান অসংখ্য রঙ্গে রঞ্জিত হয়। আবার অধিকাংশ সাবানই নানারূপ সুরভি তৈলে সুবাসিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যে সুরভি তৈল সহসা সাবানে মিশিয়া যায়, সেই তৈলই সাবানের সৌরভ সম্পাদনে প্রশস্ত বলিয়া পরিচিত।

আমাদের প্রদর্শনী ক্ষেত্রে অনেক উপনীত সাবানের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হইয়াছিল। ডাক্তার পরাট্‌সন ও বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন—প্রদর্শনীর সপ্ত কারখানায় সপ্ত প্রকার টয়লেট সোপ বা গায়ে মাখিবার সাবান রাসায়নিক বিশ্লেষণসহকারে পরীক্ষিত হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছে, প্রথম শ্রেণীর সাবানে জল আছে শতকরা ৬৷৷৹ ভাগেরও কম। বিশুদ্ধ সাবান পদার্থ শত করা প্রায় ৯২ ভাগ। সোডা পটাশ প্রভৃতি কিছুই অমিলিত ভাবে নাই। কোনরূপ লবণ পদার্থ নাই। শত করা ৷৷৹ আনা এসিড ও ক্ষারাম্ল আছে। দ্বিতীয় সাবানে জল প্রায় প্রথমের অনুরূপ। কিন্তু বিশুদ্ধ সাবানাংশ শতকরা ৮৮৷৹ ভাগ। ক্ষারাদি কিছুই নাই। ক্ষারাম্ল শতকরা প্রায় ৺৹ আনা।

তৃতীয় প্রকারে, জল আছে শতকরা ·৭৷৷৹ ভাগ; বিশুদ্ধ সাবানাংশ ৮৭৷৷৹ ভাগ; ক্ষারাম্ল শতকরা ৴৹ অংশ মাত্র। আর কিছুই নাই।

চতুর্থ প্রকারে জল শতকরা ৭৷৹ ভাগ; বিশুদ্ধ সাবানাংশ শতকরা ৯০৷৷৹ অংশ, কিন্তু সোডা আছে তাহা মিলাইয়া যায় নাই।

পরীক্ষকেরা বলিয়াছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় সাবান অতি উৎকৃষ্ট; তৃতীয় চতুর্থও ভাল। কিন্তু পঞ্চমে জল আছে শতকরা ১৮৷৷৹ ভাগ। বিশুদ্ধ সাবানাংশ শতকরা ৭৫ ভাগ। অন্য কিছুই নাই বটে, কিন্তু ক্ষারাম্ল আছে শতকরা ৩ ভাগ। পঞ্চমকে অপকৃষ্টের দিকে পড়িতে হইল; কিন্তু অগ্রাহ্য হইতে হ'ল না। ষষ্ঠও অপকৃষ্ট বটে, কিন্তু একেবারে অগ্রাহ্যনীয় নহে। ৫ম ৬ষ্ঠ ও চলে, চলে না কেবল সপ্তম। তাহাতে আছে শতকরা ২২ ভাগ ষ্টার্চ বা গোধুম সার ও তদ্বৎ পদার্থ।

পাঠক! স্বদেশী সাবানের উৎকৃষ্ট গুণলে দেখিয়াছেন, জল আছে শতকরা ৲৹ ও ৬৷৷৹ অংশের মধ্যস্থলে। বিশুদ্ধ সাবানাংশ আছে প্রথমে শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ, দ্বিতীয়ে শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ। অমিলিত এসিড আছে, শতকরা ৷৷৹, দ্বিতীয়ে ৺৹ র অধিক নহে।

এই হইল উৎকৃষ্ট সাবানের লক্ষণ, বিলাতের অত্যুৎকৃষ্ট প্রথম প্রকার টয়েলেট সাবানে থাকে, জল শতকরা ৷৷৹ অংশের এক-চুল কম। বিশুদ্ধ সাবানাংশ শতকরা ৯৬৷৷৹ ভাগের কম। কিন্তু থাকে অমিলিত সোডা শতকরা ৷৹ ভাগেরও কম; আর অমিলিত পটাশ শতকরা ৴৹ মাত্র।

স্বদেশী সাবানে দেখিতেছি, দুই প্রকারে সাবানাংশ শতকরা দুই এক ভাগ কম, হইলেও সর্ব্বপ্রকারে বিশুদ্ধতর উৎকৃষ্ট, বিলাতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। অতএব সাবানে স্বদেশী শিল্প জয়লাভ করিয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী,
২২ নং ছুতারপাড়া লেন,
চাঁপাতলা, কলিকাতা।

সহজ শিল্পপ্রস্তুত প্রণালী।

LUBRICATING OIL.
লিউব্রিকেটিং তৈল।

যখন কলের চাকা প্রভৃতি চলিতে থাকে, তখন ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং যে পরিমাণে জোরে সেই কল চলা উচিত, সে পরিমাণে জোরেও চলে না। সেই জন্য ঐ সকল দ্রব্যের স্থান সমূহে এই লিউবিক্রেটিং তৈল দেওয়া হয়। ইহার নাম কেহ কেহ Antifriction, Lubricant oil বলিয়া থাকেন। এই জিনিসটী বিলাত হইতে আইসে, কিন্তু এদেশে প্রস্তুত করাও কঠিন নহে। ইহা বাজারে খুবই বিক্রয় হয় কিন্তু কেহ এ পর্য্যন্ত এ দিকে মনোযোগ দেন নাই।

প্রস্তুতপ্রণালী।

লার্ড বা শুকরের চর্ব্বি বা কোন জন্তুর

চর্ব্বি	...	৴২ সের
ক্যাষ্টর বা হুইট অয়েল		৴২ সের
ফ্রেঞ্চ চক	...	আধ সের
ব্লাক লেড	...	৷৹

একত্রে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া খুব নাড়িয়া ঠাণ্ডা করিবে। ঠাণ্ডা হইলে ব্লটিং কাগজ দিয়া ছাঁকিয়া বোতলে পূর্ণ করিয়া লেবেল দিয়া চা'র আউন্স শিশি ৷৷৹ বিক্রয় করিতে পার। এরূপ রিফাইন তৈল গানের কল প্রভৃতি সূক্ষ্ম কলেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মোটা কল কব্জায় এত ফিল্‌টার না করিলেও চলিতে পারে। গাড়ীর মিগে প্রভৃতিতে ফিল্‌টার না করিয়াও দেওয়া যায়।

লিউবিক্রেটিং পেষ্ট্।

ইহা মোটা কলে ব্যবহৃত হয়, গাড়ীর মিগে প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চর্ব্বি	...	৴১৷৹ পাঁচ পোয়া
কর্পূর	...	১ আউন্স
ব্লাকলেড চুর্ণ	...	১ পোয়া (ওজনে

প্রথমে একটু চর্ব্বির সহিত কর্পূরটাকে ঘসিয়া বা খলে মাড়িয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া বাকি চর্ব্বিটা মিশাইয়া তাহাতে ব্লাকলেড মিশাইয়া পুনরায় খুব উত্তমরূপে খলে মাড়িয়া ফেলিবে, ইহা চটচটে আটার মত হইবে। তখন ইহাকে টিনের কৌটায় পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করিবে। খরচ খতাইয়া পড়্‌তা ও লাভ ধরিয়া বিক্রয় করিতে হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

বিক্রয়ের উপায়।

বিলাতী কলে দেশী জিনিস বিক্রয় সম্ভব নহে, দেশী কলওয়ালার কলে দেখাইয়া নমুনা দিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। জিনিসটা কেহ করিয়া চালাইতে পারিলে সহজে বড় লোক হইয়া যাইতে পারেন। কারণ ইহা প্রচুর আবশ্যক সুতরাং বিক্রয় বেশী হয় তাহার সন্দেহ নাই।

Banking Business.

"ব্যাংক্"এর কার্য্যপ্রণালী।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গতবারে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল ব্যাংক্এর দ্বারা কিরূপ কার্য্য সাধিত হয়, তাহারই বিবরণ মাত্র। আজ কিছু বিস্তারিত ভাবে ইহার নিগূঢ় রহস্য মধ্যে প্রবেশ করা যাউক। ব্যাংকিং রহস্য ভেদ করিয়া ইহার কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করা সাধারণে পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তাই চেষ্টা করা যাইতেছে, যাহাতে সে রহস্যের মধ্যে তাঁহারা কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি পাইতে পারেন।

ব্যাংক্ স্থাপন করিতে হইলে আইন অনুযায়ী এক নির্দ্দিষ্ট মুলধনের আবশ্যক,র ইহা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কম না হয়। ইহার স্বত্বাধিকারী একজন অথবা একাধিক ব্যক্তিও হইতে পারে। মনে করা যাউক, পাঁচ জন ভদ্রলোক মিলিয়া এক লক্ষ টাকার মূলধন সংগ্রহ করিয়া যেখানে ব্যবসায়ী লোকদিগের সুবিধা হইতে পারে, এমন কোন উপযুক্ত স্থানে একটা ব্যাংক স্থাপন করিলেন। কার্য্যের স্বচ্ছলতা বশতঃ ব্যবসায়ীরা প্রত্যহ প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। বিক্রেতাগণের ভাণ্ডারে মুল্যস্বরূপ চেক্, নোট, টাকা প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইতেছে। যদি ব্যাংকের স্বত্বাধিকারীদিগের ন্যায়পরতা ও কার্য্যদক্ষতার উপর তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই তাঁহাদের দৈনিক উপার্জ্জিত অর্থ প্রত্যহই ঐ ব্যাংকে জমা রাখিতে থাকিবেন, কেননা সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা, ও ইচ্ছামত পুনঃ প্রাপ্তিরও সুবন্দোবস্ত আছে, এতদ্ব্যতিরেকে কিঞ্চিৎ সুদও পাইবেন। ব্যাংকএর কার্য্যপ্রণালী এইখান হইতেই সুত্রপাত হইল।

মনে করা যাউক, ব্যাংকের সন্নিকটে একটী চুরুটের কারখানা আছে। চুরুট প্রস্তুতের জন্য দোক্তা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু ক্রয় করিবার নিমিত্ত তহবিলে নগদ মুদ্রা বেশী নাই। অনেকগুলি অর্ডার আসিয়াছে, তাহা শীঘ্র সরবরাহ না করিতে পারিলে কারখানার লোকসান ও নাম খারাপ হইতে পারে। কারখানার আয় যথেষ্ট আছে এবং বিক্রয়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে অধিক ধার পড়িয়া আছে, কেননা চুরুট ক্রেতাগণ যাঁহারা একেবারে অধিক পরিমাণে চুরুট অর্ডার দিয়াছেন, মাল না পৌছিলে ও হস্তগত না হইলে মূল্য দিবেন না। কিন্তু এই চুরুটের কারখানাটী বহুদিনের ও বিশেষ খ্যাতনামা, এই জন্য দোক্তা ব্যবসায়ীরা কারখানার স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র লইয়াই তাহাদিগের মাল বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। একজন দালাল দোক্তাব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার-পত্রটী ক্রয় করিয়া লইলেন এবং অবিলম্বেই ঐ ব্যাংকে লইয়া যাইলেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি বুঝিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তেই ইহার বিনিময়ে প্রার্থিত মুদ্রা দিলেন ও কেবল সুদের পরিবর্ত্তে বাটা স্বরূপ কিছু কাটিয়া লইলেন। যখন নির্দ্ধারিত দিবস উপস্থিত হইল, তাঁহারা সেই অঙ্গীকারপত্র চুরুটের কারখানায় পাঠাইয়া দিলেন এবং ইহাতে যত মূল্য লিখিত আছে, তাহা পাইলেন, কেননা কর্জ্জের টাকার সাহায্যে কারখানা ইতিমধ্যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এরূপ অঙ্গীকারপত্র যাহা নোট-এর ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা Commercial paper নামে অভিহিত।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কলিকাতার কোন বিখ্যাত চুরুট ব্যবসায়ীর চুরুট আবশ্যক হওয়াতে লণ্ডনের সেই চুরুটের কারখানায় অর্ডার প্রেরণ করিলেন। চুরুট কলিকাতায় আসিয়া না পৌছিলে মূল্য দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে মূল্যের জন্য কারখানার লোকদের অন্ততঃ দেড় মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তাঁহারা অপেক্ষা না করিয়া ক্রেতাদিগের নামে এক draft অর্থাৎ (bill) বিল লিখিলেন এবং জাহাজে মাল চালান দিয়া মালের Bill of lading অর্থাৎ রসিদ লইয়া সেই বিলের সহিত রসীদটী সেই ব্যাংকে প্রেরণ করিলেন। ব্যাংকের যদি এরূপ প্রত্যয় হয় যে, মাল কলিকাতায় পৌছিলেই বিলের সমস্ত মূল্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা হইলে অল্প বাটা লইয়াই বিলের টাকা দিতে ইহার কোন অমত নাই। কেননা কারখানার সুনাম আছে, কলিকাতার ব্যবসায়ীরা মাল পাইয়া টাকা না দিলেও কারখানা হইতে পাওয়া যাইবেই, তদ্ব্যতিরেকে জাহাজস্থ মালের রসিদ ইহাদেরই হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, কলিকাতার ব্যবসায়ীরা যতক্ষণ না মূল্য দিবেন, ততক্ষণ তাঁহাদের মালে কোন অধিকার থাকিবে না —মাল ব্যাংকেরই থাকিবে।

ব্যাংকএর কার্য্যকারিতার মধ্যে যে রহস্য আছে, তাহার কতকটা এই খানেই প্রকাশ পাইতেছে—দ্রব্যের কেবল মুল্যই নগদ মুদ্রার ন্যায় বারম্বার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরিউক্ত অঙ্গীকারপত্র ও বিলের পরিবর্ত্তে ব্যাংক্ চুরুটের কারখানাকে যদিও নগদ মুদ্রা দিতে সম্মত ছিল, কিন্তু বস্তুতঃ কারখানার লোকেরা তাহা কিছুই ব্যাংক্ হইতে আনয়ন করেন নাই। যাহা কার্য্যতঃ হইয়াছে, তাহা এই—ব্যাংকেতেই তাঁহাদের নামে যদি আরও কিছু টাকা জমা থাকে, তাহারই সহিত তাঁহাদের নূতন প্রাপ্য টাকাগুলি জমা করিয়া রাখা হইল। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই চেক্ লিখিয়া জমার টাকাগুলি উঠাইয়া লইতে পারেন, অথবা উহার সহিত দৈনিক আদায় যোগ দিয়া উহার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু যথার্থতঃ উভয়পক্ষের মধ্যে একটী মুদ্রাও হস্তান্তরিত হয় নাই! আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। কোন এক নূতন লাভজনক ব্যবসায়ের জন্য একজন

লোকের ৫০,০০০ টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার নিকট উপস্থিত নগদ অত টাকা নাই, কিন্তু Calcutta Municipal Debenture অর্থাৎ কলিকাতার মিউনিসিপালিটি সাধারণের কাছ থেকে যে ঋণ লইয়াছে, সেই ঋণের দরুণ ৬০,০০০ টাকার মূল্যের একটী কাগজ আছে, যাহা এক্ষণেই বাজারে বিক্রয় করিলে কিঞ্চিৎ লোক্‌সানে বিক্রয় হইতে পারে। মিছা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করিয়া, তিনি জামিন স্বরূপ কাগজটী রাখিয়া ব্যাংক্ হইতে আবশ্যকীয় টাকা কর্জ্জ করিলেন। নূতন ব্যবসার জন্য যাঁহাদিগকে ৫০০০০ টাকা দিতে হইবে, তাঁহারাও ঐ ব্যাংক্ এর সহিত কারবার করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদের হস্তে নগদ টাকা দিবার পরিবর্ত্তে তিনি কেবল উক্ত টাকা তাঁহাদেরই হিসাবে জমা করিতে আদেশ করিলেন। তাহা হইলে নগদ টাকা মোটেই হস্তান্তরিত হইল না, কেবল এক জনের হিসাব হইতে আর এক জনের হিসাবে বদল করা হইল মাত্র।

(ক্রমশঃ)

লাইফ ইনসিয়োরেন্স বা জীবন বীমা।

——(-:-০-:-)——

জীবন বীমা ব্যাপারটা কি? এসম্বন্ধে সাধারণকে বুঝাইবার জন্য অনেক পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও যে বিষয়টা লোকে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে—তাহা বোধ হয় না। সুতরাং বিষয়টা একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

সুচতুর শিক্ষিত দালালের হাতে পড়িয়া প্রায় অধিকাংশ লোক এই ইন্‌সিয়োরেন্স কার্য্যে নিজের সামান্য সামান্য টাকা ন্যস্ত করে, কিন্তু দশ জনের সেই সামান্য অর্থে এতবড় একটা প্রকাণ্ড মূল ধন সংগৃহীত হয় যে, অনেকে স্বপ্নেও তাহা চিন্তা করিতে পারেন না। কেহ কেহ এই ইন্‌সিয়োরান্স কার্য্যে টাকা দেওয়াকে একটা দাদনস্বরূপ মনে করেন। কেহ বলেন, ইহার উদ্যোগী কোম্পানীদের পাঁচ জনের টাকায় মূলধন করিবার একটা অভিনব মতলব।

ফলকথা ইন্‌সিয়োরান্স কোম্পানী যাহা পায়, তাহার বেশী তাহারা দেয় না। ইহারা তোমার ১০ টাকা পাইয়া টাকা গড়িয়া দিতে পারে না। তোমাকে যে হাজার টাকা দিতে হইবে, সেটা ঐ দশ জনের টাকা হইতেই দিয়া থাকে এইটী স্থির। ভাল ইন্‌সিয়োরান্স কোম্পানী তোমার জীবন অবসানের পর যে টাকাটা দিয়া থাকে, তাহা সাধারণ ব্যবসায় প্রণালীতেই দিয়া থাকে, এবং দিতে পারে ইহা বিচিত্র ব্যাপার নয়। মোটামুটী ব্যাপারটা এই আমরা বুঝি যে, ইহা যে একটা বিশেষ লাভ জনক ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট বা দাদন, এমন বলা যায় না। একজন ৩০ বৎসর বয়সে মাসিক ৩৲ টাকা করিয়া দিতে আরম্ভ করিলে, তাহার মৃত্যুর পর সে ১০০০ হাজার টাকা পাইবে। এখন দেখা যাইতেছে, বাৎসরিক ৩৬ টাকা দিতে হইতেছে। যদি ৬০ বৎসরও লোকটা বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে ৬০ বৎসরে ৩৬ টাকা হিসাবে ২১৬০৲ টাকা প্রকৃত পক্ষে দেওয়া হইল, এই ২১৬০৲ টাকা দিয়া সে ১০০০ টাকা পাইবে, এটা কি খুব লাভ জনক কাজ? যদি ঐ ২১৬০ টাকা সে ব্যক্তি কোন কারবারে ন্যস্ত করিত, তাহা হইলে তাহার লাভ পাইত, সুদে খাটাইলে সুদ পাইত। ঐ ২১৬০ টাকা ঠিক ইন্‌সিয়োরান্স কোম্পানীকে দেওয়ার মত নিয়ম মত কোন সেভিং ব্যাঙ্কে রাখিলে জীবন বীমা অপেক্ষা যে বিশেষ লাভ হইত, সে কথার আর কোন সন্দেহই নাই।

কিন্তু মানুষ কত দিন যে বাঁচিবে, সে কথা যে বলিতে পারে না। মানুষ ভাবে আমার সম সাময়িক অনেকে গত প্রভুতা এত দিন বাঁচে, কিন্তু আমি যদি না বাঁচি, তবে আমার পরিবারবর্গের জন্য কি সংস্থান করিয়া যাইলাম, এইটী বাস্তবিক চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। মৃত্যুর অবধারিত কাল নাই, বলাও অতি শক্ত।

যখন মরিব কবে, একথা বলা যায় না, তখন ভবিষ্যতের ভাবনা মানুষ মাত্রেই ভাবিয়া থাকে। এই ভাবনার জন্যই লোকে লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্স করিতে অগ্রসর হয়। বারান্তরে কাহার জীবন বীমা করা উচিত বা অনুচিত, তাহার আলোচনা করা যাইবে।

আফিস-ওয়ার্ক বা আফিসের কার্য্যপ্রণালী।

(১)

যুবকগণ! ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে যাইলেই বর্ত্তমান সময়োপযোগী সুশৃঙ্খলা জানা আবশ্যক। নচেৎ যে তোমার সহিত কাজ করিবে, তাহারই সময় নষ্ট, এবং ক্ষতি হইবে। সেই জন্য মোটামুটী আফিসের কাজ জানিয়া রাখার আবশ্যক আছে। আজ এই প্রবন্ধে সেই কাজটার কতকটা আভাষ দিবার ইচ্ছা। ইহা ব্যবসায়ী এবং কর্ম্ম প্রার্থী উভয়েরই জানা উচিত।

ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে হইলে, সততা শিক্ষা করা একটী প্রথম এবং আবশ্যকীয় বিষয়। দেনা পাওনা, দর দস্তুর, এ সকলে এক কথা এবং সততা না থাকিলে ব্যবসায় স্থায়ী হয় না।

যাহা তোমার দেয়, যাহা তুমি দিতে স্বীকার করিয়াছ, তাহা অতি অবশ্য পূর্ণ কর—স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা পরিবর্ত্তন করিও না।

ভাল ব্যবসায়ী হইতে হইলে নিয়মাবদ্ধ হওয়া চাই, তোমার অনিয়মের জন্য অপরের ও সময় নষ্ট হয়—সময়ে কাজ না করিলে

ক্ষতি হয়, এ কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা চাই। নচেৎ তোমাকে এবং অপরকে উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

ধৈর্য্যের দৃঢ়তা থাকা চাই। কার্য্যক্ষেত্রে যথা সময়ে উপস্থিত থাকা চাই, তবে কর্ম্মচারীগণও নিয়ম মত কাজ করিবে। তোমার শৈথিল্য দেখিলে তাহারাও তোমার মত অনিয়মী হইবে এবং অচিরে কারবার মাটী হইবে।

যে কার্য্যটী যতটুকু করিবে, তাহা ঠিক নিয়মমত সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন করিবে। ভুল ভ্রান্তি করিলে সাধারণের বিশ্বাস হারাইবে। ধন কুবের ব্যারন রথচাইলড্ তাঁহার ব্যাঙ্কের দেওয়ালে নিম্ন লিখিত কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন।

১। কারবারে প্রত্যেক বিষয়টীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্টি রাখিবে।

২। প্রত্যেক কার্য্য তৎপরতার সহিত অথচ সাবধানে সম্পন্ন করিবে।

৩। কোন বিষয়ে বিবেচনা করিতে সময় লওয়া ভাল কিন্তু যতশীঘ্র পারা যায়, তাহার নিষ্পত্তি করাও উচিত।

৪। কোন ক্ষতি কি দুর্ঘটনা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করা উচিত।

৫। জীবনযুদ্ধে সাহসিকতার সহিত যুঝিয়া যাওয়াই উচিত।

৬। কারবারে মিথ্যাকথা বলা উচিত নয়।

৭। অনাবশ্যকীয় আলাপ করিবার আবশ্যক নাই।

৮। ব্যবসায় রহস্য ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় সংগোপনে রাখা আবশ্যক।

৯। তোমার যেমন অবস্থা, তাহা অপেক্ষা অধিক অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করিও না।

১০। তৎপরতার সহিত দেয় দেনা পরিশোধ করিয়া ফেলিবে।

১১। মদ্যপান করিও না।

১২। সময় যথাযোগ্য কার্য্যে ব্যয়িত হওয়া উচিত।

১৩। সকলের সহিত সদালাপী হওয়া উচিত।

১৪। কখন ভীরুতার আশ্রয় লওয়া উচিত নহে।

১৫। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবে না।

১৬। সাহসিকতার সহিত উন্নতিমার্গে অগ্রগামী হইবে।

১৭। গুরুপরিশ্রম অভ্যাস করিবে, তাহা হইলে সফলকাম হইতে পারিবে।

একজন কাজের লোকের এতগুলি গুন থাকা আবশ্যক।

অফিসে কি কি আবশ্যক।

সেকালের দোকানদার বা ব্যবসায়ীর মত তাকিয়া ঠেস্ দিয়া মুখে ফরসীর নল লাগাইয়া গদিয়ান হইয়া বসিয়া থাকার পদ্ধতি এখন নাই। এ সকল এখন অসভ্যতার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য প্রণালীতে আফিস সাজাইয়া কাজ করা ভাল। চেয়ার টেবিল দিয়া একটু স্থান সাজাইয়া লইবে। ঘড়ি থাকা আবশ্যক, সময়ের ঠিক করিতে পারিবে। তাকিয়া গড়গড়া পিকদান ফরাসপাতা বিছানা দৃষ্টিপথে পতিত হইবা মাত্র আমাদের বাঙ্গালীর চক্ষে ঘুম আসিয়া পড়ে। কাজেই শুইতে ইচ্ছা হয়! এ বিষম রোগের প্রশ্রয় দিবে না। একটী কারবারের আবশ্যক মত ক্ষুদ্র আফিস সাজাইতে কি কি আবশ্যক পরে বলিব।

কারবারের সমস্ত কাজগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ করা উচিত।

1. Correspondence Department.
2. Out going letters.
3. Incoming letters.
4. Cash Dept.
5. Complain and Enquiry Department.
6. Account Department.

এইগুলি যেরূপ ব্যবসায়ী হউক না কেন, সকল ব্যবসায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর যত অবড়জঙ্গ কাজ। এই সকলের ঠিক রাখে না বলিয়া একটা কাজ পড়িলেই দৌড়াদৌড়ী করিয়া মরে, আর সময় নষ্ট করে। ৪।৫ বৎসরের খাতা ঠিক থাকে না। লাভ লোকসান বুঝিতে পারে না। কারবার মাটী হইবে না কেন?

আগামীবারে ঐ সকল বিষয়ের আবশ্যকতা ইত্যাদি বুঝাইব। অবশ্য যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ত জানেনই। যাঁহারা না জানেন, অর্থাৎ যুবকগণের এ সকলে কিছু কিছু জ্ঞান থাকিলে কারবারই হউক আর চাকরীই হউক, উপকার হইবে এইরূপই আমার আশা।

প্রসিদ্ধ
সাবান ব্যবসায়ী লেভার।

(শ্রীসত্যচরণ পাল দ্বারা লিখিত।)

—— (-:-•-:-) ——

ধার্ম্মিক, সাহসী, পরোপকারী, পরিশ্রম এবং স্বোপার্জ্জিত ধনে ধনবান লোকের জীবন চরিত আলোচনা করিলে যদি ভগ্ন হৃদয়ে আশা, অধঃপতিত সমাজে উদ্দীপনা, কর্ত্তব্যবিমুখ মানবের মনে কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং চির দরিদ্রের মনে ধনবান হইবার ইচ্ছা ও তজ্জনিত চেষ্টা বলবতী হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে মিঃ লেভারের জীবনী আমাদের যুবক পাঠকগণের নিকটে পঠিত হইবার সম্পূর্ণযোগ্য। কারণ মিঃ লেভার অতি সামান্য অবস্থা হইতে এইরূপ অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ উন্নতি অনেকের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না।

এই মহাপুরুষের নাম বোধ হয় আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না, বা কখনও শুনেন নাই। কিন্তু "সানলাইট" সাবানের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই পুরুষ সিংহই "সানলাইট" সাবানের আবিষ্কারক। যাহা হউক, ইনি কি প্রকারে অতি সামান্য

অবস্থা হইতে ধনবান হন; তাহাই অতি সংক্ষেপে বলা আমার উদ্দেশ্য। কারণ আমার বিশ্বাস যে, ইহা অনেক দরিদ্র যুবকের উপকারে আসিবে এবং ব্যবসায় বুদ্ধি সম্বন্ধে মাথা খুলিবে।

ইংরাজী ১৮৫১ খৃঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে, ইংলণ্ডের বোল্টন (Bolton) নগরে মিঃ লেভারের জন্ম হয়। ইহার পিতা মাতা তাদৃশ্য অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন না। ইহাদের সামান্য এক মুদিখানার দোকান ছিল, এবং ঐ দোকানে যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তাহাতে এক প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত মাত্র। মিঃ লেভারের পাঠ্যাবস্থার পর ১৮ বৎসর বয়সে তিনি পিতার ঐ মুদিখানার দোকানে প্রবেশ করেন এবং নিজ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়বলে অতি অল্প দিবসের মধ্যে ঐ দোকানের যথেষ্ট উন্নতি করেন। বাল্যকাল হইতে তিনি বড় ব্যবসায় বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং হিসাবী ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মিতব্যয়িতাগুণে ইহার হস্তে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় হয়। কিন্তু ঐ সঞ্চিত অর্থ কোন কারবারে ন্যস্ত করিলে যথেষ্ট লাভ করিতে পারা যাইবে, এই বিষয় লইয়া তিনি আলোচনা করিতে লাগিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, কোন ব্যবসায়ে টাকা ন্যস্ত করিবার পূর্ব্বে লাভালাভের বিষয় চিন্তা করা অগ্রে বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যেহেতু না বুঝিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর তাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে, যদ্যপি সাবানের কারখানা খুলিতে পারি, তাহা হইলে এখনও যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়। কিন্তু কোন নূতন দ্রব্য বাজারে বাহির করিয়া বিক্রয় করিতে গেলে প্রথমেই বড় গোলে পড়িতে হয়। যে জিনিষ বিক্রয় করিতে যাইতেছি, তাহা বাজারে প্রচলিত পুরাতন জিনিষ অপেক্ষা ভাল বা মূল্যে সুলভ হওয়া চাই; নচেৎ সাধারণে ঐ নূতন দ্রব্য বড় বেশী সহজে ক্রয় করিতে চাহে না। নূতন জিনিষ পুরাতন চলতি জিনিষকে টেক্কা না দিতে পারিলে নূতন জিনিষের বিক্রয় বড় বেশী হয় না। কিন্তু মিঃ লেভার এ বিষয়ে বড় সতর্ক ছিলেন। তিনি বহু গবেষণা, পরীক্ষা ও অর্থ ব্যয়ের পর এমন কাপড় কাচা সাবান আবিষ্কার করেন যে, তাহা অন্যান্য চলতি ও তখনকার প্রসিদ্ধ কাপড় কাচা সাবান অপেক্ষা নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। প্রথমতঃ—অতি অল্প মাত্রায় ঘর্ষণে অধিক ফেনা হয়। দ্বিতীয়তঃ—অল্প পরিশ্রমে কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়। তৃতীয়তঃ—অধিক দিবস গৃহে বা অন্যত্র রাখিয়া দিলেও খারাপ হয় না এবং গুণের তুলনায় মূল্য সুলভ। মোট কথা তাঁহার সাবান বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সাবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ হইয়াছিল। তাহার পর ঐ সাবানের কি নাম দিলে যথেষ্ট বিক্রয় ও সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হইবে এই লইয়া তাহাকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। এবং পরিশেষে তিনি অনেক নাম বাদ দিয়া "সানলাইট" (Sunlight) নাম রাখিলেন। সানলাইট অর্থে সূর্য্য কিরণ। কিন্তু বিলাতের লোকেরা প্রায়ই তাহা দেখিতে পায় না। সেই কারণেই কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক "সানলাইট" নাম দেওয়া সার্থক হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বসন্ত রোগের মহৌষধ।

—:(০)-:—

অনেকদিন পূর্ব্বে আমার মাতুল ৺কৃষ্ণকান্ত মুখোপাধ্যায় জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বসন্ত রোগের একটি ঔষধ পাইয়াছিলেন। সেই সন্ন্যাসী আমার মাতুলকে ঐ ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য আদেশ করেন এবং বলেন যে "এ দেশের লোকে সাধারণতঃ বসন্ত রোগীদিগকে কোন ঔষধ সেবন করাইতে সম্মত হয় না বলিয়া এই ঔষধ শীতলা দেবীর স্বপ্নাদ্য বলিয়া প্রদান করিও, তাহা হইলে সকলেই উহা ব্যবহার করিবে।" আমার মাতুল যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি প্রতি বৎসর শত শত লোককে ঐ ঔষধ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পর আমরা ঐ ঔষধ সকলকে বিতরণ করিয়া আসিতেছি। আমি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে জানিতে পারিলাম যে, আমাদের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদেও ঐ ঔষধ বসন্ত রোগ নিবারক বলিয়া বর্ণিত আছে। অধুনা কলিকাতায় সংক্রামকরূপে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে বলিয়া আমি সাধারণের উপকারার্থ ঔষধটি সকলকে জানাইতেছি।

"কণ্টিকারীর শিকড়ের ছাল সিকি তোলা অর্থাৎ একটা সিকির ওজন এবং ২১টা গোলমরীচ একত্র বাঁটিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। ইহা পূর্ণ মাত্রা; যাহাদিগের বয়স ২১ বৎসর অপেক্ষা অল্প, তাহারা আপনাদের যত বৎসর বয়স, ততটা গোলমরীচের সহিত সেবন করিবে। ১৩।১৪ বৎসরের বালকগণ অর্দ্ধমাত্রা এবং ৫।৬ বৎসরের শিশুগণ সিকিমাত্রা সেবন করিবে। বয়সের অনুপাতে কণ্টিকারীর ওজন স্থির করিয়া লইতে হয়। সামান্য নূন্যাধিক্য হইলেও কোন ক্ষতি হয় না।

কণ্টিকারী শ্লেষ্মঘ্ন রোগের একটি মহৌষধ। যে সময় বসন্ত রোগ সংক্রামকরূপে দেখা দেয়, সেই সময় সকলেরই এই ঔষধ সেবন করা উচিত। সাধারণতঃ এই ঔষধ সুস্থ শরীরেই সেবনীয়। যাহাদের বসন্ত বাহির হইয়াছে, তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করাইলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

আমরা প্রতি বৎসরই, দেশে বসন্তের আবির্ভাব হইলে এই ঔষধ সেবন করি। প্রতি বৎসর একবারমাত্র সেবন করিলেই যথেষ্ট হয়। যদি কেহ এই ঔষধ সেবন করে, বহুদিনের জন্য তাহার আর বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। কণ্টিকারী সেবন করিলে সুস্থ ব্যক্তির কোন অপকার হয় না। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, কণ্টিকারী সেবন করিয়া কেহ যদি টীকা লয়, তাহা হইলে তাহার টীকা ওঠে না।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কণ্টিকারীর বসন্ত রোগ নষ্ট করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

কণ্টিকারীর গাছ অনেকের নিকটেই সুপরিচিত, ইহা বার্ত্তাকু জাতীয় গাছ কণ্টিকারীর ফল গুলি দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বার্ত্তাকুর ন্যায়; গাছ ও পত্র কণ্টকাকীর্ণ। নদীর চড়ায় ও মাঠে এই গাছ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার বেদিয়াদিগকে আদেশ করিলেই তাহারা এই গাছ আনিয়া দিতে পারে।

যে গৃহে বসন্ত রোগী থাকে, সেই গৃহের স্থানে স্থানে কণ্টিকারীর গাছ (কাঁচা বা শুষ্ক) রাখা ভাল। এই গাছের হাওয়াও বিশেষ উপকারী। প্লেগ রোগেও কণ্টিকারীর শিকড়ের ছাল সেবন করাইয়া আমি অধিকাংশ স্থলেই উপকার পাইয়াছি। প্লেগ রোগে উপর্য্যুপরি তিন দিন এই ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে ভাল হয়। আয়ুর্ব্বেদে প্লেগ (বিসর্পিক) ও বসন্ত এক জাতীয় রোগ বলিয়া কথিত আছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও এই ঔষধ অবাধে সেবন করাইতে পারা যায়। হিঃ বাঃ।

কবিরাজ—শ্রীউপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
বাগবাজার—চন্দননগর।

ফটোগ্রাফের কথা

কলিকাতা ক্যামেরা ষ্টোর

বেকারের উপায়।

আন্তরিক ইচ্ছা ব্যতীত কোন কার্য্যই সফল করিতে পারিবে না। কিছু উপার্জ্জন করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া কিছু মূলধনের সংস্থান করা নিতান্তই অসম্ভব নহে। চেষ্টা করিলেই পারা যায়।

রুমাল প্রস্তুত করিতে পার না? ৬ গজ লংক্লথ ক্রয় কর। করিয়া একখানা বাজার চলিত রুমাল ক্রয় করিয়া সেই মাপে টুকরা টুকরা করিয়া ধারগুলি সেলাই করিয়া ডজন ডজন প্রস্তুত কর, কোন মনিহারির দোকানে বিক্রয়ার্থ রাখ, অথবা নিজে বিক্রয় করিবার চেষ্টা কর—তোমার সামান্য মূলধন বাড়িবে, ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে এ কার্য্যের সাহায্যকারী নিয়োগ কর। প্রত্যেক সংসারে এরূপ করিলে ব্যাপার বড় সামান্য হয় না।

কলিকাতা সহরে এমন লোক আছে, কেবল দাঁতন কাটী কাটিয়া দিন গুজরান করে। ৮টী করিয়া এক একটী তাড়া প্রস্তুত করে। সাধারণতঃ নিম কাট, আঁকড়কাঠ ব্যবহার করে। প্রত্যহ আট আনা দশ আনা রোজগার করে। মাসে ১৫৲ টাকা উপার্জ্জন করে। পাড়া গাঁয়ে এ সকল জিনিসের দাম নাই, অমনিও পাওয়া যায়।

বিড়ি প্রস্তুত হয়, পলাসপাতায়। এখানে এমন ব্যবসায়ী আছে, যাহারা পাড়াগাঁয়ের জঙ্গল হইতে এই পাতা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিয়া মস্ত কারবার করিতেছে।

সোলা সংগ্রহ করিতে পার? সোলাগাছ জলে জন্মে, চাস করিতে হয় না, আপনা হইতেই জন্মে, এই সোলায় কলিকাতায় সাহেবদের টুপি প্রস্তুত হয়। এটা ভারি লাভজনক কাজ, টুপি প্রস্তুত করা অতি সহজ, একদিন দেখিলেই সামান্য বালকেও শিখিতে পারে। যাহারা টুপি করে, তাহাদিগকে এই সোলা সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করা যায়। আমাদিগকে লিখিলে কোথায় বিক্রয় করা যায় বলিয়া দিতে পারিব। টুপি প্রস্তুতের কথা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে শিখাইব।

বাঙ্গালী কর্ম্মবীর।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—:০:—
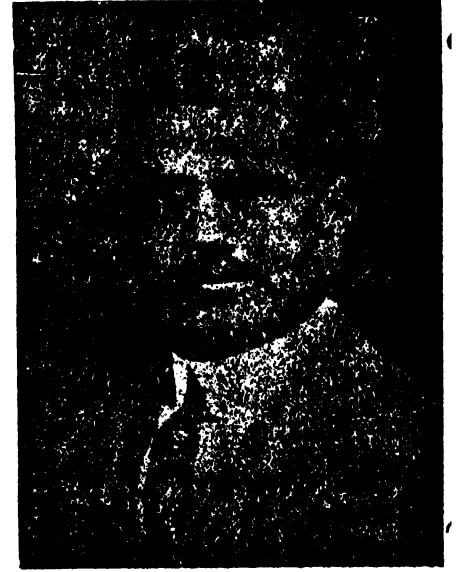
এবারকার নূতন বর্ষের উপাধি বিতরণে সি, আই ই হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট গুণের আদর করিয়াছেন, ইহাতে সমগ্র বঙ্গ সমাজ আনন্দিত হইয়াছে। পাঠক! উপরে যাঁহার চিত্র দেখিতেছেন, ইনি আমাদের বাঙ্গালী কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতার যে সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার এবং কনট্রাক্টার মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোংর নাম শুনিয়াছেন, ইনি সেই প্রকাণ্ড কারবারের Senior Partner অর্থাৎ প্রধান অংশীদার, ইনি সি, ই, অর্থাৎ সিবিল ইঞ্জিনিয়ার, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অসাধারণ গুণের জন্য সাদরে এবারে সি, আই, ই, উপাধি দিয়াছেন। এ সম্মানসূচক উপাধি যে প্রকৃতই যোগ্যপাত্রে পড়িয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা সংক্ষেপে ইহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

১৮৫৪ খ্রীঃ বসিরহাট গ্রামে রাজেন্দ্রবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে লণ্ডন মিশনারীতে অধ্যয়ন করিয়া পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। তাহার পর শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ঠিকাদারের সহিত কার্য্য আরম্ভ করেন, কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতার জলের কলের কার্য্যে একজন ঠিকাদারের অংশীদার হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ মার্টিন কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার হইয়া এলাহাবাদ জলের কলের কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, এবং ১৮৯২ খ্রীঃ মেসার্স মার্টিন কোম্পানী এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার সুবিখ্যাত ওয়ালস্লভেট কোম্পানীর আফিস ক্রয় করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি মার্টিন কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার বা প্রধান অংশীদার। তাঁহার শিল্প, বাণিজ্য ও বুদ্ধি অসাধারণ। আমরা বহু সাহেবের নিকটও তাঁহার অসাধারণ কার্য্যক্ষমতার ভুয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি। ইনি স্বনামধন্য পুরুষ, নিজের ক্ষমতার নিজের চেষ্টায় এবং ঐকান্তিকতায়, ধনে মানে সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় হইয়াছেন, স্তিমিত, দরিদ্র, দুর্ব্বল, অপব্যয়ী বাঙ্গালী জাতির ইহা কম গৌরব নহে! ঈশ্বরের কাছে আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। যদি আমরা তাঁহার সমস্ত কার্য্যের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি, তবে আর একদিন পাঠকগণকে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ উপহার দিব।

প্রিয় পাঠকগণ !

নিরপেক্ষভাবে "কাজের লোক" সম্বন্ধে আপনাদের মন্তব্য শুনিতে আমি সর্ব্বদাই উৎসুক। "কাজের লোক" প্রকৃতই কি আপনাদের সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইতেছে?

সম্পাদক।

মার্কিং ইঙ্ক প্রস্তুত প্রণালী।

—(-:-•-:-)—

ইহা কাপড়ে নাম লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, ধোপায় হারাইয়া বা গোলমাল করিয়া ফেলে বলিয়া, এই কালীদ্বারা নাম লিখিয়া ধোপাবাড়ী দিতে হয়। ইহাও বেশ বিক্রয়ের জিনিস।

লাইকার আমোনিয়া—১০০ আউন্স

তুঁতে ৩ আঃ

কষ্টিক (Nitrate of Silver) ৮ আউন্স

সোডা বাইকার্ব্ব—৪ আউন্স

একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্লু শিশিতে রাখ, লিখিবার সময় পরিষ্কার নূতন কলমে একটু এই কালী লইয়া কাপড়ের একটী কোন গেলাস বা অন্য কোন জিনিসের পিছনে বেশ টাইট করিয়া ধরিয়া লিখিয়া একটু অগ্নির উত্তাপ দিলেই ব্লু রং হইয়া যাইবে, ধোপে উঠিবে না।

দ্বিতীয় প্রকার।

১। কার্ব্বনেট্ অফ্ সোডা ২২ ভাগ ডিষ্টিল্ড ওয়াটার বা পরিশ্রুত জল ২৫ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া গলাইয়া একটী পাত্রে রাখ।

২। তাহার পর ১৭ ভাগ ক্রিষ্টাল নাইট্রেড্ অফ্ সিলভার বা দানাদার কষ্টিক এবং ২৪ ভাগ লাইকর এমোনিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া অন্য একটী পাত্রে রাখ।

৩। তারপর ২০ ভাগ গঁদ আর ৬০ ভাগ জলে দ্রব করিয়া আর একটী পাত্রে রাখ।

৪। তারপর তুঁতে Sulphate of of copper) ৩৩ ভাগ চূর্ণ করিয়া রাখ।

প্রথমে ১ নং এবং ২ নং মিশাইও তাহার পর ৩৩ ভাগ তুঁতে মিশাইয়া এবং গঁদ সলুইসনটা মিশাইয়া একটী বোতলে পুরিয়া খুব নাড়িয়া কিয়ৎক্ষণ মিশাইতে থাক এবং ৩।৪ ঘণ্টা একস্থানে রাখিয়া দাও। তাহার পর শিশিটা বন্ধ কর। নাইট্রেড অভ সিলভার আছে বলিয়া সবুজ ও ব্লু রঙ্গের বোতলে রাখা উচিত।

পুরাতন গ্রাহক মহাশয়গণ

এই সংখ্যা কাগজ পাইয়াই যদি স্ব স্ব মূল্য প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে ঠিকই মার্চ্চ মাস হইতে তাঁহাদের কাগজ আর যাইবে না। আমাদের কথাও যাহা, কাজও তাই স্মরণ রাখিবেন। আমরা অল্প লোকে অল্প সময়ে, অল্প ব্যয়ে কার্য্য পরিচালনা করি, তাগাদা করিতে সময় ও অর্থ ব্যয়ে বাস্তবিকই অক্ষম—আমাদের প্রত্যেক গ্রাহককে আমরা চিরদিন ধরিয়া থাকিতে চাই। আশা করি, যেমন অনুগ্রহ রাখিয়া ছিলেন সেই রূপই অনুগ্রহ রাখিবেন, নচেৎ কাগজ চালাই কেমন করিয়া। দাম ও অতি সামান্য।

বিনয়াবনত

কার্য্যাধ্যক্ষ।

পুনশ্চ যাঁহারা গত বৎসরের প্রথম খণ্ড লইয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব দেয় মার্চ্চ মাসের মধ্যে না পাঠাইলে আমরা পূর্ণ ২॥০ টাকা না পাইলে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিব না। আমরা আরও এক মাসের সময় দিলাম, তাঁহারা অবিলম্বে যেন তাঁহাদের বাকী ১।॥০ টাকা প্রেরণ করেন, "কাজের লোক" এবারে সমস্ত কাপিই ডাকে চলিয়া যাইতেছে আর আমাদেরও স্থানাভাব। গ্রাহকও বেশী হইয়া গিয়াছে, কিছু থাকে না।

"কাজের লোক" সম্বন্ধে ডেলিনিউজ বলিয়াছেন, "জানুয়ারীর কাজের লোক দেখিয়া আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়।"

আপনি কেন কাজের লোকের গ্রাহক হইবেন না—"কাজের লোক" একখানি পারিবারিক পত্র হইতেছে কি না আপনিই বিবেচনা করুন। আপনার উৎসাহ পাইলে আরও উপাদেয় করিতে পারিব—অদ্যই গ্রাহক হউন।

কেমন করিয়া ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় হইতে পারা যায়?

—:-(০)-:—

অর্থ উপার্জ্জন কর—প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন কর—কিন্তু সৎ উপায়ে—ইহাই সম্মানসূচক উপার্জ্জন কৃষি ব্যবসায় বাণিজ্যে সৎ উপায়ে প্রচুর ধন সম্পত্তি করা যায়, অনেকে এই সকল কার্য্যে সৎ উপায়ে উন্নতি করিয়াছেন, এমন প্রমাণ জগতে অপ্রচুর নহে।

সেই ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেমন করিয়া বড় হওয়া যায়, সেইটাই কথা। ব্যবসায় যে শুদ্ধ আমি করিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি এমনটীত নহে—সহস্র এমন কি লক্ষ লক্ষ লোক নামিয়াছে, প্রতিযোগিতা পদে পদে, তবে কেমন করিয়া—কি উপায়ে বড় হওয়া যাইতে পারে? বড় হওয়া যায়—বড় অনেকেই হয়, তবে তাহার একটা যে বিশেষ কোন উপায় আছে, তাহা অস্বীকার বা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই।

সে উপায় কি? সে উপায় "সাধারণের অভাব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ" ব্যবসায় বাণিজ্যে এই জ্ঞান যাহার নাই, সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে—যাহার সে জ্ঞান আছে—সে অগ্রগামী হইবে। লোকের অভাব কি? লোকে কি চায়, লোকে কিরূপ দামে পাইলে সুখী হয়, এই গুলি যে ব্যবসায়ী প্রকৃতই বুঝিয়া ক্রয় বিক্রয় করে, সে অকস্মাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় হইয়া উঠিতে পারে এবং উঠিয়াও থাকে। একজন আমেরিকান ৫ পয়সার উড্ পেনসিল বিক্রয় করিয়া এক দিনে বড় লোক হইয়াছিল, একজন জুতার ফিতা প্রস্তুত করিয়া বড় হইয়াছিল—এই সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস—না হইলেই চলে না, তাই লোকে ইহার ব্যবহারের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ক্রয় করিয়াছিল। যে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিল, সে বড় ধনী হইয়া গিয়াছিল।

আমাদের দেশের অনুকরণপ্রিয়তা বড় বেশী। যে কার্য্য একজন প্রথমে আবিষ্কার করিয়া বড় হইয়াছে, আমরা সাধারণতঃ তাহারই অনুকরণ করি। কাজেই সুফল হয় না। কোন জিনিস আবশ্যকীয়, বা অনাবশ-কীয়, তাহা বুঝি না। নিজের খেয়ালে যাহা আসে, তাহাই করিয়া বসি। অনাবশ্যকীয় জিনিসে মূলধন ন্যস্ত করিয়া হাঁটুতে হাত জড়াইয়া বসিয়া থাকি, কাজেই কারবারই করা হয় মাত্র, আশানুরূপ সুফল ফলে না।

আমাদিগকে এখন অনুকরণপ্রিয়তা যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিতে হইবে। লোকের প্রকৃত অভাব কি, বিশেষঃ মনোযোগের সহিত পড়িতে হইবে। তাহার পর প্রত্যেককে প্রতিযোগিতায় কিসে বড় হওয়া যায়, তাহা ভাবিতে হইবে। সকল কার্য্যেই original অর্থাৎ আদিম উদ্ভাবক হওয়ার আবশ্যক হইয়াছে। মূল্যের সুলভতাই ব্যবসায়ের প্রতিযোগীতায় জয়লাভ করিবার উপায়। মানুষ ঐকান্তিকতার সহিত চিন্তা করিলেই বিবিধ উপায় দেখিতে পাইতে পারে।

প্রতিযোগীতায় উত্তীর্ণ হইবার দ্বিতীয় উপায় বিজ্ঞাপন প্রথা। সহস্র প্রতিযোগী যেখানে পথিকের মুখপানে তাকাইয়া আশার আশায় বসিয়া আছে, সুচতুর ব্যবসায়ী সেইখানে সামান্য ২।১০ লাইন বিজ্ঞাপন দিয়া দূরদূরান্তর হইতে ক্রেতা সংগ্রহ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীগণের অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া বসে। হায় হতভাগ্য এ দেশের ব্যবসায়ী! কতদিনে সভ্যজগতের ব্যবসায়ের এই সকল উন্নত উপায় শিখিবে? কবে তোমার চৈতন্য হইবে? বিষয়টা চিন্তা কর।

বসন্তর অদৃষ্ট।

—:-:০:-:—

ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনী—নিশীথ অতীত-প্রায়—পেচকের কর্কশ শব্দে এই গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইতেছে। শ্রীধরপুরের পূর্ব্ব প্রান্তে একটী পুরাতন অট্টালিকার দ্বিতলে একটী কক্ষের ভগ্ন জানালাভেদ করিয়া একটী ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দূরাগত পথিকের মনে আশার ক্ষীণ-রেখা অঙ্কিত করিতেছে মাত্র। সূচীভেদ্য অন্ধকারে কোলের মানুষ দৃষ্টিগোচর হয় না, এমন সময়ে একটী বিংশতি বর্ষবয়স্ক যুবক নিবিষ্টচিত্তে এই দ্বিতল গৃহের কোণে বসিয়া কি করিতেছিল, সহসা একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—অনতি দূরে শয্যা—সেই শয্যার উপর একটী ষোড়শী নিদ্রারক্রোড়ে শায়িতা—সুকোমল বাহুদ্বয় বক্ষদেশে স্থাপন করিয়া সমস্ত দিনের সুখ দুঃখ ভুলিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন—কক্ষ নীরব নিস্তব্ধ, যুবক আস্তে আস্তে উঠিয়া একবার গবাক্ষ দ্বার দিয়া শূন্যে দৃষ্টিপাত করিলেন—নৈশ সমীরণে প্রকোষ্ঠস্থ দীপ-রশ্মি কম্পিত হইয়া উঠিল, যুবক দেখিলেন—গভীর রজনী, জনমানব-শূন্য পল্লীপথ, আকাশে অসংখ্য তারকারাজি মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে, যুবক পুনরায় একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একবার সেই নিদ্রিতা বালিকার মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন—হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, বস্ত্রের প্রান্ত দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন—"না-না তা' পারিব না" বলিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া অট্টালিকার দক্ষিণদিকে যে প্রশস্ত বারণ্ডা ছিল, তাহার এক প্রান্তে যাইয়া একটী ক্ষুদ্র চৌকীর উপর উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর যুবক বলিতে লাগিলেন—"চক্ষের সম্মুখে সব অনাহারে মরিবে, আর আমি তাহাই দেখিব? গৃহে বসিয়া স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া থাকাই

কি ভগবান,—এক মাত্র উপায়—আমাকে যাইতেই হইবে।" আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। একটু পরে উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"আমি কি করি—আমার যে উপায় নাই, আমি যে সহায় সম্পত্তিহীন—আমার যে অন্য কোন উপায়ই নাই, আমাকে যাইতেই হইবে"

যুবক পুনরায় নিস্তব্ধ হইলেন—আকাশ-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া একটা পেচক কর্কশ শব্দে ডাকিয়া মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, যুবক চমকিয়া উঠিলেন। আস্তে আস্তে উঠিলেন, ধীরে ধীরে পুনরায় কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বে যেখানে কক্ষের কোণে কি করিতেছিলেন, সেই স্থান হইতে কি বাহির করিয়া লইলেন এবং আস্তে আস্তে শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া যুবতীর বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়া শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ-লোচনে মুখ পানে তাকাইয়া রহিলেন, যেন সে রূপ রাশি আর কখনও দেখেন নাই। আস্তে আস্তে বলিলেন,— "ইন্দিরা—প্রিয়তমে! হয়ত আমার এই শেষ দেখা। আমি হতভাগ্য নিষ্ঠুর স্বামী!" অতি ধীরে অধর-প্রান্ত চুম্বন করিয়া পশ্চাৎ হটিয়া একটী দ্বারের নিকট আসিয়া—"বিদায়" বলিয়া সহসা সোপান শ্রেণীর নিকট অন্তর্হিত হইলেন—কক্ষ নিস্তব্ধ হইল, ক্রমে ক্ষীণ দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

* * * *

যুবক নিম্নতলে আসিয়া একটী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গ্রাম্য-পথে পড়িলেন। অনতিদূর যাইয়া একবার সেই ভগ্ন অট্টালিকার গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—দেখিলেন, দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, ঘোর অন্ধকারে গৃহ কক্ষস্থ তাঁহার সোণার প্রতিমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, যুবক একটী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন, "তা'হোক"—বলিলেন—

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন

ভগবান্! তুমি সেই অসহায়া রমণীকে রক্ষা করিও। আমি তোমার প্রেমময় চরণে তাহাকে রাখিয়া হয়ত চিরদিনের জন্য বিদায় হইলাম," ক্রমে নিস্তব্ধ গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিয়া বনস্পতি মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

রজনী প্রভাত প্রায়, ঊষার রক্তিমরাগ ক্রমে আকাশের গায়ে মিশাইয়া যাইতেছে। ভগ্ন অট্টালিকার গবাক্ষ সহসা উদ্ঘাটিত হইল, বালিকা উন্মাদিনীপ্রায় নিম্নতলের একটী প্রকোষ্ঠে দ্বারদেশে আসিয়া ডাকিলেন—"পিসিমা পিসিমা!" পিসিমা তখনও নিদ্রিতা। বালিকা পুনরায় ডাকিল পিসিমা—

পিসিমা সসব্যস্তে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন, বধূমাতা সম্মুখে, উন্মাদিনীপ্রায় দ্বারের কড়া দুটী ধরিয়া কাঁপিতেছেন।

"পিসিমা সে কোথা গেল?"

"কে বসন্ত?"

"হাঁ—আমি তাঁকে দেখিতে পাইতেছিনা" বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া ইন্দিরা বসিয়া পড়িলেন। শেষে কম্পিতা বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পিসিমা মুখমণ্ডলে জলসিঞ্চন করিয়া অতিকষ্টে বালিকাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন, এবং বলিলেন,

"ব্যাপার কি?"

বালিকা বলিল—"আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, সে বুঝি কোথায় চলিয়া গিয়াছে"—

"চলিয়া গিয়াছে? না—না—সে কোথায় যাইবে। স্থির হও এক্ষণি আসিবে।" ইন্দিরা ভূমিতলে বক্ষ স্থল স্থাপন করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন গোলমালে পল্লীবাসিনীগণ একে একে আসিয়া চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলিল ইন্দিরার একটী সহচরী অপর্ণা আসিয়া ইন্দিরাকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে লইয়া প্রবোধ দিতে লাগিল, কিন্তু হায়! ইন্দিরার প্রাণ প্রবোধ মানিল না।

ইন্দিরার সঙ্গিনী ইন্দিরারই সমবয়স্কা, অঞ্চল দ্বারা যেমন ইন্দুর দরদর প্রবাহিত অশ্রু মুছাইতে যাইতেছেন, অমনি দেখিলেন, অঞ্চলে কি বাঁধা রহিয়াছে, খুলিয়া দেখিলেন—এক খানি চিঠি।

সহচরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিঠি কার?"

ইন্দিরা দেখিলেন পত্রখানি তাঁহারই পত্র; ব্যস্ততার সহিত চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন:—

ইন্দিরা!

আমার তুল্য অসুখী, দুঃখী, দীন বোধ হয় ইহজগতে আর নাই, আমি আপনার একমাত্র স্ত্রীকেও প্রতিপালনে অক্ষম, হইয়াছি! সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, কল্য আমাদের সমস্ত দিন উপবাসেই কাটিয়া গেল! এরূপে সংসারে থাকিয়া লোকের হাস্যাস্পদ হওয়া অপেক্ষা দেশত্যাগী হওয়াই শ্রেয়স্কর! আমি তোমার নিকট বিদায় লইলাম। যদি জীবিত ফিরিয়া আসি, পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, নচেৎ পরকালে উভয়ে মিলিত হইব। উদ্যোগ ব্যতীত অবস্থার উন্নতি করা যায় না, এ জগতে শত শত ব্যক্তি উদ্যোগদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে, আমি চেষ্টা করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না কেন? আমি মরিব না—সে চিন্তা তোমার নাই, কিন্তু আমি একবার দেখিব, চেষ্টাদ্বারা এই বিশাল জগতে কিছু করিতে পারা যায় কি না। আমি পিতৃমাতৃহীন, এক পিসিমা এবং তোমার উপর আমার সমস্ত স্নেহ মমতা ন্যস্ত। কিন্তু কি কঠোরতায় হৃদয় বান্ধিয়া আজ তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম তাহা বুঝাইবার শক্তি নাই

তুমি পিত্রালয়ে যাইও পিসিমাই এই শ্মশানসদৃশ্য বাসস্থানে থাকিবেন। যতদিন না সুবিধা করিতে পারি, ততদিন আমার পত্রের আশা করিও না। চরিত্র এবং সহিষ্ণুতাই নারীর অলঙ্কার, এ গুলি তোমাতে আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। পিসিমাকে আমার প্রণাম। সাক্ষাতে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা বুঝিয়া সকলের অজ্ঞাতসারেই বহির্গত হইয়াছি। পরমেশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করুন। তোমার হতভাগ্য স্বামী।

পত্র পড়িয়াই ইন্দিরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। পিসিমা সেইসঙ্গে যোগ দিলেন, প্রতিবাসিনীগণ স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া ব্যাপারটার আলোচনা করিতে লাগিল। বুঝাইয়া সুজাইয়া সকলে ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। ইন্দিরা মেঝের উপর পড়িয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

মকরধ্বজ ব্যবহার।

সকলেই জানেন, মকরধ্বজ একটী নিত্য-প্রয়োজনীয় ঔষধ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কেন—পৃথিবীর কোন চিকিৎসাশাস্ত্রেই মকরধ্বজের ন্যায় পরম-কল্যাণকর ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, এই কথা মুক্তকণ্ঠে আমরা বলিতে পারি।

পূর্ব্বে গৃহে গৃহে, সহরে, পল্লীগ্রামে, সর্ব্বত্র মকরধ্বজ থাকিত। এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। পূর্ব্বে গৃহলক্ষ্মীরা মকরধ্বজের ব্যবহার জানিতেন। এক্ষণে পথে ঘাটে ডাক্তারদিগের কল্যাণে মকরধ্বজের সে আদর আর নাই। শুধু তাহাই নহে, খাঁটী মকরধ্বজও আজকাল বড়ই দুর্লভ।

খাঁটী মকরধ্বজ ত্রিগুণোথ পারদ, আমলসা গন্ধক, ও বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ানুযায়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু মকরধ্বজের পরীক্ষা করিলে ইহার মধ্যে ঐ তিন দ্রব্যের কোনটীর নিদর্শন পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ সদ্যজাত শিশু, যুবা, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক, এমন কি পূর্ণগর্ভা পর্য্যন্ত সকলকেই নিরাপদে দেওয়া যায়।—মানব-শরীরে ইহার ক্রিয়া মাতৃস্তন্য-দুগ্ধবৎ।

যাহাহউক, এই মহৌষধির ব্যবহার যাহাতে বিস্তৃত হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা ইহার ব্যবহারবিধি "কাজের লোকের" পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য সংক্ষেপে লিখিতেছি। আমরা এখানে কেতাবের পড়া-বিদ্যার অবতারণা না করিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতায় মকরধ্বজ যে যে অনুপানসহ বিভিন্নরোগে ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছি, তাহাই বিশদ-ভাবে বর্ণনা করিলাম।

অনুপান-বিধি।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলী প্রয়োগ করিতে হইলে অগ্রেই অনুপানবিধি জানা আবশ্যক, মকরধ্বজও বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন অনুপানসহ ব্যবস্থা করিতে হয়। মকরধ্বজের প্রধান অনুপান, মধু। মকরধ্বজ প্রথামতঃ উত্তমরূপে প্রস্তরনির্ম্মিত খলে মাড়িয়া ৮।১০ ফোঁটা মধু-সহ অন্ততঃপক্ষে ৫ মিনিট কাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে রোগবিশেষে বিশেষ বিশেষ অনুপানসহ প্রয়োগ করিতে হইবে।

মাত্রা।—মকরধ্বজের মাত্রা পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ২½ গ্রেণ।—৭ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত ১ গ্রেণ।—৩ হইতে ৭ বৎসর বয়স্কের ½ গ্রেণ, এবং তন্ন্যূন বয়স্কের পক্ষে ⅛ গ্রেণ।—দিবসে, একবার প্রাতে বা প্রাতে ও সন্ধ্যায় খালিপেটে সেবন করিতে হইবে।

জ্বররোগে।—তরুণজ্বরে আদার রস বা পানের রস সহ।—কম্পজ্বরে—জ্বর আসিবার পূর্ব্বে-আকন্দ মূলের ছালের রস ও দশ ফোঁটা রক্তচন্দন-বাঁটা সহ। ম্যালেরিয়া জ্বরে—চিরাতা ½ তোলা ও শুলঞ্চ ½ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া প্রাতে ১ ছটাক ও বৈকালে ১ ছটাক সহ।

প্লীহাজ্বরে—সেফালিকা (শিউলী) বৃক্ষের পত্র লৌহময় হাতায় সেঁকিয়া তাহার রস সহ। অথবা ক্ষেৎপাপড়া, শুলঞ্চ ও সেফা-লিকা পত্র ও আদা প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, প্রাতে ১ ছটাক ও সন্ধ্যায় ১ ছটাক অনুপান স্বরূপ ব্যবহার করিবে।—

প্লীহার বৃদ্ধি হইলে ঘৃতকুমারীর শাঁস অনুপান-স্বরূপ ব্যবহারে ৩ দিবসে ফল পাওয়া যায়।

প্রসবান্তে জ্বর—পুরাতন অবস্থায় মকরধ্বজে বিশেষ উপকার দর্শাইয়া থাকে।—উপরোক্ত পাঁচনে রক্তচন্দন যোগ করিয়া অনুপানস্বরূপ প্রয়োগ করিবে।

হিমাঙ্গ অবস্থায়-মৃগনাভি (১ গ্রেণ) সহ মকরধ্বজ ব্যবহার করিলে নাড়ী আসিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রোগী চাঙ্গা হইয়া উঠে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ২।৩ ঘণ্টা অন্তর উক্ত ঔষধি প্রয়োগ করিবে।

সন্নিপাতিক জ্বরে, অথবা অবিরাম জ্বরে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া আমরা অতি ত্বরায় জ্বর বন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব	...	অর্দ্ধ বটী
মকরধ্বজ	... ...	১ গ্রেণ

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, মধু ও আদার রস সহ ৩ ঘণ্টা অন্তর ৫।৬ বার প্রয়োগ করিতে হয়।

মেহরোগে।—তরুণ অবস্থায় ত্রিফলার জল সহ। হলুদবর্ণের স্রাব হইলে কাঁচা-আমলকী ও কাঁচা হলুদের রস সহ।

রোগ পুরাতন ও প্রস্রাবে যাতনাবোধ হইলে, পঞ্চতৃণমূলের কাথ (ইক্ষু, শর, কাশ, কুশ ও দর্ভ) অনুপান স্বরূপ ব্যবহার করিবে। শুক্রতারল্যে পানের রস অথবা শিমুল-মূলের কাথ সহ।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে।—মিছরী ও মাখম অথবা আমলকীর রস।

হৃদ্‌স্পন্দন।—চাউল ধোয়ার জল।

মানসিক অবসাদ, ভয়।—মিছরীর জল অথবা চাউল-ধোয়া জল।

অনিদ্রা।—শুশুনীর শাকের কাথ অথবা ত্রিফলা ভিজার জল।

পেটের পীড়ায়।—কোষ্ঠবদ্ধতায় ত্রিফলার ভিজা জল।

আমাশয় রোগে।—শিমুল-পাতার রস ও চিনি।

শিরোরোগে।—মিছরি এবং মাখম।

হাত পা জালা।—চাউলধোওয়া জল।

শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিতে। পিপুল-চূর্ণ বা আদার রস।

হাঁপানিতে।—তেজপাতা-ভিজার জল।

অর্শে। পুরাতন গুড় সহ, অন্ততঃ ১০ বৎসরের হওয়া চাই।

স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিয়ায়।—চাউল-ধোয়া জল।

সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য।—দুধের সর।

শিশুদিগের যকৃতরোগে।—তুলসী-পত্রের রস সহ।

শিশুদিগের পেটকামড়ানী ও ঘুংড়ী-কাসিতেও তুলসী-পাতার রস অনুপানে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ঠিক আপনারই মত

অনেকেই মকরধ্বজের গুণ অবগত থাকিলেও বিশুদ্ধ মকরধ্বজ পাইতে পারেন না—মকরধ্বজ প্রস্তুতের বহু-ব্যয়, বহু-বিঘ্ন। শরীরের এমন ব্যাধি নাই, যাহাতে মকরধ্বজের অধিকার নাই। কবিরাজ শ্রীযুক্তঅনুকূলচন্দ্র বিশারদ ঠিক শাস্ত্র-সম্মত প্রণালীতে দেশের কতকগুলি গণ্যমান্ত ধনীর আনুকূল্যে বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাঁহাদের ব্যয়ে, যাঁহাদের জন্ত ইহা প্রস্তুত হয়, তাঁহারা প্রকৃতই আশাতীত সুফল পাইয়াছেন। সাধারণে সেই মকরধ্বজের কিঞ্চিৎ পাইতে পারেন। অধিক নাই—প্রস্তুত করাও সহজসাধ্য নহে। এই সময়ে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন।

পাঞ্জাবকেশরী নৃপতি রঞ্জিৎ সিংহ বাহাদুরের-দেওয়ান বংশধর শ্রীযুক্ত দেওয়ান কৃষ্ণগোপাল চুগ্‌গাল, গুজর খাঁ। লিখিয়াছেন :—"আপনার নিকট হইতে যে দুই ভরি মকরধ্বজ লইয়াছিলাম, তাহা ব্যবহারে আশাতীত ফল পাইয়াছি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি"।

বিশুদ্ধ আসল মকরধ্বজ ব্যবহারে তাহাই হয়।

মূল্য ৭ মাত্রা ১৲। ১৪ মাত্রা, ১৸০ আনা। ২৮ মাত্রা, ৩৲ টাকা। ১ তোলা ১৬৲ টাকা।

বহুবাজার,
১নং অভয় হালদারের লেনে পাইবেন।
(বিজ্ঞাপন)

(প্রাপ্ত।)
সুযশঃ

"এজগতে আর অমরত্ব কই,
সুকর্ম্মজনিত সুযশঃ বই ?"

আমরা সংসারী, আমাদের সংসারের শিক্ষা, দীক্ষা, ক্রিয়া ও বুদ্ধি, সকলই পুরুষার্থ-প্রবর্ত্তিনী। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গই পুরুষার্থ। মোক্ষ হিন্দুমাত্রেরই লক্ষ্য; এই জন্তই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গরূপে হিন্দুর অভেদনির্ব্বিশেষে সাধনীয়। কোনটীরই অত্যধিক বা অত্যল্প আদর করিলে চলিবে না। সকলকেই সমবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। আর্য্যশিক্ষার ইহাই মূলভিত্তি; হিন্দুর এই ভিত্তিতেই দৃঢ় সমাজবন্ধনের উৎপত্তি।

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটীর যুগপৎ সেবা সকলেরই বাঞ্ছনীয়। মোক্ষে লক্ষ্য করিয়া এই তিনের সামঞ্জস্ত রক্ষাপূর্ব্বক যাঁহারা কর্ম্মমার্গে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই কর্ম্মী—কাজের-লোক। সমাজ তাঁহাদিগেরই অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মত বোধ হয় পৃথিবীতে অন্তত্র—আর কোথাও এই সমস্ত বিষয়ের সামঞ্জস্ত সংরক্ষণ করিয়া সমাজ উন্নত হয় নাই। নতুবা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বিষম সংসারবিরক্তির প্রাবল্যে কবলিত হইয়াও এবং বেদান্তবাদীর ব্রহ্মবিদ্যার সাকার ইন্দ্রিয়জ্ঞানে পর্য্যন্ত ভ্রান্তিমান্ হইয়াও ভারতবাসী যে প্রকৃষ্টাদপি প্রকৃষ্টতম আদর্শে অর্থনীতির অনুধাবন করিতে পারিয়াছিল, তাহা কেবল হিন্দুর সার্থবাহিতার গুণে।* বারান্তরে এই সার্থবাহিতার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে বিস্তারিত ও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি ইহা বলা আবশ্তক যে, এই সার্থবাহিতার মূলে কর্ম্ম—কর্ম্মফলত্যাগ রহিয়াছে। কর্ম্ম করিতে হইলে বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক। সম্যক্ জ্ঞানরহিত কার্য্যাভ্যাসে ফলোদয় হয় না। "বাজে কাজে" সময় নষ্ট করা অপেক্ষা উত্তমরূপে অভ্যস্ত না হইলে পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও চেষ্টাদ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া কার্য্যের চেষ্টা করা উচিত।

কাজের প্রণালী সুরুচিসঙ্গত হইলেই ফললাভ হইবে। যাঁহারা কাজের-লোক, তাঁহাদের কাজের গুণ আছে,—কাজ করিয়া তাঁহারা স্বয়ং যশোলাভ করেন এবং লোকশিক্ষার বিস্তৃতি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের যশঃ-সৌরভ ইহলোক ও পরলোক সদাকাল চিত্তচমৎকারিত্বের অনুকূল হইয়া থাকে। তাহাদিগের কীর্ত্তিকলাপে বর্ত্তমান সমাজ মুগ্ধ ও উন্নত হয়; তাহাতে ভাবি-সমাজের শিক্ষা-বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। সেই শিক্ষার সারাংশই কর্ম্মশক্তি—কার্য্যের গুণ। সেই গুণের মূলে ধর্ম্ম। ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষে চেষ্টাপরায়ণ সদ্‌গুণশালী মালীর যত্নে যে যশোময় সুফল উৎপন্ন হয়, তাহা সকলেরই কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপক।

কথিত আছে, এক সময়ে সুগুণ ও সুযশঃ নামক দুই বন্ধুকে লইয়া ধর্ম্মবীর দেশভ্রমণে বাহির হইয়া ছিলেন। মধ্যে কথা উঠিল, যে, পথহারা হইলে কে কোথায় থাকিবেন বা মিলিত হইবেন। গুণ ও ধর্ম্ম স্বীয় স্বীয় স্থান নির্দ্দেশ করিলেন; কিন্তু যশঃ বলিলেন—দেখ, ভ্রাতৃদ্বয়! আমি একাকী কোন স্থানে থাকি না, তোমরা সর্ব্বদা আমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিবে—আমি বড় চঞ্চল, একবার হারাইলে আর আমাকে পাইবে না।

পাঠক, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে কাজের লোক—তাহার জীবন গুণময় ও ধর্ম্মময়; সেই গুণ ও ধর্ম্মের সমবায়ে ও সার্থবাহিতায় যে রত্নরাজি বিরাজ করে, তাহাই—সুযশঃ;—তাহাই মানবজীবনের আদর্শ, লোকশিক্ষার সাধনা।

সংস্কৃত-অধ্যাপক,
মেদিনীপুর কলেজ।

* সমান অর্থ প্রয়োজন যাহাদিগের, তাহারা সার্থ; (স্বার্থ নহে)। অথবা, সমান অর্থ = সার্থ। 'সার্থবাহ' বণিক প্রভৃতি আখ্যা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সমবায়, সমবায়ী প্রভৃতি প্রয়োগও প্রাচীন পুস্তকাদিতে দেখা যায়, ইদানীংও ব্যবহৃত হয়। সমবায়ী (United) এবং সার্থবাহী (Co-operative) এই দুইটী শব্দের পার্থক্য অনুভূত হওয়া উচিত।—লেখক।

প্রাপ্ত পুস্তকাদির প্রাপ্তি স্বীকার এবং মন্তব্য।

পঞ্জিকাদি।—মেসার্স বটকৃষ্ট পাল এণ্ড কোং, প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতাগণ এক খানি অতি-সুন্দর "সীতাউদ্ধার" চিত্র-বিশিষ্ট শীট

আলমানাক্ উপহার পাঠাইয়াছেন, গত বৎসরে অকালবোধন চিত্র হইয়াছিল, এবারে সীতাউদ্ধার—বেশই হইয়াছে। চিত্রখানি এদেশে প্রস্তুত করাইয়া দেশীয় শিল্পের উৎসাহদান করার জন্য, ইহাঁরা আরও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

দর্জ্জিতলার ওসমান মল্লিকদের একখানি সুবৃহৎ শীট্ আল্‌মানাক্।—ইহাঁদের ঘোড়ার সাজের কারবার—ছবি বড় সুন্দর হইয়াছে।

এম্, এম দে এণ্ড কোং—প্রসিদ্ধ দেব চা, যাঁহারা লণ্ডনের ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ একজিবিশনে পুরস্কৃত এবং এদেশের প্রদর্শনী সকলে পদক ও উচ্চ-প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে দুই খানি অ্যাল্‌মানাক্ উপহার পাঠাইয়াছেন। এক খানি সুবৃহৎ শীট অ্যালমান্যাক, অতি-সুন্দর—উচ্চ শিল্পের পরিচায়ক, অন্যখানি কার্ডবোর্ডের তারিখযুক্ত-পোর্টফোলিওওয়ালা—ইহাতে ভাঁজকরা একটী ব্যাগ্ আছে, তাহাতে চিঠিপত্র রাখা যায়, এইজন্য এইটি বিশেষ আবশ্যকীয়। জিনিষটী বিলক্ষণ কারুকার্য্যময়—সহজেই চিত্তাকর্ষক, সুতরাং বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। দে'র চা বাজারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে, দেখিয়া আনন্দ হয়।

এম্, এল্ বসু এণ্ড কোং—প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীবিলাস তৈলের 'ওয়াল অ্যালমান্যাক্''। বিবিধ বর্ণে—১২ মাসের বৃহদাকার তারিখযুক্ত বড় বড় অক্ষরে মসৃণ কাগজে ১২ সীট পারকোরেট করা অ্যালমান্যাক্ এবং তৎসঙ্গে এক খানি এক পৃষ্ঠায় এক এক তারিখবিশিষ্ট ফুলিসক্যেপ ১৬ পেজী ১৯০৯ সালের ডাইরী। অতি-সুন্দর ছাপা, বিশেষ প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞাপনের ডায়ারী নহে, নিজেদের অতি সামান্য একটু বিজ্ঞাপন একধারে আছে মাত্র—কাগজ মসৃণ, রুলকরা সাধারণের প্রকৃত ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্যই যে কোম্পানী যত্ন করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ পায়। আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। উভয় জিনিসই লক্ষ্মীবিলাস ইলেক্‌ট্রিক্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। প্রেসের কাজ ভাল হইতেছে।

মেসার্স বিহারীলাল দাঁ এণ্ড কোং এক বাণ্ডিল আল্‌মানাক্ পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে সুন্দর সুন্দর চিত্র ছিল—সকল গুলিই এদেশে প্রস্তুত। ইহাঁরা প্রসিদ্ধ দরবার এবং মোহন চুরুটের আবিষ্কারক। এক আনা এবং পাঁচ পয়সায় এমন সুন্দর-বাক্‌সে এমন সুন্দর সুবাসিত চুরুট প্রচলন করিয়া সিগারেটের উচ্ছেদ অনেকটা নষ্ট করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ইহাঁদের চুরুটের কারখানা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বারান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা আছে সেইজন্য আজ অধিক কিছু বলিব না। ইহাঁদের মহদুদ্দেশ্য প্রকাশ যোগ্য।

চিকুরবিলাস তৈল—ফিয়ার্স লেন্ হইতে কবিরাজ এ, সি, কবিভূষণ আমাদিগকে এক শিশি কেশ-তৈল উপহার পাঠাইয়াছেন—বেশ হইয়াছে, মনোরম সৌরভযুক্ত, আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

সম্পাদকের পরামর্শ সভা।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকনাথ দে—বলরাম দেব ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রশ্ন।

১। সুবাসিত নারিকেল তৈলে যে জবাপাতার উল্লেখ আছে, তাহা ফুলের পাতা কি গাছের পাতা—পরিমাণ কত?

উত্তর। জবার পাতা বলিতে জবাফুলের পাতা বুঝাইবার আমাদের উদ্দেশ্য। জবাফুলের শুষ্ক-পাতা চূর্ণ করিয়াই তৈলে দিতে হয়। চুলের স্বাভাবিক রং রক্ষা করিবার ক্ষমতা জবাফুলের পাতার আছে। আমাদের শাস্ত্রীয় চুলের কলপ প্রস্তুত করিবার জন্যও জবাফুলের পাতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা—লৌহকিট্টং জবাপুষ্পং পিষ্ট্বা ধাত্রীফলং সমং। ত্রিদিনং লেপয়েৎ শীর্ষং ভ্রিয়াসং কেশরঞ্জনং॥

কাজের লোক ২য় খণ্ড ৫১ পৃষ্ঠা—অজবাগ ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য। পরিমাণে এমন কিছু ধরা বাঁধা নাই, সেরকরা /০ এক ছটাক দিতে পারেন।

২য় প্রঃ। অয়লিমেণ্ট কত বোঝা গেল না।

উত্তর। কেন? ১৸০ আউন্স স্পষ্ট লেখা আছে।

৩। কার্ব্বন পেপারের নানাপ্রকার প্রস্তুত-প্রক্রিয়া আছে। তন্মধ্যে আমরা কেবল জমিটা দিয়াছি মাত্র। আপনি কাল কার্ব্বণ-পেপার করিতে হইলে ল্যাম্প্‌ব্ল্যাক্ দিতে পারেন। ব্লু করিলে প্রুসিয়ান ব্লু দিতে পারেন। কাল এবং ব্লু এই দুই প্রকারের কার্ব্বন পেপারই সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। কথাটা যখন তুলিলেন, তখন আরও ২।১টা প্রণালী পরে প্রদত্ত হইবে।

জুতার কালীর কৌটা—এখানে নর্থওয়েষ্ট বক্‌স কোম্পানী, ৬৩ গার্ডেনরিচ, কলিকাতা, এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন, যে কোন প্রকার বাক্‌স ও কৌটা প্রস্তুত করাইতে চাহেন, ইহাঁরা করিয়া দিবেন। দর জানি না। ইংলণ্ডে G. &. T. Coward, Carlisle, England, or, Tin Plate Decorating Co, Ld., Melyn, Tin-works Neath, Eng. এই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে, অনুসন্ধান করিতে পারেন।

আপনার প্রথম পত্রের উত্তরে জানাইতেছি ষ্টেন্‌সিল প্লেটে *Indian Ink* ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন।

ইণ্ডিয়ান ইঙ্কপ্রস্তুত প্রণালী

গালা	... ...	১০০ গ্রেণ্
সোহাগা	... ..	২০ গ্রেণ্
জল	... ...	৪ আউন্স

এই গুলিকে অগ্নির উত্তাপে উত্তমরূপে ফুটাইয়া গলাইয়া ফেলুন, তাহাতে প্রয়োজনমত ল্যাম্প্ ব্ল্যাক মিশাইয়া লইতে হইবে। ইহা তরল ও ঠিক, দুই প্রকারই করা যাইতে পারে। যদি শক্ত বাতির মত করিতে হয়; তাহা হইলে ল্যাম্প্-ব্ল্যাক্ বেশী দিলেই শক্ত কাদার মত হইয়া যাইবে; তখন ছাঁচে ফেলিয়া চৌকা বা গোল করা যাইতে পারে

ল্যাম্প্-ব্ল্যাক করিবার উপায়:—একটা মাল্‌সা বা পর্দিলের বাটীকে ছোট ছোট চারিটি খোঁটার উপর ভূমি হইতে একটু উঁচু

কাগিয়া দিয়ে একটা ল্যাম্প জ্বালাইয়া রাখিয়া দিবেন। দেখিবেন, মাল সাটা ভুঁষায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই ভুঁষা ক্রমে ক্রমে চাঁচিয়া সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে; ইহাই ল্যাম্প-ব্লাক্। কুশলে আছি, আপনার কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম।

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বসু—ঝালিদা, মানভূম আপেলি, আইসিং-গ্লাস, আইভরি-ব্লাক্, রুমিমুস্তকি ব্রোনজ-পাউডার, এসকল কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রঙ্গের দোকানে ও ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়। বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং বোনফিল্ডস্ লেন্; ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু চাঁদনী ধর্ম্মতলা; ইউ, কে, নাগ, ২৫৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট; আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন, ১৮।১নং ক্লাইবষ্ট্রীট্ এবং জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স, [illegible], দাঁ এণ্ড কোম্পানী, ৫২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট্, ইহাদিগকে লিখিয়া দর জানিতে পারেন।

কাঃ সঃ

সুযশঃ।

পৃথিবীর ইতস্ততঃ ভ্রমি নানা দেশ,
মনোমত প্রিয়বস্তু করিতে সন্ধান
চলিলেন ধর্ম্মবীর, লয়ে এক সনে
"গুণ" "সুযশঃ" তাঁর বন্ধু দুইজনে।
পাড়িয়া তিন জনে অভিষ্ট ভ্রমণে,
[illegible] বলিল—"দেখ, ওহে বন্ধুগণ!
কে কোথা থাকিবে বল, পাব কোথা গেলে
বিচ্ছিন্ন যদিই মোরা হই দৈববশে?"
"লক্ষ্মীছাড়া নিতান্তই হই যদি আমি,
আমার নিজের কথা বলে রাখি ভাই!
যে দেশের কৃষিবল শিল্পে দিবে মন,
পূজিবে বাণার বীণা, যাব সেই দেশে।"
ধর্ম্ম বলে,—"শুন বন্ধু! নিত্য সরলতা,
কিংবা বদান্যতা যথা ধনিজন ঘরে;
রাজার সদস্যগণ যথা দোষহীন;
যাইব তথায় আমি; কিংবা শুন ভাই!
কায়মনোবাক্যে নিত্য স্বার্থহীন ভাবে
সাধারণ হিতে মন দিবে যেই জন;
কিংবা ঋষি, মহাঋষি, জ্ঞানীজন যথা—
তথা(ই) যাইব আমি, ভাবিয়াছি মনে।
থাকুক সুরম্য সৌধে বৃথা আড়ম্বর,
নির্জ্জন কুটীরে আমি করিব বসতি;
ধনলোভ, কিম্বা গর্ব্ব হ'তে বহু দূরে—
সুখ শান্তি যেই খানে নিরত বিরাজে।"
"তোমরা থাকিবে সত্য; প্রিয় বন্ধুগণ!
কিন্তু কে—সুযশঃ বলে,—"পাইবে সন্ধান
চঞ্চল [illegible] ভাই? দেখো চোখে চোখে,
বারেক হারালে আর পাওয়া আমার।"

আহাম্মকদশকং।

—•—

আহাম্মক নম্বর একে;
পরকে আপনার দেখে॥
ভিতরের কথা ব'লে,
শেষে ভাসে নয়ন-জলে॥

আহাম্মক নম্বর দুই।
যে পরের চালে উঠিতে দেয় পুঁই॥
শেষে ঝগড়া ক'রে ম'রে,
অনুতাপে নয়ন ঝরে॥

আহাম্মক নম্বর তিন।
যে ধার ক'রে পরকে দেয় ঋণ॥
শেষে ভিটে বিকিয়ে যায়,
আর করে হায় হায়॥

আহাম্মক নম্বর চার।
যে পরের ঘরে খায় মার॥
এতে বাহবা লোকের পায়
কিন্তু আহাম্মকও কয়।

আহাম্মক নম্বর পাঁচ।
যে পরের পুখুরে ফেলে মাছ॥
শেষে কখন তুলতে হয়
আর করে হায় হায়॥

আহাম্মক নম্বর ছয়।
যে এর কথা ওরে কয়॥
শেষে জুড়াতে নারে কথা,
তখন পায় সে মরমে ব্যথা॥

আহাম্মক নম্বর সাত।
যে শ্বশুরের খায় ভাত।
শেষে হারিয়ে নিজের মান,
কেউ বা দেয়(ও) নিজের প্রাণ॥

আহাম্মক নম্বর আট।
যে স্ত্রীকে দেখায় হাট॥
শেষে আঁটতে নারে আর,
প্রাণটা করে ছারখার॥

আহাম্মক নম্বর নয়।
যে সভার মাঝে গলদ কথা কয়॥
শেষে দশে যখন হাঁসে,
লাজে স'রে বসে পাশে॥

আহাম্মক নম্বর দশ।
যে বেজায় নারীর বশ!!!
শেষে আপন করে পর,
জালিয়ে তুলে ঘর।

ইতি আহাম্মকদশকং সমাপ্তং।

খুচ্‌রা কথা।

ব্যবসায়ীর পাঁচটা বিষয় বৃদ্ধি করা উচিত।

কি কি?—

১। বিক্রয়। ২। হাতের তহবিল। ৩। লাভ। ৪। অধ্যবসায়। ৫। বিক্রয়ার্থ জিনিসের গুণ।

পাঁচটা বিষয় কমান উচিত।

কি, কি?—

১। দেনা, ২। অনাবশ্যকীয় ব্যয়, ৩। সময় নষ্ট, ৪। বিক্রীত জিনিস সম্বন্ধে ক্রেতার অসন্তোষ-জ্ঞাপক অভিযোগ, ৫। জিনিস-প্রস্তুতের খরচ। এইগুলিতে যে ব্যবসায়ী লক্ষ্য রাখে, তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

তুমি কি ভাই সুখার্থী—সুখ চাও? তবে এক কাজ কর; তোমার চিন্তা, কথা ও কাজ, এগুলিকে দয়ারূপ সুধাসিঞ্চনে পবিত্র করিয়া লও—সমগ্র জগৎ তোমাকে সুখদানে কৃতার্থ করিবে। রূঢ়তার পরম মিত্রও শত্রু হয়।

বিষাদকে হৃদয়ে পোষণ করিও না, ইহা তোমার এবং কাহারও ভাল করিবে না। উল্লাসিত হও। দুঃখের চিন্তায় দুঃখ টানিয়া আনে; সুখের চিন্তায় সুখ টানিয়া আনিতে পারে।

তুমি কি জান না যে চিন্তায় আকর্ষণ শক্তি আছে? যেমন ভাবনা—তেমনি ঘটনাই ঘটে, পরীক্ষা করিতে পার।

অবনীর অষ্টম আশ্চর্য্য

সুরমার নাম সার্থক—জন্ম সার্থক—উদ্দেশ্য সার্থক। 'সুরমা' কেশের শোভা বৃদ্ধি করিয়া, সত্য সত্যই রমণীকে সুরমা করিতেছে। শুধু কি তাই? সুরমা মাথা ঠাণ্ডা করে ও সুমিষ্ট সৌরভে প্রাণ প্রফুল্ল করে। সুরমার সুগন্ধ টাট্‌কা বকুল ফুলের মত অটুট সুন্দর!

মূল্য বড় এক শিশি ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

এসেন্স্।

আমাদের "এসেন্স" প্রতিযোগিতায় বিলাতী এসেন্সকে পরাজিত করিয়াছে। বিলাস-বাগিচার সৌরভ-সম্পদ্ গৃহকক্ষে উপভোগ করিবার জন্যই এসেন্সের সৃষ্টি। সামর্থ থাকিতে সে সুখভোগে কাহারও বঞ্চিত থাকা উচিত নহে। স্মরণ রাখিবেন, আমাদের যাবতীয় এসেন্সই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাক্যে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। পরীক্ষা করিলেই পরিতৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমাদের প্রত্যেক এসেন্সের মূল্য বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা, তিন শিশি ২॥৹ আড়াই টাকা। মাঝারি এক শিশি ৸৹ বার আনা, তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট এক শিশি ।৶৹ সাত আনা, তিন শিশি ১।৹ টাকা। ডাকমাশুল এক শিশির ।৶৹ আনা। তিন শিশির ॥৶৹ আনা।

গন্ধদ্রব্য।

আমাদের প্রত্যেক ফুলের অটো—যথা অটো ডি রোজ, অটো ডি খস্ খস্, অটো ডি মতিয়া, অটো ডি নিরোলী প্রভৃতি, সকলের নিকট সমান আদরণীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ পাঁচ আনা। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ বার আনা, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা। অডিকলোন এক শিশি ॥৹ আনা, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা।

মিল্ক অব্ রোজ্

ইহার নাম ইংরেজি, কিন্তু ইহা আমাদের দেশের জিনিষে আমাদেরই নিজের প্রস্তুত। এই "মিল্ক অব্ রোজ" নিত্য ব্যবহার করিলে, মুখের লাবণ্য বাড়ে, আর ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঠোঁটফাটা প্রভৃতি মুখের বিকৃত চিহ্ন সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার সুগন্ধ অ[illegible]ীয় এবং সর্ব্বজনপ্রিয়।

এক শিশির মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র। মাশুলাদি ।৴৹ পাঁচ আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

পুঃ—ক্যাটালগের জন্য সত্বর পত্র লিখুন।

আপনাকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সুফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়রিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি; চন্দ্রশেখর কালী এল. এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস, নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে কিন্তু রোগী বাঁচে না।—এইটাই দুঃখ! আমাদের মাদারটিংচার ।৴৹; ১—১২ ড্রাম ।৹, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৴৹। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন,
ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটা যুক্তির কথা।

যে জিনিস স্থায়ী হয় না, সে জিনিস সস্তা হলেও সস্তা নয়—বড় বেশী মহার্ঘ। দুইবার নাড়িলে যদি হারমোনিয়ম বেসুরা হইয়া যায়, সে জিনিস লইয়া মনস্তাপে পুড়িয়া মরা অপেক্ষা কিছু বেশী দিয়া ভাল জিনিস কেনাই সৎযুক্তি। আমাদের জিনিস কখনও ব্যবহার করিয়াছেন কি?

আমাদের হারমোনিয়ম অথবা আমাদের ভিক্টোরিয়া হারমোনিয়ম—খুব উৎকৃষ্ট মালমসলায়, সিজেন করা কাঠে প্রস্তুত, দুটী জিনিষই ভাল। অবশ্য ইহার সঙ্গে গ্যারাণ্টি দিব। যদি হারমোনিয়ম কিনিতে হয়—এই একটী কিনুন, সুমধুর আওয়াজ শুনিয়াও সুখ হইলে। বুঝিয়াছেন? দামের কথা পত্র লিখিলেই লিখিব।

সর্ব্বপ্রকার বাঁশী, বেহালা কনসার্টের যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ আছে।

ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং,
সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্র আমদানীকারক।
৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

প্রকৃত স্বদেশী

কাপড়ের বিবিধ প্রকার সার্ট, কামিজ, মোজা, সাড়ী জ্যাকেট ছেলেদের পোষাক, দেখিবা মাত্রই পছন্দ হইবে এমন সকল জিনিষের সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহকগণ চিরদিন জিনিস দেখিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, এবারের আয়োজন দেখিয়াও সেইরূপ সন্তুষ্ট হইবেন। দরে সুলভ—অথচ জিনিস ভাল এবং প্রকৃত স্বদেশী।
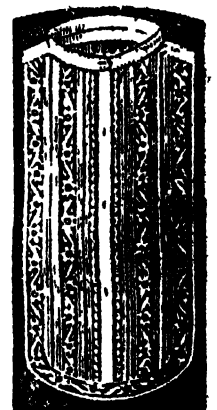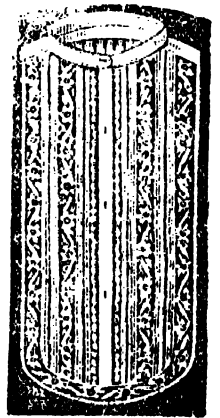
শ্রীরসিকলাল সরকার, এণ্ড কোং
পোষাক বিক্রেতা,
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর, লগিন এণ্ড কোং

হিলিংবাম

অর্থাৎ মেহ প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের অব্যর্থ, অদ্বিতীয় ঔষধ।

মেহ প্রমেহের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে, শুক্রের গাঢ়তা সম্পাদন করিতে, বলবীর্য্য বৃদ্ধি করিতে, নষ্টপ্রায় যৌবনশক্তি পুনরুদ্দীপিত করিতে, এক কথায়, শুক্রাধার ও মূত্রাধারের কার্য্য সবল ও স্বাভাবিক করিতে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।

একমাত্রার পরিচয় এক দিবস ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ। সপ্তাহে আরোগ্য।

প্রশংসা-পত্র।

১। "ইণ্ডিয়ান ল্যানসেট নামক চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রধান সংবাদ-পত্র বলিয়াছেন,—"এই ঔষধ অনেকগুলি রোগীতে পরীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সমধিক আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, প্রত্যেক পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হইয়াছে। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি মেসার্স আর, লগিন এণ্ড কোংর হিলিংবাম নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য ঔষধ, এবং চিকিৎসকগণও বিনা সন্দেহে ইহাতে নির্ভর করিতে পারেন।

২। ডাক্তার কে, পি, গুপ্ত, কর্ণেল, আই, এম, এস, এম, এ, এম, ডি, এফ-আর-সি-এস, (এডিন), এস, এস-সি, ডিগ্রী (কেম্ব্রিজ) ডি, পি, এইচ, ডি, (ক্যাণ্টার), ভারতের ভূতপূর্ব্ব স্যানিটারি কমিশনর বলিয়াছেন,—'হিলিংবাম মেহ ও প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কষ্টকর এবং দুশ্চিকিৎস্য মেহ ও প্রমেহ রোগাক্রান্ত লোকদিগকে আমি ইহা ব্যবহার জন্য নিঃসঙ্কোচে ও দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ করি।

মূল্য ২ আঃ শিশি ৮ দিনের ২৷৷০, ১ আঃ শিশি ৪ দিনের ১৸০ আনা। ডাকমাশুল প্যাকিং স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—আর, লগিন এণ্ড কোম্পানি, কেমিষ্টস,

১০৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ মোড়, কলিকাতা।

এক কাজ করুন

ফটোগ্রাফ তুলিতে শিখুন—বেশ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন—আমোদ ও উপার্জ্জন দুই হইবে। আমাদের এখানে বিবিধ প্রকার ক্যামেরা, লেন্স, প্লেট, পেপার, শিক্ষা পুস্তক, যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত পাইবেন—দর সুলভ অথচ টাটকা আমদানী। খুব কম টাকাতেই শিক্ষার্থীর সরঞ্জাম করিয়া দিতে পারি। দু' দশ দিনেই একটা মোটামুটি শিক্ষা হয়।

কলিকাতা ক্যামেরা কোম্পানী,

১৫৮ নং বর্দ্ধতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরচুল!

স্ত্রীলোকের প্রমাণ চুল	১৸০	১৷৷০	১।০
বাবরী-চুল শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতির জন্য	১৸/	১।০	৸৵০
কোঁকড়ান চুল পুরুষের	১৷৷০	১।০	১৲
ঐ স্ত্রীলোকের	১৸০	১৷৷০	১।০
পাকা কাঁচা মিশ্রিত দাড়ী-চুল	২৲	১৷৷৵	১।০
কাল দাড়ী-চুল	১৷৷০	১।০	১৲
গোঁপ ১ জোড়া	।৵০	।০	৵০
পাকা দাড়ি-চুল	১৸০	১৷৷০	১।০
নূরদাড়ী (মুসলমান সাজিবার)	।৵০	।০	৶০

আমরা থিয়েটারে চুল সরবরাহ করি, বিখ্যাত মহিম বস্তের প্রস্তুত। বাজারের চুলের সহিত তুলনা হয় না, ইহা উৎকৃষ্ট জিনিস, আরী শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং ঠিক বিলাতির মত। বিজনেস এজেন্সী,

১ নং অভয় হালদার লেন, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—১৩১৩ সালের আশ্বিন হইতে ১৩১৪ সালের ভাদ্র পর্য্যন্ত পূর্ণ এক বৎসরের "কাজের লোক" ১৫ই জানুয়ারী হইতে অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। এখন নূতন গ্রাহক এই বৎসরের ২৷৷০ টাকা জমা দিলে যতক্ষণ থাকে উক্ত পুস্তকখানি ১৲ টাকায় পাইতে পারেন। শুদ্ধ যদি পূর্ব্ববৎসরের খানিই আবশ্যক হয় তবে ২৲ টাকা পাঠাইলে পাইবেন। কম আর বিক্রয় হইবে না। কার্য্যাধ্যক্ষ।

"মেজরের ইলেকট্রো সার্শাপেরিলা ব্যবহার করিয়া আমার শরীরের কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, মৎ-প্রেরিত ফটোখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। * * * * * *

মিস রজার্স,

(বাঙ্গালোর)।

বাঙ্গালোর হইতে প্রেরিত মিস রজার্সের ফটোর অনুলিপি।

গুপ্তের চা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শান্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত

মূল্য বড় বোতল ১৷০, প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।

" ছোট লে ৬বাদ৹, ঐ ঐ ৸০ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে খরচা অতি সুলভ হয়।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস্ লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট।

(প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।)

প্লীহা ও যকৃত নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্ টনিক বা য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৵০ আনা, মাশুলাদি ।৵০

এডওয়ার্ডস গোল্ড মেডেল এরোরুট।

আজকাল বাজারে নানা প্রকারের এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই সুকঠিন। একারণ সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা এডওয়ার্ড নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানী করিয়াছি। ইহাতে কোন প্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল বৃদ্ধ সকল রোগীই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা—বিশুদ্ধতা গুণ প্রযুক্ত সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্টসাধন করিয়া থাকে।

মূল্য—ছোট টীন ।০, বড় টীন ।৵০ আনা।

সোল এজেন্টস্—বটকৃষ্ণপাল এণ্ড কোং,

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্।

৭ ও ১২ নং বনফিল্ডস্ লেন,—কলিকাতা।

ভাল জিনিষের অল্পও ভাল।

দুইটী উচ্চশ্রেণীর এসেন্স।

অপরাজিতা।

আমাদের উচ্চশ্রেণীর এসেন্স "অপরাজিতা"র সহিত অন্য কোন স্বদেশী এসেন্সের ত তুলনাই হয় না, এমন কি দ্বিগুণ মূল্যের বিলাতী এসেন্সও ইহার নিকট পরাজিত হইবে, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। সর্ব্ব বিষয়েই আমাদের অপরাজিতা উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। ইহার এক শিশি অন্যান্য সাধারণ এসেন্সের দ্বিগুণ সময় ব্যবহার করা চলিবে। পরিমাণেও দেড় আউন্স। মূল্য প্রতিশিশি—১৷০ দেড় টাকা।

কুন্দকুসুম।

যদিও অল্পদিন হইল, আমাদের এই এসেন্স "কুন্দকুসুম" বাহির হইয়াছে, তথাপি এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা সকলের প্রিয় এসেন্স হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর এসেন্সের যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, সে সমস্তই ইহাতে বর্ত্তমান। মূল্য প্রতি দেড় আউন্স শিশি—১৷০ দেড় টাকা।

১৯০৯ সালের ডায়েরী অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে প্রেরিত হয়।

এইচ বসু, ম্যানুফ্যাক্চারিং পারফিউমার, দেলখোস হাউস, ৬১ বৌবাজার, কলিকাতা।

আপনার চক্ষু

আপনার পক্ষে বড় মূল্যবান—অমূল্য-রত্ন স্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ হয়, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ২০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং

৮০ নং বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লালবাজারের মোড়ের দক্ষিণে।

কঠোর যন্ত্রণায়

তাহা বাত জনিত হউক, বা আঘাত এবং

স্নায়ু শূল জনিতই হউক একবার

"গুপ্তের বাম"

প্রয়োগ করিবা মাত্র প্রজ্জলিত অগ্নিতে জল সেচনের ন্যায় সমস্ত যন্ত্রণা উপশমিত হইয়া রোগীকে চমৎকৃত এবং সুস্থ করিয়া তুলে। স্নায়ু-শূল জনিত শিরঃপীড়া, গেঁটে বাত, অর্দ্ধশিরঃশূল, ঘাড় ও কোমরের ব্যাথায় এই অপূর্ব্ব মহৌষধ বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্যকারী এবং স্থায়ী ফলপ্রদ। ১ শিশি দশ আনা ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র। পরীক্ষাই সংশয় নিবারণের উপায়।

আর, সি গুপ্ত এণ্ড সন্স

প্রধান ঔষধালয়, ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

শাখা ঔষধালয়, ২৭ গ্রে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

(অমায়িকতা ও সরলতার জন্য সংবাদ পত্রে সুপ্রশংসিত)

পি, এন, বিশ্বাস

৮২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রতিযোগিতা বশতঃ বাজারদর একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছে। এই সুযোগে আপন আপন ভাণ্ডার পূর্ণ করুন। বাজার উঠিলে সুযোগ হারাইবেন। গ্রামোফোণ, নিকল-ফোণ, পলিফোণ, জোনোফোণ, ফোনগ্রাফ, বেকা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ "বাকযন্ত্র" স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। যাহা ইচ্ছা তাহাই পাইবেন। আর, এন, বোস, লালচাঁদ বড়াল, গহরজান, বেদানা, নূরী প্রভৃতির নূতন নূতন গান আসিয়াছে।

পৃথিবীকে নখদর্পণে রাখিবার ষ্টিরিওস্কোপ যন্ত্র মাত্র ৫৲, এবং অগণ্য মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী ডজন মাত্র ৬।৶০, আসিয়া দেখুন। ক্যাটালগ ও ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য। ভিঃ পিতে মাল পাঠান যায়, মেশিন মেরামত হয়।

লোহার সিন্দুক

অনেক লোকেই প্রস্তুত করেন, আমরাও করি; কিন্তু পরীক্ষায় আমাদের সিন্দুক সর্ব্বাপেক্ষা গুণে ও গঠনে শ্রেষ্ঠ হইবে, —সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ এটা স্তোকবাক্য মাত্র—সে কথা ঠিক নয়, আমরা তাহা বলিতে জানি না—বলি না।

যতদূর সম্ভব কম লাভে, ভাল মাল-মসলায় খুব মজবুত জিনিস দিই—এই সকল আমাদের কথা। একখানি অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলেই সচিত্র মূল্য-তালিকা এবং লোহার সিন্দুক সম্বন্ধীয় পুস্তক বিনামূল্যে পাঠাইব।

বসু, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং,

লোহার সিন্দুক প্রস্তুতকারক, আলিপুর, কলিঃ

খোকসিনা

বা বৈদ্যুতিক বাত-তৈল।

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা ত আরোগ্য হইবেই, অধিকন্তু পুরাতন বাত ১৫ দিনে আরোগ্য হয়। গেঁটে বেদনা, ঘাড়ে ও কোমরে বেদনা, ফিক ও পার্শ্ববেদনা প্রায় সমস্ত দিনে ৩ বার লাগাইলেই ভাল হয়।

গুণের তুলনায় দাম কিছুই নয়। ঘরে এক শিশি রাখা উচিত। অনেক সময় একটা ফিক্ বেদনার জন্য ডাক্তারকে ১০৲ টাকা দিতে হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাত-তৈল রাখিলে ॥০ আনাতেই সে কাজ হয়। ইহার মূল্য ॥০ আনা। সকল চিকিৎসায় হতাশ হইয়া তবে আমাদিগকে লিখিবেন। এজেণ্টস বি, কে, দাস এণ্ড কোং, ৪ নং উইলিয়মস্ লেন, কলিকাতা।

এ, এল রায়ের

ছাপিবার ও লিখিবার স্বদেশী কালী

কেন ব্যবহার করিবেন না? ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে—মূল্যও সুলভ। ফ্যাক্টরী:—বারোওয়ারীতলা রোড, বেলিয়াঘাটা,

চিফ ডিপো

বি, এল, দাঁ এণ্ড কোং,

৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বলুন দেখি—প্রকৃত সুন্দর কে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যিনি নিত্য "কেশরঞ্জন" ব্যবহারে স্নান করেন। স্নানান্তে মুখে যে মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহা দর্পণ-সাক্ষাতেই প্রথম প্রমাণিত হয়। রমণীর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী কে—ইহার উত্তর এই,—যিনি তাঁহার আগুলফ-লম্বিত চিকুরজাল নিত্য "কেশরঞ্জন"-পরিসিক্ত করিয়া বেণীরচনা করেন; খালি ইহাতে বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়ে না—মুখের কমনীয়তা বৃদ্ধি হয়। "কেশরঞ্জন" খালি বিলাসভোগ নহে, মস্তিষ্কের উষ্ণতা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা দূরীকরণে ইহাই একমাত্র শক্তিসম্পন্ন কেশতৈল। এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

☞ সাবধান! কেশরঞ্জনের ভয়ানক অনুকরণ হইয়াছে, আপনাদিগকে সতর্ক করা যাইতেছে, ক্রয়কালীন বিশেষরূপে প্রত্যেক শিশি পরীক্ষা করিয়া লইবেন। নচেৎ প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা।

জাপানী রমণীর সৌন্দর্য্যের নিশান !

জাপানী রমণীগণ সুন্দরী বলিয়া প্রাচ্যখণ্ডে পরিচিত। তাঁহাদের চাঁপাফুলের মত দেহের বর্ণ - আর উজ্জলতা মাখা মুখগুলি গৃহকেন্দ্রের সুখময় কাননে আকাশের উজ্জল তারকাগুলির মত ফুটিয়া থাকে। মুখগুলি নিষ্কলঙ্ক দাগশূন্য, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জল। এরূপ সুন্দর কলঙ্কবিহীন মুখের অধিকারিণী হওয়া রমণীর পক্ষে বড়ই স্পৃহনীয়। বঙ্গদেশের মহিলা-কুলের জানিয়া রাখা উচিত, সুন্দর মুখের অধিকারিণী হইতে হইলে আমাদের হিমাংশুদ্রব নিয়মিতরূপে ব্যবহার করা উচিত। ব্রণ মেচেতার কলঙ্করেখা, যে সকল মহিলাদিগের পবিত্র ও সুন্দর মুখমণ্ডলকে বিবর্ণ করিয়াছে, তাঁহারা আমাদের "হিমাংশুদ্রব" ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পাইতে পারেন। "হিমাংশুদ্রব" সুগন্ধি ও সুশীতল প্রলেপ। মুখে মাখিলে মনের প্রফুল্লতা ও বর্ণের উজ্জলতা সাধন হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ দশ আনা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৵০ তিন আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা। মফঃস্বলের রোগীর অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য

কিণ্ডারগার্ডেনের সরঞ্জাম পুস্তক ড্রয়িংএর আ'সবাব্ পঞ্জিকা, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক এবং মানের বই

অতি সুলভে

পাইবেন। দোকানে আসুন বা ভি, পি, তে পাঠাইতে লিখুন একবার লইলেই বুঝিবেন ইহাই সংকেৎ।

শ্রীগণেশচন্দ্র নাথ প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট মুরগীহাটা কলিকাতা।

গৃহ-সম্পা ।

(সাঁওতাল-বৈদ্যের নিকট সংগৃহীত।

এই পুস্তক গৃহীর নিত্যই আবশ্যক। অনেক পল্লীগ্রামে সুবিজ্ঞ পশু-চিকিৎসকের অভাবে, গো মহিষাদি হঠাৎ রোগগ্রস্ত হইয়া মারা পড়ে। এই পুস্তকের লিখিত রোগলক্ষণ সহ ঔষধাবলী দ্বারা সহজেই আপনি স্বয়ং পশু-চিকিৎসা করিতে পারিবেন, বৈদ্যের আবশ্যক হইবে না। গাছগাছড়াই পশুরোগের অমোঘ ঔষধ। মূল্য—ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুলসহ ।৵০ ছয় আনা।

এন্, এল্, রায়,
সেহারা পোঃ, বর্দ্ধমান।
এবং 'কাজের লোক' অফিস,
১ নং অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার, কলিঃ।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২৷৷০ টাকা মাত্র।

Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal, Devoted to Useful Art, Manufacture &c.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। | New Series, March, 1909. | নূতন সংস্করণ। মার্চ্চ, ১৯০৯। | Vol. III. No. 3.

আসল "লক্ষ্মীবিলাস" রামচন্দ্রমূর্ত্তিবিশিষ্ট

ট্রেড মার্কাযুক্ত দেখিয়া লইবেন।

আমরা বিশেষ যত্নে বহু অর্থব্যয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়েকটী ভারতীয় ফুলের নির্য্যাসে স্বদেশজাত স্বদেশীয় ফুলের "পুষ্প-সার বা সেণ্ট" প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছি। আস্ত টাট্‌কা ফুলের গন্ধ বাতাসে উড়িয়া যায় না। গুণে শ্রেষ্ঠ, তবে স্বদেশজাত স্বদেশীয় ফুলের মিষ্ট মধুময় সৌগন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী ফুলের বৈদেশিক কঠোর গন্ধের দিকে কেন প্রধাবিত হয়েন? আমাদের বহু যত্নে প্রস্তুত বেলা, সেফালিকা, চম্পক, মালতি, জেস্‌মিন, বোকে, লিলি অব্‌ দি ভ্যালি, ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, তিন শিশির সুন্দর বাক্স, মূল্য ২৷৹ টাকা।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

(স্থাপিত সন ১৮৮২ সাল।)

অতুল ধনসম্পত্তিশালী রাজাধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই লক্ষ্মীবিলাসের পরিচয় জানেন। লক্ষ্মীবিলাস কেবল বিলাসের সামগ্রী নহে, বিবিধ শারীরিক এবং মানসিক পীড়া দূর করিতেও অমোঘ মহৌষধ। বলবৃদ্ধি করিতে, উৎসাহ আনিতে, শ্রীবৃদ্ধি করিতে, চর্ম্মের মসৃণতা উৎপাদন করিতে, লক্ষ্মীবিলাসই গুণে ও গন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা ডজন ৭৷৹, ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমারস্—এম, এল, বসু এণ্ড কোং। আফিস,—১২২ নং পুরাতন চীনাবাজার। ফ্যাক্টরী—১২ নং নারিকেল বাগান, কলিকাতা।

KEATING'S
INSECT POWDER.

কিটিংসের ছারপোকা এবং কাটনাশক মহৌষধ

দিলে গরম কাপড়ের, ফুলের গাছের, পশুপক্ষীর গায়ের কীট, আরসোলা, উই, উকুন মরিয়া যায়। বিষাক্ত নহে, ইহাতে কেবল কীট মরে মাত্র, মূল্য ছোট কৌটা ।৹, মাঝারী ।৶৹, বড় ৷৶৹, ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র।

ভারতের স্পেশ্যাল এজেন্টস্—বি, এল, দাঁ এণ্ড কোং,
৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড

পুস্তকখানিতে সরল বাঙ্গালা ভাষায় একটী অভিনব অর্থকরী আমেরিকান ব্যবসায় রহস্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তক শীল করা বিক্রয় হয়। ঘরে বসিয়া এ কাজ করিলে বেশ উপার্জ্জন করা যায়। অতি যৎসামান্য মূলধনের আবশ্যক মাত্র। কাপড়ে বাঁধাই গিল্টি অক্ষরে পুস্তকের নাম প্রভৃতি। মূল্য ভি, পি সমেত ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১ নং অভয় হালদার্স লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

এন্, এন্, মণ্ডল এণ্ড কোংর

"ইণ্ডিয়া ফ্লুট"

সুন্দর আওয়াজ, সিজেন করা কাষ্ঠে প্রস্তুত—মেঃ মণ্ডল কোংর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এন্ এন্ মণ্ডলের তত্ত্বাবধারণে দিব্য কারুকার্য্যময় করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং স্থায়ী হারমোনিয়ম, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে কোন সুরজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে পড়িলেই তিনি ইহা বুঝিতে পারিবেন, অথচ মূল্য ও বাজারে দর অপেক্ষা অধিক নহে। মূল্য ৩ অক্‌টেভ ২ সেট রিডযুক্ত ৪৫৲ হইতে ৬০৲ টাকা। বাজারের হারমোনিয়ম আর ইহাতে পার্থক্য অনেক। সিকি দাম অগ্রিম পাঠাইলেই গ্যারাণ্টি সমেত মফঃস্বলে সত্বর পাঠান যায়।

এন্ এন্ মণ্ডল এণ্ড কোং,
১৮২৷৮ নং লোয়ার চিতপুর রোড, কলিকাতা।

বিবিধ প্রকার

সার্ট কোট্ মোজা রেশমী শাড়ী আবালবৃদ্ধ বনিতার দেখিবামাত্রই পছন্দ হইতে পারে—এমন সকল জিনিসের সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমাদের গ্রাহক অনুগ্রহকগণ চিরদিন জিনিস দেখিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন সেইরূপ এবারেও আয়োজন দেখিয়াও সুখী হইবেন। দরে সুলভ—অথচ জিনিস ভাল।

ব্যানার্জ্জী এণ্ড মল্লিক,
পোষাক বিক্রেতা ও সরবরাহকারক,
জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
প্রাইসলিষ্ট বিনামূল্যে পাঠাই।

মেডিক্যাল কংগ্রেস।

ডাক্তার এ, ডি, গোডি, বম্বে মেডিক্যাল কংগ্রেসে "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড পত্রিকার প্রতিনিধি। এই কংগ্রেসে উক্ত পত্রিকা একটী রৌপ্যপদক উপহার পাইয়াছেন।

Indian Medical Record is the best medium for advertising.

Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। | New Series, March, 1909. | নূতন সংস্করণ। মার্চ্চ, ১৯০৯। | Vol. III. No. 3.

শ্রীশ্রীগণপতয়ে নমঃ।

"Waste of energy is worst than waste of money" টাকা নষ্ট হওয়া অপেক্ষা উৎসাহ নষ্ট হওয়া আরও মন্দ। কেন নিরুৎসাহ হও—উৎসাহিত হও—হৃদয় উল্লসিত কর—হৃদয় দৃঢ় কর—কাঁটা হেরিয়া কমল তুলিতে ভয় করিও না—ব্যবসায় বাণিজ্যে লাভ ক্ষতি দুই-ই আছে। টাকা যাক্, কিন্তু যেন উৎসাহ—হৃদয়ের বল ক্ষয় না হয়। হৃদয়ের বলক্ষয় হইলে আর উদ্ধারের কোন উপায় নাই।

—

বিজ্ঞাপন নীরব দোকানদার—জীবন্ত মানুষ-বিক্রেতা অপেক্ষা বিজ্ঞাপন নীরব বাকশক্তিহীন হইলেও মানুষের হৃদয় অধিকার করিতে অধিক সক্ষম! জীবন্ত মানুষ-বিক্রেতা দূর দূরান্তর হইতে ক্রেতা ধরিয়া আনিতে পারে না, কিন্তু একটী ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন দূর এবং নিকটের শত শত ক্রেতা ধরিয়া আনিতে পারে এবং নীরবে বিক্রয় করে।

—

বিজ্ঞাপনেরও মরা এবং জীবন্ত দুই প্রকার ভেদ আছে। যে বিজ্ঞাপন খরিদ্দার ধরিতে পারে না—তাহা মৃত বিজ্ঞাপন।

—

কতকগুলো বাজারে ছোঁড়া ধরিয়া আনিয়া দোকানে পুরিয়া হট্টগোল্ করিবার জন্য বেতন দেন, না হয় বিজ্ঞাপন দিয়া দু' টাকা ব্যয় করিলেন! ভালই হইবে।

—

বিজ্ঞাপন দিয়া ক্ষতি হয়, একথা সমগ্র জগতের কোন লোকই স্বীকার করে না। তবে আপনি যদি বিজ্ঞাপন না লিখিতে জানেন, তবে ক্ষতি হইবে না কেন? এ সকল কাজের জন্য শাস্ত্র আছে—তাহা পড়েন কি?

—

আপনার কি মজা হয়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি, ভাল বিজ্ঞাপন এক চিমটী বারুদের মত বন্দুকের নলের মধ্যে থাকিয়া ভয়ানক কাণ্ড করিয়া ফেলে—কিন্তু একরাস্ খোলা বারুদে আগুণ দিলে কেবল আলোক হয় মাত্র।

—

আপনি বিজ্ঞাপনের গুঢ় রহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ,—যুক্তি এবং লক্ষ্য ঘনীভূত করিতে পারেন না—বিজ্ঞাপন লিখিলে বড় হইয়া যায়, তা'তে অধিক অর্থব্যয়ও হয়। তারপর সস্তায় চাহেন—কাজেই যত উৎসাহ সাহস অল্পদিনে নিঃশেষ হইয়া যায়, আর মনের বল-হীনতায় বিজ্ঞাপনে অবিশ্বাস জন্মে। রাস্তায় একটু লেখা কাগজ পড়িয়া থাকিলে লোকে না পড়িয়া থাকিতে পারে না, আর সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন লোকে পড়ে না, এইটা আপনার যুক্তি না কি?

জাতীয় বিদ্যালয়ের শিল্প-প্রদর্শনী।

(রিপোর্টারের পত্র)

—:-(০)-:—

বিগত ১১ই ফাল্গুন ১৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে জাতীয় বিদ্যালয়-মন্দিরে মহা সমারোহে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল—কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। প্রদর্শনীতে সর্ব্বশ্রেণীর

বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রদর্শনীর সমস্ত দ্রব্যই কলিকাতাস্থ জাতীয় বিদ্যালয়ের এবং মফস্বলের জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। জাতীয় বিদ্যালয়ের বয়স মোটে ৩ বৎসরের মাত্র, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন সব দ্রব্য প্রস্তুত—কেবল হস্ত দ্বারা—হইয়াছে যে, দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। স্থপতি কার্য্যের বিবিধ যন্ত্র, ডাইস, ঢালাইয়ের বিবিধ যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র, নক্সা করিয়া কাটিবার করাত, একসঙ্গে ভাতডাল তরকারী রান্ধিবার যন্ত্র এবং তৎসংলগ্ন উত্তাপ নির্ণয়ের যন্ত্র, এ সকল বাঙ্গালীর ছেলে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছে দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ মহাজন ও অধ্যাপকগণও ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আয়নার ফ্রেম, কড়া, কব্জা, লেটার কপিংপ্রেস, বিবিধ প্রকার চিত্র, কেমিষ্ট্রী বা রসায়ন শিক্ষার সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি, কাচের নল প্রভৃতি, বালকেরা ৬ সপ্তাহ মাত্র চেষ্টায় প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল, এবং এমন সুন্দর ভাবে এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে যে, হাতে এসকল প্রস্তুত হইয়া এত সুন্দর হইতে পারে, তাহা সহজে অনভিজ্ঞ লোকে ধারণা করিতেই পারে না। অসংখ্য ছোট, বড় জিনিস—সমস্তই নিত্য প্রয়োজনীয়, সমুদয়ের উল্লেখ করিতে গেলে আমাদের ক্ষুদ্র কলেবর "কাজের লোকে" স্থান হয় না, তাই উল্লেখ করিলাম না। এই সকল শিল্পজাত আমরা কেবল চক্ষে দেখিয়াই মোহিত হইয়াছিলাম। প্রত্যেক দ্রব্যের ব্যবহার এবং আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ দর্শকদিগকে অতি ভদ্রতার সহিত এবং আন্তরিক যত্নে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের এই সামান্য সময়ের মধ্যে এত উন্নতি দেখিয়া আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই জাতীয় বিদ্যালয়সমূহের অনন্ত জীবন প্রার্থনা করি। আমাদের বালকগণকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়াই এখন দরকার। ইহাতে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে, স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে এবং ভবিষ্য জীবনের পথও সুনির্দ্দিষ্ট হইবে।

প্রকৃত জাতীয় উন্নতির উপায়—শিল্প এবং বাণিজ্য; তাহা উচ্চ শিক্ষায় এবং বক্তৃতায় হয় না, দেশের ছেলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে হেতেরে কাজ শিখুক, খাটিয়া নিজের জীবিকার পন্থা নিজে করিয়া লইতে পারিবে। আমরা গতবারে কাজের লোক দেখাইয়াছি, একজন ডেপুটী কমিশনার আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে—"A naton of officials and Lawyers will sterve" যে জাতি কেবল উকীল এবং কেরাণী, সে জাতি উপবাস করিয়াই মরে।" এই মন্তব্য নিশ্চয় সারবান, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহারা আত্মসুখে মজিয়া থাকেন, দেশের এবং দশের কথা চিন্তা করিবার অবকাশ পান না, ইচ্ছা থাকিলেও নানা কারণে কিছু করিবার উপায় থাকে না, কিন্তু দেশে যদি ভদ্রকৃষকসম্প্রদায় এবং ভদ্রশিল্পী জন্মে, তাহা হইলে অন্ন এবং অর্থের সাচ্ছল্য হইবে, একথা খুবই সত্য। এই সকল জাতীয় বিদ্যালয় যেরূপ ভাবে কার্য্য করিয়াছে, তাহাতে অচিরে দেশের আপামর সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা, প্রকৃতই কার্য্যকরী শিক্ষা হইতেছে, তাহা দর্শক মাত্রেই স্বীকার করিয়াছিলেন।

এন, এল, রায়।

Banking Business.

"ব্যাংকে"র কার্য্যপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মনে করা যাক, ব্যাংকে এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতে হইয়াছে। কিন্তু ব্যাংকের মূলধন এক লক্ষ টাকা মাত্র, অর্থাৎ এই টাকা লইয়াই ব্যাংক্ কার্য্য আরম্ভ করে। যাহার মূলধন এই, সে কিরূপে তবে ইহার পঞ্চগুণ টাকা কর্জ্জ দিতে পারিল? অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকার অঙ্গীকার পত্র (promissory note) অথবা commercial paper, ২ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার Bill of Exchange অর্থাৎ হুণ্ডী ও ৫০,০০০ টাকার মিউনিসিপাল ঋণের কাগজ ব্যাঙ্ক হস্তগত করিয়া ইহার পরিবর্ত্তেই সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছে। ইহা এক গূঢ় রহস্য বটে। ব্যাংকের খদ্দেরগণের গচ্ছিত জমা লইয়াই এরূপ সম্ভব হইতে পারিয়াছে। কর্জ্জের টাকাগুলি পুনরায় ব্যাংকএ জমা দেওয়াতে ব্যাংকের মূলধনের উপর মোটেই হাত পড়িল না—কেবল অপরাপর লোকের টাকা লইয়াই কার্য্য চলিতে লাগিল।

সকলকেই যে এই একই ব্যাংক্ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই; বাস্তবিকই অনেকেই আছেন, যাঁহারা অন্যান্য ব্যাংকের সহিতও কারবার করিয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক দিবসেই ব্যাংকের খদ্দেররা দৈনিক খরচের নিমিত্তও কিছু কিছু টাকা উঠাইয়া লইয়া থাকেন, তত্রাপি একেবারে এত অধিক টাকা কর্জ্জ দেওয়া বিশেষ অসুবিধাজনক নহে। কার্য্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যাংকের তহবিলে নগদ টাকা যত থাকে, তাহার পাঁচগুণ টাকা কর্জ্জস্বরূপ নিরাপদে দেওয়া যাইতে পারা যায়। ইহার অধিক দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহা হইতেই অনুমান করিতে পারেন, ব্যাংক্এর কারবার কত অধিক পরিমাণে ঋণের উপরই নির্ভর করে, অর্থাৎ ব্যবসায়ীদিগের ঋণের বিনিময়েই ব্যাংক্এর কার্য্য চলিয়া থাকে। নগদ টাকার বিনিময় খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। একটী দৃষ্টান্ত—চারিজন ব্যক্তি আমার নিকট হইতে বিশ সহস্র মুদ্রা পাইবে; ব্যাংক্ হইতে তাহারাও

প্রায় অতগুলি মুদ্রা ঋণ লইয়াছে, কিন্তু ব্যাংকেই ইহা তাহাদের নামে জমা রাখিয়াছে। সেই চারি জন ব্যক্তি আমার ঋণ-পত্রটী ব্যাংকে বিক্রয় করিল। তাহা হইলে আমি এখন আর তাহাদিগের নিকট ঋণী নই, ব্যাংকই আমার উত্তমর্ণ। কিন্তু ব্যাংকে আমার যথেষ্ট টাকা আছে, আমি যথাসময়ে ব্যাংকের নামে বিশ সহস্র মুদ্রার একটী চেক লিখিয়া দিলাম—আমার ধার পরিশোধ হইল। নগদ মুদ্রা একটীও হস্তান্তরিত হইল না।

এখন দেখা যাইতেছে, সাধারণের গচ্ছিত টাকা ব্যাংকের মধ্যে নিরাপদে রাখিবার জন্য বিপদাশঙ্কা সত্বেও বিনামূল্যে জমা রাখিলেও যথেষ্ট লাভের উপায় আছে, কেন না, সেই টাকা মূলধনস্বরূপ ব্যাংক ব্যবহার করিতে পারে—ব্যবসায়ীদের কর্জ্জ দিলে সুদটুকু সম্পূর্ণই লাভের মধ্যে আসিবে। অনেক ব্যাংক আছে, যেখানে সাধারণভাবে টাকা জমা রাখিলে আরও কিছু নিজ হইতে দিবার পরিবর্ত্তে বরং কিছু সুদ পাওয়া যায়, কিন্তু বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সুদ দিবার নিয়ম নাই। একেবারে কোন নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত না রাখিলে সুদ দেওয়া হয় না।

মনে করা যাউক, যে তিনটী কার্য্য উল্লেখ করা গেল, ইহা ছাড়া এখনও ব্যাংকে আর কোন কার্য্য আসে নাই, কিন্তু জমা রাখিবার জন্য টাকা অবিরতই আসিতেছে। আমাদের এই ব্যাংকের হিসাব লইলে ইহার আর্থিক অবস্থা এখন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

Liabilities—

মূলধন—১,০০০,০০

গচ্ছিত জমা—৪,৫০,০০০

লাভ—৩০,০০০

মোট ৫,৮০,০০০

Assets—

ঋণ (প্রাপ্য)—৫,০০,০০০

নগদ টাকা—৮০,০০০

৫,৮০,০০০

ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে প্রথমতঃ মূলধন সামান্য হইলেও বিশেষ আপত্তি নাই—সাধারণের গচ্ছিত জমার টাকা লইয়াই ব্যাংকের যাহা কিছু লাভ, যতই ঋণ দেওয়া যাইবে, ততই লাভ বৃদ্ধি হইবে। অতএব যাহাতে বেশী পরিমাণে গচ্ছিত টাকা আসিয়া জমে, ব্যাংকের সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ ইহাও দেখা যাইতেছে যে, যে সকল দলিল পত্র জামিন রাখিয়া ঋণ দেওয়া হয়, সেগুলির যথার্থতা সম্বন্ধে যেন একটু মাত্র সন্দেহ না থাকে, কেন না যাঁহারা এত বেশী টাকা—৪,৫০,০০০ জমা রাখিয়াছেন, তাঁহারা ঘটনাক্রমে সকলে মিলিয়া যদি স্ব স্ব গচ্ছিত টাকাটা একেবারেই লইতে চান, তাহা হইলে ব্যাংকের সমূহ বিপদ। ব্যাংকে নগদ টাকা মোট ৮০,০০০ আছে—ইহা সমস্ত টাকার সহিত তুলনায় সামান্য মাত্র। হুণ্ডী প্রভৃতি দলিল পত্রগুলি ঠিক থাকিলে বাজারে বিক্রয় করিলেই তৎক্ষণাৎ নগদ মুদ্রা পাওয়া যাইবে—তাহা হইলে কোন গোলযোগই নাই। কার্য্যতঃ ব্যাংকের আদায়ের টাকা হইতেই গচ্ছিতকারীদিগকে তাঁহাদের প্রয়োজন মত দেওয়া হয়। তাঁহাদের একেবারে সমস্ত টাকা লইবার প্রায়ই আবশ্যক হয় না—প্রয়োজন মতই সময়ে সময়ে লইয়া থাকেন। ইতিমধ্যে ঋণসকলও আদায় হইতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চুরুটের কারখানাটী যদি কোন গোলযোগে পড়ে, আর ইহার অঙ্গীকার-পত্রের দুই লক্ষ টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করিতে অপারগ হয়, অথবা কোন কারণ বশতঃ বাজারদর নিম্নগামী হওয়াতে, ইহার হস্তে যে সকল কোম্পানীর কাগজ ছিল, তাহাও উচিত মূল্যে বিক্রয় হইবার আশা না থাকে, তাহা হইলে ব্যাংক ইহার সম্পূর্ণ মূলধন না ভাঙ্গিয়া ইহার গচ্ছিতকারীদিগকে টাকা দিতে একেবারে অসমর্থ—আর অংশীদারদিগের লাভের প্রত্যাশা ত একেবারেই ছাড়িতে হইবে। আরও অন্য কারণেও ব্যাংক ফেল হইয়া যাইতে পারে। হঠাৎ যদি এরূপ মিথ্যা গুজব উঠে যে, ব্যাংক শীঘ্রই ফেল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে গচ্ছিতকারীগণ সদলে আসিয়া ব্যাংককে আক্রমণ করিবে—মুহূর্ত্তমধ্যেই একেবারে ৪,৫০,০০০ টাকার দাবী আসিয়া পড়িবে। যদিও ব্যাংকের কাগজগুলি নগদ টাকার ন্যায় সমানই মূল্যবান, কিন্তু অত শীঘ্র সেগুলিকে বিক্রয় করিতে যাইলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। ব্যাংক যদি জানিতে পারিত যে, চুরুটের কারখানার অবস্থা কিছু সন্দেহজনক এবং ইহাকে কর্জ্জ দিতে অস্বীকার করিত, তাহা হইলে এমন একটী লাভকর ব্যবসায়ের সত্বরই অধঃপতন হইত। শুধু যে এই ব্যবসাটীর বিশেষ ক্ষতি হইত, তাহা নহে, অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও যাঁহারা ইহাকে কর্জ্জ দিয়াছেন, তাঁহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন—তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ব্যাংক হইতে তাঁহাদিগের গচ্ছিত টাকার অধিকাংশ উঠাইয়া লইতে হইত এবং ব্যাংকের লাভ কমিয়া যাইত।

ব্যাংকের উন্নতি ও বিপদকালে অটুটভাবে থাকা, ইহার গচ্ছিত টাকা ও ঋণ আদায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ যত বেশী টাকা ব্যাংকে জমা রাখে, ইহার পক্ষে ততই ভাল, এবং ঋণসকলও বিশেষ সতর্কতার সহিত দেওয়া উচিত, যাহাতে যথাসময়ে সেগুলি নিশ্চয় আদায় হইতে পারে। এইজন্যই ব্যাংকের নেতৃত্বে এমন একটী বহুদর্শী লোক থাকা প্রয়োজন, যাঁহার দ্বারা বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত এই প্রধান কার্য্যগুলি সাধিত হইতে পারে। এ বিষয়ে ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট (President)ই কর্ত্তা। বলিতে গেলে তাঁহারই হস্তে ব্যাংকের জীবন মৃত্যু নির্ভর করে। ক্রমশঃ।

MARSHALL FIELD.

মার্শাল ফিল্ড্।

(মার্চ্চেণ্ট প্রিন্স।)

——(:-০-:)——

চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিয়াও সামান্য বেতন হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া যে স্বাধীন জীবিকা-প্রয়াসী যুবক কেমন করিয়া সফল মনস্কাম হইতে পারে, আজ তাহা দেখাইব। উপরে যাহার চিত্র দেখিতেছেন, তাহা এইরূপ দৃষ্টান্তের একটী পূর্ণ আদর্শ মনুষ্যের। স্থির লক্ষ্য, উচ্চ আশা, এবং অপ্রতিহত চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে মানুষ দাসত্বে নিয়ত রত থাকিয়াও উন্নতিমার্গে উঠিতে পারে। বাঙ্গালীর দাসত্বে এবং অন্য দেশীয় লোকের দাসত্বে পার্থক্য অনেক। বাঙ্গালী ১৫।২০ টাকার চাকুরী পাইলেই কৃতার্থ ও পূর্ণকাম—একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে; কিন্তু ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় সামান্য বেতনভোগী কেরাণী, হৃদয়ে উচ্চ-আশা এবং স্থিরলক্ষ্য লইয়া শিখিবার জন্য অপরের কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং এমন ঐকান্তিক যত্নের সহিত সেকার্য্য সম্পন্ন করে যে, কারমের সত্বাধিকারী তাহাকে অংশীদার করিয়া না লইয়াই থাকিতে পারে না, এমন দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

আমেরিকার ধনকুবের ব্যবসায়ীগণের মধ্যে মার্শাল ফিল্ড্ও একজন। আমেরিকান কন্‌টিনেণ্টে মুসাচুসেট ইঁহার জন্মস্থান। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পাঠে প্রগাঢ় যত্নশীল, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, কষ্টসহিষ্ণু প্রভৃতি কয়েকটী বিশেষ গুণ তাঁহার বর্ত্তমান ছিল। যখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর মাত্র, তখন ইঁহাকে চাকুরীর চেষ্টায় বাহির হইতে হয়। তিনি চিকাগো নগরে আসিয়া কুলিওয়ার্ড সওয়ার্ণ কোম্পানীর আফিসে একটী কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যাহার মূলধন না থাকে, তাহার সচ্চরিত্রতা, পরিশ্রমশীলতা, এবং কথাবার্ত্তায় শিষ্টজনোচিত মাধুর্য্যই মূলধন। মার্শাল ফিল্ড্ এই সৎগুণগুলি দ্বারা—এত লোক থাকিতেও—অবিলম্বে প্রভুর চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই কারমের একজন অংশীদার রূপে গৃহীত হইলেন। ১৮৬৪ সালে কারমের সত্বাধিকারী কারবার হইতে অবসর লইলেন। মার্শাল ফিল্ডের সহিত মিঃ লিটার নামক এক ব্যক্তিকে অংশীদার গ্রহণ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অর্থসঞ্চয় করিয়া অকুতো পরিশ্রমে তিনি অনেক অংশীদারের সহিত কার্য্য করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতেছিলেন। অযথা প্রবন্ধে ইহার কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা সে সকলের বিশেষ বিবরণ দিতে বিরত থাকিলাম।

যাহা হউক, এইরূপে যখন তিনি স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় ১৮৭১ সালে অকস্মাৎ অগ্নি লাগিয়া তাঁহাদের কারবারসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই কারমের নাম তখন 'ফিল্ড্, লিটার এণ্ড কোম্পানী' হইয়াছিল। যাহা হউক, সর্ব্বস্বান্ত হইলেও কারমের ক্ষতির কিয়দংশ মাত্র বীমা করা ছিল বলিয়া কিছু পাইয়াছিলেন, সেই সামান্য টাকায় পুনরায় উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া, চিকাগো ষ্টেশনের টুইয়েন-টিয়েথ ষ্ট্রীটে একটা রেলওয়ে ঘোড়ার আস্তাবলে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সাহসীর চঞ্চলা লক্ষ্মী চিরবশীভূতা। ওদিকে অগ্নি-দগ্ধ ধ্বংসাবশেষ বাড়ীর পুনর্গঠন আরম্ভ করিলেন, ইতিমধ্যে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে লিটার সাহেব স্বীয় অংশ তুলিয়া লইলে, এই দ্বিতীয়বার উদ্যোগের ফলে যে বিশাল কার্য্য চলিতেছিল, তাহাতে মার্শাল ফিল্ড্ সেই কারবারটী স্বয়ং খরিদ করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই কারমের নাম হইয়াছে,—মার্শাল ফিল্ড্ এণ্ড কোং।

১৮৯০ সালে যে হিসাব বাহির হইয়াছিল, তাহাতে এই কারমের বার্ষিক আয় দাঁড়াইয়াছে ৫,০০০০০০ ডলার অর্থাৎ আমাদের দেশের ৩৲ হিসাবে ডলার ধরিলে ১৫০০০০০০ (১ কোটী ৫০ লক্ষ) টাকা। মার্শাল ফিল্ড্ এখন ধনকুবের। ইহা অপেক্ষাও অনেক বড় ধনী আমেরিকায় থাকিতে পারেন, কিন্তু ইঁহার বিশেষত্ব এই যে, ইনি সামান্য কেরাণী হইতে 'মার্চ্চেণ্ট প্রিন্স' বা ব্যবসায়ীর রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

মার্শাল ফিল্ড্ দয়ালু সচ্চরিত্র, কষ্টসহিষ্ণু এবং পরোপকারে ব্রতী। মার্শাল ফিল্ডের জীবনী লিখিতে আমরা প্রবৃত্ত হই নাই, প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে অতি হীন অবস্থা হইতেও বড় হইতে পারে। গোলামী করাতে ত দোষ নাই কিন্তু সেই গোলামীর টাকা ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়া যদি পরে উন্নতির একটা উপায় করা হয়, তবেই ভাল, নচেৎ যে গোলাম সেই গোলাম থাকিলে আর করিলে কি? গোলামীর সারতত্ত্ব আমরা (বাঙ্গালীরা) যেমন বুঝি, এমনটী আর কেহই বুঝে না, "যেমন তেমন চাকরী, ঘী ভাত"। মরি! মরি!!

কাঃ সঃ।

কেমন করিয়া উন্নতি করা যায়।

——(:-০-:)——

সংসারে দুই প্রকার প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকারের লোক আছে, যাহারা সংসারকে সর্ব্বদাই অন্ধকার দর্শন করে, সংসারের যাবৎ কার্য্যকেই ইহারা কষ্টপ্রদ, দুঃসাধ্য মনে করে, সংসারের যাবৎ কার্য্যেই তাহারা হতাশ, জগৎকে চিরদুঃখময় মনে করে।

আর এক প্রকারের লোক আছে, যাহারা সর্ব্বদাই উদ্যমশীল, সংসারের সমস্তই তাহারা আলোকময় দর্শন করিয়া থাকে। কিছুতেই ভীত হয় না, যথার্থ বিপদকে ইহারা তুচ্ছ ভাবিয়া উড়াইয়া দিতে চায়।

এই দুই প্রকারের লোকের মধ্যে প্রথম প্রকারের লোক কদাচ উন্নতি করিতে পারে না। কারণ ইহাদের আত্ম-নির্ভরতা নাই।

দ্বিতীয় প্রকারের লোকই প্রায় সংসারের যাবৎ উন্নতিশীল কার্য্যে হস্তপ্রদান করিয়া থাকে এবং কৃতকার্য্যও হয়। ইহাদের আত্ম-নির্ভরতা আছে।

যদি তুমি সেই প্রকৃতির লোক হও, তবে যে কোন কার্য্যে তুমি হস্তক্ষেপ করিবে, যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতেই তুমি উন্নতি করিতে পারিবে, তাহা সুনিশ্চিত।

এই পৃথিবীতে সমস্তই আছে। শুদ্ধ চেষ্টা এবং যথার্থ পন্থা জানিলেই সমস্ত পাওয়া যায়।

তোমার সহায় নাই বলিয়া ভীত হইও না, তোমার অর্থ নাই বলিয়া হতাশ হইও না। উন্নতি করিতে হইলে অর্থ বা সহায়ই কেবল প্রকৃত উপায় নহে, অর্থ সহায় থাকে, ভালই, নচেৎ তোমার হস্ত পদ আছে বিশাল জগৎ তোমার চক্ষের সম্মুখে পড়িয়া আছে, হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। চেষ্টা করিলেই উন্নতি করিতে পারিবে।

জগতের উন্নতিমান লোকসকলের জীবন-চরিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, প্রায় শতকরা ৭০ জন ব্যক্তি অতি হীন অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাদের কাহারও সহায় ছিল না, অর্থ ছিল না, কাহার মূলধনও ছিল না—তবে কেমন করিয়া বলিব যে কেবল অর্থ, এবং সহায় থাকিলেই উন্নতি করিতে পারা যায়?

আমেরিকার আব্রাহাম লিনকলন একজন দরিদ্র কৃষক-সন্তান হইয়াও যুক্ত-আমেরিকার বিশাল রাজত্বের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি হইতে পারিয়াছিলেন। এই সভাপতিই আমেরিকার সম্রাটের পদ এবং ইহাঁরই ইঙ্গিতে আমেরিকার ন্যায় রাজত্ব সুশাসিত হইয়া থাকে। ইউলেসিস্ গ্রাণ্ট যিনি জগৎ-বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ এবং আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যের সভাপতি হইয়াছিলেন, তিনিও একজন সামান্য চামারের পুত্র। জেমস আব্রাহাম গারফিল্ড অতি সামান্য লোকের সন্তান হইয়াও আমেরিকার সভাপতি হইতে পারিয়াছিলেন। ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়নও অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ শত শত ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, অর্থ ও সহায়ই উন্নতির একমাত্র উপায়?

আমি আমার স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমারই কয়েকজন পরিচিত—কেহ পূর্ব্বে সামান্য চানাচুর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেন, এখন কেহ বিখ্যাত ডাক্তার হইয়াছেন—কেহ সামান্য পাঠশালায় গুরুমহাশয় হইতে এক্ষণে একজন উন্নতিশীল ব্যবসায়ী হইয়াছেন। আমার গ্রামের গঙ্গাহরি রায়, রামদয়াল গঙ্গোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন হাজরা, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের ইতিবৃত্ত শুনিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, অর্থ এবং সহায় ইহাঁদের ছিল না, কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

আবার এমনও সহস্র দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি যে, ধনকুবেরের পুত্রও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছে ও হইতেছে। যে সকল যুবক বলে যে, তাহার অর্থ নাই, সহায় নাই, মূলধন নাই, কি করিব? তাহারা নিশ্চয়ই উন্নতির প্রকৃত উপাদান কি, জানে না। যদি তাহারা সেই উপাদান জানিতে পারে, তাহা হইলে উন্নতি করিতে সক্ষম হয়, ইহাই আমার বিশ্বাস।

কি কি উপাদান, কি কি নিয়ম, কোন্ কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়া উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারা যায়, বহুদিন আমি কার্য্যক্ষেত্রে বহুপ্রকৃতির লোকের সহিত মিলিত হইয়া এবং নিজেও বহু বাধাবিঘ্ন ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইয়া, যাহা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম তাহাই দেখাইব। আমিও জীবন-সংগ্রামের এক জন ভগ্নদূত; জীবন-সংগ্রামের ভীষণ চিত্রের আংশিক বর্ণনা বোধ হয় আমিও করিতেও পারি।

(ক্রমশঃ)

প্রসিদ্ধ সাবান ব্যবসায়ী লেভার।

(শ্রীসত্যচরণ পালদ্বারা লিখিত।)

(২)

অবশেষে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিতার মুদিখানার দোকান নয় লক্ষ টাকায় কোন এক কোম্পানিকে বিক্রয় করেন। তাহার পরেই তিনি এই সাবানের কারখানা স্থাপন করেন। অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার "সন লাইট" সাবানের প্রচুর বিক্রয় হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম হইতেই তিনি যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করেন। মিঃ লেভার বিজ্ঞাপন দেওয়ার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। পৃথিবীর প্রায় এমন সংবাদপত্র নাই, এবং এমন স্থানও বোধ হয় নাই, যেখানে "সন-লাইট" সাবানের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয় না। মিঃ লেভার বিজ্ঞাপনে যেমন অজস্র অর্থব্যয় করেন, তেমনি তাহার সাবানও প্রচুর বিক্রয় হয়। তিনি বলেন, "জিনিষ ভাল না হইলে হাজার বিজ্ঞাপন দাও, লোকে কখনও সে জিনিসের আদর করিবে না বা পুনরায় ক্রয় করিবে না। কিন্তু জিনিষ ভাল হইলেই যে লোকে স্বইচ্ছায় তাহা ক্রয় করিবে, এমন মনে করিও না। কারণ এখনকার ব্যবসায় বিজ্ঞাপন ব্যতীত স্থায়ীভাবে চলিতে পারে না। যদ্যপি জিনিষ ভাল হয়, তবে সেই জিনিষের বেশী বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার। কারণ ভাল দ্রব্যের খরিদার বেশী এবং বেশী খরিদদার হইলে বেশী বিজ্ঞাপন দেওয়া চাই। বিজ্ঞাপন ব্যতীত লোকে জিনিষের গুণ কিরূপে বুঝিবে? Advertising is an art of making known. অর্থাৎ বিজ্ঞাপন সাধারণকে জানাইবার একটি উপায় মাত্র।" মিঃ লেভারের উন্নতির একমাত্র মূল—উৎকৃষ্ট জিনিষ এবং তাঁহার অভিনব বিজ্ঞাপন।

১৮৮৭ খ্রীঃ ইহার ভ্রাতা এই কারবারে যোগ দেন, এবং সেই অবধি "লেভার ব্রাদার্স" (Lever Brothers) নামে এই ফারম চলিয়া আসিতেছে। ১৮৯৪ খ্রীঃ "লেভার ব্রাদার্সের" ফারম যৌথ কারবারে পরিণত হয়। মূলধন দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা! কি আশ্চর্য্য! একটি সাবানের মূলধন দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা! আমাদের স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। আমাদের দেশের রাজা ও জমিদারগণের এত অর্থ ও সম্পত্তি আছে কি না সন্দেহ। প্রত্যহ পাঁচ হাজারেরও উপর লোক তাঁহার আদর্শ কারখানায় কার্য্য করিতেছে। পাঠক মহাশয়! আদর্শ কারখানা লিখিতেছি বলিয়া যেন মনে করিবেন না, যে আমি মিথ্যা কথা লিখিতেছি। কারণ মিঃ লেভারের কারখানার সহিত (ইংলণ্ডের একমাত্র ক্যাড্‌বেরী ব্রাদার্সের কোকোর কারখানা ছাড়া) অন্য কোন কারবারেরই তুলনা হয় না। সেই জন্য ইহার সাবানের কারখানা যথার্থই আদর্শ কারখানা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মার্সী নদীর (Mesey river) ধারে Port Sunlight নামক স্থানে লেভার ব্রাদার্সের কারখানা অবস্থিত। Port Sunlight মিঃ লেভারের একটি অন্যতম কীর্ত্তি। এই কারখানা ভাল এবং প্রকাণ্ড বাগানের আদর্শে গঠিত, চারিধারে গাছ, লতা, পাতায় বেষ্টিত ও সুশোভিত। শ্রমজীবীগণ ইহার চারিপার্শ্বে মিঃ লেভার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহে অল্প ভাড়ায় মহাসুখে বসবাস করিতেছে। শরীর সংরক্ষণার্থে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য প্রশস্ত মাঠ (Park) এবং খেলিবার জন্য যথেষ্ট সমতল জমী আছে। ঠিক যেন কলিকাতার 'ইডেন গার্ডেনের' মতন বাগানের মধ্যে কারখানা অবস্থিত।

আমেরিকায় মিঃ লেভারের প্রকাণ্ড তৈলের কল আছে। অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নী (Sydney) সহরে নারিকেল তৈল প্রস্তুতের জন্য বৃহৎ কল চলিতেছে। ইজিপ্টে তুলার বীজ খরিদের জন্য আফিস আছে। ১৮৯৮ খ্রীঃ মিঃ লেভার আমেরিকার প্রসিদ্ধ Benjamin Brooke and Company এবং Monkey Brand Soapএর সমস্ত স্বত্ব ক্রয় করেন এবং সেই অবধি উক্ত কোম্পানির এবং Monkey Brand Soap-এর সমস্ত কার্য্যভার মিঃ লেভারের হস্তে আসিয়াছে। পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই, যেখানে তাঁহার "সনলাইট", "প্লানটল" ইত্যাদি সাবান বিক্রয় হয় না।

কয়েক বৎসর গত হইল, মিঃ লেভারের চেষ্টায় বিলাতের বড় বড় সাবান প্রস্তুতকারকগণকে লইয়া এক প্রকার মিলন ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়। ইংরাজীতে এই মিলন ব্যবসায়কে Trust বলে। বড় বড় Joint Stock Company একত্র মিলিয়া যে প্রকাণ্ড ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়, তাহাকেই Trust বলে।

উক্ত মিলন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য—যাহাতে বিলাতের সাবান অন্যান্য দেশের সাবান অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় হইতে পারে। মিঃ লেভারের এই মিলন ব্যবসায়ে বিলাতের অনেক বড় বড় সাবান ব্যবসায়ীগণ যোগ দিয়াছেন। কিন্তু বিলাতের Amalgamated Press Limited, এর চেষ্টায় অনেক বাধা বিপত্তিতে এবং মিঃ লেভারের

বিরুদ্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা সাধারণে পাঠ করায়, তাহার ব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সেই কারণে মিঃ লেভার Amalgamated Press, Limited, এর নামে নালিস করেন এবং পরিশেষে সাড়ে সাত লক্ষ পাউণ্ড উক্ত প্রেসের নিকট হইতে ক্ষতিপুরণের খেসারতস্বরূপ আদায় করেন। এই খানেই তাহার ব্যবসায়ের লাভালাভ কতকটা বুঝিতে পারিতেছেন। পাঠক মহাশয়! ভাবুন দেখি, একবার মিঃ লেভারের পুর্ব্বাবস্থা—সেই সামান্য মুদিখানার দোকান। আর উপস্থিত এখনকার অবস্থা—যাঁহার অধীনে এখন হাজার হাজার লোক কর্ম্ম করিতেছে এবং যাহার ইঙ্গিতে কোটি টাকার কারবার ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে। ক্ষমতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরিশ্রমপটুতা, বুদ্ধিমত্তা এবং অসাধারণ অধ্যাবসায় বলে মানুষ সব করিতে পারে। তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত Mr William Hesketh Lever. ইনি এখন 'পারলামেণ্ট কমন সভার' সভ্য। আমাদের দেশের কোন যুবককে ইহার শতাংশের একাংশও কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে দেখিলে আমি যারপরনাই সুখী হইব।

আফিসের কার্য্যশিক্ষা।

——:-:○:-:——

গতবারে আমরা বলিয়াছি যে, কাজ ৫টী বিভাগে বিভক্ত করা উচিত।

১ম। করেস্পনডেন্স Correspondence) বিভাগ।

আজ এই বিভাগের কথাই বলিব। করেসপনডেন্স বিভাগ—অর্থাৎ চিঠি পত্র লেখালেখির বিভাগ, এই বিভাগে যত চিঠি আসে, তাহার জবাব বা উত্তর যায়, সেই সকল যাতাযাতের চিঠির Record রের্কর্ড প্রভৃতি যে বিভাগে থাকে, তাহাকে করেস্পনডেন্স বিভাগ বলে। এই বিভাগের মধ্যে তিনটী শাখা থাকে। যে সকল চিঠি বাহির হইতে আইসে, তাহাদিগকে Incomming ইনকমিং লেটার্স বা পত্র বলে। ইনকমিং কি? ইন্ মানে ভিতরে, কমিং আসিতেছে—যে সকল পত্র বাহির হইতে ভিতরে আসিতেছে, অর্থাৎ ডাকে দ্বারবান বা বেয়ারা দ্বারা যে সকল পত্র তোমার আফিসে আসিতেছে।

(২) সেই সকল পত্রের জবাব্ এবং তোমার আফিস হইতে অন্য আফিসে যে সকল পত্র যায়, তাহাদিগকে out going letters অর্থাৎ (আউট্ গোয়িং) বাহিরে যাইবার পত্র বলে।

(৩) রেকর্ড অর্থাৎ তোমার আফিস এবং অন্য আফিসে যে পত্র ব্যবহার চলিয়াছে, তাহার বিবরণ এবং সেই সকল চিঠিপত্রের নকল, অথবা আসল চিঠি প্রভৃতি যে বিভাগে জমা থাকে। এরূপ একটী শাখার আবশ্যকতা কি জান? ভবিষ্যতে এই সকল চিঠিপত্রের আবশ্যক হইলে এই শাখাবিভাগ যাঁহার হাতে থাকে, তাঁহাকে বলিবা মাত্র তিনি এক মুহূর্ত্তে তাহা বাহির করিয়া আফিসের ম্যানেজার বা স্বত্বাধিকারীর হাতে অর্পণ করেন। যে আফিসের রেকর্ড ঠিক থাকে না, সেই আফিসটা আফিসই নয় বলিলেই হয়। সমস্ত সরকারী আফিসে, সমস্ত ব্যবসায়ী বা মার্চেন্ট আফিসে এই একটী রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট থাকে। যিনি রেকর্ড্ রাখেন, তাঁহাকে Recorder বলে।

এখন এই করেস্পনডেন্স বিভাগে বাহির হইতে কোন পত্র আসিলেই একখানি বহিতে এন্টার (Enter) বা জমা করিতে হয় যথা—

নং	কাহার নিকট হইতে পত্র পাওয়া গেল।	কোন তারিখ প্রাপ্ত	কি আবশ্যক অর্ডার
১	শ্রীগঙ্গাধর নন্দ সাঃ মেদিনীপুর	১২।৩।০৯	পুস্তকাদি
২	রামকৃষ্ণ হাজরা বর্দ্ধমান	১২।৩।০৯	আমাদের ওখানে চায়ের সার চাহেন।

ইত্যাদি এই পুস্তক খানিকে লেটার রেজষ্ট্রী বুক বলে। যত চিঠি আসিবে, ইহাতে জমা হইয়া যায়। তাহার পর জমা হইয়া যাইলে যিনি যাহার জন্য লিখিয়াছেন, তাহার যথাযোগ্য উত্তর পাইবার জন্য যিনি out going অর্থাৎ বহির্গামী পত্রের কেরাণী, তাঁহার হাতে যায়। তিনি পত্র বড় হইলে তাহাকে Docket করিয়া অর্থাৎ আবশ্যকীয় কথাগুলি লইয়া একখানি সংক্ষিপ্ত মিমোর মত করিয়া আফিসের ম্যানেজারের বা কর্ত্তার নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি তাহার উপর সংক্ষিপ্ত অর্ডার বা হুকুম দিয়া বহির্গামী পত্রের কেরাণীর নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। তিনি যথাযোগ্য শিষ্টাচার সমন্বিত পত্র লিখিয়া লেটার কাপিংবুক বা নকল করিবার বহিতে নকল রাখিয়া ডেসপাচারের হাতে পাঠাইয়া-দেন। ডেসপাচার পত্রের নম্বর, তারিখ এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ খাতা গত (এন্টার) করিয়া পিয়ন দ্বারা পাঠাইলে পিয়ন বইয়ে জমা করিয়া পাঠাইয়া দেন। তারপর যে চিঠির জবাব গেল, সেই চিঠি, তাহার অর্ডার পত্র, তাহার উত্তরের নকলাদি একসঙ্গে গাঁথা হইয়া তাহার উপর কিসের কাগজ, লেখালেখির শেষ ফল ও মন্তব্য সমেৎ রেকর্ডারের নিকট যায়, রেকর্ডার আপনার খাতায় সেই সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার রেকর্ড বুকের নম্বর ঐ কাগজগুলির তাড়ায় দিয়া যেখানে এই সকল দলিলপত্র থাকে, সেই স্থানে রাখিয়া দেন।

এখন কাপিং বুক, ডেস্প্যাচার, রেকর্ড বুক এইগুলির ব্যাখ্যা করিয়া আজকের কথা শেষ করিব।

সকল আফিসেই লেটার কাপিংবুক বা চিঠির নকল করিবার পুস্তক থাকে, ইহা খুব পাতলা কাগজে প্রস্তুত, চিঠি কপিং কালীতে লিখিয়া এই পুস্তকের একটী পাতা ভিজাইয়া ব্রুষ দ্বারা জল শুষিয়া

লইয়া সেই পাতার নিচে পত্রখানি ও উপরে এক প্রকার কাগজ আছে, তাহাকে oil paper বলে, তাহা দিয়া লেটার কাপিং প্রেস আছে, তাহার ভিতর দিয়া চাপ দিলেই পত্রের নকল ঐ সূক্ষ্ম কাগজে উঠিয়া যায় অথচ আসল চিঠির কোন ক্ষতি হয় না। এই লেটার কাপিং পুস্তকের পাতার ছাপান নম্বর থাকে, এবং সূচী-পত্র করিবার জন্য Index থাকে। তাহাতে এ, বি সি এইরূপে অক্ষর দেওয়া থাকে, নামের আদ্য অক্ষর ধরিয়া অর্থাৎ গঙ্গাধর নন্দ সুতরাং কাপিং পুস্তকে গোঁড়ার পাতা কাটীয়া ধারে যে A. B. C. D. এইরূপ নম্বর দেওয়া আছে, সেই মার্জ্জিনের জীর পাতায় নাম এন্‌টার করা হইল যথা G. Gangadhar Nanda 12/3/09 Coping-book page no 21। যদি কখন এই পত্রের নকল দেখিবার ইচ্ছা হইল, অমনি জীর পৃষ্টার দেখিলাম, গঙ্গাধর নন্দ মহাশয়কে ১২ই মার্চ্চ তারিখে পত্র লেখা হইয়াছে, সেই পত্রের নকল কাপিং বইএর ২১ পৃষ্টায় আছে, অমনি তৎক্ষণাৎ নথ দর্পণে সব দেখা গেল। এই জন্য যত পত্র যাইবে, কপি রাখিবার জন্য নিতান্তই কপিংবুক রাখিবার আবশ্যক।

ডেস পাচার (Despatcher)

যে পত্র পাঠায়, তাহার নাম ডেস্‌পাচার।

Record Book

যাহাতে সমস্ত চিঠি, দলিল পত্রলেখা-লেখি, বিষয়ক বিবরণ থাকে, তাহার নাম রেকর্ড বুক।

এ সকল বিষয় একবার দেখা আব-শ্যক, না দেখিলে সমস্ত লিখিয়া বুঝান যায় না। এ সকল গুলি কেন ব্যবহার হয়, এইটুকু বুঝাইবার জন্যই আমাদের চেষ্টা। আমাদের দেশী ব্যবসাদারগন এ সকল গুলি নিতান্ত উপেক্ষায় চক্ষে দেখেন, বহ্বাড়ম্বর বলিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু একখানা চিঠি খুজিতে বাবুজীদের দোকান শুদ্ধ লোক লাগিয়াও বাহির করিতে পারেন না। সময় নষ্ট, এবং সাধারণের বিরক্তি কর। ইহাতে কারবারে সুখ্যাতিও নষ্ট হয়, কখন কখন বিষম ক্ষতিও হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

এক জন বড় বেশী বেতনের কর্ম্মচারী।

——(-:-•-:-)——

মিঃ সি, এম্ শোয়াব্, জগতের যত বড় বেতনের কর্ম্মচারী আছেন, তাহাদের সকলকে অপেক্ষা অধিক বেতন পাইয়া থাকেন। এই মিঃ শোয়াব্ এক্ষণে আমেরিকার একটী ইস্পাতের কারখানার ম্যানেজার বা তত্বাব-ধারক, বাৎসরিক বেতন ২৪০০০০০ চব্বিশ লক্ষ টাকা! মিষ্টার শোয়াব্ প্রথমে থিয়েটরের ষ্টেজ কোচ ড্রাইভারের কার্য্য করিতেন, ঘটনা ক্রমে আসিয়া মিঃ কারনে-জীর ইস্পাতের কারখানায় এক দল ইঞ্জিনিয়ারিং লোক লইয়া কারখানা প্রস্তুতের কার্য্যে নিয়োজিত হয়েন, তাহার পর গুরু পরিশ্রম এবং দৃঢ় অধ্যবসায় গুণে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত। মিঃ শোয়াব্ বলেন, "প্রত্যেক উদ্যোগী যুবকের বিবাহ করা উচিত, নচেৎ যে কোন কার্য্য সে করিতে যাউক, তাহার চিন্তা-শক্তি ঘণীভূত এবং কার্য্যের দায়ীত্ব জ্ঞান হয় না।" মিষ্টার শোয়াবের বয়স এখন ৪৩।৪৪ হইতে পারে। পাঠক! যে দেশের একটা কারবারের এক জন কর্ম্মচারীর বেতন ২৪০০০০০ টাকা, সে কারবারের মুল্য, লভ্যাংশই বা কত— আর সে দেশের ধনই বা কত একবার চিন্তা করুন। এ দেশের অনেক রাজার মাসিক দু' লক্ষ টাকা আয় আছে কিনা সন্দেহ।

প্রিয় পাঠকগণ!

নিরপেক্ষভাবে "কাজের লোক" সম্বন্ধে আপনাদের মন্তব্য শুনিতে আমি সর্ব্বদাই উৎসুক। "কাজের লোক" প্রকৃতই কি আপনাদের সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইতেছে?

সম্পাদক।

কেমন করিয়া সহায় সম্পত্তি না থাকিলেও মূলধন সংগ্রহ করা যায়।

মূলধন সকলের থাকে না, মূলধন সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। আমি এই প্রকারে মূলধন সংগ্রহ করিয়া লইতাম।

যখন আমার বয়স ১৪ বৎসর, তখন পড়াশুনার ব্যয় সংকুলানের জন্য পিতার নিকট বিশেষ সাহায্য পাইতে পারি নাই। পিতার অবস্থা এই সময় একটু খারাপ হইয়া ছিল, তিনি সাহায্য করিতেন, কিন্তু তাহাতে কুলাইয়া উঠিত না। দুঃখীর ছেলে না হইলে সকল বিষয়ে নজর পড়েনা। আমি সম্ভ্রান্ত বড় ঘরের সন্তান, কিন্তু চিরদিন সমান যায় না, অবস্থা খারাপ হইয়াছিল। অনেক দিনের কথা বলিতেছি,—আমি বলিতেও লজ্জিত নহি। কলিকাতায় আমি প্রত্যেক ফেরীওয়ালা, ছোট ব্যবসাদারের কাজে ছেলেবেলা হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতাম, আমি টিফিন বাঁচাইয়া পাঁচটী টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বহুবাজারের জগু মল্লিক নানা রকম ফ্যান্সী জিনিস বহুদিন হইতে আনয়ন করেন, তখনও করিতেন। ব্যবসায়ের দিকে আমার চিরদিনই দৃষ্টি ছিল। উচ্চশিক্ষার আশা ছিল না, তবে আমার চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। আমি এই জগু মল্লিকের নিকট ১৸০ হইতে ২৲ পর্য্যন্ত ছোট ছোট এসেন্স, সাবান, ছোট ছোট তাস, সেফ্‌টী পীন্ প্রভৃতি খরিদ করিতাম। এ সকল জিনিসের প্রত্যেকটি ৵১০, ৵০ আনার বেশী দামী নয়। এত সুন্দর যে ।০ আনায় বেচিলে লোকে সস্তা মনে করিত। সেই গুলি লইয়া কখন স্কুলের ছেলেদিগকে বিক্রয় করিতাম, কখনও বা গ্রামে যাইলে কাহারও নিকট রাখিয়া আসিতাম এবং বলিয়া দিতাম, ১০ দিনের মধ্যে আমার দাম বা জিনিস ফেরৎ দিতে হইবে, সমস্ত দাম চুকাইয়া দিলে ইহার মধ্যে যে কোন একটা জিনিস উপহার দিব। তাহারা বিস্তর জিনিস বিক্রয় করিয়া ফেলিত, আমি এইরূপে মাসে ১২।১৪ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি। বড় ব্যবসায়েও এরূপ উপায়ে জিনিস কাটান যায়।

বহুবাজারের জগু মল্লিক একটা গলির ভিতর থাকিয়াও এইরূপে পাইকার দ্বারা বড় কাজ চালাইয়া থাকেন। কথাটা বুঝুন, মূলধন লইয়া দোকান করিয়া হাটুতে হাত জড়াইয়া বসিয়া থাকিলে যদি খরিদদার না পাই, তাহা হইলেত মারা যাইতে হয়। প্রত্যেক পাড়াগাঁয়ের বেকার যুবক এইরূপ করেন না কেন? আমি একবার প্রতিজ্ঞা করিয়া এক মাসে ১০০ কম-দামী ঘড়ী বেচিয়া ছিলাম; প্রত্যেক ঘড়ীতে ২ টাকা ১৷৹ লাভ হইয়াছিল। কলিকাতার মত সহরে এখনও অনেকে কম-দামী ঘড়ী ফেরী করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। প্রত্যেক ঘরে আমি বেড়াইতাম, না লইলেও বেড়াইতাম, আমার আন্তরিক চেষ্টা ছিল, তাই সফলকাম হইতাম। ২।১০ দিন যাতায়াতে লোকের সহিত ঘনিষ্টতা জন্মিত, না লইয়া থাকিতে পারিত না। বড় ছোট সকল কারবারেই এইরূপ কতকগুলি লোক থাকিলে কাজের ভাবনা কি? তোমার মূলধন সহায় সম্পত্তি নাই, তাই করনা কেন? ফেরী করিয়া ঘরে ঘরে বেচিতে কি লজ্জা করে? কিন্তু পরের তোষামোদী, উমেদারী, লাঞ্ছনা গঞ্জনা—তা' চেয়ে কি কম লজ্জাস্কর?

তুমি ১০ টাকা কি ২০ অথবা ৩০৲ টাকার চাকরী কর, ছুটীর পর ঘরে বা বাসায় আসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাও, আর গালগল্প জুড়িয়া দাও, আফিসে বড় খাটিয়া আসিয়াছ, তাই একটু আয়াসে না থাকিলে চলে না—এই তোমার ধারণা নয় কি? কিন্তু এই সময় তুমি ইচ্ছা করিলে রোজকার করিতে পার। ৩০ টাকা বেতন পাও, আয়াসও কমেনা, অথচ আরও ৩০।৪০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পার। প্রথমটা মনে হইবে, হয়ত ইজ্জত যাইবে, হয়ত লোকে বাবু বলিবে না, তা—নাই বলিল। অবস্থা ভাল হইলেই লোকে আপনা হইতেই খাতির করিবে। "উপকথার রাজা বা বাবু" সাজিয়া লাভ কি? উপার্জ্জন করিবার জন্যই যখন দাসত্বে প্রবৃত্ত হইয়াছ না, হয় কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন এবং সঞ্চয় করিয়াই পরে আরাম করিবে। এই রকম কাজকে Side line বলে, আমেরিকার প্রত্যেক নরনারীর দৈনিক চাকরী আছে এবং প্রত্যেকেরই এক একটা সাইড্ লাইন বা অন্য নিজস্ব কাজ আছে। তাহারা বিশ্রাম সময়ে এই কাজ করিয়া উপার্জ্জন করেন। এদেশের যুবকগণ তাহা করে না কেন?

আমি স্কুল ছাড়িয়া একবার ২০টাকা বেতনে পিট্রোকোচিনো সাহেবদের আফিসে চাকরী করিতে করিতে এইরূপ কর্ম্ম করিয়া বেশ উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, বেতন অপেক্ষা এই কর্ম্মে উপার্জ্জন বেশী হইয়া যাইত, ক্রমে ব্যবসায় করি।

একবার আমি একটা কাজ পল্লীগ্রামে পরীক্ষা করি। আমি ছোট বড় কাগজের ঠোঙ্গা করিয়া ৵০ আধ পোয়া হইতে ।০ পোয়া পর্য্যন্ত অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানের ও রান্নাঘরের মসলা দিয়া প্যাক করিয়া তাহার উপর ঠিক ওজন দাম লিখিয়া ঘরে ঘরে ফেলিয়া দিয়া আসিতাম। পল্লীগ্রামে এত পরিষ্কার জিনিস দুর্লভ, প্রত্যেক সংসারে এইরূপ প্যাকেটের সমাদর হইত, লাভ সামান্য রাখিতাম বটে, কিন্তু প্রচুর বিক্রয় হওয়ায় বহুদিন পরে নানা কারবার দাঁড়াইয়াছিল। কলিকাতায় আমি এইরূপ উপায় কার্য্যকারী হয় কিনা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। কলিকাতাতেও ইহার বিশেষ আদর হইয়াছিল। গার্হস্থ্য সুবাসিত তৈল প্রস্তুত করিয়া বাড়ী বাড়ী দিতাম, বিশেষ আদর হইত—উপার্জ্জনও হইত। চায়ের প্যাকেট প্রথম আমিই করিয়াছিলাম, ঘরে ঘরে দেওয়ায় বিশেষ আদর হইয়াছিল, তামাকের প্যাকেট করিয়া দোকানদার দিগকে সরবরাহ করায় বিশেষ লাভ হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের টীকা কলিকাতায় দুর্লভ, অথচ উৎকৃষ্ট টীকে। ফুল-কয়লা অপেক্ষাও ভাল, প্যাকেট করিয়া ২০ খানা টীকে এক পয়সায় প্রত্যেক দোকানদার ক্রয় করিত। ইহাতেও বিশেষ লাভ হইত।

বসিয়া থাকিতে নাই। ছাপাখানার কাজ দোকানদার ব্যবসায়ীগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া ছাপাখানায় দিয়া কমিশন পাইতাম।

রেলে বাড়ী আসিতাম, ও যাইতাম; নানান দেশের নানান ধাঁজের লোক যাইত, ও আসিত। বিনীত ভাবে তাহাদের সহিত আলাপ করিতাম। নাম ঠিকানা, তাঁহার গ্রামের ২।১০ জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের নাম সংগ্রহ করিয়া ব্যবসাদারদিগকে দিতাম; এই সকল নাম বিক্রয় করিতাম, ইহারা এই সকল নামে কারবারের প্রাইসলিষ্ট বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র পাঠাইয়া দিতেন। ১০০ নাম ।/০ আনা হইতে ।৵০ বিক্রয় হইত। ইহাতে বেশ উপার্জ্জন হইত। এ সমুদয় সৎকার্য্য, দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের সাহায্যকারী উপায়। এরূপ কার্য্য করায় কোন দোষ নাই। আলস্য না করিলেই এমন সকল উপায়ে ২।১০ টাকা আয় বৃদ্ধি করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় ব্যবসায় করা যায় এবং চাকরী হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

আমার নাম বলিতে প্রস্তুত নহি, কারণ এখন আমি ব্যবসাদার হইয়াছি। আমার নাম, মান-সম্ভ্রম বহুদূরস্থিত লোকেও জ্ঞাত আছেন। ইচ্ছা থাকিলে উপার্জ্জন করা যায়, এইটুকু বুঝাইবার জন্য আমার এতকথা বলা। হয়ত কতলোকে ঠাট্টাও করিবেন। তা করুন, ক্ষতি কি?

সহজ শিল্প-শিক্ষা। *

(এই কলমের কোন অংশ "কাজের লোক" পত্রের নাম ঠিকানা উল্লেখ না করিয়া উদ্ধৃত করা নিষিদ্ধ।)

FURNITURE POLISHING PASTE.

চেয়ার প্রভৃতির জন্য উৎকৃষ্ট পালিস।

এই জিনিসটা খুব বিক্রয় হইবে।

পল্লীগ্রামে এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিস।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

সাদা-মোম (White wax) ৩ আউন্স
কাষ্টাইল-সোপ ½ আউন্স
টারপিন্ ... ... ১ গ্যালন

প্রথমে সাবান ও মোমটাকে চাঁচিয়া কাটিয়া সূক্ষ্ম কর, তাহার পর টারপিন্ তৈলটাতে মোমের গুড়াগুলি দিয়া ২৪ ঘণ্টা এক স্থানে রাখিয়া দাও। তাহার পর সাবানটাকে ১ গ্যাল্ জলে ফুটাইয়া গলাইয়া ফেল এবং ইহাতে মোম এবং টারপিন্-তৈলকে যাহা একত্রে গলিয়া আছে, তাহা ঢালিয়া দাও। ইহা একটা চট্‌চটে আটার মত হইবে, কিন্তু তরল হইবে না। ইহাকে ফরনিচার পালিসিং পেষ্ট্ বলে। চেয়ার প্রভৃতিকে বেশ করিয়া ঝাড়িয়া শুষ্ক-বস্ত্রদ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া করিয়া এই প্রস্তুত পালিসটী একটু লইয়া মাখাইয়া দিবে। একটু শুষ্ক হইলেই ফ্ল্যানেল দ্বারা ঘষিয়া দিলেই খুব ঝক্-ঝকে হইয়া যাইবে। তরল পালিস বহিয়া লইয়া যাওয়া অপেক্ষা ইহা সুবিধা জনক।

বিক্রয়ের উপায়।

ছোট ছোট টীনে ৩।৪ আউন্স দিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিবে। উদ্যোগী যুবকগণ ভদ্রলোকের বাটীতে একটা ব্যাগে ১৫।২০টা এইরূপ টীন প্রাতে ও সন্ধ্যায় লইয়া বাহির হইবে। একটা টীন খুলিয়া একটা জিনিস পালিস করিয়া দিয়া গৃহস্থকে একটা টীন বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিলে, নিশ্চয় বিক্রয় হইবে, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণিত পালিস্। এই সকল টীনের ।০ হইতে ।৵০ মূল্য করিলে অন্যায় হয় না। অবশ্য খরচা খতাইয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করা উচিত।

উপরোক্ত সমস্ত জিনিস ড্রগিষ্টের ও বেনের দোকানে পাওয়া যায়।

জমাট গঁদ।

এটাও বিশেষ বিক্রয়ের সামগ্রী। একটা গঁদের শিশি বহিয়া লইয়া যাওয়ায় বিপদ আছে, শিশি ভাঙ্গিলে কাপড় চোপড়, কাগজ-পত্র নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। জমাট গঁদে মুখের লালা বা সামান্য জল লাগাইলে কার্য্যোপযোগী হইবে।

প্রস্তুত-প্রণালী।

প্রথমতঃ ১ পাউণ্ড ম্যু অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শিরিশকে জলে সিদ্ধ করিয়া খুব সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লও। তাহার পর ৪ আউন্স আইসিংগ্লাসকে গরমজলে গলাইয়া শিরিশ এবং এই দুই জিনিষ একত্র করিয়া ইহাতে ১॥০ পাউণ্ড খুব সূক্ষ্ম পরিষ্কৃত চিনি দিয়া ফুটাইতে থাক, এবং নাড়ীতে থাক যখন ঘন হইবে, তখন ছাঁচে, বা গোল্ নলে ঢাল। পরে লম্বা লম্বা গঁদের ষ্টিকগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলেই বিক্রয়ার্থ জমাট গঁদ প্রস্তুত হইল। মুখের লালায় বা সামান্য জলে এই গঁদ স্পর্শ করিয়া কাগজ পত্রে লাগাইয়া আঁটিয়া দাও, আঁটিয়া যাইবে।

উপরোক্ত সমস্ত মালমসলা বেণের দোকানে ও বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যাইবে।

রেড়ীর চাসের বাকী কথা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

তৈল বাহির করিবার কথা।

রেড়ীর বীজগুলিকে খোলা ছাড়াইয়া ছোট ছোট চৌকা চৌকা চটের থলের মধ্যে পুরিতে হয়, পুরিয়া স্ক্রুকল আছে, তাহার নীচে এবং উপরে মোটা লোহার প্লেট ফিট্ করা আছে, উপরের প্লেটখানির সহিত স্ক্রু আছে—খুব মোটা স্ক্রু দেওয়া থাকে। সেই স্ক্রুটার মাথায় মোটা ছিদ্র আছে, তাহাতে বাঁশ বা লোহার দাণ্ডা দেওয়া থাকে, তাহার ২ দিকে ২ জন করিয়া ৪ জন মানুষ বুকে করিয়া ঠেলিয়া ঘুরাইয়া থাকে। কলটা অনেকটা লেটার-কপিং প্রেসের মত। এখন এই চৌকা থলেগুলি বীজপূর্ণ করিয়া ঐ স্ক্রু-কলের নীচেকার প্লেটখানির উপর স্তরে স্তরে সাজাইয়া নীচে আগুন জালিয়া

দিতে হয়, দিয়া পূর্ব্বকথিত স্ক্রু যে কাঞ্চার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঘুরাইতে হয়। তখন অগ্নির উত্তাপে ও চাপ পাইয়া তেল বাহির হইতে থাকে। এই সকল তৈলের মধ্যে যে তৈলটা খুব তরল এবং বর্ণবিহীন হয়, সেই তৈলই উৎকৃষ্ট। তৈলের অবস্থা অনুসারে মূল্যের—তারতম্য হইয়া থাকে। কোল্ড ড্রন্ ক্যাষ্টর অয়েল চিকিৎসা কার্য্যে লাগিয়া থাকে, একবারে কলে কোল্ড্ ড্রন তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে বীজগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইয়া, নীচে আগুন না জ্বালিয়া কলের চাপে প্রস্তুত করিতে হয়। গত বৎসরে কাষ্ট্র অয়েল রিফাইন করিবার একটা প্রথা বলিয়াছিলাম, পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে।

যাহা হউক, এই কাষ্টর অয়েলের কারবার খুব লাভজনক; কিন্তু আমাদের দেশের লোকের ইহাতে যত্নমাত্র নাই, বিশেষ বাঙ্গালা দেশে কেহই ইহার চাষ করেন না। লাভ হয়—এমন ধারণাও নাই। বাঙ্গালা দেশে ২।৪ জন রেড়ীর তেলের কল করিয়াছেন বটে, কিন্তু তেমন আগ্রহ কৈ? ফ্রান্স এবং ইটালীতে প্রচুর পরিমাণে রেড়ীর বীজ রপ্তানী হয়, এবং সেখান হইতে নানা-দেশে এবং ভারতবর্ষেও আসিয়া থাকে। এদেশের লোকের উচিত, উন্নত প্রণালীতে এই রেড়ীর কারবার করা। তাহাতে দীন দুঃখীও খাইতে পাইবে, এবং মূলধন বৃদ্ধি হইবে।

সম্পাদক।

কৃষিকর্ম্ম কি ঘৃণিত কর্ম্ম?

যে কৃষিকর্ম্ম ব্যতীত তোমার দক্ষিণ হস্তের যোগাড় হয় না, তোমার বিলাস-বিভ্রম, বাবুয়ানা কোন্ দিকে ঘুরিয়া যায়, সেই কৃষিকর্ম্মটা তোমার গাড়ী গাড়ী চুরি, জুয়াচুরী, মিথ্যাকথা, লাম্পট্য, বিলাস-বিভ্রম প্রভৃতি অপকর্ম্ম অপেক্ষাও কি দুষ্কর্ম্মমধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য? হায় হতভাগ্য দেশবাসি! তোমরা হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছ, বাবু হইবে বলিয়া দেশের জমী ভাগজোতে বিলি করিয়া বিশ, ত্রিশ, না হয় ২০০ টাকার বেতনে চাকরীর জন্য ছুটিয়াছ, আর ন্যাকা সাজিয়া বলিয়া বেড়াও, দেশ উন্নত হইল কৈ? যেন কিছু জান না। দেশের জমীর অনুর্ব্বরতার কারণ—তোমার বাবুয়ানা, তোমার চাকরী, তোমার বিদেশ প্রবাস নহে কি?

এদেশে কি জমীর অভাব আছে? কিন্তু আজ বাঙ্গালী বাবু সাহেব! তোমার কল্যাণে হাসিল্ জমী পতিত হইয়া যাইতেছে; তোমার চসমা-পরা, বুট পায়ে, কোঁচান কাপড় দেখিয়া চৌদ্দ পুরুষে চাষার ছেলের মনও বিচলিত হইতেছে; তাহারাও দু'পাতা এ, বি, সি, ডি, পড়িতে না পড়িতেই ৭ টাকার চাকরীর জন্য কলিকাতায় আসিয়া, খানসামাগিরি করিয়াও বাবু হইয়া, সেই তোমারই মত ব্লু চস্‌মা, সেই রুমাল, সেই এসেন্স, ছড়ী, দাড়ী, ঘড়ী লইয়া, দেশে গিয়া বাবু হইতেছে! আ মরণ রে—কাণা-ছেলের নাম পদ্মলোচন! দেশে হাঁড়ী ঢন্ ঢন্ কেঁড়ে ঠন্ ঠন্, তবু বাবু হইতেই হইবে! আচ্ছা—চাসে কি বাবুগিরী করা চলে না? এক বৎসরের ফসল ভাল হইলে তোমার তিন বৎসরের চাকরীর টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী; তারপর অঋণী অপ্রবাসীর সুখ ত আছেই। চাষ করিলে মান যায় না, চাষটা ঘৃণার কর্ম্ম নহে। কবে বুঝিবে ভাই? ভ্রম পরিত্যাগ কর, বাণিজ্যে এবং কৃষির উন্নতিতেই দেশের উন্নতি হইবে। বক্তৃতা ছাড়, কোমর বাঁধ—পতিত জমী উদ্ধার কর, কৃষির উন্নতি কর, সেই কৃষিজাত শস্যের উদ্বৃত্ত হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি কর,—দেশের জিনিষ—নিজের হাতের জিনিষ নিজে উপভোগ কর, তবে প্রকৃত সুখ হইবে। দেশের যদি উন্নতি করিতে চাও, তবে এই দুইটী কাজে তাহা সফল হইবে। দেশে দীনতার হাহাকার, প্রকৃতই দেশের ২।১০ জন ব্যতীত সকলেরই অভাব। যাহার যেমন চাকরী, তাহার তেমনী ব্যয়ও আছে। সুতরাং কিছু থাকে না। কথাটী ঠিক কি না একটু ভাবিলেই দেখা যাইতে পারে। বিদেশে, বিশেষ সহরে বিলাসিতা বৃদ্ধি হয়, পাড়াগাঁয়ে বাস করিলে আয়টা সহরের মত অপব্যয়িত হয় না; সুতরাং সঞ্চয় হয়, হইতেছে—এমনও দেখিতেছি। তোমার নিজের আত্মনির্ভরতা আছে কি? নিজে কিছু কর, দেখিবে তাহা হইলেও দেশের ভাল হইবে। যে কালে চাকরীর উমেদারী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, চাস করিয়া দেখ দেখি, তাহাতে সুফল হইবে। শরীরও স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে অধিকন্তু দেশেরও মঙ্গল হইবে। চাষ করা অপকর্ম্ম নহে, চাষ করিয়াও বাবু হইতে দোষ নাই। হইতেও পারা যায়।

টাকা খাটানর কথা।

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে,—"A fool can make money but requires a wiseman to save it", অর্থাৎ "অতি-বড় নির্ব্বোধেও টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু টাকা রক্ষা করিতে অতিবড় জ্ঞানীর আবশ্যক হয়।" কথাটী অতি সারগর্ভ ইহার আর সন্দেহ নাই। মানুষ বৎসরে এত উপার্জ্জন করে, একথার কোন মূল্য নাই। মানুষ যাহা সঞ্চয় করে, তাহা দ্বারাই সে বড়লোক বা ধনী হয়, সঞ্চয়ের উপরই মানুষের মূল্য। সুতরাং কেহ যদি কাজ কর্ম্মে, ব্যবসায় বানিজ্যে প্রকৃতই কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়া থাকেন, তাহার সেই টাকা কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, অর্থাৎ আরও একটু সাদা-কথায় বলিতে—কিরূপে সেই টাকা খাটাইতে হয়, সে সম্বন্ধে দুকথা বলা মন্দ হইবে না। এই জগতে এখন অসংখ্য প্রকারের অর্থ উপার্জ্জনের অসংখ্য প্রকার ব্যবসায়, তাহার অসংখ্য প্রকার ফন্দি সন্দি চলিতেছে, সে সকলের নাম মাত্র উল্লেখ করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কথা হইতেছে—টাকা যদি প্রকৃতই কেহ জমাইতে পারিয়া থাকেন, সে টাকা

বসাইয়া রাখা উচিত নহে, টাকাটা খাটান উচিৎ, নচেৎ টাকা বৃদ্ধি হইবে না।

সুদে ব্যবসায় বাণিজ্যে, খাটাইয়া কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া, রেল, টেলিগ্রাম ট্রাম কোম্পানীর "শেয়ার" বা অংশ কিনিয়া অনেকে এখন টাকা টাকা ন্যস্ত করিতেছেন, কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সহিত টাকা ন্যস্ত না করিলে অনেক সময় সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে, সেই জন্য এসম্বন্ধে কিছু সাধারণ শিক্ষার দরকার।

যিনিই টাকা খাটাইতে যাইবেন, তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য, টাকা বৃদ্ধিকরা আর মূলধনটী বজায় রাখা। মূলধন নষ্ট হইয়া যায় যাউক, কিন্তু সুদ পাইলেই হইল, এমন কথা কেহ ভাবেন কি? আমার বোধ হয় তাহা কেহ ভাবেন না। মূলধন রক্ষা করিয়া সেই টাকা হইতে আরও কিছু বৃদ্ধিকরা এই টুকুই সারতত্ব। বেশ কথা। এই সার কথাটু চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া, মনের মধ্যেও এই উদ্দেশ্য টুকু বিশেষ সতর্কতার সহিত রাখিয়া তাহার পর সুদের কথা, শেয়ারের লভ্যাংশের (Dividend) এর কথা ভাবিতে হইবে। সম্মুখে লভ্যাংশ এবং সুদ দেখিয়া অনেকে নিজের ঘরের টাকা বাহির করিয়া যৌত-কারবারে শেয়ারে ন্যস্ত করিতে যাইয়া মূলধন হারাইয়া বসেন। "Losses arise from investor's seeking high rate of interest" অর্থাৎ টাকা ন্যস্তকারীর উচ্চহারে সুদের পিপাসাই ক্ষতির একটী বিশেষ কারণ। যেখানে অধিক সুদের হার, এরূপ কারবার, ও ব্যবসায় বাণিজ্যের নেতা বা নেতাদিগের হস্তে টাকা ন্যস্ত করায় বিপদ আছে। কিন্তু যেখানে সুদের হার কম, অথচ প্রাচীন বিশ্বস্ত ফারম্, বা কারবার, এরূপ কারবারে সুদের হার কম হইলেও মূলধন অধিকাংশ সময়েই নিরাপদ থাকে। শতকরা ৪॥০ হইতে ৫ টাকা সুদ সঙ্গত। তাহার উপর যেখানে শতকরা ৬।৮ বা ১০ টাকা সুদের হার, সেখানে মূলধন ন্যস্ত করা নিরাপদ নহে, সেই জন্য কোন ইংরাজ বহুদর্শী—এই সম্বন্ধীয় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "It may be laid down as an invariable rule, however, that money can never be invested with absolute safety to yield more than 4-8 to 5 Per cent". অর্থাৎ ৪॥০ বা ৫৲ টাকার উপর সুদ যেখানে দিয়া টাকা আবশ্যক, এরূপ কারবারে টাকা না দেওয়াই ধনীর একটা বিশেষ নিয়ম বলিয়াই ধারণাকরা উচিত। তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। কিন্তু এই দায়ীত্ব ঘাড়ে লইয়া কেহ যদি উচ্চহারের সুদ বা লভ্যাংশের লোভে টাকা দিতে প্রস্তুত হন, তিনি তাঁহার নিজের দায়ীত্বে দিতে পারেন। হয়ত লাভ হইয়াও যাইতে পারে, কিন্তু লোকসান হইলে তাহার আর কাহাকেও দোষ দিবার থাকিবে না। ফলকথা যেখানে সুদের হার বেশী, সেখানে মূলধন তত নিরাপদ নহে। দৃষ্টান্ত অনেক, কিন্তু দেখাইবার স্থান নাই।

আর এক কথা অতি-অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে কারবারে, বা কার্য্যে তোমার অভিজ্ঞতা নাই, সেরূপ কারবার বা কাজের কোন অংশ কদাচ খরিদ করা উচিত নয়। একথাটী অনেকেই মনে রাখেন না, অনেক সময় জয়েন্ট্-ষ্টক বা যৌথ কারবার কি, সে যৌথ কারবারের দ্বারা কি কাজ হইতেছে, তাহার কোন সংবাদ না রাখিয়া বা সে কার্য্যের সম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞান না থাকিলেও অনেকে শেয়ার বা অংশ খরিদ করিয়া থাকেন, পাঁচজনে কিনিতেছেন, সেই দেখা দেখি আমিও কিনিলাম। শেষে দেউলিয়া হইয়া পড়িলাম, এরূপ করা উচিত নয়। সকলেরই—একটু সাধারণ-জ্ঞান আছে। যে কোন কারবারের ভাবি ফল সম্বন্ধে যতক্ষণ অভিজ্ঞতার অভাব থাকিবে, ততক্ষণ সে কার্য্যে টাকা ন্যস্তকরা কদাচ সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় কথা, নূতন কোম্পানী অথবা নূতন যৌথ-কারবারের অংশ খরিদ করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। দেওয়া উচিত নয়, এমন বলিতেছি না; না দিলে প্রথম যৌথ কারবার চলিবে কিরূপে? ভাল যৌথ কারবারে দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিই হইয়া থাকে, এদেশে যৌথ কারবারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া প্রার্থনীয়; তবে দেখিয়া শুনিয়া টাকা দেওয়াই ভাল। অনেক স্থলেই এইরূপ কারবারে টাকা ন্যস্ত করিয়া বিপন্ন হইতে হয়।

Speculation সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞ গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—with reference to speculators we shall add but two words—"*Avoid it*" অর্থাৎ স্পেকুলেশন সম্বন্ধে আমরা মাত্র দুইটী কথায় শেষ করিব—"পরিত্যাগ করিবে।" ইহা পরিত্যাগ করাই উচিত। স্পেকুলেশন কি, পরে বুঝাইব।

জর্ম্মাণীর উন্নতি-রহস্য।

রাসায়নিক শিল্পে জর্ম্মাণী নিজের সৌভাগ্য নিজে করিয়া লইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট নিত্য নূতন আবিষ্কারের জন্য বহু রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা অহরহ নূতন আবিষ্কারে আপনাদের উদ্ভাবনী-শক্তি নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; ফলে সমগ্র জগতের বাজার জর্ম্মাণ-দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইহাদের উন্নতির আর একটি রহস্য—ইহাঁরা মানুষের রুচি, আবশ্যকতা এবং সুলভত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এত নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ সৃষ্টি করিতেছেন যে, বাজারে আমদানী হইবামাত্র সাধারণ লোকের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে। জর্ম্মাণগণ সর্ব্বদেশের রুচি, আচার ব্যবহার, প্রভৃতিতে বিশেষ দৃষ্টি-রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। জর্ম্মাণ-সম্রাট শিল্পের বিশেষ পক্ষপাতী এবং সাহায্যকারী। রাজার সাহায্য না পাইলে লোকে কি খাইয়া মাথা ঘামাইবে? আমরা অতিদীন হইয়া পড়িয়াছি; নিত্য যতটুকু পরিশ্রম করি, তাহা দ্বারা সম্যক্‌রূপে উদরান্নের সংস্থান করিতেই আমরা অক্ষম। দেশীয় রাজন্যবর্গ এই সকল কার্য্যে অগ্রণী হইলে দেশের মহৎ উপকার হইতে পারে। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রজাগণের এরূপ সাহায্য পাইবার দাবী করাও অসঙ্গত নহে। প্রজার উন্নতিতে রাজার রাজ্যেরই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট শিল্প এবং কৃষির উন্নতিকল্পে প্রজাগণকে সাহায্য করিলে উভয় পক্ষেই অচিরে শান্তি কোলাহল উঠিতে পারিবে, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

বোম্বে মেডিক্যাল কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নেতাগণ।

Prof. **Musgrave,** the delegate of the Philippines Govt. to the Medical Congress

Major Ronald Ross, late of the Indian Medical Service, the great Malaria expert, from the Liverpool School of Tropical Medicine.

Surg.-Gen. P. H. Benson, I. M. S., President of Section IV.

Surg.-Gen. A. T. Sloggett, C. M. G., President of Section I.

কলেরা নিবারণের উপায়।

আজকাল পল্লিগ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাবে সর্ব্বনাশ হইতেছে। অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মফঃস্বলবাসীগণের উপকারার্থ আমরা নিম্নে কলেরার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কয়েকটী বহু পরীক্ষিত উপায় নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। প্রত্যহ বা সপ্তাহে দুইবার করিয়া পল্লীগ্রামস্থ পাতকুয়া বা ইন্দারাতে জলের পরিমাণানুসারে ½ আউন্স্ হইতে ১ আউন্স পর্য্যন্ত পারম্যাঙ্গানেট অব্ পোটাস্ (Permanganate of Potash) দেওয়া বিধেয়। এক বাল্তী পরিষ্কার জলে উক্ত মাত্রায় উক্ত দ্রব্য গুলিয়া সজোরে কুপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

পানীয়-জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে জলের মাত্রা অনুসারে অল্প পরিমাণে Permanganate of Potash মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। উক্ত দ্রব্য এরূপ পরিমাণে পানীয় জলে মিশ্রিত করিবে, যেন জলের রং পরিবর্ত্তন না হয়।

২। প্রত্যহ প্রাতে ডাইলিউটেড্ সাল্ফিউরিক্ অ্যাসিড্ (Sulphuric Acid dil,) দশ ফোঁটা এবং Peppermint Water, mixture করিয়া ব্যবহার বিধেয়। ছেলেদের বয়সানুসারে ১ হইতে ৫ ফোঁটা মাত্রা। *

গলসীর ডাক্তার বাবু দয়াময় দত্ত ডাইলিউটেড্ সলফিউরিক্ য়্যাসিড্ ব্যবহারের পক্ষপাতী, তিনি বলেন, ভদ্রলোকগণের চাঁদা করিয়া গরিবদিগকে বিতরণ করা উচিত, কারণ ইহা সাধারণ বিপদ।

৩। জগদ্বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণের মত :—

ডাক্তার হেরিং বলিয়াছেন, জুতার ও মোজার মধ্যে গন্ধক-চূর্ণ ব্যবহার করিলে কলেরা আক্রমণ করিতে পারে না।

সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান ডাক্তার জার বলেন, হেরিং সাহেবের গন্ধক-চূর্ণ ব্যবহারই উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক, বহুদর্শিতা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে; অন্য কোন প্রতিষেধক কার্য্যকারী হয় নাই। সকলে জুতার ভিতর গন্ধক-চূর্ণ ব্যবহার করুন সুফল হইবে। ঘরের মধ্যে দরজার সাম্নে যেমন পাপোছ থাকে, একখানি বস্ত্রের উপর চূর্ণ-গন্ধক দিয়া রাখুন, মহিলাগণ তাহার উপর পা দিয়া যাতায়াত করিবেন। কিন্তু ছোট-ছেলেদিগকে সাবধানে ধরিয়া রাখিবেন, যেন খাইয়া না ফেলে, তাহাতে বিপদ ঘটিতে পারে।

৪। অনেক প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের মত, তামার মাদুলী, সিকি পয়সা কোমরে ধারণ করিলে, কলেরা হয় না। দেশীয় টোট্কা প্রয়োগের মধ্যেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

৫। ডাক্তার জার বলেন, যাহারা প্রথম দাস্ত হইবার পর একবার মাত্র ১২ শক্তির ভিরেট্রম্ আব, ১ মাত্রা—যে পর্য্যন্ত আর দাস্ত না হয় সেই পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার ব্যবহার করেন নাই তাহারাও আক্রান্ত হয় নাই।

৬। পেটেরপীড়ার সূত্রপাতে অথবা কলেরার উপসর্গ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক বার দাস্ত হইবার পর নিম্নলিখিত বটিকা সেবন করিলে আক্রমণ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে।

আকন্দর শিকড়ের ছাল	২ ভাগ
হলুদ চূর্ণ	১ ভাগ
পিপুল চূর্ণ	১ ভাগ
চুণ—(পাণে খাইবার)	½ ভাগ

আদার রস বটী বাঁধিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ।

উপরোক্ত দ্রব্য গুলি উত্তমরূপে একটা পাথরের খলে ২৪ ঘণ্টা মর্দ্দন করিতে হইবে। মাঝে মধ্যে আদার রস দিতে হইবে। পরে তাহাতে আট গ্রেণ পরিমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত করাইবে। ।৵০ আনায় হাজার বটিকা প্রস্তুত হইবে। গরীবদুঃখীর মধ্যে চাঁদা করিয়া এই বটিকা বিতরণ করুন।

প্রথম ভেদের পরেই ২।১টী বটিকা শীতল-জল সহ দিবে। উদরাময় ও কলেরার প্রথমাবস্থায় ইহা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে। প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকে না।

উক্ত উপায় গুলি সাধারণ মুষ্টিযোগ নহে। বরোদা-রাজ্যে কলেরা সংক্রামক হইলে এই ঔষধটী ব্যবহৃত হয় আজ ২০ বৎসর ধরিয়া উহা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। নিষ্ফল হয় নাই।

ডাঃ বিশারদ।

সাধারণ-সতর্কতা।

১। জল ভয়ঙ্কর হইলেই প্রতিকারের জন্য ক্ষণ-বিলম্ব করিবে না। আরও ২ বার দেখি করিলেই সর্ব্বনাশ।

২। পচা-পুকুরের জল স্পর্শ বা মুখে করিবে না। ভিজে-কাপড় অনিষ্টকারক। শরীর গরম থাকিলে ভেদের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা করিবে না।

৩। অনিয়মিত সময়ে আহার, দিবা-নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, মৈথুন অনিষ্টকারক।

৪। কোন প্রকারই মাদক-দ্রব্য সেবন এমন কি অধিক তামাক খাওয়াও এ সময়ে অনিষ্টকারক।

৫। বাজারের খাবার, যাহাতে সর্ব্বদাই মাছি বসে, রাস্তার ধূলা লাগে তাহাতে কলেরা-বিষ সংক্রামিত থাকে, কদাপি খাইও না। মাছিতে বিষ বহন করে।

৬। নিজেদের পানীয় জলের পুকুর খিড়্কী প্রাণপণে রক্ষা কর, যেন কেহ নষ্ট না করে।

৭। পেঁয়াজ খাইও না, ইহা রোগের বীজ শরীরে টানিয়া লয়।

৮। গন্ধক, ধূনা, আল্কাতরা পোড়ান উচিত, সাবধান হইয়া খড়ের গাদা পোড়ান ভাল।

৯। কাগ্জী-লেবু কলেরার বিষ নষ্ট করে, জলের কল্সিতে ফোটাকতক দিলে জল পরিষ্কৃত হইয়া যায়, ব্যবহার করা মন্দ নহে। ভাতের সহিত লবণ খাওয়া মন্দ নয়।

১০। দুগ্ধ বিষ-সংগ্রাহক, গরম না করিয়া খাওয়াই উচিত নয়। এ সময় না খাওয়াই ভাল। নিমন্ত্রণ খাওয়া ও খাওয়ান উভয়ই অনিষ্টকর।

১১। যাহার তাহার ঘরে জল, পান, খাইও না, ইহাও সাংঘাতিক।

১২। কদাচ খালিপেটে থাকিও না। বিশেষতঃ কলেরা রোগীর নিকট খালিপেটে যাইবে না।

১৩। সর্ব্বদা হৃষ্টমনে ভগবানে আত্মসমর্পন করিয়া তাঁহারই কৃপাভিক্ষা করিবে, হিন্দুর ঘরে ঘরে হরিনাম, চণ্ডীপাঠ, স্বস্ত্যয়ন, গ্রাম্য-দেব-দেবীর পূজা করিবে, চিত্তের বল হইবে, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, ভীত হইও না, "নচদৈবাৎ পরং বলং" দৈব অপেক্ষা বল নাই, মৃত্যুর চিন্তা অপেক্ষা ভগবানের চিন্তায় প্রতিকার হইবে। বদ্ধপরিকর হও, হরিনামে গগন প্রতিধ্বনিত কর। "হরিনাম মুক্তির কারণ" নিশ্চয় দুর্দ্দিন দূর হইবে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ দেবশর্ম্মা, গলসী, বর্দ্ধমান।

সম্পাদকের পরামর্শ সভা।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব নাগ, বরিয়াদি, ঢাকা প্রশ্ন। কালীর বড়ী কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় ?

উত্তর। লাল কিম্বা ব্লাক কালীর গুঁড়াকে খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া, তাহাতে সামান্য চিনি এবং খুব তরল গঁদের জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিয়া কাদার মত করিতে হয়, তাহাতে কুলের মত বা বড় মটরের মত বড়ী করিয়া শুখাইয়া লইলেই কালীর বড়ী হইল। চিনি দেওয়ার উদ্দেশ্য, সহজেই গলিয়া যাইবে, কিন্তু কালীতে চিনি মিশাইলেই কপিং কালীর মত ঘাম বা জল লাগিলেই লেখা উঠিয়া যাইতে পারে; সেই দোষ সংশোধনের জন্য ঈষৎ গঁদের জল দেওয়া হইয়া থাকে। বুঝিয়াছেন ?

শ্রীযুক্ত অমূল্য কৃষ্ণ দে, ১৫০নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা উঃ। জুতার কালীর বিবিধ প্রণালী কাজের লোক ১ম বৎসরে বাহির হইয়া গিয়াছে, দেখিবেন। এসেন্স প্রভৃতি সময়ে সময়ে লেখা হইবে ও হইতেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা করুন, শুদ্ধ বিলাসিতার দ্রব্য তত না হইলেও ক্ষতি নাই। আশা করি কুশলে আছেন। আপতার সুবাসিত তৈলের প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশিত হইবে।

শ্রীহিমাংশু কুমার গুপ্ত—বাঁকুড়া, নীরদবরণ সেন এণ্ড কোং ১০৲ টাকার গানের কল বাজাইয়া দেখিয়াছি, সুন্দর বুঝিতে পারা যায়, আওয়াজও বেশ, নিঃসন্দেহে ক্রয় করিতে পারেন, প্রতারণার জিনিস নহে। ইহারা সংলোক, আমরা বিশেষ চিনি।

একটা সাংঘাতিক ভুল।

এ মাসের জাতীয় বিদ্যালয়ের রিপোর্টারের পত্রে ৩০ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে যে ইংরাজী আছে, তাহাতে ভুল হইয়াছে, সদাশয় পাঠক মহাশয়গণ, এই ত্রুটী ক্ষমা করিয়া নিম্নলিখিতরূপ পাঠ করিবেন যথা :—A nation of officials and Lawyers will Starve.

লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্স্ বা জীবন বীমা।

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, জীবন কখন আছে কখন নাই, সেই জন্য জীবন বীমা কেম্পানীর এজেণ্ট কাহারও নিকট জীবন বীমার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই অনেকে জীবন বীমা করিতে প্রস্তুত হন।

কাহার জীবন বীমা করা উচিত আর, কাহারই বা জীবন বীমা করা উচিত নয়, আজ আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

যাঁহার আয় অল্প, অথচ স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অনেক গুলি পোষ্য আছে, যাঁহারা কিছুমাত্র ভবিষ্যতের দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করিতে পারেন না, তাঁহাদের জীবন বীমা করাই ভাল, কিন্তু যাঁহারা মিতব্যয়ী ব্যবসায় বুদ্ধি বিশিষ্ট, সঞ্চিত অর্থ নানা কার্য্যে ন্যস্ত করিতে সক্ষম, তাঁহারা স্ব স্ব কারবারে অর্থ খাটাইলে, লাইফ্ ইন্‌সিয়োর করা অপেক্ষা অধিক লাভ করিতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? লাইফ্ ইন্‌সিয়োরেন্স করা একটা বিশেষ দাঁও মারিবার উপায় নয়, তবে যাহার কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না, তেমন লোকের তাহার মৃত্যুর পর কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া রাখা মন্দ নয় এবং করাও উচিত।

তারপর এক কথা, জীবন বীমাতে একবার এক কিস্তি টাকা জমা দিলে কলে পড়িয়া প্রতি কিস্তির টাকা দয়া আসিতেই হইবে, নচেৎ যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে—সুতরাং যে লোক কিছুতে সঞ্চয় করিতে পারিত না, সেই লোক একবার টাকা জমা দিলেই টাকা বাজেয়াপ্তর ভয়ে যেরূপে হউক, সঞ্চয় করিয়া টাকা দিয়া আসিবে। প্রথমটা টাকা দিবার সময় এরূপ লোকের একটু কষ্ট বোধ হয় বটে—কিন্তু ক্রমে পাঁচটা বায়ের মধ্যে এ ব্যয়টাও গা-সহা হইয়া পড়ে, অথচ এই টাকাটা ভবিষ্যতের ভরসা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এমন অবস্থায় লোকের জীবনবীমা করা আবশ্যক। আজ কাল অসংখ্য জীবন বীমার আফিস হইয়াছে, আমাদের এদেশীয় অনেক ধনী গন্য মান্য ব্যক্তি মিলিয়াও জীবন বীমার কেম্পানী গঠিত করিয়াছেন

ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিব।

(ক্রমশঃ।)

প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সমালোচনা।

আমরা পি, এম, বাক্‌চী এণ্ড কোম্পানীর একখানি সুবৃহৎ পঞ্জিকা উপহার পাইয়াছি। ১৩১৪ সালের রাজা মন্ত্রীর ন্যায় এবারেও অন্যান্য পঞ্জিকার সহিত এ পঞ্জিকার অনৈক্য দেখিলাম, ১৩১৪ সালে এক ব্যক্তি পঞ্জিকার ভ্রম দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া বিফল মনোরথ ও অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, শুদ্ধ তাহাই নহে, ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল, এবারেও বাগচী মহাশয়েরা ঘোষণা করিয়াছেন, যে কেহ ভ্রম দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাকে ১৫০ দেড়শত টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখিতেছি না। তাহার পর এরূপ সুলভে এত নিত্য আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, এত বৃহৎ পঞ্জিকা আর কখনও বাহির হয় নাই, বলিলেও অন্যায় হয় না। হিন্দুর দশকর্ম্ম বিষয়ক বিবিধ উপদেশ, ডাকঘর ডাইরেক্টারী, কলিকাতা ষ্ট্রীট ডাইরেক্টরী, রন্ধন, চিকিৎসা, সংবাদপত্রের তালিকা, রেলওয়ে সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, ইত্যাদি কত বলিব, ইহাতে নাই, এমন জিনিস ত দেখি না। উদ্যোগ এবং উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছে, একথা শতবার বলা যায়। এরূপ পঞ্জিকা প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে রক্ষিত হওয়া উচিত এবং আবশ্যক।

"হিলিংবাম" নামক ঔষধের ঔষধালয় হইতে মেঃ আর, লগিন্ এণ্ড কোং আমাদিগকে এই গ্রীষ্মকালের সময়োপযোগী ১২ বারখানি ফোলডিং পাখা উপহার পাঠাইয়াছেন, এগুলি বাজে জিনিস নহে, বিশেষ ব্যবহারোপযোগী, সুন্দর চিত্র এবং কারুকার্য্য সমন্বিত, পাখা খুলা যায় এবং গুটাইয়া পকেটে

যাইতে পারে, ইহাদের ঔষধালয় ১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহের মোড়ে। আমরা পাখাগুলি এবং বিজ্ঞাপনের প্রথা দেখিয়া বাস্তবিক প্রীতিলাভ করিলাম। বড় সুন্দর হইয়াছে।

সাদাকথা।

যাহাদের কপাল ভাল, তাহাদের পরামর্শ দাতার আবশ্যক হয় না—শুসময়ে সুপথও দেখিতে পাওয়া যায়।

আশাই ক্লান্ত হৃদয়কে সুস্থির রাখিতে পারে, আশা ছাড়িলে বাঁচিবে কি?

সৌভাগ্য একবার প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া আহ্বান করে, যে সর্ব্বদাই সতর্ক—সেই তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

নিতান্ত অনাবশ্যকীয় জিনিস বা বিষয়কে যদি ৭ বৎসর রাখিয়া দাও, তাহা হইলে এক দিন তাহার আবশ্যকতা বুঝিবে, এই জন্য আমাদের একটা কথা আছে, "যা'কে রাখ, সেই রাখে"। পরীক্ষা করিতে পারেন।

কারবার যদি রাখিতে পারেন, কারবারও একদিন আপনাকে রাখিবে।

গোলাপের ন্যায় সুন্দর পুষ্পেরও কাঁটা আছে, যেখানে সুখ, সেই স্থানেই দুঃখ, ঐকান্তিক ইচ্ছা এই দুঃখ উল্লঙ্ঘন করাইয়া সুখের নিকট লইয়া যাইতে পারে।

ভাল উকিল, ভাল ডাক্তার, ভাল ব্যবসায়ী হইতে হইলে মধুরভাষী, মনোযোগী, সহানুভূতি-প্রদর্শক হওয়া চাই, নচেৎ অধঃপতন সুনিশ্চিত।

ব্যবসায়ই টাকার জন্মদাতা, যাহার কোন কাজই নাই, সে টাকার জন্য কান্দিবে না কেন?

নিজের কারবার যেমন বুঝেন, পরেরটীও সেইরূপ দেখিতে হয়। যাহার পাওনা, সময়ে তাহার চুকাইয়া দেওয়াই উচিত। আপনার নিকট তাহা পড়িয়া থাকিলে তাহার কোন লাভ নাই। টাকা বসিয়া থাকিলেই ক্ষতি।

অতি অবশ্য পাঠ করুন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বারম্বার তাগাদা করিতে লজ্জিত হইতেছি, পুরাতন গ্রাহকগণের যাঁহার যাহা অগ্রিম মূল্য, এখনও পাঠান নাই, এসময় দিলে বড় বিশেষ অনুগ্রহ করা হইবে। সামান্য টাকার জন্য বারম্বার প্রার্থনা করা ভাল নয়। কাগজ আপনাদেরই, আমরা গুরু পরিশ্রমে অজস্র অর্থব্যয়ে আপনাদেরই কার্য্য করিতেছি মাত্র, সময়ে প্রাপ্য টাকা না পাইলে কাজ চলে কেমন করিয়া বলুন। অদ্যই আপনি মনোযোগ করিয়া, আপনার দেয় পাঠাইয়া দিউন। আমরা এবারও কাগজ পাঠাইলাম, অধিক আর কি বলিব?

কার্য্যাধ্যক্ষ,

বিজ্ঞাপন বিভাগ, "কাজের লোক"।

১নং অভয় হালদার্স লেন, বহুবাজার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—১৩১৩ সালের আশ্বিন হইতে ১৩১৪ সালের ভাদ্র পর্য্যন্ত পূর্ণ এক বৎসরের "কাজের লোক" ১৫ই জানুয়ারী হইতে অর্দ্ধ মুল্যে বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। এখন নূতন গ্রাহক এই বৎসরের ২৷৷০ টাকা জমা দিলে যতক্ষণ থাকে উক্ত পুস্তকখানি ১৲ টাকায় পাইতে পারেন। শুদ্ধ যদি পূর্ব্ববৎসরের খানিই আবশ্যক হয় তবে ২৲ টাকা পাঠাইলে পাইবেন। কমে আর বিক্রয় হইবে না। কার্য্যাধ্যক্ষ।

কঠোর যন্ত্রণায়

তাহা বাত জনিত হউক, বা আঘাত এবং
স্নায়ু শূল জনিতই হউক, একবার

"গুপ্তের বাম"

প্রয়োগ করিবা মাত্র প্রজ্জলিত অগ্নিতে জল সেচনের ন্যায় সমস্ত যন্ত্রণা উপশমিত হইয়া রোগীকে চমৎকৃত এবং সুস্থ করিয়া তুলে। স্নায়ু-শূল জনিত শিরঃপীড়া, গেঁটে বাত, অর্দ্ধশিরঃশূল, ঘাড় ও কোমরের ব্যাথায় এই অপূর্ব্ব মহৌষধ বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্যকারী এবং স্থায়ী ফলপ্রদ। ১ শিশি দশ আনা ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র। পরীক্ষাই সংশয় নিবারণের উপায়।

আর, সি গুপ্ত এণ্ড সন্স

প্রধান ঔষধালয়,
৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

শাখা ঔষধালয়,
২৭ গ্রে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেলাইয়ের কল।

আমরা নূতন সেলাই-য়ের কল ও তাহার সাজ সরঞ্জাম সকল বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। আমাদিগের নিকট হাতে চালান কল ২৫৲ টাকা হইতে ৬৫৲ টাকা ও পায়ে চালান কল ৭৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

শ্রীবিপিনবিহারী সাঁতরা এণ্ড কোং,
৭৪ নং বেন্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লোহার সিন্দুক

অনেক লোকেই প্রস্তুত করেন আমরাও করি; কিন্তু পরীক্ষায় আমাদের সিন্দুক সর্ব্বাপেক্ষা গুণে ও গঠনে শ্রেষ্ঠ হইবে, সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ এটা স্তোকবাক্য মাত্র—সে কথা ঠিক নয়, আমরা তাহা বলিতে জানি না—বলি না। যতদূর সম্ভব কম লাভে, ভাল মাল মসলায় খুব মজবুত জিনিস দিই—এই সকল আমাদের কথা। একখানি অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলেই সচিত্র মূল্য-তালিকা এবং লোহার সিন্দুক সম্বন্ধীয় পুস্তক বিনামূল্যে পাঠাইব।

বসু, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং,
লোহার সিন্দুক প্রস্তুতকারক, আলিপুর, কলিঃ

খোকসিনা

বা বৈদ্যুতিক বাত-তৈল।

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা ও আরোগ্য হইবেই। অধিকন্তু পুরাতন বাত ১৫ দিনে আরোগ্য হয়। গেঁটে বেদনা, ঘাড়ে ও কোমরে বেদনা, ফিক ও পার্শ্ববেদনা প্রায় সমস্ত দিনে ৩ বার লাগাইলেই ভাল হয়। গুণের তুলনায় দাম কিছুই নয়। ঘরে এক শিশি রাখা উচিত। অনেক সময় একটা ফিক্ বেদনার জন্য ডাক্তারকে ১০৲ টাকা দিতে হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাত-তৈল রাখিলে ॥০ আনাতেই সে কাজ হয়। ইহার মূল্য ॥০ আনা। সকল চিকিৎসায় হতাশ হইয়া তবে আমাদিগকে লিখিবেন। এজেণ্টস্ বি, কে, দাস এণ্ড কোং, ৪ নং উইলিয়মস্ লেন, কলিকাতা।

৭, এল রায়ের

ছাপিবার ও লিখিবার স্বদেশী কালী

কেন ব্যবহার করিবেন না? ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে—মূল্যও সুলভ। ফ্যাক্টরী:—বারোওয়ারীতলা রোড, বেলিয়াঘাটা।

চিফ ডিপো।

বি, এল, দাঁ এণ্ড কোং,
৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভাবের টিকানা কেশরঞ্জন, কলিকাতা।

বলুন দেখি—প্রকৃত সুন্দর কে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যিনি নিত্য "কেশরঞ্জন" ব্যবহারে স্নান করেন। স্নানান্তে মুখে যে মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তাহা দর্পণ-সাক্ষাতেই প্রথম প্রমাণিত হয়। রমণীর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী কে—ইহার উত্তর এই,—যিনি তাঁহার আগুলফ-লম্বিত চিকুরজাল নিত্য "কেশরঞ্জন"-পরিসিক্ত করিয়া বেণীরচনা করেন ; খালি ইহাতে বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়ে না—মুখের কমনীয়তা বৃদ্ধি হয়। "কেশরঞ্জন" খালি বিলাসভোগ নহে,—মস্তিষ্কের উষ্ণতা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা দূরীকরণে ইহাই একমাত্র শক্তিসম্পন্ন কেশতৈল। এক শিশি ১৲ এক টাকা ; মাশুলাদি ৶০ পাঁচ আনা।

☛ সাবধান ! কেশরঞ্জনের ভয়ানক অনুকরণ হইয়াছে, আপনাদিগকে সতর্ক করা যাইতেছে, ক্রয়কালীন বিশেষরূপে প্রত্যেক শিশি পরীক্ষা করিয়া লইবেন। নচেৎ প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা।

জাপানী রমণীর সৌন্দর্য্যের নিশান !

জাপানী রমণীগণ সুন্দরী বলিয়া প্রাচ্যখণ্ডে পরিচিত। তাঁহাদের চাঁপাফুলের মত দেহের বর্ণ—আর উজ্জ্বলতা মাখা মুখগুলি গৃহকেন্দ্রের সুখময় কাননে আকাশের উজ্জ্বল তারকাগুলির মত ফুটিয়া থাকে। মুখগুলি নিষ্কলঙ্কদাগশূন্য, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল। এরূপ সুন্দর কলঙ্কবিহীন মুখের অধিকারিণী হওয়া রমণীর পক্ষে বড়ই স্পৃহনীয়। বঙ্গদেশের মহিলা-কুলের জানিয়া রাখা উচিত, সুন্দর মুখের অধিকারিণী হইতে হইলে আমাদের হিমাংশুদ্রব নিয়মিতরূপে ব্যবহার করা উচিত। ব্রণ মেচেতার কলঙ্করেখা, যে সকল মহিলাদিগের পবিত্র ও সুন্দর মুখমণ্ডলকে বিবর্ণ করিয়াছে, তাঁহারা আমাদের "হিমাংশুদ্রব" ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পাইতে পারেন। "হিমাংশুদ্রব" সুগন্ধি ও সুশীতল প্রলেপ। মুখে মাখিলে মনের প্রফুল্লতা ও বর্ণের উজ্জ্বলতা সাধন হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ দশ আনা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৵০ তিন আনা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা। মফঃস্বলের রোগীর অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক

কিণ্ডারগার্ডেনের সরঞ্জাম, পুস্তক ড্রয়িংএর আসবাব, পঞ্জিকা, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক এবং মানের বই

অতি সুলভে

পাইবেন। দোকানে আসুন বা ভি, পি, তে পাঠাইতে লিখুন একবার লইলেই বুঝিবেন ইহাই সস্তা।

শ্রীগণেশচন্দ্র নাথ, প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা।

২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট মুরগীহাটা কলিকাতা।

গৃহ-সখা।

(সাঁওতাল-বৈদ্যের নিকট সংগৃহীত।

এই পুস্তক গৃহীর নিত্যই আবশ্যক। অনেক পল্লীগ্রামে সুবিজ্ঞ পশু-চিকিৎসকের অভাবে, গো-মহিষাদি হঠাৎ রোগগ্রস্ত হইয়া মারা পড়ে। এই পুস্তকের লিখিত রোগলক্ষণ সহ ঔষধাবলী দ্বারা সহজেই আপনি স্বয়ং পশু-চিকিৎসা করিতে পারিবেন, বৈদ্যের আবশ্যক হইবে না। গাছগাছড়াই পশুরোগের অমোঘ ঔষধ। মূল্য—ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুলসহ ।৶০ ছয় আনা।

এন্, এল্, রায়,

সেহারা পোঃ, বর্দ্ধমান।

এবং 'কাজের লোক' অফিস,

১ নং অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার, কলিঃ

Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal, Devoted to Useful Art, Manufacture &c.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।	New Series, April, 1909.	নূতন সংস্করণ। এপ্রেল, ১৯০৯।	Vol. III. No. 4.

Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। New Series, April, 1909.

নূতন সংস্করণ। এপ্রেল, ১৯০৯। Vol. III. No. 4.

শ্রীশ্রীগণপতয়ে নমঃ।

পুণ্য শুভ বৈশাখ সমাগত, সহযোগীগণ পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ আমাদের নববর্ষের অভিবাদন ও সাদরসম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

এই নববর্ষে আমাদিগকে কি করিতে হইবে? গত বর্ষের ব্যবসায় বাণিজ্যের দুর্ঘটনা ও ক্ষতির কথা বিস্মৃতির অতল সাগরে ডুবাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে—দ্বিগুণ পরিশ্রমে সেই সকল ক্ষতির প্রতীকারের জন্য কোমর বান্ধিয়া আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। গতবারে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, মানুষের সাহস উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইলে সে ক্ষতি টাকার ক্ষতি অপেক্ষা অধিক সাংঘাতিক—নিরুৎসাহকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। সুখ দুঃখময় সংসার—লাভ লোকসান কর্ম্মীর জীবন নাটকের অঙ্গ বিশেষ—এই লাভ লোকসানের মধ্য হইতেও বহু ব্যক্তি উন্নতির উচ্চ সোপানে উঠিতেও সমর্থ হন, ইঁহারাই কর্ম্মবীর, ইঁহারাই কর্ম্মক্ষেত্রের পূর্ণরথী—চেষ্টা করিয়া কর্ম্মবীরের বীরের হৃদয় গঠিত করিতে হইবে।

১৩১৫ সালে আপনাদের "কাজের লোকের" বহু বাধা বিঘ্ন গিয়াছে, সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারীর যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল—সাংঘাতিক পীড়ায় জীবন হতাশ হইয়াছিল, আর যে "কাজের লোক" পুনঃ-প্রকাশিত হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে, সদাশয় গ্রাহকগণের সহানুভূতি এবং উৎসাহে আবার নিয়মিত ভাবে আপনাদের "কাজের লোক" প্রকাশিত হইতেছে। আশীর্ব্বাদ করুন, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অতিক্ষুদ্র কাজের লোকের জন্ম—তাহা যেন সফল হয়।

আমরা বড় আশ্বস্ত হৃদয়ে এই নববর্ষে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর সাহায্যের আশায় রহিয়াছি, কাজের লোকের গ্রাহক সংখ্যা নিত্যই বাড়িতেছে, এখন তাঁহাদের উৎসাহ ও সাহায্য পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছে কিনা, তাহা তাঁহাদেরই উদার বিবেচনার উপর বিচার ভার অর্পণ করিলাম।

Banking Business.

"ব্যাংকে"র কার্য্যপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:-:○:-:—

প্রেসিডেন্টের একজন সহকারী থাকে—তাঁহার নাম ভাইস্-প্রেসিডেন্ট (Vice-President)। অধ্যক্ষ-সভা (Board of Directors) ব্যাংকের তত্ত্বাবধারণ-কর্ত্তা। প্রতি বৎসর অংশীদারদিগের মধ্যে একটী করিয়া সাধারণ সভা হয়—সেই সভাতেই অধ্যক্ষেরা (Directors) নির্ব্বাচিত হয়েন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্যাংকের উন্নতি বা অবনতির জন্য প্রেসিডেন্টই সম্পূর্ণ দায়ী। ব্যবসায়ীরা যাহাতে অধিক পরিমাণে তাঁহার ব্যাংক ব্যবহার করেন, সে বিষয় তাঁহারই কার্য্যাধীন, এবং কাহাকে কর্জ্জ দেওয়া উচিত, কাহাকে নহে, তাহাও তাঁহাকে দেখিতে হইবে। যদি ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা মূলধন অপেক্ষা বিশগুণ হয়, সেজন্য Presidentই প্রশংসনীয়, —তাহাতে তাঁহারই কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যদি ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকাগুলি সম্পূর্ণরূপেই সুদে খাটিতে পারে,

ও সমূহ বিপদকালে ব্যাংকের কাগজগুলিও উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, President বিশেষ মনোযোগের সহিত ঋণগ্রহণকারীদের বিষয় সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের অবস্থা সংবন্ধে অনুসন্ধান লইয়াছেন ও সন্দেহজনক দলিল ও কাগজপত্র দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং কাহাকে কত কর্জ্জ দিলে বিপদের আশঙ্কা নাই, সে সম্বন্ধেও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ভাইস্‌-প্রেসিডেন্ট ও কোষাধ্যক্ষের সহিতও প্রেসিডেন্ট পরামর্শ করেন, এবং Board of Directorsদিগের পর্য্যবেক্ষণের জন্য কাগজপত্রগুলি তাঁহাকেই তাঁহাদের সম্মুখে রাখিতে হয়। যদিও তাঁহারা সপ্তাহে দু একবার সেগুলি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখেন—সে কেবল নামমাত্র। কার্য্যতঃ প্রেসিডেন্ট যাহা করেন, তাহাতে তাঁহারা কোন আপত্তি করেন না। প্রেসিডেন্টের নিম্নেই (Treasurer) কোষাধ্যক্ষ; তিনি একজন বিশেষ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তিনি প্রেসিডেন্টের দক্ষিণ হস্ত। প্রেসিডেন্টের আদেশ সকল কার্য্যে পরিণত করিবার ভার কোষাধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত। ব্যাংকের যাবতীয় কার্য্য-প্রণালী তাঁহাকেই দেখিতে হয়। দিবসে সহস্রবার তাঁহার পরামর্শ ও আদেশের জন্য অন্যান্য কর্ম্মচারীদের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। যাবতীয় কার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য তিনিই দায়ী।

সকল কর্ম্মচারী অপেক্ষা Paying teller অর্থাৎ ক্যাশিয়ার (Cashier)এর কার্য্য অতি গুরু দায়িত্বপূর্ণ। তাঁহার বিশেষ গুণের মধ্যে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি থাকা আবশ্যক। ব্যাংকের মধ্যে এমন একটা স্থান তিনি অধিকার করেন, যাহা একটী বৃহৎ সিন্দুক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সিন্দুকের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র জানালা আছে—রেলওয়ে ষ্টেসনের টিকিট ঘরের জানালার মত, —যেখান হইতে জনসাধারণের সহিত তাঁহার কার্য্যোপলক্ষে দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে। বেলা ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ কত শত চেক্ (Cheque) জানালার মধ্য দিয়া তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়; প্রত্যেক চেকের স্বাক্ষরিত নামের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ অভ্যস্ত থাকা আবশ্যক। একবার মাত্র দেখিয়াই তাঁহাকে স্থির করিতে হইবে, স্বাক্ষর যথার্থ না জাল করা, কেন না তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ চেকে লিখিত মুদ্রা বাহির করিয়া দিতে হইবে। চিন্তা করিবার অথবা স্বাক্ষর মিলাইয়া লইবার জন্য অধিক সময় লইলে ভদ্রলোকগণের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, আরও তাহা হইলে সকল মুদ্রাপ্রার্থীকে ঐ অত্যল্প সময়ের মধ্যে সন্তুষ্ট করাও অসম্ভব। বড় বড় ব্যাংকের ক্যাশিয়ারদিগকে পাঁচ, দশ হাজার এমন কি বিশ সহস্র ব্যক্তির হস্তাক্ষর কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয়—এমন অসাধারণ স্মরণশক্তি কয়জন লোকের থাকিতে পারে? সমস্ত গচ্ছিতকারীদিগের স্বাক্ষরিত নাম একটী পুস্তকাকারে রক্ষিত থাকে, সেটী ক্যাশিয়ারের ডেস্ক মধ্যেই থাকে। যখন তাঁহার কোন চেকের স্বাক্ষর সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, নিকটস্থ স্বাক্ষর-পুস্তক খুলিয়া দেখিয়া লন। কিন্তু এরূপ প্রায়ই ঘটে না। সহস্রবারের মধ্যে দু একবারের অধিক প্রায়ই দেখিতে হয় না। যদ্যপি এরূপ করিতে হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, মুদ্রাপ্রার্থীর এইবার সমূহ বিপদ—কেন না স্বাক্ষরটী খুব সম্ভব জাল করা। এমনও হইতে পারে যে, কতিপয় স্বাক্ষর ক্যাশিয়ার দু এক বৎসরের মধ্যে দেখেন নাই—অবশ্য সেগুলি নূতন বলিয়া মনে হইবে এবং সেইগুলিও প্রায়ই মিলাইয়া দেখিতে হয়।

আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, চেকে লিখিত টাকার সংখ্যা কোন কৌশলে বৃদ্ধি করিয়া ক্যাশিয়ারের হস্তে দেওয়া হয়—যেমন ১০০ টাকাকে ১০০০ করা,—টাকা দিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। টাকা দিবার সময় তিনি যে কেবল চেকটি পরীক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা নহে, তিনি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে মুদ্রাপ্রার্থীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভাব পর্য্যন্ত বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া লন। ক্রমে মনুষ্যহৃদয় পাঠ করা তাঁহার এত অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, সেই দৃষ্টিপাতেই তিনি বুঝিয়া লইতে পারেন, প্রবঞ্চনার আশঙ্কা আছে কি না।

শুধু এইখানেই যে ক্যাশিয়ারের কার্য্য শেষ হইল, তাহা নহে। তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে, মুদ্রাপ্রার্থীই যথার্থ-ব্যক্তি কি চেকটা কোন প্রকারে চুরি করিয়া আনিয়াছে; অতগুলি মুদ্রা স্বাক্ষরকারীর জমা আছে কি না। গচ্ছিতকারীদিগের হিসাবগুলি তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগে রাখিতে হইবে—তাহা না থাকিলে সহস্রাধিক লোকের হিসাব বারম্বার দেখিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা এক প্রকার অসম্ভব।

যদিও ক্যাশিয়ার এত সতর্কতা ও পটুতার সহিত কার্য্য করেন, তত্রাপি কখন কখন তাঁহাকে কোন সুদক্ষ প্রবঞ্চকের কৌশলে পড়িয়া প্রবঞ্চিতও হইতে হয়। একদা কোন বিখ্যাত ব্যাংকের ক্যাশিয়ারের সম্মুখে একটী এক শত টাকার চেক্ হস্তে ধরিয়া একটী ভদ্রলোক স্মিতবদনে দণ্ডায়মান আছে। তিনি চেকটী বিশেষ পরীক্ষা করিয়াও কিছুই খুঁৎ দেখিতে পাইলেন না। পাছে তাঁহার মনে কিছু সন্দেহ হয়, তাই লোকটী বলিল—"দেখুন, আমি অমুকের স্বাক্ষর (Endorsement) যে ঠিক আছে, সেজন্য ইহাতে (certificate) সার্টিফিকেট লিখিয়া আনিয়াছি। প্রার্থিত মুদ্রা দিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"লোকটা সামনে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতেছিল কেন? আর তাহার চেহারাটাই বা কেন আমার মনের মধ্যে বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে?" (ক্রমশঃ।)

প্রথম ভগ্নোৎসাহী প্যালিসির চিত্র।

বারনার্ড প্যালিসি।

——(:-০-:)——

(১)

পাঠকগণ! আজ আমরা আপনাদিগকে প্যালিসির জীবন চরিত উপহার দিতেছি—বারনার্ড প্যালিসি একজন কুম্ভকার, এই উৎযোগী, অধ্যবসায়শীল প্যালিসি সমগ্র ইয়োরোপের পর্শিলেন্ অর্থাৎ চিনামাটীর উৎকৃষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসীর এই জীবন চরিত অবশ্য পাঠ্য।

বারনার্ড পালিসি ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমে কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা রঙ্গীন কাচের কারখানায় কাজ করিতেন, এই সমুদয় রঙ্গীন কাচ গির্জ্জার জানালার শার্শী রূপে ব্যবহৃত হইত। সে এক সময় ছিল, তখন গরীব ভদ্র সন্তানগণ এরূপ কার্য্যে নিয়োজিত হইতে লজ্জিত হইতেন না। প্যালিসির পিতা এই কার্য্য করিয়া খাইতেন, শেষে প্যালিসিও তাঁহারই কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বালক প্যালিসি লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন, এবং কাঁচের উপর চিত্র করিতেও শিখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এখন কারুকার্য্য তত আদরের সহিত ভদ্রসন্তানেরা শিখেন না, কিন্তু ইহা শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, ভারতে এক সময় শিল্প বিদ্যার আদর ছিল, অপর সকল গৌরবের ন্যায় ইহাও এখন নষ্টপ্রায়। এই সময় ফ্রান্স দেশের সহর সমূহে অধিকাংশ কাষ্ঠের গৃহ ছিল, কিন্তু কাচের উপর চিত্র করিতে আগুনের সাহায্য আবশ্যক হইত। পাছে এই সকল কাষ্ঠের ঘরে অকস্মাৎ আগুন লাগিয়া যায়, সেই জন্য সহরে ইহাদিগের কাজ করিতে নিষেধ ছিল। সেই জন্য যাহারা কাচের উপর চিত্র কার্য্য করিত, তাহারা প্রায়ই জঙ্গলের ধারেই বসবাস করিত। ইহার আরও একটী কারণ, ইহারা এই চিত্র কার্য্যে কাষ্ঠের আগুন ব্যবহার করিত বলিয়া বনের ধারে বাস করায় কাষ্ঠেরও বিশেষ সুবিধা হইত।

প্যাসিসি যদিও লিখিতে ও পড়িতে সামান্যরূপ শিক্ষা করিয়া ছিলেন, কিন্তু এই বনস্পতি মধ্যে আকাশ এবং তরুলতা তৃণক্ষেত্র মণ্ডিত প্রান্তর ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাইতেন না। বালক প্যালিসি অনিমেষলোচনে আকাশ, তরুলতার সৌষ্ঠব, পশু পক্ষীর আদর্শ দেখিয়া সর্ব্বদাই আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তিনি স্বভাব হইতেই এই চিত্র-বিদ্যা শিক্ষাও করিয়াছিলেন। যেমনটী দেখিতেন, ঠিক সেইরূপই চিত্রিত করিতেন।

এই সময়ে ফ্রান্সে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত—জনসমূহ বিচিত্র কাচ বা জানালার কথা ভাবিবার সময়ই পায় নাই। দ্বিতীয় কারণ গৃহ মধ্যে অধিক আলোক আবশ্যক, কিন্তু রঙ্গীনকাচে আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতে পারিত না, এইজন্য রঞ্জিত কাচের জন্য লোকের তত আগ্রহও ছিল না। সুতরাং প্যালিসির পিতার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্যালিসি ভবিষ্যৎ কর্ম্মবীর—পিতার নিকট একটু একটু কাজও শিখিয়াছিলেন, তিনি বসিয়া বসিয়া পিতার অন্নধ্বংশ করা অযুক্তিসঙ্গত ভাবিয়া হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে খাটিয়া খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মনস্থ করিলেন। যে উদ্যোগী, সে লোক অধিক চিন্তা করে না, চকিতের মধ্যে নিজের বিবেচনাকে ঘনীভূত করিয়া এমন স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে জীব যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হয় যে, প্রায়ই বাধা বিপত্তি নতশিরে তাহার উন্নতির পথ হইতে অন্তর্হিত হইতে বাধ্য হয়।

প্যালিসি প্রায় দ্বাদশ বর্ষ বয়সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কার্য্য করিয়া পিতাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বিবাহ করিয়া নিজের একটী নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্যালিসির একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও কোন ক্ষুদ্র জিনিসই তাঁহার মনোযোগের বহির্ভূত থাকিতে পারিত না, প্রত্যেক জিনিস হইতে কিছু শিক্ষা করিতেন, সাধারণ লোকের এই গুণ প্রায়ই থাকে না। যাহার থাকে, সে ব্যক্তি প্রায়ই বড় লোক হয়।

প্যালিসির স্ত্রীর নাম, কোথায় তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাত হইয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। যখন প্যালিসির বয়স ২৯ বৎসর, তখন তিনি ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমে সেন্টস্ নামক একটী ক্ষুদ্র নগরে আসিয়া সস্ত্রীক বসবাস করিলেন, এই নগরের পার্শ্বদেশে চারেন্টী নামক স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। কবির লংফেলো এই স্রোতস্বতীর বর্ণনা কালে বলিয়াছেন।

"I see across the landscape wide,
The Blue charente, upon whose tide
The belfries and the Spires of
Saints,
Ripple and rock form side to side"

এই নদীর উপরে একটী সেতু ছিল, রোমানগণ সেই সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর তোরণ দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন

—সেণ্ট্সের ভগ্ন হর্ম্যগুলি আজিও রোমানগণের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্যালিসি এই ধ্বংসাবশেষ নগরের ধ্বংশ হর্ম্যাবলীর একটী ক্ষুদ্র কক্ষে স্বীয় বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া সস্ত্রীক বসবাস করিতে লাগিলেন—তিনি এরূপ স্থানে তাঁহার রঞ্জিত কাচ প্রস্তুতের জন্য যে চিমনী ব্যবহার করিতেন, তাহার দ্বারা অপরের কোন অনিষ্টেরই সম্ভাবনা ছিল না, এই জন্য এই নির্জ্জন স্থানটী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শুদ্ধ স্বভাবের বিচিত্র বিষয়সমূহ শিক্ষা করিয়া স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে প্যালিসি চিত্র-বিদ্যায় যে কিরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গকে তাহার একটু আভাষ দিলেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি যে ক্ষুদ্র কক্ষে বাস করিতেন, তাহার দ্বারদেশে একপার্শ্বে একটী কুকুর এবং অন্য পার্শ্বে একটী পেচকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এত স্বাভাবিক হইয়াছিল যে, পল্লীর কুকুর সেই চিত্রের কুকুরকে আক্রমণ করিবার জন্য সারা দিন চীৎকার করিয়া নীরব শান্তি-কুটীরের শান্তি ভঙ্গ করিত। আবার রাত্রিকালে পেচকের দলও চিত্রিত পেচকের সহিত আলাপচারী করিতে আসিত। শান্তিপ্রিয় নবদম্পতি এই কৌতুক দেখিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেন।

আজ এই পর্য্যন্ত থাক, আগামীবারে প্যালিসির জীবনী শেষ করিবার ইচ্ছা রহিল।

S. P.

বসন্তের অদৃষ্ট।

—:-(০)-:—

(২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বসন্তকুমার কে? বসন্তকুমার শ্রীধরপুরের ভূতপূর্ব্ব জমীদার শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। শ্রীকান্ত বাবুর অবস্থা খুব ভালই ছিল, কিন্তু জ্ঞাতিগণের সহিত ক্রমাগত বিবাদ ও মোকর্দ্দমা দ্বারা তাঁহার শেষ অবস্থায় সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়া এক্ষণে ঐ দ্বিতল অট্টালিকাখানি মাত্র অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ এখনও অতি কষ্টে দণ্ডায়মান আছে। পিতার এই রূপ অবস্থার সময়েই বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করেন। মাতা লালন পালন করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বধূমাতার দ্বিরাগমনের পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বসন্তের বিধবা পিসিমাতা এই অসহায় বালক ও বধূমাতাটীকে লইয়া সংসার বজায় রাখিয়াছিলেন। বসন্তের মাতা বড় ঘরের কন্যা ছিলেন, নিজের কিছু গুপ্ত স্ত্রীধন ছিল, তদ্দ্বারা বসন্তকুমারকে গ্রামেরই মাইনর স্কুলে পড়াইয়াছিলেন, বসন্তকুমারের অবস্থা এখন বিশেষ শোচনীয়, পিতার আমলের কিছু ঋণ এখনও আছে। যখন শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের সুসময় ছিল, তখন গ্রামবাসী প্রায় সমস্ত লোকই তাঁহার নিকট কত উপকার পাইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালী সমাজের একটা মামুলী ব্যবহার আছে যে, অবস্থা মন্দ হইলে তাহার মুখপানে আর কাহারও তাকাইতে নাই। শ্রীধরপুরের সমাজেও সে ব্যবস্থার কোন ত্রুটীই ছিল না। সেই শ্রীকান্তবাবুর সন্তান মাঝে মাঝে উপবাসেও দিনাতিপাত করিয়াছে, তথাপি পল্লীবাসীগণ বড় একটা সে সংবাদ রাখিত না। বসন্তকুমার বিশেষ শিক্ষিত না হইলেও বড় ঘরের ছেলে বলিয়া স্বাভাবিক অনেক মহত্ত্ব তাহার ছিল—সে সর্ব্বদাই ভাবিত, কি উপায়ে এই আসমুদ্র অভাবের সংসার চালাইবে!

বসন্তকুমার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক দিন স্থির করিল যে, এ সংসারে কেহ উপবাস থাকে না, চেষ্টা করিলে পশু-পক্ষীও খাইতে পায়। আমি আসমুদ্র অভাবের একটানা স্রোতে পড়িয়া ভাসিয়াই চলিয়াছি। আমার কেহ নাই যে চাকুরী করিয়া দেয়। সুতরাং আমি এই কঠোর শোচনীয় অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার কি উপায় করিতেছি? আমাকে অন্যত্র যাইতেই হইবে। মানুষ চেষ্টায় না পারে কি? এই সকল ভাবিয়া একদিন আভাসে ইন্দিরার নিকট মনের কতকটা ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দিরা কেবল বলিয়াছিল, আমাদের কে আছে যে, তোমার চাকুরী করিয়া দিবে?—কোথাও যাইয়া কাজ নাই, যতদিন বাঁচি, একত্রে থাকি, যদি অনাহারে মরি, দু'জনেই এক সঙ্গে মরিব।

ক্রমশঃ—

সহজ-শিল্প-শিক্ষা।

ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌ট্যাণ্ট।

ড্রেন, নরদমা প্রভৃতিতে এই "ডিস্‌ইন্‌ফেকটেণ্ট" ব্যবহার করিলে দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ হইয়া রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে।

ক্রিসোল	৬৫·৫ ভাগ।
রজন	১২·৫ ভাগ।
কষ্টিক পটাস	২ ভাগ।
জল	১০০ ভাগ।

ক্রিসোল এবং রজনকে অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া কষ্টিক পটাসকে ৮ ভাগ জলে গুলিয়া পূর্ব্বোক্ত রজন ও ক্রিসোলের যে সলিউসন প্রস্তুত আছে, তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় ফুটাইতে থাক। তাহার পর ঠাণ্ডা হইলে নামাইয়া বোতলে রাখ। যখন আবশ্যক, যে পরিমাণ ব্যবহার করিবে, তাহাতে তাহার ১০০ ভাগ জল মিশাইয়া ব্যবহার কর। সমস্ত জিনিস ঔষধ-বিক্রেতার দোকানে পাওয়া যাইতে পারে।

কাঠকাঠরার ভাল পালিস।

Furniture Polish.

তারপিন	১ পাইট।
ফুটন্ত মসিনার তৈল	২ পাইট।
প্যারাফিন্ তৈল	২ পাইট।

মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া পালিস করিলেই সুন্দর চকচকে হইবে।

রৌপ্য পালিসের পেষ্ট্।

হোয়াটিং	৪ আউন্স।
চা-খড়ি-চূর্ণ	১ ঐ।

হাইপো সলফাইট সোডিয়ম অর্দ্ধ আউন্স্।

চটচটে আঠার মত করিতে যতটুকু জল আবশ্যক। একটু ফ্ল্যানেলে লাগাইয়া রৌপ্যের জিনিস ঘর্ষণ করিলে ভারি উজ্জ্বল হইবে।

ফুট পাউডার।

অনেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষের পা ঘামিয়া থাকে, তজ্জন্য পা হাজিয়া যায়। নিম্নলিখিত ঔষধে ভাল হইবে।

সালিসিলিক অ্যাসিড্	১।৷০ ড্রাম।
বোরাক্‌স্	৷৷০ আউন্স।
প্রিপেয়াড্ চক্ (ফুলখড়ি চূর্ণ)	১ আঃ।

খুব ভাল করিয়া চূর্ণ করতঃ জুতা এবং মোজার মধ্যে ছড়াইয়া ব্যবহার করিতে হয়। —ডাঃ ডোনি, মেডিক্যাল সমারি।

Tooth Paste.

দন্তমঞ্জনের সামগ্রী

(টুথপেষ্ট্।)

প্রিসিপেটেড্ চক্	২ পাউণ্ড।
অরিস্ উড্ চূর্ণ	৪ আউন্স্।
থাইমল	১০ গ্রেন।
মেন্‌থল	১০ গ্রেণ।
দারুচিনির তৈল	২০ ফোটা।

উইন্টার গ্রীন তৈল অর্দ্ধ আউন্স্।

সালিসিলিক অ্যাসিড —৩০ গ্রেণ।

গ্লিসারাইট অফ ষ্টার্চ্চ—যতটুকু আবশ্যক।

ইহা দন্তধাবনের জন্য ব্যবহার ও বিক্রয় হয়।—"কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট," লণ্ডন।

মেটাল পালিস্।

ট্রিপলী বা রটেন ষ্টোন্	৩ আউন্স্।
টারটারিক অ্যাসিড্	২ ড্রাম।
পেট্রল	১৪ আঃ।
অয়েল মিরবেন	১০ ফোটা।

এইগুলি সমস্ত মিশ্রিত করিলেই হইবে। নাকড়ায় একটু লইয়া কোন পালিস্ করা ধাতুতে মাখাইয়া শুষ্ক ফ্ল্যানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই জিনিস খুব চকচকে হইবে। ইহা খুব বিক্রয় হয়। কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

ভাল প্রিস্‌ক্রিপ্সন সংগ্রহ।

ম্যালেরিয়ার জন্য।

(১) টিঞ্চার আয়োডিন্ কম্পাউণ্ড ২ ড্রাম।

ফাউলারস্ সলুইশন ... ১ ঐ।

মাত্রা—পূর্ণবয়স্কের জন্য—১০ ফোঁটা হইতে ১৫ ফোটা, আহারের পর ব্যবস্থেয়।

(২) টিংচার আয়োডিন কম্‌পাউণ্ড ৩ ড্রাম।

কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ ... ১ ঐ।

মাত্রা।—পূর্ণবয়স্কের জন্য ৪ ফোঁটা, ৪ ঘণ্টা অন্তর, জলের সহিত মিশাইয়া সেবনীয়।

—জে, এইচ, বরনেট, এম্-ডি ; ডকটর নামক আমেরিকান মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

লম্বেগো বা কটী-বাত।

মেডিক্যাল রিভিউ অফ্ রিভিউ পত্রিকা নিম্নলিখিত মালিস্‌টী স্থানীয় প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা করিতে বলেন :—

টিং আইডিন্ ...	২ ড্রাম।
টিং একোনাইট্ রুট	৩ ঐ।
স্পিরিট্ ক্লোরাফরম	৪ ঐ।
সোপলিনিমেণ্ট	৩ আউন্স।

বেদনা-স্থানে ২।৩ বার মালিস করিতে হইবে।—প্রিসক্রিপ্‌সন। (ইহা বিষাক্ত ঔষধ।) সাবধান।

লোক-চরিত্র।

—:০:—

দোকানদারী করিতে হইলে লোক-চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। লোক-চরিত্র না জানা থাকিলে দোকানদারী চলে না। সেই জন্য সর্ব্বদা লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করা উচিত।

১। লোকের স্বভাব এবং তাহার মনের কথা টানিয়া বলিতে পারিলে, তোমার উপর তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও বিশ্বাস জন্মিবে। সে বুঝিবে, তুমি কাজ জান। কিসে লোকের রুচি, লোকের বিরক্তি, লোকের অনুরাগ ও বিরাগ, সেই টুকু, ২।৪ জনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আপনা হইতেই ক্রমে বুঝিতে পারা যাইবে।

সেইটুকু সাম্‌লাইয়া তুমি কথা বলিলেই অনুরাগভাজন হইবে।

২। মানুষ ভুলিয়া যাইতে খুব মজবুত। স্মরণ করাইয়া না দিলে মনে থাকে না। মধ্যে মধ্যে পুরাতন ক্রেতাকে পত্রাদি দ্বারা, নূতন হ্যাণ্ডবিল পাঠাইয়া, স্মরণ করাইয়া দিবে। ভাল কাজ হইবে, দেখিও।

৩। মুখে এক বলা, কাজে আর করা, প্রায় শতকরা ৫০ জন লোকের স্বভাব। তোষামোদ, প্রশংসা ভাল বাসি না, অনেকে বলেন, সেটা ঠিক নয়। মনে মনে তোষামোদ অনেকেই ভাল বাসেন। স্পষ্ট কথায় অনেক খরিদদার চটিয়া যান। এই বুঝিয়া যতদূর বিনীত ব্যবহার দেখাইতে পার, তাহার ত্রুটী করিও না। ব্যবসাদার যতই ধনী হউক, তথাপি পরাধীন, পরের রুচিসাপেক্ষ। স্পষ্ট কথা বলিবার যো নাই। শিষ্টাচার দেখান কি অযাচিত ভাবে আলাপ করা, ব্যবসাদারের তোষামোদ করা নহে। এতটুকু করা আবশ্যক। তাহা চিঠিপত্র দ্বারাই হউক, বা সমুখে সমুখেই হউক, শিষ্টাচার দেখাইবে।

৩। যে লোকের মুখে শুনিবে,—আমার মুখের কথাই দলিল (Document), সেখানে Document লইবে। স্বাক্ষর লইয়া তবে মাল ছাড়িবে। মজা দেখিও, সে লোক অসন্তুষ্ট হইবে। মুখের কথা আর স্বাক্ষর যদি এক হয়, ভাল লোক হইলে তবে সে মুখের কথাকে বড় করিতে চায় কেন? স্বাক্ষর দিলেইত হয়। সেখানে বুঝিবে, স্বাক্ষরে তা'র ভয় আছে। স্বাক্ষরই লইও। কথা নিরাকার ব্রহ্ম; কখন্ আছে—কখন্ নাই, অস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন।

৪। যেখানে কেহ বলিতেছে, "আরে! তুমি আমার কি পর? এতে আর নিয়ম লইয়া টানাটানি কেন?" সেখানে বুঝিবে, সে লোক ভাল নয়; নিশ্চয় সে ভবিষ্যতে ঠকাইবে। নচেৎ সে নিয়মের বাধ্য হইতে চায় না কেন? বহুবার এই গছান আত্মীয়তায় ঠকিয়া বোকচন্দ্র সাজিয়াছি। সাবধান! সাবধান!! কাজ—কাজের নিয়মেই হওয়া চাই। ইহাতে ভাললোক কদাচ আপত্তি করিবেন না। আমি বহুবার লোকের কাজ করিয়া দিয়াছি, নিজের আত্মীয়তা, সদাশয়তা দেখাইয়া কন্ট্রাক্টে স্বাক্ষর করে নাই। শেষে টাকাও দেয় নাই। আমি কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কথা নিরাকার ব্রহ্ম, তাহার আর আমি কি করিব? বোকা হইয়া নিঃশব্দে চাপিয়া গিয়াছি।

৬। বড় লোক বলিয়া অনেকে বিনা-স্বাক্ষরে জিনিস ছাড়িয়া দিয়া কান্দে। আমিও এই সম্প্রদায়ের লোককে দেখিলে কম্পিত হই। সাবধান! সাবধান! ইঁহারা সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। ধার লইয়া যাইবার সময় আণ্ডাবাচ্ছা লইয়া আসিয়া খরিদ করেন। টাকা বহিয়া আনিতে ইঁহাদের কষ্ট হয়। সরকারের নিকট টাকা পাইবে বলিয়া অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়েন। তুমি বাবুকে খবর দিবার জন্য ২।৪ মাস দ্বারবান সাহেবের তোষামোদ কর। কি পাপ! এসকল বাঙ্গালী বাবুর এইরূপই কায়দা। এইটা বুঝিবে যে, ইহাদের টাকা থাকিতে ধারে কিনে কেন? সরকার লইয়া জিনিস কিনিতে আইসে, সরকার টাকা বহিয়া আনে না কেন? ইহাদের টাকা বাহির হইতেও কত কড়া নিয়ম!

৬। দর দস্তর করিয়া বিক্রয় করিও না, জিনিস বিক্রয় না হয়, নাই হইবে। ক্রেতা ক্রমে বুঝিবে, আর দর করিবে না। গলদ করিয়াছ ত মরিয়াছ। বিনয়, শিষ্টাচার যথেষ্ট দেখাইবে, কিন্তু নিজের ক্ষতি করিয়া খাতির করিলে কতদিন পারিবে?

৭। পরের জিনিস বিনামূল্যে পাইতে ছোট বড় বুঝি না, সকলেরই সমান আকাঙ্ক্ষা, তা—সে আধ পয়সার জিনিস হইলেও ক্রেতা বিনামূল্যে পাইতে ভাল বাসেন। এমন কতকগুলি জিনিস রাখিবে যে, ক্রেতাগণকে তাহাদের জিনিসের সঙ্গে বিনামূল্যে দিতে পার। ইহাতে ব্যবসায়ের উপকার হইবে। লোকে ভারি খুসি হইবে।

৮। দোকানদারের ঘরে ক্রেতাগণ ছেলে সঙ্গে আসিলে, যে দোকানদার অগ্রে বালক বালিকার আদর করে, সেই বুদ্ধিমান। সে নিশ্চয় তাহার পিতামাতাকে জিনিস বিক্রয় করিতে পারিবে। মানুষের স্বভাব,—কেহ যদি তাহার ছেলের প্রশংসা করে, ছেলেকে আদর করে, তবে সে গলিয়া যায়। মফঃস্বলের ক্রেতাকে কোন দ্রব্য বালক-বালিকার জন্য একবার উপহার পাঠাইলে ক্রেতা চিরদিনের জন্য পাকা হয়। এ প্রথা অবলম্বন করিতে ভুলিও না।

১০। স্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন করিলে স্বামী হস্তগত হয়; স্বামীর প্রশংসা করিলে স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়; পিতা—পুত্রের প্রশংসায় গলিয়া যায়; নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মী বলিলে গলিয়া যায়; গরীব সস্তায় সন্তুষ্ট হয়; বড় লোক তোষামোদে বশীভূত হয়; মোসাহেবকে আগে খাতির করিলে কাজ হাঁসিল হয়। শিক্ষিত লোকে বিদ্যার প্রশংসায় গলিয়া যায়। ইহাই লোক-চরিত্র-রহস্য!

১১। নরচরিত্র কদাচিৎ গুণগ্রাহী; জিনিসের গুণ—কম লোকেই বিচার করে। লোকে কেবল দরেরই সুবিধা দেখিয়া থাকে। জিনিস ভাল ও দাম সুলভ, এরূপ জিনিস পাইতে মানুষ বড় ভাল বাসে। সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১২। আমি তোমাকে স্মরণ করিলেই তোমার চিত্ত আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহা will force বা ইচ্ছাশক্তির কাজ। সর্ব্বদা পত্রাদি দ্বারা পুরাতন ক্রেতাগণের চিত্তাকর্ষণ করিবে।

১৩। বালক বশীভূত হয়—আদরে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে বালকদিগকে অতি আদরে বিক্রয় করিবে; বালক বশীভূত হইলে বালকের আত্মীয়-স্বজন বশীভূত হইয়া থাকে। বালককে প্রতারিত করিলে তাহাদের পিতা মাতারও বিশ্বাসভাজন হইবে না।

১৪। কাহারও রুচির উপর, পোষাকের উপর, আয়ব্যয়ের উপর কথা কহিও না বা সমালোচনা করিও না, নর-চরিত্র যতই পরিমার্জ্জিত হউক, এসকল কথায় সন্তুষ্ট হয় না। নিজে ছোট হইতে সকলেই নারাজ। শতকরা ৯০ জন লোক নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, রুচি, রূপ, গুণ, অল্প ভাবিতে চাহে না। কিন্তু দেখায় সাধুর মত। যেরূপ আদেশ, সেই আদেশমত কার্য্য

করিবে। অপারক হও, বিনীতভাবে ত্রুটী স্বীকার করিবে, তথাপি তর্ক করিও না। শত্রু বৃদ্ধি করা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নহে। কুরুচি—সুরুচির কথায় কাজ কিছু?

১৫। দূর হইতে যাহারা জিনিসের অর্ডার করে, আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রধান মূল। সে জিনিস সে তৎক্ষণাৎ পাইতে চায়। জ্ঞানী অজ্ঞান বুঝি না; মানুষ আকাঙ্ক্ষার দাস। মানুষকে আকাঙ্ক্ষায় কার্য্য করায়। এই আকাঙ্ক্ষা থাকিতে যে ব্যবসায়ী সম্মুখে জিনিস ধরিয়া দিতে পারে, সেই চতুর। আকাঙ্ক্ষা চলিয়া গেলে আর কে লইবে? যে হাতী কিনিত, সে চলিয়া গেলে আর কে হাতী কিনিবে? বিলম্বে আকাঙ্ক্ষা দুর্ব্বল হয়। সেই জন্য দূরের জিনিস ফিরিয়া আসে। পত্র প্রাপ্তি-মাত্র জিনিস পাঠান উচিত।

১৬। সকল সমাজেই একপ্রকার লোক আছে, তাহারা অনধিকার-চর্চ্চা ভাল বাসে। তাহারা সমস্ত জিনিস চেনে, সমস্ত জানে, বলিতে চায়। তাহারা প্রায়ই নিষ্কর্ম্মা এবং সর্ব্বদাই পরের বৈঠকখানায় আড্ডা করিয়া বসিয়া থাকে। যে কোন কথাই হউক, তাহারা একটা মন্তব্য প্রকাশ করিতে ভাল বাসে। ইহাদের দ্বারা ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। মনে কর, একটা ঘড়ীর বিজ্ঞাপন কাহাকেও পাঠাইলে; সেইরূপ লোক সেখানে সে সময় উপস্থিত,—বলিয়া ফেলিল, "ও ছাই ঘড়ী! ও বেটারা জুয়াচোর"! ক্রেতার ও বিক্রেতার উভয়েরই অনিষ্ট হইল। ক্রেতা সুবিধায় জিনিস কিনিত, সে সাহস করিল না; বিক্রেতাও যথার্থ সৎ-ব্যবসায়ী হইলেও বিনা কারণে দোষী হইল।

ক্রমশঃ।

হরীতকী।

—:০:—

ইহার ইংরাজী নাম—"চেবুলিক মায়রোবোলান, (Chebulic Myrobolam)। এদেশের অনেক জঙ্গলে ইহা এত প্রচুর জন্মে যে, ইহা বিলাতী সওদাগরেরা ক্রয় করিয়া বিলাত পাঠাইয়া থাকেন; ইহা সংগ্রহ করিলে এদেশের অনেক লোকের অন্নের সংস্থান হয়।

তা'—এই হরীতকীর অশেষ গুণের কথা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এত আলোচিত হইয়াছে যে, আমাদের সামান্য স্থানে তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

বিদেশের রসায়নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এবং চিকিৎসকগণ এই হরীতকী সম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না।

ব্রিটিস মেডিক্যাল জরনাল নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা বলেন, "ইহা বিরেচক, অতএব কোষ্ঠ বদ্ধতায় ইহা সুন্দর কার্য্যকারী। আমাদের যত প্রকার বিরেচক ঔষধ আছে, ইহা তাহার তালিকা ভুক্ত হইতে পারে।"

"We have tried it carefully in several cases of habitual constipation and have no doubt it is a valuable addition to our list of laxatives."

ডাক্তার ওয়ারিং বলেন, এই হরীতকী বাজারে সকল বেণের দোকানেই পাওয়া যায়। ইহা কসায় আস্বাদবিশিষ্ট, একটু লম্বা, ৫।৬টী শিরাবিশিষ্ট। ইহাকে চিবুলীক হরীতকী বলে, (Chebulic) হরিতকীর বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ; পাটকিলে রঙ্গের।

মৃদু বিরেচকরূপে ইহা ব্যবহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যবহার করিলে ২।৩ দাস্ত কোষ্ঠসাফ্ হইতে পারে। ইহাতে পেটবেদনা বা বমী হইবে না। পূর্ণ বয়স্কের জন্য, হরিতকী চূর্ণ ... ১ ড্রাম।

চারুচিনি বা লবঙ্গচূর্ণ... ১ ঐ।

জল কিম্বা দুগ্ধ ... ৪ আউন্স্।

দশ মিনিট অগ্নিতে চড়াইয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। এই পরিমাণ এক-জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি খাইলে ২।৩ বার পরিষ্কার দাস্ত হইবে।

১৪।১৫ বৎসরের বালকের মাত্রা উহার অর্দ্ধেক, ৮।১০ বৎসরের বালকের পক্ষে সিকি মাত্রা, খুব ছোট ছেলের কাষ্টর অয়েলের জোলাপ দেওয়াই উচিত।

ইহার আর একটী বিশেষ গুণের কথা বলিব। ইহার ক্ষত-আরোগ্যকারী ক্ষমতা অদ্ভুত। যে সকল ক্ষতে রস এবং পুঁয প্রচুর পরিমাণে পড়িতে থাকে, তাহাতে নিম্নলিখিত মলমটী দিলে বিশেষঃ সুফল পাওয়া যায়।

হরিতকী-চূর্ণ
খদির-চূর্ণ } সমভাগ।

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া খুব ভাল গাওয়া ঘৃতের সহিত উত্তমরূপে মিশাইবে, যেন পাতলা না হয়, মলমের মত হইবে। তাহাই লিণ্ট বা তুলার দ্বারা ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে, অবিলম্বে স্রাব কম হইয়া ক্ষত আরোগ্য হইয়া যাইবে; দুইটী জিনিসই সঙ্কোচক (astringent)। আমার নিজের বহুদর্শিতার একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করিলাম। গলসীর রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, পায়ের চাটুর উপর একটী ক্ষত হয়, প্রচুর জলবৎ দুর্গন্ধ স্রাব বাহির হইতে থাকে। স্থানীয় ডাক্তারগণ ইহাতে আইডো-ফরম, বোরাসিক্, কার্ব্বলিক তৈলাদি দ্বারা ড্রেসিং করিয়া সুফল করিতে পারেন না। স্ত্রীলোকটী ক্রমে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, আত্মীয়তা সূত্রে একদিন দেখিতে যাই; ক্ষতের অবস্থা দেখিয়া আমার নিম্নলিখিত ঔষধটী প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা হয়।

(১) জাঙ্গী হরীতকী—সিকিতোলা

(২) চিতি সুপারি — ঐ

(৩) জৈনপুরী খদির— ঐ

ইহার প্রথম ২টীকে কাঠের কয়লার আগুনে Charcoal-এর মধ্যে দগ্ধ করিতে দিই। যখন খুব লাল হয়, তখন আগুন হইতে বাহির করিয়া একটী বাটী চাপা দিই, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া জাঙ্গী হরীতকী এবং সুপারি গুলি কাল হইয়া যায়। যদি বাটী চাপা না দিয়া হাওয়ায় ফেলিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে ভস্ম হইয়া যাইত, কোন কাজ হইত না। তাহার পর জৈনপুরী খদিরকেও আগুনে দিয়া একটু কড়া করিয়া লইয়াছিলাম। তাহার পর হামামদিস্তায় ফেলিয়া খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একটী মটর-পরিমিত "তুঁতে"কে (Sulphate of copper) অগ্নিতে পোড়াইয়া যখন সাদা হইয়া

গিয়াছিল, তখন ঐ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া আরও পিসিয়া একটি ন্যাকড়ায় সমস্তগুলি দিয়া একটী "পুপী" করিয়া ছিলাম। ক্ষত স্থান উত্তমরূপে নিমপাতার জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক ন্যাকড়া দ্বারা ক্ষতের জলটা শুষিয়া লইয়া, সেই পুপিটী আস্তে আস্তে ক্ষতের উপর নাড়িলেই সূক্ষ্মবস্ত্র মধ্য দিয়া যে গুঁড়া পড়িত, তাহার উপর ন্যাকড়া দিয়া বান্ধিয়া দিতাম।

ফলাফল।

প্রথম দিবসেই স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিবস ধৌত করিয়া দেখি, ক্ষতস্থান স্বাস্থ্যযুক্ত, লাল হইয়াছে; তৃতীয় দিবস দিয়া আর ক্ষতস্থান কয়েক দিন খুলি নাই; ৭ দিন পরে দেখি, ক্ষত আরোগ্য হইয়া একটী চটা উঠিয়া গেল, রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেন। একটী স্ত্রীলোকের স্তনে ক্ষত হইয়া ক্যান্‌সারের মত হইয়াছিল, আমি একবার তাহাতেও উক্ত ঔষধ দিয়া আশাতীত সুফল পাইয়াছিলাম। হরীতকী যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, ইহা কষায়-গুণ-বিশিষ্ট, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে গ্যালিক্ অ্যাসিড বিদ্যমান থাকে। কাঁচা হরীতকীর বিরেচক গুণ অধিক।

হরীতকী অশেষ গুণবিশিষ্ট, এদেশেই জন্মে, কিন্তু এ দেশের লোকে এ সকলে উদাসীন; তা' না হইলে আমাদের এমন দশা হইবে কেন?

S. P.

গৃহিণীর বৈঠক।

২য় দৃশ্য।

নাত্‌নী সরযূ আসিয়া বলিল,—তুমি কখন পোলাও খেয়েছ দিদিমা! গিন্নি একটু হাস্‌লেন; বল্লেন, "কোথা পা'ব?" সরযূ বলিল, "ওমা—তুমি পোলাও খাওনি? তাই আবার হয় বুঝি! এতবড় বড়লোকের মেয়ে আবার পোলাও না খায় বুঝি?"

গিন্নি বল্লেন;—সত্যি সরযূ, পোলাও খাইনি তবে রেন্ধেছি বটে।

সরযূ অবাক্ হয়ে গেল। পোলাও রেন্ধেছে তবু খায়নি—কেমন ক'রে না খেয়ে ছিলে দিদিমা? আমি ত না খেয়ে থাক্‌তেই পাত্তুম্ না। সরযূর দিদিমা একটু হাস্‌লেন; বল্লেন, "আমরা সে কালের মেয়ে; স্বামীর জন্য সব করে দিতুম, কিন্তু মাংস-দেওয়া পোলাও খেতুম না, হিন্দুর ঘরের মেয়েকে ওসব খেতে নাই। তখনকার এমনি ধারা ছিল। এখনকার মেয়েরা না খেলে ছেলেরা রাগ করে, জোর করে খাওয়ায়!

"দিদিমা কেমন করে পোলাও রান্ধতে হয়?"

গিন্নি বল্লেন,—তবে ডাক্ সকলকে। সরযূ চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল এবং পরক্ষণেই বড়বউকে তারমাকে ধরে নিয়ে গিন্নির সাম্‌নে হাজির কল্লে। গিন্নি বল্লেন, আজ তোমাদিগকে পোলাও রান্না শিখুব।

সরযূ বল্লে—"দিদিমা তবে উনন ধরাব?"

"অ্যাঃ—তোর নিতান্তই পোলাও খাবার ইচ্ছে দেখ্‌চি, আচ্ছা তাই ধরা। বুঝ্‌তে পেরেছি, নাৎজামাই আজ পোলাও খেতে চেয়েছে বুঝি?"

সরযূ একটু অপ্রতিভ হইল; একটী ছোট কিল দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে নীচে চলিয়া গেল।

গিন্নি বল্লেন, দেখ বৌমা, ও-বেলায় যে মাছটা এসেছিল, তার খানিকটা কসা আছে ত, তারই পোলাও কর। বৌমা বল্লেন, "তাই হোক, আজ ঠাকুরঝিকে রান্ধ্‌তে হবে।" গিন্নির কন্যা সরসী বল্লেন, "আমার কর্ম্ম নয় বউ-দিদি, তুমি বৌদিদি, কলিযুগের সাক্ষাৎ দেবতা, তুমি রান্ধ্‌লে দোষঘাট সব বেমালুম মিলিয়ে যাবে, তুমি রান্ধ। আমার উপর খাবার ভার দিলেই যথেষ্ট হ'বে।" বউ বল্লেন, বটে? এতকষ্ট কেমন ক'রে ক'র্‌বে? যে আজ্ঞা তবে যোগাড় করা হোক।"

গিন্নি বল্লেন "যাও, যোগাড় কর, আর বস্‌লে রাত হয়ে যাবে। আন দেখি, আদা-ছেঁচা আধ পোয়া, নুন আন্দাজ ৪ তোলা, গোটা ধনে আধ পোয়া, গোলমরিচ গোটা আন্দাজ ১ তোলা, তেজপাতা কতকগুলি, ছোট এলাচ দু আনা আন্দাজ, দারুচিনি দুই আনা, লবঙ্গ দু'আনা।" ছোট ছোট বউএরা এগুলি যোগাড় কর্ত্তে লাগ্‌ল; এদিকে সরযূ উননে ফুঁ দিয়ে চোক্ দিয়ে জল পড়্‌চে,—চোক মুখ লাল করে এসে বল্লে,—"দিদিমা, উনন ধরিয়ে ফেলেছি।" দিদিমা বল্লেন—বেশ করেছ।

বড় বৌমা মাছগুলি আন্‌লেন। গিন্নি বল্লেন, দেড়সের মাছ চাই, হবে ত? বৌমা। হ্যাঁ—

গিন্নি। হাড়ীটে উননে চড়াও; ওতে মাছগুলি, ধনে আর আদা দিয়ে ✓২ সের জল দাও; মুখটা ঢেকে ফেল।

বউ মা তাই কল্লেন। গিন্নি বল্লেন,—জল ম'রে আধসের আন্দাজ থাক্‌তে নাবিয়ে ফ্যাল। একে কি বলে জান? একে বলে আক্‌নীর জল। মাছগুলিকে আস্তে আস্তে তুলে, আর একটা সরায় রাখ,—যেন না ভাঙ্গে।" বৌমা তাই কল্লেন।

গিন্নি। হাঁড়ীটেতে ঘী ছটাক-খানেক আন্দাজ দিয়ে লবঙ্গগুলি ফোড়ন দাও; তারপর আক্‌নীর জলটা দিয়ে সম্বরে দাও। একটু ফুট্‌লেই অন্য পাত্রে ঢেলে রেখে হাঁড়ীটা পরিষ্কার কর। তার পর আর একটু ঘী দিয়া লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া মাছগুলি সম্বরে নাও। বৌমা তাই কল্লেন। গিন্নি বল্লেন, মাছগুলিকে অন্যপাত্রে রেখে চালগুলি জলে আধ সিদ্ধ করে নাও। এই সকল করা হ'লে গিন্নি, বৌ-মাকে একটা পিতলের মুখ-চওড়া হাঁড়ী আন্‌তে ব'লে বল্লেন,—ঘীটা একটু গরম করে নাও; ঐ ঘী হাড়ীটায় একটু দিয়ে তার উপর তেজপাতাগুলি সাজাও; তারপর গরম জলে যে চালগুলি আধ-সিদ্ধ হয়ে আছে, সেগুলি ছেঁকে নাও; তা'তে বাকী মসলাগুলি একটু থেঁতো করে নিয়ে কতক চালের সঙ্গে আর কতক মাছের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তার পর পিতলের হাঁড়ীতে যে ঘী তেজপাতা সাজান আছে, তার উপর এক থাক্ মাছ, তার উপর এক থাক্ চাউল, তার উপর আবার তেজপাতা, তারপর ঘী, এমনি করে সব মাছ আর চালগুলি সাজিয়ে, সব উপরে কতকগুলি তেজপাতা দাও, তার উপর বাকী ঘী, আক্‌নির জল আর লবণটা দিয়ে মুখে সরা চাপা দাও। উননের আঙ্গারাগুলো বার করে হাড়ীর গলা পর্য্যন্ত ঢেকে দিয়ে দমে বসিয়ে রাখ,

আর মাঝে মাঝে হাঁড়ীর কানাটা নেকড়া দিয়ে ধরে ঝাঁকরে দাও, যেন থাক্ না ভাঙ্গে। তারপর একটা ছু'ট ভাত টীপে দেখ, সিদ্ধ হয়েছে কি না। এই আর কি—পোলাও হয়ে গেল! বৌমা ঠিক তাই কল্লেন—ঠিক পোলাও হ'ল।

গিন্নি বল্লেন,—এটা ঠিক পোলাও নয় বটে, একে বলে ঘী-ভাত।

তারপর বৌমা মাছের কালিয়া ও চাটনী রেন্ধে নিয়ে, বাড়ীর পুরুষদিগকে খেতে ডাকলেন।

সরযূ বল্লে,—দিদিমা, পোলাও রান্না শক্ত, কেউ রেন্ধে দিলে খেতে ভাল।

গিন্নি বল্লেন,—যখন নাৎজামায়ের সঙ্গে বিদেশে চলে যাবি, তখন যদি জামাই খেতে চায়, পোলাও-রাঁধা বামুন পাবি কোথা? নিজে রান্ধলে কত সুখ হবে, বল্ দিখি।

সরযূকে নাৎজামায়ের কথা বল্লেই সব ঠাণ্ডা—একদম চুপ।

সরসীবালা বল্লেন, বউদিদি! আমিও বস্‌ব নাকি?

বৌ বল্লেন—আপত্তি কি?

ART OF CANVASSING.

ক্যানভ্যাসিং শিক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

—:•:—

বিনা মূলধনে যে, কোন কারবারই করা যায় না, এটা ভুল কথা। জগতে এমন অনেক কাজ রহিয়াছে, যাহাতে মূলধনের আবশ্যকতা নাই—অথচ সে সকল কার্য্য অর্থকরী এবং সৎ। এই সকল কার্য্যের মধ্যে এ প্রবন্ধে যে কার্য্যের কথা বলিতেছি,—তাহার নাম "Canvassing Business." এই ক্যানভাসিং কার্য্যে মুলধনের আবশ্যকতা নাই। ইহাতে কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক মাত্র। যে গুণগুলির উৎকর্ষতা সাধন করিতে পারিলে এ কার্য্যে নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা পরে বলিতেছি। এক্ষণে ইহা কতদূর লাভজনক কার্য্য, আগে সংক্ষেপে তাহাই দেখাইব। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার আবালবৃদ্ধবনিতা এই কার্য্য করিয়া থাকে। সে-দেশের একজন ক্যানভাসার, প্রতিদিন সন্ধ্যা এবং সকালে মাত্র ২।৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া সপ্তাহে ৫০ হইতে ১০০ ডলার উপার্জ্জন করিয়া থাকে। আমাদের ৩৵০ তিন টাকা দুই আনায় উঁহাদের ১ ডলার হয়, সুতরাং সপ্তাহে ১৫০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কেহ কেহ ইহার তিন গুণ টাকা ও ক্যানভাস করিয়া উপার্জ্জন করেন, এমন দৃষ্টান্তেরও অপ্রতুল নাই। সুতরাং দাসত্ব করা অপেক্ষা ইহা যে সহস্রগুণে গৌরবজনক কাজ, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। আমাদের দেশের অনেক মুরুব্বিহীন যুবক অনায়াসেই বিনা মূলধনে এই কার্য্য করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন ও করা উচিত। ক্যানভাসিংএর কাজ সমগ্র সভ্যজগতে সম্মানের সহিত চলিয়া আসিতেছে। বড় বড় সওদাগর এই ক্যানভাসার ব্যতীত কোন কাজই করিতে পারেন না। ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু ক্যানভাসার প্রতিবৎসর সপ্তসমুদ্র পার হইয়া এদেশে আসিয়া ক্যানভাস্ করিয়া প্রতিবৎসর লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর আমাদের দেশের লোকে মূলধনের অভাবের ওজর দেখাইয়া একটী ১০৲ কি ১২৲ টাকার কার্য্যের জন্য—সহস্র লোকের দ্বারস্থ হইতেছেন, ইহা অবশ্যই পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। একজন ক্যানভাসার ১ ঘণ্টার কার্য্যে ১০০৲ টাকাও উপার্জ্জন করিতে পারেন, সেবিষয়ে অণুমাত্র সংশয়ের কারণ নাই। কিন্তু এদেশের লোকে ব্যবসা বলিলে দোকান করা, এবং উপার্জ্জন করা বলিলে গোলামী করা বুঝিয়া থাকে। ক্যানভাসারের সম্মান যথেষ্ট, ক্যানভাসারের কার্য্যক্ষেত্র অসীম, ক্যানভাসারের উপার্জ্জনও অসীম। কেহ ঠিক বলিতে পারেন না যে, কত কাজ, কত টাকা, অকস্মাৎ, মাত্র একদিনের কার্য্যে উপার্জ্জন করিতে পারা যায়।

এদেশের অনেক উদ্যমশীল যুবকের একার্য্যে প্রবেশ করা উচিত। ইহাতে কিছু শিক্ষার বিষয় আছে। কিন্তু কোন ক্যানভাসার সে কৌশল কাহাকেও শিক্ষা দিতে চাহেন না। এই প্রবন্ধে আমি সেই সমস্ত গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। উদ্যমশীল যে কোন যুবক ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, এমন আশা করিতে পারি।

এক্ষণে ক্যানভাসিং কাজটী কি, তাহাই বুঝাইব। যেখানে লোকালয় আছে, যেখানে মানুষ আছে, সেইস্থানেই ক্যানভাসার কাজ করিতে পারে; প্রত্যেক বাড়ী, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক পল্লী তাহার কার্য্যক্ষেত্র। কেবল স্থানীয় লোকের রুচি বুঝিয়া সেইরূপ জিনিসের নির্ব্বাচন করিয়া সহিষ্ণুতা এবং প্রকৃত চেষ্টার সহিত কার্য্য করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:০:—

১। দাঁতে পোকা হইলে পানা-পুকুরের বড় পানার যে লম্বা লম্বা শিকড় জলের মধ্যে থাকে, তাহা চিবাইয়া ফেলিয়া দিলে সমস্ত পোকা মরিয়া যায়।

২। ঘৃত ও তৈল পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইলে, সদ্য-দগ্ধ কাষ্ঠের কয়লার উপর ঢালিয়া দিয়া চোঁয়াইয়া লইলে, দুর্গন্ধ নিবারিত এবং নির্দ্দোষ হয়।

৩। বিছায় কামড়াইলে ছাগলনাদি ঘষিয়া দিলে, এবং আমরুল-শাক বাটিয়া দংশিত স্থানে চাপাইয়া দিলে ভাল হয়।

৪। বিষফোঁড়া হইয়া জ্বালা যন্ত্রণা হইলে, তাহার চতুর্দ্দিকে কেরোশিন তৈল মালিস করিবে; অতি অল্প সময়ে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। পরীক্ষা করা উচিত।

৫। রক্ত-পিত্ত রোগে জুঁইফুলের পাতার রস সরবতের সহিত পান করিলে রক্ত বন্ধ হয়। পরীক্ষা করা উচিত।

*সর্প-দংশনের ঔষধ।"—ক্ষতস্থানের দুইদিকে দৃঢ় বন্ধন দিয়া, নিমগাছের গোড়ায়

যে ছাতা পড়ে, সেই ছাতার গুঁড়ার নস্য দিলে বিষক্ষয় হয় এবং ঐ গুঁড়ার কিঞ্চিৎ লইয়া ধানীলঙ্কার গাছের ১ তোলা শিকড়ের সহিত বাটিয়া রোগীকে খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়। পরীক্ষা করা উচিত।

—:০:—

উইনষ্টের উপায়।—যেখানে উই লাগে, সেখানে তুঁতের জল দিলে উই মরিয়া যায়। কেরোশিন তৈল দিলেও মরিয়া যায়। ঘরে ন্যাপ্থালিন রাখিলেও উই পলাইয়া বা মরিয়া যায়।

অর্শের রক্তপড়া বন্ধের উপায়।—গরমজলে ফট্‌কিরির গুড়া মিশাইয়া সেই জলে জলশৌচ করিলে রক্ত নিবারিত হইয়া যায়। বস্তব বটে, কারণ ফট্‌কিরি সংকোচক।

পাক্কা কারবারী লোকের অভ্যাস।

—:০০:—

ইহাঁরা সততার দিকে এবং কারবারের প্রত্যেক বিষয়টীতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ইহাঁরা সাহসী; নীচতা কখনও ইহাঁদের হৃদয়ে স্থান পায় না।

ইহাঁরা সমস্তই নিজের দিকে টানিতে চাহেন না।

ইহাঁরা বড়, সুতরাং যে সকল হীন অবস্থার লোক ইহাঁদের দ্বারস্থ হয়, স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের পকেট পূর্ণ করিতে ইহাঁদের প্রবৃত্তি হয় না। ইহাঁরা যাহা ন্যায্য, তাহাই করিয়া ছোট ব্যবসায়ীকেও সাহায্য করেন।

পাক্কা কারবারী লোক (Businessman) যখনকার যে কাজ, তখনই সেটি সম্পন্ন করেন; যেখানকার যে জিনিস, সেটী সেই স্থানেই রাখেন। সময়ের প্রত্যেক ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, নিজের বা কাহারও সময় নষ্ট করেন না। এগুণ বাঙ্গালীর নাই।

আসল কাজের লোক, কারবারের মতলব (designs or plans) সর্ব্বদা ইষ্টমন্ত্রের মত গোপনে রাখেন। বাঙ্গালী কিছুতেই গোপন রাখিতে পারে না। কারণ, নিজের কৃত মতলবে তাহার বিশ্বাস থাকে না।

ভাল ব্যবসায়ী আপনার খরিদ্দারগণের সহিত তৎপরতার সহিত কার্য্য শেষ করেন, কথায়—দরে—একবিন্দু তফাৎ করেন না।

ইহাঁরা অল্পলাভে প্রচুর কেনা বেচার লাভের পক্ষপাতী। দায়িত্বে যাইয়া লাভ ভাল বাসেন না। Speculation অর্থাৎ অকস্মাৎ বড় হইবার কাল্পনিক ব্যবসার দিকেও যান না। সৎ উপায়ে লাভ করিতেই সতত আকাঙ্ক্ষা করেন।

ইহাঁরা সকল কার্য্যেই ঝাড়া হাত; টেবিল ছাড়িলেই সমস্ত কাজের শেষ,—কোন বিষয়ের জের রাখেন না। বাঙ্গালীর সকল কাজের জেরটানা একটী বিশেষ লক্ষণ।

ইহাঁরা স্মৃতিকে বিশ্বাস করেন না; সমস্ত বিষয় কাগজে কলমে করেন। ইহাঁরা বলেন, কল্য আমার অনুপস্থিতিতে যে এই টেবিলে বসিবে, সেই সে কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। বাঙ্গালী স্মৃতির উপর নির্ভর করে; শেষে ভুলিয়া গিয়া নিজের এবং অপরের সর্ব্বনাশ করে।

ভাল কারবারী লোক দেনাপাওনা দিনের দিন শেষ করেন, অথবা কোন দিনে দেয় টাকা না দিতে পারিলে, পরের নির্দ্দিষ্ট দিনে কখনও খেলাপী করেন না। অনেক বাঙ্গালী ব্যবসাদার পরের টাকা দিতে হইলে ২।১০ দিন না ফিরাইয়া দিতেই জানেন না।

পাকা কারবারী লোকে, সর্ব্বদা বাক্যে, ও আচার ব্যবহারে, মিতাচারী; বিলাসিতার বিরোধী। বাঙ্গালীর এগুণেরও অভাব আছে। হাজার টাকার ব্যবসায়ীও মিতব্যয়ের আবশ্যকতা অনুভব করেন না।

ভাল কারবারী লোকে, আয়-ব্যয়ের, দেনা পাওনার, সাক্ষাতের, এমন কি কুটুম্বিতার পর্য্যন্ত স্মারক লিপি (Memo) রাখিয়া যথাসময়ে কাজ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীও অনেকে পকেট-বই বহিয়া বেড়ান বটে, কিন্তু কোন কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ভাল ব্যবসায়ী কাহারও জামিন হন না; কিন্তু কাহারও উপকার করিবার বাসনা হইলে, নীরবে সে উপকার করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত সমস্ত গুণগুলি বিদেশীয় বণিকগণের। আমাদের যে দিন ঐরূপ গুণ হইবে, সেই দিনে আমরা প্রকৃত কাজের লোক হইব। কিন্তু সে চেষ্টা কৈ?

বেকারের উপায়।

—:০:—

চিঠির ফাইল প্রস্তুত করিতে পার না কেন? দেবদারু কাষ্ঠের ছোট ছোট ৫।৬ ইঞ্চি পরিধির চাকৃতি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে লোহার বা পিতলের তার দিয়া মুখটা বাঁকাইয়া দিলেই ফাইল হইয়া গেল। একটা চিঠির ফাইল দেখিয়া একটী ১০ বৎসরের বালকও দিবসে ১০০ ফাইল প্রস্তুত করিতে পারে। ইহা ১২ পয়সা ডজন বিক্রয় করা যায়। কলিকাতার অনেক মুসলমান বালক প্রধানতঃ এই কাজটী করে এবং মুরগী-হাটা, চীনে-বাজার, রাধাবাজার প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করে।

সাইনবোর্ড লিখিতে শিখিলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পার। ইহাতে একটু চিত্রবিদ্যার জ্ঞানের আবশ্যক। ইহার বিবিধ প্রকার পুস্তকও আছে। অক্ষর দেখিয়া ক্রমাগত তুলিদ্বারা অক্ষর লিখিতে শিখিয়া অতি অশিক্ষিত লোকেও এই কার্য্যে পারক হইয়াছে। ড্রয়িং শিক্ষা আজকাল অনেক স্কুলেও হইতেছে, কলিকাতার ইণ্ডিয়ান আর্ট-স্কুল প্রভৃতি স্থানে কেহ ইচ্ছা করিলে শিক্ষালাভ করিতে পারে। আমরা কেবল সঙ্কেত করিলাম মাত্র; যাঁহার স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা আছে, তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলে, আমরা উপায় বলিয়া দিতে পারিব।

ব্রুষ প্রস্তুতের কাজ একটী ভাল কাজ। একমাস কোন ব্রুষ-ওয়ালার নিকট থাকিয়া

শিক্ষা করা যায়। বিশেষ শক্ত কাজ নহে।

ছাতার বাঁট প্রস্তুত করিতে শিখিলেও অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

সেলায়ের কল আজকাল সস্তা হইয়াছে। ২।৩জন যুবক মিলিয়া প্রত্যেকে ১০।১৫৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া একটী হ্যাণ্ড মেসিন অর্থাৎ হাতে চালান কল ক্রয় করিয়া ছাতার কাপড় দেওয়া, জামা, কোট প্রভৃতি সেলাই করিতে শিক্ষা করিতে হয়, এবং প্রথমতঃ নিজগ্রামের ভদ্রলোকদের কম দামে কাজ করিয়া কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া ক্রমে গ্রামে গ্রামে জামা কাপড়ের দোকান চালান যাইতে পারে। আমেরিকার ক্রোড়পতি বার্ণম বলিয়াছিলেন যে, প্রথম হাজার টাকা সংগ্রহ করাই শক্ত কথা; তাহার পর, নিতান্ত হতভাগা লোক না হইলে, অনায়াসে বড়লোক হওয়া যায়। বেকারের উপায় শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা প্রতিবারই অনেক সঙ্কেত দিই; কেহ তাহা চেষ্টা করিয়া দেখেন কি না, জানিনা। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করিয়াই ক্রমে বড় হওয়া যায়। মূলধন সংগ্রহের এই সকলই উপায় বটে।

মহৎজনের উপদেশ।

—:০:—

টাকা এবং সময় উভয়ই মূল্যবান। টাকা চুরিতেও পাপ আছে; কাহারও সময় নষ্ট করিয়া দিলেও পাপ আছে।

অনেক শিক্ষিত লোকও একথা বুঝেন না, অপরের সময় নষ্টের সময় বেহুঁস হইয়া যান।

সৎস্বভাব এবং সৎসাহস উভয়ই সম্মানের সোপান।

অপরের সম্মান নষ্ট করিও না; নিজের মানও ঠিক ঐরূপেই কাহার দ্বারা একদিন নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপই হইয়া থাকে।

মন্দ ভিন্ন বলিবার যদি ক্ষমতাই না থাকে, তাহা হইলে না কথা কহাই ভাল।

নীচাশয়ই পরছিদ্রানুসন্ধান করিয়া থাকে। সদাশয় সেই ছিদ্র আচ্ছাদন করিয়া লোক-চক্ষুর অগোচরে রাখিয়া থাকেন, কারণ তাঁহার সম্মানের মূল্যবোধ আছে। যাহারা নীচ, তাহারা সকলকেই নিজের মত করিতে চায়।

জুতার জন্য ফ্রেঞ্চ পালিস প্রস্তুত প্রণালী।

লগউড্	...	... ১ পোয়া,
সিরিস-চূর্ণ	...	... ১ পোয়া,
আইসিং গ্লাস	...	... সিকি আউন্স,
নীলবড়ী চূর্ণ	...	... সিকি আঃ,
সফট্ সাবান	...	... সিকি আঃ,
জল	...	... দেড় পাইণ্ট,
ভিনিগার	...	... আধ পাইণ্ট,

একত্র অগ্নির উত্তাপে ১০ মিনিট কাল গরম করিয়া ছাঁকিয়া বোতলে বন্ধ করিয়া রাখিবে। যখন ব্যবহার আবশ্যক, স্পঞ্জকরা জুতায় ব্যবহার করিলে চক্‌চকে হইবে।

বৃন্দাবনের "নিকুঞ্জ-বন"।

—:০:—

যে জাতির যখন অধঃপতন হয়, তখন সে জাতি সকল বিষয়েই একটা কিম্ভুতকিমাকার উদাসীন হইয়া যায়। হিন্দুর আজ সেই দশা হইয়াছে। আধুনিক হিন্দু কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে যেমন উদাসীন হইয়া সমস্তই নষ্ট করিয়াছে, ধর্ম্মের প্রতিও সেইরূপ উদাসীন হইয়া দেবকীর্ত্তি, পিতৃ-কীর্ত্তিও নষ্ট করিতেছে। বৃন্দাবন ভগবানের লীলাক্ষেত্র, তাহার মধ্যে "নিকুঞ্জবন" একটী উল্লেখযোগ্য পবিত্র লীলা-ভূমি। এই নিকুঞ্জবনের চতুর্দ্দিকে বহুপূর্ব্বে অযোধ্যার দানশীলা মহারাণী একবার প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন,—কিন্তু নিজ মহলটী এখনও ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। এমন অবস্থা হইতেছে, যে, ক্রমেই ভগবানের এই প্রধান লীলাক্ষেত্রটীর অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইবে। দেশের গণ্য মান্য রাজা, মহারাজা, ধনী, ব্যবসায়ীগণ এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া কি এই প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিতে পারেন না? কোটী কোটী হিন্দুর এই কীর্ত্তি লোপ পাইয়া যাওয়া দুরপনেয় কলঙ্ক। আপামর সাধারণ সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করিলে, এই "নিকুঞ্জবন" নন্দন-কাননের ন্যায় শোভা ধারণ করিতে পারে।—যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিলে, এই বহু-প্রাচীন দেবকীর্ত্তি রক্ষা পাইবে। প্রত্যেক যাত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য— অগ্রে নিকুঞ্জবন দর্শন করা। এইরূপে যাহা উঠিবে, তাহাতেও এই মহৎকার্য্যের সমূহ সাহায্য হইবে। ব্রজবাসী মহোদয়গণেরও প্রথমেই যাত্রীগণকে নিকুঞ্জবন দর্শন করাইয়া এই মহান উদ্দেশ্যের সাহায্য করা উচিত।

হিন্দুর সমস্তই গিয়াছে বটে, কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মভাব যে একেবারে ক্ষীণ হইয়াছে, আমাদের সে বিশ্বাস নাই। সেইজন্য আশা হয়, অবিলম্বে ইহার একটা প্রতিবিধান হইবে।

সমালোচনা।

১৩১৬ সনের নূতন পঞ্জিকা।—প্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা মেঃ বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং মহাশয়গণ একখানি বৃহৎ পঞ্জিকা উপহার পাঠাইয়াছেন। ইহাঁরা প্রতিবৎসরই এই পঞ্জিকা বিতরণ করিয়া থাকেন, এবারেও করিতেছেন। ৵১০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে একখানি এই অত্যাবশ্যকীয় নিত্য-প্রয়োজনীয়—জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহে পরিপূর্ণ পঞ্জিকা যে সে পাইতে পারেন। এ পঞ্জিকা বিজ্ঞাপনের পঞ্জিকা নহে, বিস্তারিত-ভাবে দিন, ক্ষণ, শুভাশুভ, যাত্রা, মাহেন্দ্রযোগাদি প্রদত্ত হইয়াছে—আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বিজ্ঞানদর্পণ।—সচিত্র মাসিকপত্র, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। বিজ্ঞানসভার ছাত্রগণ দ্বারা পরিচালিত, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ১৲ টাকা মাত্র। ছাপা এবং কাগজ সুন্দর। দ্বিতীয় সংখ্যার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রেডিয়াম, ম্যালেরিয়া, আবাদ, এই প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। আমরা এরূপ পত্রের বিশেষ পক্ষপাতী; সর্ব্বান্তঃকরণে নবীন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

Dawn and Dawn Society Magazine,—১৬৬নং বহুবাজারষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। এখানি ইংরাজী মাসিক পত্র। বহুগবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। এই সংখ্যায় ন্যাশন্যাল কলেজের প্রদর্শনীর দ্রব্যসমূহের তালিকা বাহির হইয়াছে। আমরা ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

ঔষধে কি রোগ আরোগ্য হয়?

আমেরিকার জর্জ্জ প্রকৃটার পীড়া ও তাহার কারণ এবং আরোগ্য সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য সংগ্রহ করিয়াছেন, দেখুন।

স্যার বেঞ্জামিন ওয়ার্ড রিচার্ডসন এম, ডি, বলিয়াছেন যে, মানুষের স্বাভাবিক পরমায়ু ১১০ বৎসর। যদি কেহ স্বাস্তিকভাবে উপদ্রব-শূন্য হইয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এতদিন বাঁচিতে সক্ষম হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন, পীড়ার জন্য ধর্ম্ম এবং মিতাচারই প্রকৃষ্ট গণ্ডী। অধর্ম্ম এবং অমিতাচার করিবামাত্র রোগ সেই গণ্ডী পার হইয়া আক্রমণ করে।

মহামাননীয় প্রোফেসর জোসেফ্ এস্, স্মাইল, এম, ডি, বলিয়াছেন "ঔষধে রোগ আরোগ্য হয় না, রোগ আরোগ্য হয় প্রকৃতির (Nature's) আরোগ্যকারী ক্ষমতায়।"

মেডিক্যাল কাউন্সেলর ডাক্তার পল নিমেয়ার বলিয়াছেন, "মানুষের যখন পীড়া হয়, তখন ঔষধ যে দিন হইতে বন্ধ হয়, সেই দিন হইতেই প্রকৃত আরোগ্যের সূত্রপাত হয়।"

বেকন বলেন,—যাহারা পান ভোজনে মিতাচারী, ঔষধ তাহাদের অনাবশ্যক বস্তু। রিচার্ড বলিয়াছেন,—আমি বলি, তুমি তোমার অর্দ্ধেক ডাক্তারকে বিদায় দিয়া কেবল বায়ু, আকাশ, এবং জল এই সকল চিকিৎসকের চিকিৎসায় থাক, আরোগ্য হইবে।

কবি লংফেলো বলিয়াছেন:—

"Joy, temperance and repose,
Slam the door on Doctor's nose."

মিতাচারী হও এবং ডাক্তারের নাকের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া থাক।

(সিল্‌নোগ্রম্।)

অবনীর অষ্টম আশ্চর্য্য

সুরমার নাম সার্থক—জন্ম সার্থক—উদ্দেশ্য সার্থক! 'সুরমা' কেশের শোভা বৃদ্ধি করিয়া, সত্য সত্যই রমণীকে সুরমা করিতেছে। শুধু কি তাই? সুরমা মাথা ঠাণ্ডা করে ও সুমিষ্ট সৌরভে প্রাণ প্রফুল্ল করে। সুরমার সুগন্ধ টাট্‌কা বকুল ফুলের মত অটুট সুন্দর!

মূল্য বড় এক শিশি ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

এসেন্স্।

আমাদের "এসেন্স" প্রতিযোগিতায় বিলাতী এসেন্সকে পরাজিত করিয়াছে। বিলাস-বাগিচার সৌরভ-সম্পদ্ গৃহকক্ষে উপভোগ করিবার জন্যই এসেন্সের সৃষ্টি। সামর্থ থাকিতে সে সুখভোগে কাহারও বঞ্চিত থাকা উচিত নহে। স্মরণ রাখিবেন, আমাদের যাবতীয় এসেন্সই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাক্যে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। পরীক্ষা করিলেই পরিতৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমাদের প্রত্যেক এসেন্সের মূল্য বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা, তিন শিশি ২॥৹ আড়াই টাকা। মাঝারি এক শিশি ৸৹ বার আনা, তিন শিশি ২৲ দুই টাকা। ছোট এক শিশি ।৶৹ সাত আনা, তিন শিশি ১।৹ টাকা। ডাকমাশুল এক শিশির ।৹ আনা। তিন শিশির ॥৹ আনা।

গন্ধদ্রব্য।

আমাদের প্রত্যেক ফুলের অটো—যথা অটো ডি রোজ, অটো ডি খস্ খস্, অটো ডি মতিয়া, অটো ডি নিরোলী প্রভৃতি, সকলের নিকট সমান আদরণীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র, মাশুলাদি ।৴৹ পাঁচ আনা। আমাদের ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এক শিশি ৸৹ বার আনা, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা। অডিকলোন এক শিশি ॥৹ আনা, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা।

মিল্ক অব্ রোজ্

ইহার নাম ইংরেজি, কিন্তু ইহা আমাদের দেশের জিনিষে আমাদেরই নিজের প্রস্তুত। এই "মিল্ক অব্ রোজ" নিত্য ব্যবহার করিলে, মুখের লাবণ্য বাড়ে, আর ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঠোঁটফাটা প্রভৃতি মুখের বিকৃত চিহ্ন সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার সুগন্ধ অনির্ব্বচনীয় এবং সর্ব্বজনপ্রিয়।

এক শিশির মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র। মাশুলাদি ।৴৹ পাঁচ আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোং
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

পুঃ—ক্যাটালগের জন্য সত্বর পত্র লিখুন।

আপনাকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি; চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস, নিতাইচরণ হালদার এল, এম,এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি; প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে কিন্তু রোগী বাঁচে না।—এইটাই দুঃখ! আমাদের মাদারটিংচার ।৴৹; ১—১২ ড্রাম ।৹, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৴৹। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন,
ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার ইচ্ছা

থাকিলেও আসল জায়গা না জানিলে সুলভে স্বদেশী বস্ত্র পাওয়া কঠিন হয়—অনেকের এমনও বিশ্বাস আছে, হাবড়ার হাটে অপেক্ষাকৃত সুলভে পাওয়া যায়—একথা আগে বলা চলিত বটে, কিন্তু ইদানিং ফোড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে, বহুদূর হইতে আসিয়া ক্রেতাগণকে বিরক্ত হইয়া শেষে অযথা অধিক মূল্যেই ক্রয় করিতে হয়—এই অসুবিধা অনায়াসে নাও ভোগ করিতে পারেন—আমাদের খাঁটী স্বদেশী বস্ত্রের

বিপুল আয়োজন।

তাঁতিদিগকে সুতা এবং টাকা দাদন দিয়া ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ আরঙ্গ সমূহের সর্ব্বপ্রকার মূল্যের ধুতি, শাড়ী মসারির থান, গামছার থান, ভারতের নানা স্থানের মিলের কাপড় আনাইয়া "প্রকৃত হাটের দরে" বিক্রয় এবং সরবরাহ করা হইয়া থাকে। আমাদের—

কারবার প্রায় ৫০ বৎসরের,

মঃফস্বলের ব্যবসায়ীদিগকেই এতকাল সরবরাহ করিতাম, এক্ষণে খুচরা ক্রেতাও সেই পাইকারীর দরের সুবিধা পাইতেছেন, কাজেই কাজ বাড়িয়াছে। সাধারণেও সুবিধা হইয়াছে। মফঃস্বলের অর্ডার সিকি মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইলে ভারতের সর্ব্বত্রই ভিঃ পিতে পাঠান হইয়া থাকে। পছন্দ না হইলে জিনিস পরিবর্ত্তন করিয়া দিই, তজ্জন্য ক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। মফঃস্বলের পাইকারগণের থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। বহুস্থলে কাপড় লইয়া থাকিবেন, আমাদের দরও পরীক্ষা করুন।

পাঁচকড়ি মল্লিক এণ্ড কোং
৫৩৪ নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড
(হাওড়া হাটের দক্ষিণ) (হাবড়া।)

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ।
অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শান্তিকারক
মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত

মূল্য বড় বোতল ১।৹, প্যাকিং ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
" ছোট বোতল ৸৹, ঐ ঐ ৸৹ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে খরচা অতি সুলভ হয়।
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস্ লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট।

(প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।)

প্লীহা ও যকৃত নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্ টনিক বা য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম পেটের উপর প্রাতেও বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক।

মূল্য—প্রতি কৌটা ।৶৹ আনা, মাশুলাদি ।৶৹

এডওয়ার্ডস গোল্ড মেডেল এরোরুট।

আজকাল বাজারে নানা প্রকারের এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া বড়ই সুকঠিন। একারণ সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা এডওয়ার্ড নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানী করিয়াছি। ইহাতে কোন প্রকার অনিষ্টকর পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আবাল বৃদ্ধ সকল রোগীই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা—বিশুদ্ধতা গুণ প্রযুক্ত সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্টসাধন করিয়া থাকে।

মূল্য—ছোট টীন।৹, বড় টীন ।৶৹ আনা।

সোল এজেণ্টস—বটকৃষ্ণপাল এণ্ড কোং,
কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রুগিষ্টস্।
৭ ও ১২ নং বনফিল্ডস্ লেন,—কলিকাতা।

ভাল জিনিষের অল্পও ভাল।

দুইটী উচ্চশ্রেণীর এসেন্স।

অপরাজিতা।

আমাদের উচ্চশ্রেণীর এসেন্স "অপরাজিতা"র সহিত অন্য কোন স্বদেশী এসেন্সের ত তুলনাই হয় না, এমন কি দ্বিগুণ মূল্যের বিলাতী এসেন্সও ইহার নিকট পরাজিত হইবে, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। সর্ব্ব বিষয়েই আমাদের অপরাজিতা উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। ইহার এক শিশি অন্যান্য সাধারণ এসেন্সের দ্বিগুণ সময় ব্যবহার করা চলিবে। পরিমাণেও দেড় আউন্স। মূল্য প্রতিশিশি—১।৹ দেড় টাকা।

কুন্দকুসুম।

যদিও অল্পদিন হইল, আমাদের এই এসেন্স "কুন্দকুসুম" বাহির হইয়াছে, তথাপি এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা সকলের প্রিয় এসেন্স হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর এসেন্সের যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, সে সমস্তই ইহাতে বর্ত্তমান। মূল্য প্রতি দেড় আউন্স শিশি—১।৹ দেড় টাকা।

১৯০৯ সালের ডায়েরী অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে প্রেরিত হয়।

এইচ বসু, ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমার,
দেলখোস হাউস, ৬১ বৌবাজার, কলিকাতা।

আপনার চক্ষু

আপনার পক্ষে বড় মূল্যবান—অমূল্য-রত্ন স্বরূপ। কিন্তু অনেকের দেখিয়াছি, যখন চক্ষুর দোষ ঘটে, তখন তিনি অতি সামান্য দামের একখানি কাচের চসমা দিয়া সেই অমূল্য চক্ষুরত্নকে রক্ষা করিতে যান। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়। প্রকৃত নির্দ্দোষ চসমা উৎকৃষ্ট ব্রেজিল প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হয়; তাহা কাচ অপেক্ষা মূল্যবান এবং তাহাই চক্ষুরত্ন রক্ষার যথার্থ সামগ্রী। আমরা চক্ষু পরীক্ষার বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়াছি। চক্ষের বিবরণ আমাদিগকে যেন একবার অতি অবশ্য জানান হয়। প্রায় ২০ বৎসরের বহুদর্শিতাও আছে, আমরা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ব্যবস্থামত চসমা প্রস্তুত করিয়া দিই।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং
৮০ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
লালবাজারের মোড়ের দক্ষিণে।

কঠোর যন্ত্রণায়

তাহা বাত জনিত হউক, বা আঘাত এবং
স্নায়ু শূল জনিতই হউক, একবার

"গুপ্তের বাম"

প্রয়োগ করিবা মাত্র প্রজ্জলিত অগ্নিতে জল সেচনের ন্যায় সমস্ত যন্ত্রণা উপশমিত হইয়া রোগীকে চমৎকৃত এবং সুস্থ করিয়া তুলে। স্নায়ু-শূল জনিত শিরঃপীড়া, গেঁটে বাত, অর্দ্ধশিরঃশূল, ঘাড় ও কোমরের ব্যাথায় এই অপূর্ব্ব মহৌষধ বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্যকারী এবং স্থায়ী ফলপ্রদ। ১ শিশি দশ আনা ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র। পরীক্ষাই সংশয় নিবারণের উপায়।

আর, সি গুপ্ত এণ্ড সন্স

প্রধান ঔষধালয়,
৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

শাখা ঔষধালয়,
২৭ গ্রে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সেলাই কাজ করিলেও উপার্জ্জন হইবে।

আমরা নূতন সেলাই-এর কল ও তাহার সাজ-সরঞ্জাম সকল বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। আমাদিগের নিকট হাতে চালান কল ২৫৲ টাকা হইতে ৬৫৲ টাকা ও পায়ে চালান কল ৭৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমরাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

শ্রীবিপিনবিহারী সাঁতরা এণ্ড কোং,
৭৪ নং বেন্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লোহার সিন্দুক

অনেক লোকেই প্রস্তুত করেন, আমরাও করি; কিন্তু পরীক্ষায় আমাদের সিন্দুক সর্ব্বা-পেক্ষা গুণে ও গঠনে শ্রেষ্ঠ হইবে,—সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ এটা স্তোভবাক্য মাত্র—সে কথা ঠিক নয়, আমরা তাহা বলিতে জানি না—বলি না। যতদূর সম্ভব কম লাভে, ভাল মাল মসলায় খুব মজবুত জিনিস দিই—এই সকল আমাদের কথা। একখানি অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলেই সচিত্র মূল্য তালিকা এবং লোহার সিন্দুক সম্বন্ধীয় পুস্তক বিনামূল্যে পাঠাইব।

বসু, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং,
লোহার সিন্দুক প্রস্তুতকারক, আলিপুর, কলিঃ

খোকসিনা

বা বৈদ্যুতিক বাত-তৈল।

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা ত আরোগ্য হইবেই. অধিকন্তু পুরাতন বাত ১৫ দিনে আরোগ্য হয়। গেঁটে বেদনা, ঘাড়ে ও কোমরে বেদনা, পিঠ ও পার্শ্ববেদনা প্রায় সমস্ত দিনে ৩ বার লাগাইলেই ভাল হয়। গুণের তুলনায় দাম কিছুই নয়। ঘরে এক শিশি রাখা উচিত। অনেক সময় একটু বেদনার জন্য ডাক্তারকে ১০৲ টাকা দিতে হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাত-তৈল রাখিলে ৷৷০ আনাতেই সে কাজ হয়। ইহার মূল্য ৷৷০ আনা। সকল চিকিৎসায় হতাশ হইয়া তবে আমাদিগকে লিখিবেন। এজেন্টস্ বি, কে, দাস এণ্ড কোং, ৪ নং উইলিয়মস্ লেন, কলিকাতা।

পি, এল রায়ের

ছাপিবার ও লিখিবার স্বদেশী কালী

কেন ব্যবহার করিবেন না? ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে—মূল্যও সুলভ। ফ্যাক্টরী :— বারোওয়ারীতলা রোড, বেলিয়াঘাটা

চিফ ডিপো
বি, এল, দাঁ এণ্ড কোং,
৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২॥০ টাকা মাত্র। Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal, Devoted to Useful Art, Manufacture &c.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।	New Series, May, 1909.	নূতন সংস্করণ। মে, ১৯০৯।	Vol. III. No. 5.

Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, etc.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।	New Series, May, 1909.		নূতন সংস্করণ। মে, ১৯০৯।	vol. 111. No. 5.

শ্রীশ্রীগণপ্রতয়ে নমঃ।

সজীব মন্ত্রশক্তি।

—:০:—

সিদ্ধি লাভের উপায় মন্ত্র। মন্ত্র লইতে হইলে উপযুক্ত গুরুকবণ চাই। যাহা কিছু মনুষ্যের কাম্য বিষয়, তাহাতেই সিদ্ধ হওয়া যায়। কপিল, শঙ্কর ও বুদ্ধ যেমন ধর্ম্ম জগতে সিদ্ধ পুরুষ, সেইরূপ রকফেলার ধনোপার্জ্জনে, লর্ড কেলভিন ও এডিসন্ বিজ্ঞানে, ও মিল ও স্পেন্সার দর্শনে সিদ্ধপুরুষ। ইঁহারা এক এক জন এক এক মন্ত্রের সাধক। মন্ত্র দ্বারা কিরূপে সিদ্ধি অর্থাৎ কৃতকার্য্যতা লাভ হয়, ভাবিবার কথা।

গৃহে, ঘট বা প্রতিমা স্থাপন করিলে তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তাহা না করিয়া পূজা হয় না। যতক্ষণ প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হয়, ততক্ষণ তাহা ঘট ও পুতুল মাত্র। হিন্দু, মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করেন না—তাহার অভ্যন্তরে চিণ্ময়ী শক্তিরূপিনী দেবীমূর্ত্তি আবাহন করিয়া তাঁহাকেই পূজা করেন। যদি তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া চন্দনবিল্বদলে তাঁহার পূজা কর; কে বলিবে তুমি পৌত্তলিক? তোমার পূজা সার্থক, কেননা তুমি ঐ পটে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। সেইরূপ মন্ত্রকেও সঞ্জীবিত করিতে হয়। গুরুদেব কর্ণে মন্ত্র দিয়া বলিলেন, প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং সন্ধ্যা কালে চক্ষু মুদিয়া নাসাপুট অবরোধ করিয়া, শৌচভাবে পাঁচশতবার ওঁ হ্রীং শ্রীং মন্ত্র জপ করিবে। অপর কিছু উপদেশ দিলেন না। তুমি আজীবন সে মন্ত্র অভ্যাস করিলেও, তোমার মন্ত্র নিস্ফল হইবে, কেননা তাহা শক্তিহীন, চেতনাশূন্য, মৃত। পাখোয়াজ বা সেতারের গৎগুলি একজন সঙ্গীত-অনভিজ্ঞ লোকের নিকট মৃত; কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞের নিকট তাহা জীবন্ত। হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর গ্রাম, তাল-মান-লয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কি ভাবে ও কি উদ্দেশ্যে গৎগুলি তৈয়ার হইয়াছে, যতক্ষণ তাহার উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ সে গুলি শেখা না শেখা সমান। সেগুলি ততদিন শব্দমাত্র; কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞের নিকট তাহা মন্ত্র। পাণিনি-সূত্র বা সাংখ্যসূত্রগুলি কয়েকটী বর্ণের যোজনামাত্র,—মন্ত্রবিশেষ, অতীব সংক্ষিপ্ত; ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিলে এক একটী সূত্রে এক এক খানি পুস্তক হইতে পারে। ব্যাখ্যা না বুঝিয়া সূত্র মুখস্থ যেরূপ নিস্ফল, প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া মন্ত্রাভ্যাসেও সেই ফল।

মন্ত্রগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন (Symbol) মাত্র। তাহারা যে যে ভাবের উদ্দীপক, সেই সেই ভাব মনোমধ্যে জাগাইতে না পারিলে মন্ত্রের কার্য্য হয় না। Signaller টেরে টেরে টক্কা করিয়া টেলিগ্রাফ করেন। টেরেটক্কায় A বুঝায় কি B বুঝায় ইত্যাদি না জানিলে, সুধু টেরেটক্কা শিখিয়া লাভ কি? আজকাল সাধারণতঃ মন্ত্র সেইরূপ ভাবেই শিক্ষা হয়। সেইজন্য আমরা তাহার ফল দেখিতে পাই না। তাই আজি তন্ত্রশাস্ত্রগুলি অবিশ্বাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেননা, তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগুলি প্রকৃত ব্যাখ্যাভাবে মৃত ও অচেতন। ঘট ও পটের ন্যায় মন্ত্রে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে জাগাইতে হইবে। এখনকার দিনে আর আমাদের মৃতমন্ত্র লইয়া চলিবে না।

আমরা এক সজীব মন্ত্রের উপাসনা উপযুক্ত গুরুমুখে আদিষ্ট আছি। ইহাতে যোগাভ্যাস, সংযম প্রভৃতি কঠোর তপশ্চর্য্যা নাই; ইহাতে সংসার-ত্যাগের ব্যবস্থা নাই, বরং সংসারে থাকিয়াই তাহার সাধন করিতে হয়; ইহাতে অমানিশার ঘোর অন্ধকারে শবারূঢ় হইয়া পঞ্চ-মকার সেবা বা শবসাধনা নাই; মাভৈঃ রবে সাধককে সাহস দিবার জন্য কোন উত্তরসাধকের প্রয়োজন নাই। এ মন্ত্রের

সাধন নিতান্ত সহজ, অথচ সাক্ষাৎ ফলপ্রদ! ইহা দ্বারা যাহা কিছু ইচ্ছা, তাহাই লাভ করিতে পারা যায়। আমরা এইরূপ একটী সজীব মন্ত্রের কথা আলোচনা করিব।

১ম প্রস্তাব।

মন্ত্র।

দেবতাবিশেষের উপাসনার উপযোগী বাক্য, শ্লোক বা পদ, এই অর্থে মন্ত্র শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। যে কোন জীবের বশীকরণ সাধন বাক্যকেও মন্ত্র বলে। আভিধানিক অপরাপর অর্থও আছে, সে সকলের সহিত আমাদের আপাততঃ সম্বন্ধ নাই। আমরা কেবল ঈপ্সিত বিষয় লাভের উপায় যে মন্ত্র, তাহারই কথা বলিতেছি। "শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন" এ স্থলেও এই শেষ অর্থেই মন্ত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, বাঞ্ছিত বিষয়প্রাপ্তির কৌশলকেই অধিকাংশ স্থলে মন্ত্র বলা হয়। সন্ধি-বিগ্রহাদি রাজাদিগের মন্ত্র—একথা বলিলে 'মন্ত্র' শব্দ বৈদিক মন্ত্রাদির ন্যায় শ্লোক বা পদবিশেষকে বুঝায় না,—বুঝায় রাজ্যলাভ বা রক্ষার উপায়। সাধক যখন মন্ত্র জপ করেন, তাঁহারও উদ্দেশ্য ভগবানের অনুগ্রহ, তাঁহার দর্শনলাভ-প্রাপ্তি। সুতরাং যদ্দ্বারা আমরা বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারি, তাহার প্রকৃষ্ট উপায়ের নাম মন্ত্র। আমাদের আকাঙ্ক্ষা অসীম, কত জিনিস চাই, কত বিষয় পাইতে ইচ্ছা করি, তাহা পাইবার প্রকৃত উপায় বা মন্ত্র জানি না, তাই সংসারে এত অসুখ, এত নৈরাশ্যের দীর্ঘ-নিশ্বাস। এ মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই; এ মন্ত্র বিশ্বজনীন। সে মন্ত্র বা উপায়টী এই :—

আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের নিয়ত চিন্তা বা ধ্যান।

মনন ও ধ্যান ভিন্ন কোন মন্ত্রের সাধন হইতে পারে না। যাহা কামনা করা যায়, সেই বিষয়ের অবিকল একটী কাল্পনিক প্রতিরূপ মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতে হইবে। বাঞ্ছিত বিষয়ের ছবিটী যেন তোমার চক্ষের উপর নিয়তই ভাসিতে থাকে। অপর মন্ত্রের যেমন ধ্যান ধারণা আছে, আকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্বন্ধেও সেইরূপ করিতে হয়। প্রতিদিন এইরূপ করিতে করিতে তুমি অবশেষে দেখিবে যে তোমার প্রাণে যাহা সাধ, যাহা এতদিন খুঁজিতেছিলে, কেমন করিয়া কোথা হইতে ঠিক সেইটী তোমার হাতে আসিয়াছে। কে যেন তোমার প্রাণের কথা শুনিয়া সাড়া দিল; কে যেন আলাদীনের প্রদীপের ন্যায় তোমার অভিলষিত বস্তু লইয়া তোমার পদপ্রান্তে উপঢৌকন দিয়া গেল। ইহা পরীক্ষিত সত্য; প্রত্যেকে নিজ জীবনের কথা ভাবিলেও ইহার প্রমাণ পাইবেন। বস্তুতঃ ধ্যেয় বিষয়, জীবনে, শীঘ্র বা বিলম্বে, ঘটিবেই ঘটিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। দেখা যাউক, কথাটার কোন ভিত্তি আছে কি না।

ইদানীন্তন কালের জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, জর্ম্মানি ও জাপান ইহারা পূর্ব্বে অতি নগণ্য রাজ্য ছিল। এ দুইটী দেশ উন্নত হইবার পূর্ব্বে দেশের লোকের মন একটী উন্নত আদর্শ কল্পনা করে। সেই উন্নত আদর্শ জাতীয় জীবনে ধ্রুবতারার ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই জাতি দুটী চলিয়াছে। যদিও স্বীকার করা যায় যে, বিসমার্ক ও ভনমর্ক প্রভৃতি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরাই তাহাদের মন্ত্রদাতা, তাহা হইলেও সমগ্র জাতি যে, সে মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং সেই কল্পনা হৃদয়ে ক্রমাগত পোষণ করিয়াছিল বলিয়াই আজ সেই আদর্শে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছে। তুমি বলিবে এ উন্নতি—চেষ্টার ফল। আমরা কিন্তু এ আলোচ্য বিষয় হইতে চেষ্টার কথা একেবারে বাদ দিব। ইচ্ছা আগে, চেষ্টা পরে; চেষ্টা বাসনারই অবশ্যম্ভাবী ফল। চেষ্টা কর, ফল পাইবে বলিলে, বিষয়টা বড় দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়, অনেকেই পিছাইয়া পড়ে। চেষ্টার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রমের প্রয়োজন, আমরা হয়ত অনেক সময়ে তাহা করিতে প্রস্তুত নই, সুতরাং চেষ্টাও হইল না, ফলও মিলিল না। প্রায় এইরূপ ঘটে। তাহা অপেক্ষা, বাসনা কর, বাসনানুযায়ী ফল মিলিবে,—এ মন্ত্র জগতে প্রচারিত হইলে, অনেক সুদুষ্কর কার্য্য সুসাধ্য হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা হয় নাই। অনবরত একটী চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিলেই যদি বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়, ত এমন সুবিধা আর কি থাকিতে পারে? বাস্তবিক, এ জগতে কৃতকার্য্য হইবার পক্ষে মূলমন্ত্র—**বাসনা**। আমরা অনেকে তাহা জানি না; জানিলেও তদনুযায়ী কার্য্য করি না; ফলও মিলে না। আসল কথাটা হইতেছে এই যে, তুমি যাহা নিয়ত ভাবিবে, কামনা করিবে, তাহাই তোমার ঘটিবে। শুভচিন্তা শুভফলের জনক, অশুভচিন্তা তোমার ভাগ্যে অগণিত বিপদরাশি আনিয়া দিবে।

তুমি বলিবে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" হিন্দু আজন্ম শুনিয়া আসিতেছে, তুমি আর এ বিষয়ে নূতন কথা কি শুনাইতেছ নূতন নাই হইল? নূতন নয় বলিলে সব জিনিসের দাম কমে না, প্রাচীনত্বের জন্য বেদের মাহাত্ম্য বাড়িয়াই থাকে, বংশ প্রাচীন হইলে বংশমর্য্যাদা বাড়ে। এতকাল ধরিয়া সমাজে যে একটা কথা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে গভীর সত্য না থাকিলে, কবে তাহা লোপ পাইত। স্বীকার করি, এদেশের দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ঐ শ্লোকটী আওড়াইতে পারে; কিন্তু কয়জন তাহার প্রকৃত মর্ম্ম জানে? না জানায় সে মন্ত্রের প্রয়োগ হইতেছে না। তাই আজ এ মন্ত্রকে সঞ্জীবিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাকে জাগাইতে পারিলে ইহা সত্য মন্ত্রের কার্য্য করিবে।

আমরা এই মন্ত্রের কথাই বলিতেছি এবং তাহাই বুঝাইতে চাই।

বুঝাইতে চাই যে, যাহা মনোমধ্যে স্থায়ীভাবে চিন্তা করিবে, অর্থাৎ খামখেয়ালি ভাবে নয়, একদিন দু'দিন নয়, দু'মাস ছ মাস নয়, প্রতিদিন ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় যাহা চিন্তা করিবে, ঐকান্তিক মনে যাহা ধ্যান করিবে, তাহাই তোমার সম্বন্ধে ঘটিবে। প্রবাদ আছে, কল্পতরুর নিকট যা চাও, তাই মিলে। গুরুদেব মন্ত্র দিবার সময় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে, "কল্প" অর্থাৎ কল্পনা, সঙ্কল্প, বাসনা একই ভাব-প্রকাশক। সেই বাসনা বা কল্পনার তরুমূলে তোমার সব আশা, সব সাধ মিটিবে কেবল চাহিলেই হইল—"Ask and it will be given unto thee."

তাই বলিতেছিলাম জর্ম্মনি ও জাপান বড় হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, বড় হইতে চাহিয়াছিল, তাই এত বড় হইয়াছে। ইসলাম ধর্ম্ম যে একদিন ইয়োরোপের সুদূর স্পেন হইতে তাতার ও ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে তদানীন্তন মুসলমানগণ মহম্মদ-প্রদত্ত মন্ত্রের প্রকৃত উপাসনা করিতে পারিয়াছিলেন অর্থাৎ দেশ জয় করিবার পূর্ব্বেই মনোমধ্যে বিজয়পতাকা উড়াইতে পারিয়াছিলেন। এ নিয়ম যেরূপ জাতিগত উন্নতি সম্বন্ধে সত্য, ব্যক্তিগত উন্নতির পক্ষেও সেইরূপ।

পূর্ব্বে মনে সঙ্কল্প না করিয়া কেহ কখন বড় হয় নাই। বড় হওয়ার কথা দূরে থাক্, মনে সঙ্কল্প না করিলে, বাহিরের কোন বস্তুই পাওয়া যায় না। শাস্ত্র বলেন যে, সমগ্র বিশ্ব ভগবানের কল্পনাপ্রসূত। এ বিশ্ব সৃজনের পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবানকেও কল্পনা করিতে হইয়াছিল। বাহ্যজগতে আমরা যাহা লাভ করি, তাহা অন্তর্জ্জগতের ভিতর আমাদের অঙ্কিত ছবির প্রতিরূপ। ইঞ্জিনিয়ার একটী বাটী তৈয়ার করিবেন; আমরা দেখি ইট, কাঠ, চূণ ইত্যাদি স্তূপাকার হইল, অসংখ্য লোকজন খাটিল, কিছুদিন পরে একটী সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মিত দেখিলাম। কিন্তু লোকে দেখিবার বহুপূর্ব্বে সে বাড়ীর একখানি চিত্র হর্ম্ম্যনির্ম্মাতার চিত্তপটে চিত্রিত হইয়াছিল। সেই দিনই সে বাড়ীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাজমহল বা Crystal Palace নির্ম্মাণের বহুপূর্ব্বে সুনিপুণ শিল্পী, তাহা তাঁহার মনোমধ্যে রচনা করিয়াছিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দিন হইতে সচরাচর তাহার জন্ম-তারিখ ধরা হয়; কিন্তু অনেক সুবিজ্ঞলোক নাকি তাহার সহিত ৯ মাস ক' দিন যোগ দেন। মাতৃ-গর্ভে সন্তানের অবস্থান কালটা আমরা হিসাবের মধ্যে ধরি না। ঠিক ঐরূপেই আমরা অন্তর্জ্জগতের ব্যাপারটাও ভুলিয়া যাই। ভিতরে মনোময় অট্টালিকা নির্ম্মিত না হইয়া বাহিরে কখন ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা হইতেই পারে না।

আমার যে এই সামান্য কুটীরখানি, ইহা তৈয়ার হইবার পূর্ব্বে কুটীর-রচয়িতার হৃদয়ে তাহা সেই ভাবেই উদিত হইয়াছিল। ঠিক যে ভাবে ভিতরে আঁকা হইবে, বাহিরেও তদনুরূপ প্রকাশ হইবে। মনে যে পরিমাণে সুন্দর আঁকা হইবে, বাহিরেও সেইরূপ ভাল মন্দ দেখাইবে। আমাদের মনের ভিতর আঁস্তাকুড়, কত কি ছাইপাঁশ থাকে, আমাদের বাড়ীর উঠানেও আমরা তাই পাই। সংসার-ক্ষেত্রেও, ছাইপাঁশ ছাড়া, ভাগ্যে অধিক কিছু মিলে না। ছেলেবেলা হইতে সামান্য চাকরি করিয়া খাইব ভাবিয়াছিলাম, আমাদের অদৃষ্টে আর বেশী জুটিবে কেন। কৈ, একজন ইংরাজ বা মাড়োয়ারীর ছেলের ত, আমাদের মত এমন দশা হয় না? তাহা হইবার ত কথা নয়, কেন না তাহারা অতি কিশোর অবস্থা হইতেই ব্যবসায়ী হইব ধারণা করিয়া রাখে।

এমন একজনও সামান্য ইংরাজ দেখা যায় না, যাঁহার বাড়ীর ভিতর উঠানে কেয়ারি করা grass plot নাই, কয়েকটি সুন্দর ফুলের গাছ বা লতা নাই, যাঁহার ঘরের সম্মুখে ক্রোটন্ বা কোনরূপ গাছের টব্ নাই। আমাদের বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া, আঁস, এঁটোপাতা ও গোবরের গন্ধে নাড়ী উঠিয়া যাইবে। আমরাও যে ইচ্ছা করিলে দু' পাঁচটা ফুলের টব দিয়া বাড়ী সাজাইতে না পারিতাম, এমন নয়; কিন্তু আমরা তাহা কয়জন করি? অর্থাভাব তাহার কারণ নয়; কেবল ইচ্ছার অভাবেই তাহা হয় না। কতদিকে কত অর্থ ব্যয় হইতেছে; ইচ্ছা থাকিলে কি আমাদের বাড়ীতে দু'পাঁচটী ফুলের টব্ না বসিত? কিন্তু বসিবে কেমন করিয়া? তাহা ত পূর্ব্বে প্রাণের ভিতর স্থান পায় নাই।

হৃদয়-উদ্যানে যে ফুল না ফুটে, বাহিরের উদ্যানে তাহা কেমন করিয়া ফুটিবে? ভিতরে এতবড় নন্দনকানন, আমরা কিন্তু তাহাতে একটীও পারিজাত কুসুম রোপণ করিতে পারিলাম না; পারিলে জগৎ যে সৌরভে মগ্ন হইত। সেখানে দয়ামায়া মমতার প্রস্রবণ খুলিতে পারিলে, সংসার তাহাতে ভাসিয়া যায়। ঈশা, চৈতন্যদেব তাহা পারিয়াছিলেন; তাঁহারা অমর হইয়াছেন।

ইংরাজিতে কয়েকটি কথা আছে, Success, like charity, must begin at home——in the Mind.

নেপোলিয়ন তিন চারি বৎসর বয়সে মাটির বন্দুক ও কামান নির্ম্মাণ করিয়া, মাটির সৈন্য ধ্বংশ করিতেন। আমাদের দেশে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বাল্যবন্ধু গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—

"Oh! how should I like to see you write my life if I happen to be a great poet, which I am almost sure should be ......"

যখন Raphael বা Turnerএর ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হই, কুমারসম্ভব, ওথেলো বা ফষ্ট্ পড়িয়া ভাবে বিভোর হই, তখন সহজে বুঝিতে পারি, কবি ও চিত্রকর তাঁহাদের হৃদয়মধ্যে যে ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহা অতি অপরূপ, মনমুগ্ধকর, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ভরা;

কিন্তু বুঝিতে পারি না—ঐ যে উমেদার দশটাকা মাহিনার জন্য আজ ছয় মাস টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও চাকরী মিলিতেছে না, বাড়ীতে পোষ্য অনেকগুলি, কেমন করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইবে ভাবিয়া হতাশ হইতেছে; ঐ যে ভিক্ষুক মুষ্টিমের ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে; ঐ যে ব্যবসায়ী অতি কষ্টে দু'টাকা পুঁজি লইয়া একটি ব্যবসা করিয়া পরে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তাহারাও নিজ নিজ হৃদয়মধ্যে তাহাদের নিজের সম্বন্ধে ঠিক ঐ বাহিরের ছবিই দেখিতেছিল। তাহা না হইলে তাহাদের ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ বাহিরে অনুরূপ প্রকাশ পাইত।

তবে কি আমরাই আমাদের বিধাতা পুরুষ? আমরাই কি আমাদের অদৃষ্ট গড়িতেছি ও ভাঙ্গিতেছি? আমরা সকলে সুখের সংসার দেখিতে চাই, কিন্তু আমরা কি মনের ভিতর সুখের সংসার পাতিতে পারিয়াছি? যদি তাহা না পারিয়া থাকি, তাহা হইলে বাহিরে কখন তাহা মিলিবে না। সমস্তই মনের ব্যাপার। অর্থ বল, বিষয়-সম্পত্তি বল, বন্ধু বল, সংসারে সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ কেবল মানসিক চিন্তার ফলে মনুষ্যের ঘটে। তবে ত দেখিতেছি, আর যা' তা' ভাবিতে পাইব না, ভাবনার ভিতরে আবার দায়িত্ব আসিয়া ঢুকিল; এ বড় বিষম কথা!

যে দেবতার যে মন্ত্র, সে মন্ত্র উপাসনা করিলে যে অলৌকিক শক্তিলাভ ও দেবদর্শন হয়, আমরা এ পর্য্যন্ত সে সকল কথার অবতারণা করি নাই। তাহাও কিন্তু উপরে যাহা বলা হইয়াছে, সেই নিয়মের অন্তর্গত। সেই শক্তি বলেই সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত বা ঠাকুর রামকৃষ্ণ মহামায়ার সাক্ষাৎ লাভ করিতেন। সেই শক্তি প্রভাবেই পূর্ব্বতন ঋষিগণ যোগজ দৃষ্টি দ্বারা সুক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুভব করিতেন। মানসিক একাগ্রতা বলে, সহস্র সহস্র দুরারোগ্য রোগী বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ঔষধ লাভ করিয়া আরোগ্য হইতেছেন। ঐকান্তিক বাসনার এতদূর প্রভাব, শাস্ত্র সাহস করিয়া বলেন যে, ইহজন্মে না ফলিলে পরজন্মেও তাহার ফল মিলিবেই মিলিবে। এই সত্য প্রতিপাদনের জন্য মহর্ষি বেদব্যাস ভরতঋষি ও মৃগশিশুর উপাখ্যানটী দিয়াছেন। মৃত্যুকালে হিন্দুকে, তুচ্ছ সংসার-বাসনা করিতে না দিয়া, ভগবানের নাম শুনান হয়। লিঙ্গশরীর, স্থূলদেহত্যাগকালে, ইহ-জগতের সমস্ত বাসনাগুলি সঙ্গে লইয়া যান; তাহার ফল জন্মান্তরেও ফলিতে হইবে।

মন কিরূপে আমাদিগকে বাহ্যজগতে যাবতীয় সুখদুঃখ লাভালাভ, বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত বিষয় আনিয়া দেয়; কিরূপে অপরিচিত লোককে অজ্ঞাতসারে শত্রু বা মিত্ররূপে পরিণত করে, কিরূপে বহুদূরে অবস্থিত তোমার পীড়িত শয্যাশায়ী সন্তানকে তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা পীড়া হইতে আরোগ্য করিবার পক্ষে সহায়তা করে; এড়াইতে চাহিলেও সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বিপদ-জাল কেন আমাদিগকে চারিদিকে জড়াইয়া ধরে, কেমন করিয়া দেবারাধনায় ও ভগবানের নাম স্মরণ ও কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার ইষ্টসিদ্ধি ও বাঞ্ছিত ফললাভ হয় ও অসংখ্য বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়, আমরা তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

প্রবন্ধ-লেখকগণের প্রতি সানুনয় নিবেদন।

"কাজের লোকে বড় বড় প্রবন্ধ বা Essay প্রকাশের স্থানাভাব। যাহা কিছু Practical অর্থাৎ হাতে-হেতেরে করা যায়, স্বল্পব্যয়ে করা যায়, এরূপ কিছু জানা থাকিলে, তাহাই কাজের লোকে প্রকাশ করিলে সাধারণের উপকার হইবে, এবং সেইরূপ প্রবন্ধ প্রেরণ করিলে সম্পাদক চিরঋণী থাকিবেন। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠাইবার দায়িত্ব গ্রহণে আমরা অক্ষম।

কাজের লোকের প্রবন্ধ আড়ম্বরশূন্য অতি সহজ ভাষায় লিখিত হওয়াই প্রার্থনীয়। কারণ, কাজের লোকের লক্ষ্য—সাধারণ লোক-শিক্ষা। যাহা Practicable এবং applicable হওয়া যুগ-যুগান্তরেও সম্ভব নহে, তাহা এরূপ কাগজে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নহে। কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া কোন প্রবন্ধই "কাজের লোকে" প্রকাশিত হইবে না। ইংরাজ ফরাসী জর্ম্মাণ মুসলমান ক্রিষ্টিয়ান হিন্দুর যে কিছু ভাল, তাহাই প্রকাশযোগ্য। কাজের লোকের কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি সমদৃষ্টির অভাব নাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক এগুলিতে লক্ষ্য রাখিবেন।

চিরানুগত সম্পাদক।

প্যালিসির জীবন চরিত

(২)

প্যালিসী পিতার কাজ কর্ম্মের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া চাকরীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি চিত্রবিদ্যা এবং অঙ্কনবিদ্যায় স্বীয় বুদ্ধিবলে কিরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, পাঠক তাহার কতকটা আভাস গতবারে পাইয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তিনি আমিন এবং নক্সার কার্য্যেও স্বীয় প্রতিভাবলে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং এইরূপ কার্য্য করিবার জন্য তিনি নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যদিও চাকরী পাইলেন না, কিন্তু মাপ জোকের কাজ ফুরণ করিয়া লইয়া এক রকমে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কাচ-চিত্রণ কার্য্যের এ সময়ে আদর হইল না।

এই নিভৃত স্থানে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন। দৈনিককাজ শেষ হইলে তিনি এই সামান্য বাসস্থানের চারিদিকে ক্ষুদ্র বাগান প্রস্তুত করিতেন। কাজ কর্ম্ম শেষ

হইলে নগরের মধ্যে ভ্রমণ করিতে যাইতেন এবং নগর হইতে ফল, পুষ্প লইয়া গৃহে ফিরিতেন। সুখ দুঃখ মানবের মনের মধ্যে ;—মানুষ মনে করিলে মরুভূমিকে স্বর্গ ভাবিয়া সুখে দিনাতিপাত করিতে পারে ; আবার মনের শান্তি না থাকিলে রাজ-প্রাসাদও মরুভূমিতুল্য বোধ হয়। প্যালিসী এই নির্জ্জন শান্তিপূর্ণ স্থানটীকে স্বর্গতুল্য বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদাই মনের শান্তিতে থাকিতেন।

* * *

সেণ্ট্‌স্‌ নগরের নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে সার্‌ ডি, পন (Sir de Pon) নামক একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক বাস করিতেন ; তাঁহার শিল্পে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি কতকগুলি প্রাচীন পর্সিলেন শিল্পের সুন্দর দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। প্যালিসীকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, চিত্রশিল্পে তোমার কিঞ্চিৎ দক্ষতা আছে ; তুমি যদি এরূপ পোর্সিলেন প্রস্তুত করিতে পারিতে, তাহা হইলে এরূপ পোর্সিলেনের উপর চিত্রশিল্প কি অভিনব সুন্দর দেখাইত ! প্যালিসি সার, ডি, পনসের এই জিনিসগুলি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি এরূপ জিনিস কখন দেখেন নাই। এই ফ্রান্সের মধ্যে কেহই এইরূপ "মিনেকরা" পোর্সিলেন প্রস্তুত করিতে জানিত না। সার ডি, পন্‌স্‌ বলিলেন, "যদি তুমি এই শিল্পের জন্য চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইতে পার, ফ্রান্সের দীন দুঃখীর কুটীর হইতে সম্রাটের প্রাসাদ, সকল স্থলেই তোমার জিনিসের আদর হইবে "

প্যালিসি চিন্তিত হইলেন ; মনে মনে বলিতে লাগিলেন, মাটীর দ্রব্য আমি অনায়াসেই চেষ্টা করিয়া প্রস্তুত করিতে পারি, কিন্তু পোর্সিলেন প্রস্তুত ত কখন করি নাই—তবে কেমন করিয়া এ কার্য্য সফল হইতে পারে ? প্যালিসীর চিন্তার বিরাম নাই। সার ডি পন্‌সের বাড়ী হইতে সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলেন।

* * *

সেণ্ট্‌স্‌ নগরীর পাদদেশ ধৌত করিয়া চিরোটা নাম্নী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। সন্ধ্যার জ্যোৎস্নাসিক্ত সৈকতোপরি প্যালিসী এবং তাহার প্রিয়তমা উপবিষ্টা। প্যালিসী দিবা ভাগের সার, ডি পন্‌সের প্রস্তাব বর্ণন করিয়া বলিলেন,—"প্রিয়তমে, মানুষ দায়িত্বে না যাইলে কদাচ বৃহৎ কার্য্য এবং বৃহৎ সৌভাগ্য এবং সুযশের অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও তোমাকে বলিতেছি যে, এই কার্য্যের প্রথম চেষ্টায় বহু পরিশ্রম, আমার নিয়মিত সময়ের বহু সময় নষ্ট হইয়াও হয়ত সম্পূর্ণ বিফলকাম হইয়াও পড়িতে পারি, হয়ত এই দীন অবস্থা আরও দীনতর হইয়া যাইতে পারে।"

প্যালিসীর স্ত্রী সমস্ত শুনিলেন ; বলিলেন, "কাজ নাই, যেমন অবস্থায় যে কার্য্যে আছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক ;—কাজ নাই। আমি বুঝিতেছি, যদি তুমি সাদা পর্সিলেন আবিষ্কার করিতে পার, তাহা হইলে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না, কিন্তু সেই পরীক্ষার সময় আমরা কি খাইয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব ?"

প্যালিসী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই সৈকতোপরি নতজানু হইয়া সজলনেত্রে ঈশ্বরের সাহায্য এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, "প্রভো ! মন্ত্রের সাধন কিম্বা প্যালিসির জীবন পতন, তুমি তাহারই সহায়তা করিও,—তোমাতে এবং আমাতে উভয়েই আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।" উভয়ে ধীরে ধীরে সেণ্ট্‌স্‌ নদীর সৈকতভূমি পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন।

ক্রমশঃ।

শিল্পবিজ্ঞান সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন।

—:০:—

১৩ই এপ্রিল তারিখে টাউনহলে শিল্পবিজ্ঞান সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। আমরাও নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলাম। এই শিল্পবিজ্ঞান সমিতি সম্বন্ধে আমরা আজ আমাদের পাঠকবর্গকে কিঞ্চিৎ আভাস দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। দেশের শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে যে, কোন দেশের স্থায়ী কল্যাণের আশা সুদূরপরাহত, তাহা বর্ত্তমান সময়ের প্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গবাসী হাতে হাতে উপলব্ধি করিতেছেন। অন্য সমস্ত চেষ্টা অপেক্ষা যে এই চেষ্টা অধিক ফলদায়ী এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য, ইহা উপলব্ধি করিয়া স্বনামধন্য স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র—হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে এই শিল্পবিজ্ঞান সমিতির সূচনা করেন ; উদ্দেশ্য, দেশের ধনী মধ্যবিত্ত দীন সকলেরই নিকট হইতে যথাসাধ্য অর্থসংগ্রহ করিয়া কার্য্যকরী শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য এদেশের যুবকগণকে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন করা এবং এই সমিতি হইতে ঐ সকল ছাত্রের ব্যয় সংকুলান করা। এই উদ্দেশ্যেই এই সমিতি। উদ্দেশ্য কত উচ্চ, কত মহান্‌, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক নাই।

যখন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রবাবু এই মহান্‌ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় এদেশের যাঁহারা তাঁহাকে জানেন না, এরূপ অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন ; কিন্তু যোগেন্দ্রবাবু সে সময় নীরবে কার্য্য করিতেছিলেন। আজ তাঁহার কার্য্যের সুফলই, সেই সকল কুৎসা-রটনাকারী অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগণের জলন্ত প্রতিবাদরূপে দণ্ডায়মান। ফলে কি হইয়াছে, জানেন ? যে সকল ছাত্র বিদেশে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ১৯ জন ছাত্র শিক্ষা সমাপন করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন ; আর এবৎসরে দেড়শত ছাত্র লণ্ডন, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান, প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন। প্রত্যাগত ছাত্রগণের প্রস্তুত নিত্যআবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও কিছু কিছু ঐ অধিবেশনের

দিন প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া প্রকৃতই আশার সঞ্চার হয়। এই সমুদায় দেখিয়া দেশী এবং বিদেশী ভদ্র মহাশয়গণ বলিয়াছিলেন, যে আর ১৪।১৫ বৎসর পরে সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশকে নিত্য-আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভারের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। আমরা কেবল সর্ব্বান্তঃকরণে যোগেন্দ্র বাবুর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

দেশবাসী আপামর সাধারণের প্রতি আমাদের কেবল একটী অনুরোধ,—এদেশে চির-প্রচলিত মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়াই যেন তাঁহারা এক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের অবসান না করেন। দেশের ভাল করিতে যাইলেই কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ আবশ্যক হয়,—অর্থের আবশ্যক হয়। লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসী যদি প্রত্যেকে এক আনা করিয়া দেন, তাহা হইলে একটা বড় রকমের অর্থরাশি উঠিয়া যায়, এবং একটা বড় চিরস্থায়ী হিতকর কাজ হইয়া উঠে। দেশের উন্নতির জন্য ঐকান্তিকতা আবশ্যক, কার্য্যকরী সহানুভূতির আবশ্যক, প্রত্যেকের পবিত্র কর্ত্তব্যবোধে আন্তরিক চেষ্টার আবশ্যক। আমরা আশা করি, এখন বোধ হয় দেশবাসী এরূপ কার্য্যে প্রকৃত কার্য্যকরী সহানুভূতি প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইবেন না।

SPECIALLY WRITTEN FOR BUSINESSMAN.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

WHAT IS A CANVSSING BUSINESS?

ক্যানভাসিং কার্য্য কাহাকে বলে?

কোন একটা ফারমের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া জনসাধারণকে তাহাদের জিনিস দেখাইয়া গ্রাহক সংগ্রহ করাকেই Canvassing Business বলে।

ক্যানভাসিং এবং দালালী ঠিক এক কথা না হইলেও এই উভয় কার্য্যের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ভাল একজন ক্যানভাসার অতিসত্বর দালাল হইতে পারেন। দালালীর কাজ সম্মানজনক এবং বিলক্ষণ অর্থকরী।

Canvassers are some times called agents or Representative of any firm, এইত ইংরাজী পুস্তকের কথা। দালালগণ কোন বড় ব্যবসায়ীর মাল অন্য ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করেন। কিন্তু ক্যানভাসার ব্যবসায়ীর মালকে Retail buyers অর্থাৎ খুচরা ক্রেতাদিগকে বিক্রয়ের চেষ্টা করেন।

ইহার এক কথায় বাঙ্গালা নাম দেওয়া সুকঠিন এবং দিবার তত আবশ্যকও বুঝিতে পারি না। সুতরাং ইংরাজীতে Canvassing Business নামই রহিল। এই কার্য্যে ইংরাজী জানা থাকিলে ভাল হয়। নচেৎ অন্য ভাষা জানিলেও যে চলে না, তাহাও নহে; একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্যানভাসিং কার্য্য বুঝাইতেছি।

মনে করুন এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স ঔষধ-বিক্রেতা। তাঁহারা ১০০ বাক্স নেচার্স হেল্থরেষ্টোরার নামক ঔষধ বিলাত হইতে আনাইয়াছেন। জন-সাধারণে এই ঔষধটী বিক্রয়ের জন্য ক্যানভাসারের কার্য্যের আবশ্যক। তাঁহারা আপনাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। একটী নমুনা দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যে যত বিক্রয় করিবেন, শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। আপনি ঔষধের গুণাগুণ সমস্ত বুঝিয়া লইলেন; লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনি যদি একবারে কোন ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিলেন, তাহা হইলে এইটুকু হইল দালালীর কাজ।

যদি আপনি সেই ঔষধ খুচরা লোকের বাড়ী বাড়ী চেষ্টা করিয়া বিক্রয় করিলেন, তাহা হইলে সেইটুকু হইল ক্যান্‌ভাসিংএর কাজ।

দালালী "wholesale" একবারে এক ব্যবসায়ীর মাল অন্য ব্যবসায়ীকে পাইকারী দরে বিক্রয় করে; ক্যান্‌ভাসার ব্যবসায়ীর মাল খুচরা বিক্রয় করে।

দালাল এবং ক্যান্‌ভাসারের এইটুকু পার্থক্য। এখন দেখুন, একজন দালাল দ্বারা ১০০ বাক্স ৫০৲ হিঃ ৫০০০ টাকায় বিক্রয় হইয়া গেল। দালালের কমিশন শতকরা একটাকা হিসাবে ৫০৲ টাকা হইল। যদি দালালী করিয়া একদিনে এই ১০০ বাক্স বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে একদিনে ৫০ টাকা উপার্জ্জন হইয়া যায়। দালাল অপেক্ষা ক্যান্‌ভাসারগণ অধিক কমিশন পাইয়া থাকেন। কারণ ইহাঁদিগকে জনসাধারণের ভিতর হইতে গ্রাহক সংগ্রহ করিতে হয়। সমস্ত মাল একটু বিলম্বে কাটে বলিয়া ইহাঁদের কমিশন শতকরা ১০৲ টাকার কম দেখা যায় না; সময়ে সময়ে জিনিস বিশেষে ক্যান্‌ভাসারগণ শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশনও পাইয়া থাকেন। শতকরা ১০৲ হিসাবে ৫০০০ টাকায় ৫০০ টাকা কমিশন হইয়া যায়; সুতরাং এরূপ লাভজনক কাজ খুব কম।

বোধ হয় এখন বুঝিয়াছেন যে, ক্যান্‌ভাসিং কার্য্যটী কিরূপ।

সংবাদপত্রের গ্রাহক সংগ্রহ করা, সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা, লাইফ ইন্‌সিয়োরান্স্ বা লটারির গ্রাহক সংগ্রহ করা, কোন ঔষধের গ্রাহক, কোন রেলওয়ে কোম্পানীর sharer বা অংশীদার সংগ্রহ করা ক্যান্‌ভাসারের কাজ।

কলিকাতার অনেক ব্যবসায়ী, এজেণ্টের সাহায্যে মাল আনাইয়া থাকেন। সেই ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে অর্ডার সংগ্রহ করিয়া এজেণ্টদিগকে দেওয়া ক্যান্‌ভাসিংএর কাজ।

কোন পুস্তকের গ্রাহক সংগ্রহ করা ক্যান্‌ভাসিংএর কাজ। কোন পোষাক-বিক্রেতার নমুনা দেখাইয়া খরিদদারের অর্ডার সংগ্রহ করিয়া আনা ক্যান্‌ভাসিংএর কাজ।

ক্যান্‌ভাসারের কার্য্যক্ষেত্রের সীমা অসীম। বাড়ী হইতে বাহির হইলেই ক্যান্‌ভাসারের কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রত্যেক উদ্যমশীল ব্যক্তি নিজের গৃহে, নিজের গ্রামে বসিয়া তাঁহার প্রতিবাসীগণকে

নিকটস্থ গ্রামবাসীগণকে গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারেন—চাকুরী করার আবশ্যক হয় না।

এদেশের আবার একটা মস্ত রোগ আছে। আমি ভদ্রলোকের সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে; লোকের দ্বারস্থ হইয়া উপযাচক হইয়া জিনিস বেচিতে যাইব—লোকে বলিবে কি? এ রোগ পরিত্যাগ করিলে উপার্জ্জনের ভাবনা কি?

একার্য্যে মূলধনের আবশ্যক হয় না। প্রতিদিন ২।৩ ঘণ্টা আন্তরিক পরিশ্রম ও চেষ্টা করিলেই সফল মনস্কাম হইয়া স্বাধীন-ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া সুখে জীবনাতিপাত করিতে পারা যায়।

কিন্তু প্রকৃত কৌশল না জানিলে ক্যান্‌ভাসিং কার্য্য চলে না। সেইজন্য Art of Canvassing শিক্ষার প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহা বুঝাইলাম, পদ্ধতি না জানিলে ইহা তত সহজ কাজ নহে। সেই পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এখন এই সম্বন্ধে যে সকল Technical কথা ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

যাহারা ক্যান্‌ভাস্ করে, তাহাদিগকে ক্যানভাষার Canvasser বলে। এই কার্য্যের নাম Canvassing Business; যে পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, তাহার নাম Commission কমিশন।

ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে যে স্বর্ত্তনামা লিখিত হয়, তাহার নাম Contract কন্‌ট্রাক্ট। যে নমুনা দেখান হয়, তাহার নাম Sample. সেই নমুনার প্রকৃত বিবরণের Description, —নমুনার অনুরূপ জিনিস না হইলে যে বাটা হয়, তাহার নাম allowance বা বাটা। গ্রাহক করিবার প্রথম প্রস্তাবের নাম Proposal.

পরিচয় করিয়া দিবার অনুরোধ পত্রের নাম Letter of Introduction বা Recommendation Letter; যথাসময়ে সাক্ষাতের যে বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার নাম Engagement.

যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিত, তাহাদের এ সকল কথা জানা আছে। যাঁহারা ভাল ইংরাজী না জানেন, আমি তাঁহাদের জন্যই এইগুলি বলিলাম। আমার উদ্দেশ্য, যে সকল ব্যক্তি শুদ্ধ মূলধন নাই, কি কাজ করি, ইত্যাদি কথা বলিয়া জীবনের অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত করেন, তাঁহাদিগের জন্যই আমার এই প্রবন্ধ। তবে যাঁহারা সুশিক্ষিত—তাঁহারা যদি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা হইলে সে আমার সৌভাগ্য। আমি সমস্তই অকপটে বলিয়াছি।

তৃতীয় অধ্যায়।

What qualification a Canvasser should posses?

ক্যান্‌ভাষারের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক। আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ক্যান্‌ভাসারের মূলধন থাকে না। কতকগুলি গুণই তাহার মূলধন। এ জগতে যে যে গুণ থাকিলে মানুষ কৃতকার্য্য হয়, ক্যানভাসারেরও সেইগুলি আবশ্যক।

সাহস, ধৈর্য্য, সততা, বদান্যতা, বিশ্বস্ততা, আশা, সদা প্রসন্নভাব, ভবিষ্যৎ-দর্শিতা, মিতব্যয়িতা, সৌজন্য, প্রভৃতি গুণগুলি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত হইলেই মানুষ সকল কার্য্যেই সফল মনস্কাম হইতে পারে।

সাহস ব্যতীত কোন কার্য্যেই অগ্রসর হওয়া যায় না। সাহস সমস্ত কার্য্যেরই মূল ভিত্তি। সেইজন্য Sydney Smith নামক একজন ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "A great deal of talent is lost in the world for the want of a little courage."

অর্থাৎ কেবল সাহসের অভাবে প্রচুর বুদ্ধিশক্তি জগতের কোথায় তলাইয়া যায়। সাহস না থাকিলে কেবল বুদ্ধিতে কি হইবে? ক্যানভাসারের সাহস আবশ্যক।

তারপর আবশ্যক—ঐকান্তিক ইচ্ছা। ঐকান্তিক ইচ্ছার অভাবে ধৈর্য্য দুর্ব্বল হয়। ধৈর্য্যচ্যুত হইলে মানুষ কিছুই নয়—আর সে মানুষ কিছু করিতে পারে না। দুই দিন কাজ করিয়াই দু'দিনের হতাশায় সে কার্য্যক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।

ক্রমশঃ

লোকচরিত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যদি তোমার সম্মুখে দুই জন ব্যক্তি একবারে জিনিস কিনিতে দোকানে আইসে, খুব মনোযোগের সহিত দেখিতে হয়, আসল ক্রেতা কে? দুই মিনিট অপেক্ষা করিলেই বুঝিবে,—কে ক্রেতা আর কে সঙ্গী। স্বভাব চাপা থাকিবার নয়। তারপর অগ্রেই সঙ্গীবাবুর বিশেষ সম্মান ও খাতির করিবে;—মহাশয়, জিনিস চিনেন, বলিতে না বলিতে "আজ্ঞে হাঁ" এ রোগের ঔষধ। যে নিষ্কর্ম্মা, যে কিছু জানে না, যে খাতিরের কাঙ্গালী, সে এসকল কথা শুনিলেই দ্রব—ঠাণ্ডা!

আসল ক্রেতার জিনিস আবশ্যক, তাঁহাকে অধিক সম্মান না করিলেও তিনি কিনিবেন। যেমন ধূম অপসারিত না হইলে অগ্নি দেখা যায় না, সেইরূপ ইহাদিগকে একটু নীরব না করিলে জিনিস বিক্রয় করা কঠিন হয়। ইহা প্রতারণার কথা নহে,—সর্ব্বদা সৎপথাবলম্বী হইবার কথা। বার-বার বলিতেছি, কিন্তু বিঘ্ন অপসারিত না করিলে কে সফল হইতে পারে? এরূপ ব্যক্তিগণকে নিরস্ত করিতে পারিলে তবে ত জিনিস বিক্রয় করিয়া তোমার সততা দেখাইবার অবসর পাইবে? হিন্দুদের শ্রাদ্ধের সময় ২টী পিণ্ডদান হয়, একটী অপহতা ভূত, প্রেত, অসুরাদির জন্য, অপরটী উদ্দিষ্ট স্বর্গীয় ব্যক্তির জন্য। ভূত প্রেতকে সন্তুষ্ট না করিলে পিতৃপুরুষ শ্রাদ্ধান্ন পাইতে পারেন না। এক্ষেত্রেও তাই, আগে ভূত শান্ত করিলে তবে কাজ করিতে পারিবে। অবশ্য সুশিক্ষিত সুমার্জ্জিত রুচির লোক কখনই অনধিকার চর্চ্চা করিতে চাহেন না,—তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

এইত গেল সম্মুখের কথা। কিন্তু ডাকের কার্য্যে মফঃস্বলের এরূপ লোককে ঠাণ্ডা করিবার উপায় কি? আছে—বলিতেছি। এই উপায়ে কতকটা উপকার হইতে পারে। যখন জিনিস পাঠাইবে, তখন নিম্নলিখিতরূপ একখানি পত্র দিলে মন্দ হয় না।

সবিনয় নিবেদন—

আপনার অনুগ্রহ-পত্রানুযায়ী অন্য ভি-পিতে আপনার (অমুক জিনিস) প্রেরণ করিয়াছি। আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে ইহা সর্ব্বাংশেই আপনার সন্তোষজনক।

একটী কথা এস্থলে বলিয়া রাখি,—সকল সমাজেই এক শ্রেণীর লোক আছেন; তাঁহারা প্রকৃত জিনিসের গুণাগুণ না জানিলেও, যে কোন একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই মন খারাপ করিয়া দেন। অদ্য যাহা পাঠাইলাম, এরূপ লোকের হস্তে অগ্রেই তাহা দিবেন। এ জিনিস নিশ্চয়ই তাহারও সন্তোষজনক হইবে। যদি তাঁহারা সন্তুষ্ট না হন, কি কারণে সন্তুষ্ট না হইয়াছেন, তাহা আমাদিগকে জ্ঞাপন করিলে, যদি দোষ হইয়া থাকে, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিব। আমরা একবারের জন্য মাত্র কাজ করিতে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী নহি—চিরদিন আপনার সন্তোষজনক কার্য্য করিতেই আমাদের বাসনা। আপনি নিজে বিবেচনা করিয়া ত্রুটী জানাইলে, আমাদের বিশেষ উপকার হইবে। কারণ, হয়ত আমরা যে দোষ দেখিতে পাই নাই, আপনার মন্তব্যে আমাদের জ্ঞানোদয় ও চক্ষুরুন্মীলন হইবে। ইতি—

অনেক ভদ্রলোক জিনিস পাইলেন, কিন্তু বন্ধুগণের এইরূপ মন্তব্যে মন খারাপ হইয়া গেল, আর কখনও জিনিস চাহিলেন না, অথবা ফেরৎ দিলেন। পত্রের দ্বারা ক্রেতা ও তাঁহার বন্ধু আসল কথাটা বুঝিতে পারিবেন!

১৭। নরচরিত্র পড়িবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিয়া তাহার পত্রের মর্ম্মার্থ, কথাবার্ত্তার আদব-কায়দা, কিসে তাহার আসক্তি, কিসে বিরক্তি, তাহা পাঠ করিবে। স্বভাব লুক্কায়িত থাকে না, তাহা শত চাপা ঠেলিয়া এক দিন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইবে। ক্রেতার সন্তোষ উৎপাদন করাই বিক্রেতার কর্ত্তব্যের সীমা, ইহাই সঙ্কেত।

কেমন করিয়া কাপড়কে ওয়াটার-প্রুফ্ করা যাইতে পারে?

ওয়াটারপ্রুফ্ করা কাহাকে বলে?

কাপড়কে ওয়াটার প্রুফ্ করিলে কাপড়ে জল প্রবেশ করিতে পারেনা। এরূপ কাপড়ে বর্ষাতি হয়; ইহা ছেলেদের বিছানায় পাতা চলে; অনেক কাজই হয়।

এখন কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় বলিতেছি।

আইসিংগ্লাস (ওজনে)	১২ আউন্স
অ্যালম বা	
ফট্‌কিরিচূর্ণ	৪ আউন্স
সাবান	৪ আউন্স
জল	১ পাইট্

উত্তাপে গলাইয়া ফেলিতে হইবে।

গলাইয়া কাপড় খানাকে একটা টীন প্লেট বা কাষ্ঠের মসৃণ সমতল পাটার উপর বিছাইয়া বেশ চারিধার টান রাখিয়া ব্রুসদ্বারা এক কোট্ মাখাইয়া সম্পূর্ণভাবে শুখাইয়া পুনঃপুনঃ এইরূপ করিয়া শেষের কোট্‌টার সময় তুলিটা পরিষ্কার জলে ডুবাইয়া বেশ সমান-ভাবে ইহার উপর টানিয়া যাইতে হইবে। তখন ইহার উপরটা বেশ চক্‌চকে হইবে। তাহার পর বেশশুষ্ক হইলে, ব্রুসদ্বারা ঝাড়িয়া লইলেই হইল। ইহাতে জল পড়িলে লাগিবে না।

দ্বিতীয়প্রকার।

সমভাগ তারপিন এবং ইণ্ডিয়া রবার একত্র অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া কাপড়ে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় মাখাইয়া, তাহার পর সমভাগ সুগার অফ্ লেড্, লিথারেজ, সলফেট্ অব জিঙ্ক, গম ম্যাষ্টিক এবং তারপিন একত্র অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ইহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাখাইয়া, ইহার উপরে উল, বা পশম দিয়া চাপ দিলেই জমিয়া যাইবে। শুষ্ক হইলে কোট প্যাণ্ট্ প্রভৃতি করিলে আসল কাপড়ের মত বোধ হইবে, অথচ জল প্রবেশ করিতে পারিবে না। দামী ওয়াটারপ্রুফ কোট্ এইরূপেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা একটা বিশেষ লাভজনক কাজ। এদেশে উদ্যোগী হইয়া একাজ কেন করা যাইবে না। কেহ চেষ্টা করুন। প্রথম চেষ্টাকারীর ইহা দ্বারা সৌভাগ্য খুলিয়া যাইতে পারে।

আর একটী খুব সহজ উপায়।

কাপড়খানিকে তক্তার উপর চারিদিকে টাইট করিয়া পিন দিয়া আঁটিয়া এক ডেলা বিশুদ্ধ মোম্ দ্বারা কাপড় খানার সর্ব্বস্থান ঘর্ষণ করিবে। যখন দেখিবে, কোন স্থান বাকী নাই, তখন ইহার উপর ঈষদুষ্ণ ইস্তিরি চালাইয়া দিলেই সমভাবে সমস্ত বস্ত্রে মোম্ লাগিয়া যাইবে। ইহাতে জল স্পর্শ করিতে পারিবে না। বিলাতের অনেক ওয়াটারপ্রুফ প্রস্তুতকারক এই উপায়ও অবলম্বন করিয়া থাকেন। অবশ্য মানুষ সন্ধান পাইলে চেষ্টা করিতে করিতেই উন্নতি করিতে পারে, আমরা সঙ্কেত করিলাম; কেহ চেষ্টা করিলে এদেশে ওয়াটার-প্রুফ প্রস্তুত করিতে পারিলে, তাহার সংশয় কি? দেশী ওয়াটারপ্রুফ হইলে গাড়োয়ান মুটে মজুর পর্য্যন্ত লইবে। বর্ষাকালে ইহার কাট্‌তি বেশী হইবে।

লাভজনক কৃষিকার্য্য।

—:•:—

চীনের বাদাম।

দেশের কৃষকগণ কেবল ধান চাসটী করিয়াই হাঁপাইয়া পড়ে, ধান কাটিয়া লইলেই সমস্ত বৎসর জমিটী পড়িয়া থাকে, কৃষক চেষ্টা করিলে এ সকল জমীতে অন্য ফসল উৎপন্ন করিয়া তাহার ধান চাষের ব্যয় উঠাইয়া লইতে পারে।

কলিকাতায় "চীনের বাদাম বিক্রয় হইতে অনেকেই দেখিছেন, সেই চীনের বাদামের চাষ করিলে যে বিলক্ষণ লাভ হয়, আজ তাহাই দেখাইব।

চীনের বাদাম হইতে তৈল প্রস্তুত হয়, এবং চীনের বাদাম লোকে ভাজিয়াও খাইয়া থাকে। মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমানে জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালায় ২৪ পরগনার কোন কোন স্থানেও ইহার আবাদ হইতেছে।

বাদাম চাষের সময় জ্যৈষ্ট আষাঢ় মাস, জমীকে কিছু গভীর ভাবে কর্ষণ করিয়া ২।৩টী চাষ দিয়া মাটী প্রায় ধুলার মত করিতে হয়, জমীতে পুকুরের পাঁক মাটী এবং ছাই সার দিয়া মই দিয়া সমান করিতে হয়, পরে লাঙ্গলের দ্বারা জুলি কাটিয়া বাদামের খোসা ছাড়াইয়া ভিতরের শাঁস এক হাত অন্তর এক এক দানা বসাইয়া যাইতে হয় এবং তাহার উপর ঝুরা মাটী চাপা দিয়া যাইতে হয়, এই বীজগুলির পিপিলিকা এক বিষম শত্রু, সুতরাং তুঁতের জলে বীজ গুলি ধুইয়া নিলে ভাল হয়, অথবা জমীর একটা কোনে একটু চিনি ফেলিয়া দিতে হয়, পিপীলিকারা ঐ চিনি খাইতে ব্যস্ত থাকে, ওদিকে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। গাছ বড় হইলে ঘাস পাতা নিড়াইয়া দিতে হয়, এবং জমীর জল শুখাইয়া যাইলে মধ্যে মধ্যে ছেঁচিয়া দিতে হয়।

চীনে বাদাম গাছে ধরে না, গাছের শিকড়েই খুব ঘন হইয়া মাটীর ভিতরেই ধরে। সুতরাং বাদাম তুলিবার সময় পুনরায় লাঙ্গল দিয়া মাটী খুঁড়িয়া তুলিতে হয় এবং পরিস্কার করিয়া শুখাইয়া রাখিতে হয়। এই বাদামের তৈল ঠিক রেড়ীর তৈল প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় করিতে হয়। বিলাতে সুইট অয়েলের সঙ্গে এবং এদেশে রেড়ীর তেলের সঙ্গে ভেজাল দিয়া প্রতারকগণ ঠকাইয়া থাকেন।

এখন ইহার খরচ হিসাব করিয়া দেখা যাউক।

আয়	খরচ	
প্রতিবিঘায়	৩বার চাষে	
ফসল সাধারণ	৵০ হিঃ	২।০
জমীতে অস্ততঃ ২০/০	বীজ বিঘা প্রতি	
	।০ সের	
	৩৲ মণ হিঃ	৸০
	জল সেচন সার	
	ফসল উত্তোলন	
	ঝাড়াই ইত্যাদিতে	
	মোট	৫৲
	বিঘাপ্রতি মোট খরচ	৮৲

বাদাম প্রায় ৩৲ হইতে ৪৲ ৪॥০ মণ বিক্রয় হয় সুতরাং যদি খুব কম অর্থাৎ ৩৲ হিসাবেই ধরা যায় তাহা হইলে

২০/০ মণে	৬০৲
ইহার আরও বাদদিলাম	১০৲
	৫০৲
বাদ খরচ	৮৲
সুতরাং প্রতিবিঘায় লাভ	৪২৲

কোন উদ্যোগী যুবক যদি জমা করিয়া লইয়াও ২।৪ বিঘায় জমী চাষ করে, তাহা হইলে যথেষ্ট লাভ হয়। দেশের কবে সুমতি হইবে? প্রত্যেক পাঠক "কাজের লোকের প্রত্যেক বিষয়টী কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দেনত, বাস্তবিক এই সকল উপায়েই দেশের মঙ্গল হইবে। গ্রামে গ্রামে সান্ধ্য পাঠশালার মত করিয়া প্রত্যেকেরই কৃষকগণকে এই সকল বিষয়ের প্রবৃত্তিজনক উপদেশ দেওয়া উচিত। বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী চাষ না করিলে অন্নের দুঃখ কখন ঘুচিবে না।

Banking Business.

"ব্যাংকে"র কার্য্যপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:•:—

যাহা হউক, অত্যল্প দিন পরেই আবার সেই লোকটী আর একটী পাঁচ শত মুদ্রার চেক্ লইয়া সেইরূপ ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। চেকটী পূর্ব্বের ন্যায় নির্খুৎ ছিল। যে লোকের নাম স্বাক্ষরিত ছিল, সেই লোকটী বিশেষ খ্যাতনামা ও তাঁহার হিসাবে অনেক টাকা জমা ছিল। তথাপি ক্যাশিয়ারের মনে একটু সন্দেহ হইল। তিনি তৎক্ষনাৎ উঠিয়া গিয়া যে ব্যক্তির নিকট হইতে চেক্ আসিয়াছে, সন্নিকটস্থ তাঁহারই আফিসে যাইয়া খোঁজ লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, আজ কোন চেক্ আমরা কাহাকেও দিই নাই। তিনি আসিয়াই প্রবঞ্চক মুদ্রাপ্রার্থীকে একেবারেই পুলিস হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ক্যাশিয়ার ব্যাংকের একজন অতিশয় বিশ্বস্ত ভৃত্য, তাঁহার হস্তে সর্ব্বদাই ব্যাংকের বিস্তর টাকা থাকে। তিনি ইচ্ছা করিলেই ইহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারেন। যে কোঠের মধ্যে টাকা জমা থাকে, তাহার একটি চাবী তাঁহার নিকট ও আর একটি চাবী কোষাধ্যক্ষের (Treasurer) হস্তে থাকে। এই দুই জন ব্যক্তি এক সঙ্গে না থাকিলে মুদ্রাকক্ষের দ্বার খোলা অসম্ভব। কিন্তু দৈনিক ব্যবহারের নিমিত্ত ক্যাশিয়ারের হস্তেই যাহা টাকা থাকে, তাহার সংখ্যাও বিস্তর।

ব্যাংকের টাকাকড়ি সব কক্ষ মধ্যে থলি করিয়া রাখা থাকে। যদিও তথায় ক্রোরাধিক মুদ্রা থাকে, কোষাগারে যাইলে

থলি ব্যতিরেকে একটি মুদ্রাও দৃষ্টিগোচর হয় না—অতি অল্প স্থানের মধ্যে এত ধন সঞ্চিত আছে, কিন্তু বাহিরে তাহার কোন চিহ্নও নাই।

অনেক বড় বড় ব্যাংক আছে, যেখানে মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদে রাখিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য কোম্পানী আছে, যাহারা কেবল মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদে গচ্ছিত রাখার ব্যবসা করিয়া থাকে। তাহাদের ভূমধ্যস্থ কক্ষ মধ্যে সকল প্রকার দলিলপত্র, কোম্পানির কাগজ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি গচ্ছিত থাকে। এক একটি কক্ষ সুবৃহৎ সিন্দুকের ন্যায়। দেয়াল বজ্রতুল্য কঠিন প্রস্তরের। দ্বার এমন সুনিপুণ কৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহার রহস্য বিশেষরূপে না জানিলে কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহা উদ্ঘাটন করিতে পারে। এক একটি কোম্পানীর এরূপ সহস্র সহস্র কক্ষ আছে। আবার কক্ষগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রকারের লোহার সিন্দুকে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক সিন্দুকের চাবি স্বতন্ত্র ও বিশেষ নিপুণতার সহিত নির্ম্মিত।

ভূমধ্যস্থ কক্ষগুলির মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রধান দ্বারগুলি এত সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহা শ্রবণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালীতে ইঞ্জিনিয়ারিং (Engeneering) বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক একটি দ্বার ওজনে ন্যূনাধিক চারিশত মণ, এবং ভিন্ন ভিন্ন ছয় সাত প্রকার ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত। যদি কোন সুনিপুণ তস্কর দ্বারের মধ্যে ছিদ্র করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে অত প্রকার ধাতুর মধ্যে ছিদ্র করিতে গিয়া সম্পূর্ণ বিফল-প্রয়াস হইবে। দ্বারের মধ্যে এমন কৌশল আছে যে, তাহার ছিদ্র করিবার যন্ত্র অল্পমাত্র প্রবেশ করিলেই একেবারে বহুসংখ্যক বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে—সমস্ত প্রহরীগণ সতর্ক হইয়া যাইবে। ভাগ্যক্রমে যদি দ্বারের কল ভগ্ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও দ্বার খুলিবে না। বৈদ্যুতিক উপায়ে দ্বারের সম্মুখবর্ত্তী মেজে নীচু করিতে হইবে—নচেৎ দ্বার পর্ব্বতসম নিশ্চল ভাবে স্থির থাকিবে। দ্বারের উপরিভাগে আবার একটি বৃহৎ নল দেখিতে পাওয়া যায়—তস্কর দ্বারা দ্বার আক্রান্ত হইলে ইহার মধ্য হইতে ফুটন্ত জল ও বাষ্প আসিয়া তাহাদিগকে আপ্লাবিত করে।

যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই নিরাপদ কক্ষ ভাড়া লইতে পারেন। একটী সম্পূর্ণ কক্ষের আবশ্যক না হইলে কক্ষমধ্যস্থ প্রয়োজন মত সিন্দুক ভাড়া লইতে পারেন। কক্ষমধ্যস্থ সিন্দুকের একটী চাবী তাঁহার নিকট থাকিবে আর একটী চাবী কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারীর নিকট—দুই জন একত্র না হইলে সিন্দুক খুলিবে না। সাধারণের সুবিধার জন্য নিরাপদ-কক্ষশ্রেণী-সংলগ্ন বসিবার ঘরে বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত আছে গচ্ছিতকারী আবশ্যক হইলে সিন্দুক হইতে তাঁহার দ্রব্য লইয়া স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে গৃহমধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ইচ্ছামত দেখিতে পারেন। আবার দেখা শেষ হইলে যথাস্থানে রাখিয়া দিতে পারেন। দ্রব্য যতই বহু মূল্যবান হউক না কেন, সেখান হইতে চুরী হইয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

ব্যাংকের রহস্য সম্বন্ধে অনেক লিখিবার আছে কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ আর দু একটী কথা বলিয়া এইখানে শেষ করিতে বাধ্য হইলাম।

আমাদের দেশে যত নোট প্রচলিত আছে, সবই ভারতগভর্ণমেন্টের, অর্থাৎ এখানে গভর্ণমেন্ট ব্যতিরেকে কোন ব্যাংকের স্ব স্ব নামে নোট্ প্রচার করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক বড় বড় ব্যাংক আছে, যাহাদের ঐরূপ ক্ষমতা আছে। ভারতের 'নোট' Government Currency Note' বলিয়া পরিচিত, কিন্তু ইউরোপে ব্যাংকই 'নোট' প্রচার করিয়া থাকে—তন্নিমিত্ত সেখানে ব্যাংক-নোট (Bank-note) বলা হয়; যেমন, Bank Of England Note। ইংলণ্ডে গভর্ণমেন্টের স্বতন্ত্র নোট্ নাই। Bank Of England গভর্ণমেন্ট অনুমোদিত বলিয়া ইহার নোট সর্ব্বত্রই গৃহীত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে আর কোন ব্যাংকের এরূপ অধিকার নাই; কিন্তু স্কট্‌লণ্ডের কতিপয় ব্যাংক নোট্ প্রচার করিয়া থাকে—সে নোট্ কেবল স্কট্‌লণ্ড মধ্যেই মুদ্রাস্বরূপ গণনীয় হইয়া থাকে—স্কট্‌লণ্ডের বাহিরে তাহার কোন মূল্য নাই। নোট্ প্রচার করিবার ক্ষমতা থাকিলে সুবিধা এই যে, শুধু কাগজের দ্বারাই ব্যাংকের মূলধন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সুদটুকু যাহা আসিল, তাহা বলিতে গেলে বিনামূল্যে পাওয়া—কেননা এক খণ্ড কাগজ যাহা কর্জ্জ দেওয়া গেল, তাহার মূল্য কিছুই নয়।

প্রধান প্রধান ব্যাংকের শাখা পৃথিবীর প্রায় সব স্থানেই আছে। তাহাদের কার্য্য যে, কেবল একটীমাত্র সহর কিম্বা দেশ লইয়া তাহা নহে—সভ্য-জগতের প্রত্যেক অংশেই বিস্তৃত আছে; এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, প্রত্যহই একবার করিয়া হিসাব লইতে হয়। কোন্ ব্যাংক কোন্ ব্যাংকের নিকট কি পরিমাণে ঋণী। ঐ প্রধান ব্যাংক গুলির একটী করিয়া চুক্তি-আগার (Clearing House) থাকে, যেখানে এই হিসাব লওয়া হয়। কোন একটী ব্যাংক পূর্ব্বদিবসে যত চেক্ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছে, সেগুলি যে কেবল ঐ ব্যাংকেরই নামে তাহা না হইতে পারে। যেমন কোন এক ব্যবসায়ী একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যাংকের সহিত কারবার করিয়া থাকেন, তাঁহার খদ্দেরগণ তাঁহার নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মূল্যস্বরূপ চেক্ লিখিয়া দিলেন। সে চেক্‌গুলি যে একই ব্যাংকের নামে লেখা আছে, তাহা হইতে পারে না। খদ্দেরগণ যে যে ব্যাংকের সহিত কারবার করেন, তাঁহারা সেই সেই ব্যাংকের নামেই চেক্ দিলেন। মনে করা যাক্, এরূপ

এক শত চেক্ সংগৃহীত হইল। এক্ষণে চেক্গুলির বিনিময়ে মুদ্রা লইতে হইলে অন্তত দশটী স্বতন্ত্র ব্যাংকে দৌড়াদৌড়ী করিতে হইবে—ইহা সুবিধাজনক হইতে পারে না। ব্যবসায়ী এরূপ না করিয়া সেই এক শত চেক্গুলি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ব্যাংকে লইয়া গেলেন। চেকের টাকাগুলি ব্যাংক তাঁহার হিসাবে জমা করিয়া দিল। এক্ষণে ব্যাংককে ঐ টাকাগুলি আদায় করিয়া লইতে হইবে। আবার এমন হইতে পারে—ঐ ব্যাংক হইতে আর একজন ব্যবসায়ী এক সহস্র মুদ্রা কর্জ্জ লইল। ঐ মুদ্রা তিনি আর একটী ব্যাংকে জমা রাখিলেন। কিন্তু মুদ্রার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কেবল একটী উক্ত সংখ্যার চেক্ দেওয়া হইয়াছিল—তিনি সেই চেকটী প্রদান করাতেই তাঁহার হিসাবে উক্ত সংখ্যার মুদ্রা জমা হইল। আবার মনে করা যাক, প্রথমোক্ত ব্যাংকের এক শত চেকের মধ্যে একটী সহস্র মুদ্রার চেক্ শেষোক্ত ব্যাংকের নামে আছে। তাহা হইলে এই দুই ব্যাংকের মধ্যে এক রকম পরস্পরের ঋণ পরিশোধ হইয়া গেল। একটী মুদ্রাও হস্তান্তরিত হইল না। প্রধান প্রধান সহরের মধ্যে কেবল মাত্র সর্ব্বপ্রধান ব্যাংকেই চুক্তি-আগার (Clearing House) থাকে। এই সর্ব্বপ্রধান ব্যাংকে অন্যান্য ব্যাংকের Reserve মূলধন জমা থাকে। প্রথমোক্ত ব্যাংকের শত শত চেক্ পরদিবস এই Clearing House এ লইয়া যাইতে হইবে। অন্যান্য যত ব্যাংক আছে, সকলকেই ঐরূপ করিতে হইবে। এইখান হইতেই নিষ্পত্তি হইবে। সমস্ত কর্জ্জ পরিশোধ করিয়া দিয়া কোন্ ব্যাংকের কত পাওনা হইল, কোন ব্যাংককে কিছু দিতে হইল, আবার কোন ব্যাংককে কিছু লইতে হইল। এই-রূপ প্রত্যেক দিবসেই ব্যাংকের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ব্যাংকের সমস্ত দেনাপাওনার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হইয়া যায়। ইহা কি কম সুবিধার কথা! সমস্ত ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ এক স্থানে একত্রিত হইয়া সে কার্য্য এক ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলেন। Clearing House প্রথা না থাকিলে প্রত্যেক ব্যাংককেই টাকার থলী ও কাগজ-পত্র মাথায় করিয়া সমস্ত দিবসই দৌড়াদৌড়ী করিতে হইত—একবার করিয়া এইরূপ প্রত্যহ অন্যান্য যাবতীয় ব্যাংকগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে হইত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—পুণ্য।

বেকারের উপায়।

তুমি বেকার—চাকরীর অভাবেই মহা-দুঃখিত। ১০।১৫৲ টাকার একটী চাকরী হইলে তুমি কৃতার্থ হও, আর কিছু হোক না হোক্ সকাল সকাল স্নান আহার সারিয়া টেরি কাটীয়া, পম্পশু চড়াইয়া বিদ্যুতের মত তুমি শাঁ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাও, আর কোন আত্মীয় সাম্‌নে পড়িলে আফিসের বেলা হয়ে গেছে ভাই" বলিয়া আরও একটু দ্রুত চলিয়া যাও, এইটুকু হইতে পাইতেছে না বলিয়া যে তোমার প্রাণ কান্দিয়া উঠে, এ কথা আমরাও যে বুঝিনা এমন নয়। কেননা এটা আমাদেরও মধ্যে ছিল। তথাপি আমরা কর্ত্তব্যবোধে তোমাকে দুই একটা কথা বলিতে বাধ্য হই। ১৫৲ টাকার চাকরী করিয়া খাইতে কুলায় না তাহার উপর বিলাসিতা, ভাল এমন কোন স্বাধীন কাজের দিকে আগে নজর রাখিয়া একটা কিছু করিলে হয় না? তোমাকে একটা সহজ সাধ্য শিল্পের কথা বলি—ইহাতে বিশেষ মূলধনও চাইনা অথচ ঘরে বসিয়া এ কাজ চলিবে।

কলিকাতার ধর্ম্মতলায় রঙ্গের দোকান অনেকগুলি আছে। ইহারা জলের ও তেলের রং, তুলি, ব্রুস, প্রভৃতি চিত্রকার্য্যের বিবিধ প্রকার জিনিস বিক্রয় করে। রং প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ না হয় শক্ত বটে, তুলি প্রস্তুত করা কাজটাও কি আমাদের এখানে হয় না? এ সকল তুলি জর্ম্মাণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে এদেশে আইসে, এ তুলি কি তৈয়ারী করা যায় না? সে দেশের বালক বালিকা স্ত্রীলোকেরা এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করে। এত বেশী জিনিস করে যে দেশের বালক বালিকা এবং স্ত্রীলোকগণের হাতের অম্লান সামগ্রী এদেশে আমদানী হইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া চলিয়া যায়। আর আমাদের দেশের মেয়ে ও ছেলে পশুপক্ষী। সমস্তই আছে—কিন্তু কেবল অন্নধ্বংশের জন্য। কবে সব একটু মাথা ঘামাইবে?

তুলি প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

☞ এখানে যে ক্যামেল্‌স হেয়ার পেন্‌সিল নামক তুলি আইসে, তাহা সমস্তই যে উষ্ট্রের কোমল লোম হইতে, প্রস্তুত তাহা নহে। কুকুর, বিড়াল ছাগল গরু সমস্ত জানোয়ারেরই লোম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের সূত্রধর, কুমার এবং পটো রাও ছাগাদির লোম হইতে তুলি প্রস্তুত করে।

তুলি প্রস্তুতের জন্য পশুর পুচ্ছের অর্থাৎ ল্যাজের লোমই ভাল। লোমগুলিকে গোছা গোছা লইয়া অগ্রভাগগুলি একদিকে এবং নিম্নভাগ একদিকে এইরূপ করিয়া থাক দিয়া সাজাও।

তারপর একটা পাত্রে একটু ফট্‌কিরি গুলিয়া সেই জলে ঐ লোমগুলি নিমজ্জিত করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও। তাহার পর লোমগুলিকে একটু গরম জলে ডুবাইয়া দাও। ৪।৫ মিনিট পরে গরম জলটাকে আস্তে আস্তে ফেলিয়া দাও। তাহার পর লোম গুলিকে এক হাতের তালুতে রাখিয়া অন্য হাতের তালু দ্বারা, যেমন মেয়েরা সল্‌তে পাকায়, সেইরূপে চাপ দিলেই সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইবে। তাহার পর একটা শুষ্ক বস্ত্রের মধ্যে চুলগুলি দিয়া পুনরায় চাপ দাও, যদি কিছু জল থাকে কাপড়ে তাহা শুষিয়া লইবে। এখন এই লোমগুলিকে একটী কাষ্ঠের তক্তার উপর ডগা এক দিকে

গোঁড়া একদিকে করিয়া প্রশস্ত করিয়া দিয়া হাওয়ায় শুকাইতে দাও।

দ্বিতীয় কাজ

যখন শুখাইতে থাকিবে, তখন হাঁসের পায়রার এমন কি চড়াইয়ের পালক যাহাকে পেন্ বলে, সংগ্রহ কর এবং তাহার যতটুকু ফোঁপরা, ততটুকু বেশ সমান করিয়া কাটিয়া লও, এবং জলের বাটীতে ভিজিতে দাও, নচেৎ রৌদ্রের উত্তাপে ফাটিয়া যাইতে পারে। যখন একটু ভিজিবে, তখন পেনের মাথাটুকু তুলি যেমন সরু মোটা হইবে, সেইরূপে বেশ গোল করিয়া কাটিয়া পুনরায় জলে ভিজাইয়া রাখ। ইহারা ভিজুক। নানা জাতীয় সরু মোটা পেনের দরকার, কারণ নানা প্রকার তুলি হইবে। চিত্র কার্য্যে নানা প্রকারই আবশ্যক।

এখন দেখ লোমগুলি বেশ শুখাইয়া গিয়াছে কিনা। যদি শুখাইয়া গিয়া থাকে, তবে একগোছা চুল দুইটী অঙ্গুলি দ্বারা তুলিয়া লও এবং এক খণ্ড সমতল কাচের উপর অগ্রভাগগুলি উপরদিকে রাখিয়া ঐ গ্লাসের উপর খাড়া করিয়া দাঁড় করাও, দেখিবে লম্বা চুলগুলি উঁচু হইয়া মাথা তুলিয়া আছে, সেইগুলিকে বাম হাতের দুই অঙ্গুল দ্বারা চুলের গোছাটা চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের দুটী আঙ্গুল দ্বারা মাথা উচু চুল গুলি টানিয়া অন্য স্থানে থাক্ কর, যখন সমস্ত চুলগুলি এক সাইজের লম্বা হইলে তখন বুঝিবে, তুলির উপযুক্ত বাছাই হইয়াছে, বেশ। এখন খুব সূক্ষ্ম রেশমী সুতা দ্বারা যেমন তুলি হইবে, সেইরূপ চুলের গুচ্ছি লইয়া তাহার গোড়াগুলিকে সমান ভাবে সুতাদ্বারা দৃঢ় করিয়া বাঁধ এবং দেখ চুলের আগা ধরিয়া টানিলে যেন লোম উঠিয়া না আইসে।

সমস্ত বাঁধা হইয়া যাইলে, পেনগুলি যাহা কাটা জলে ভিজিতেছে, তাহার এক একটা উঠাইয়া যেমন আরতনের লোম গুচ্ছ যাইতে পারে—যাহা রেশমী সুতাদ্বারা বান্ধিয়া রাখিয়াছ, তাহার অগ্রভাগ ঈষৎ জলে নিমজ্জিত করিয়া পেনের মোটা দিকে ঢুকাইয়া পেনের উপরদিকের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া বাহির কর, যখন দেখিবে যে, সমস্ত চুলগুলি সুচারু রূপে উহার মধ্যে গিয়াছে, তখন সমস্ত গুচ্ছের মাথা ধরিয়া উপরদিকে টান্ দাও, এখন দেখিবে যে তুলি হইয়াছে। সমস্ত তুলি গুলি হইয়া যাইলেই ছোট ২টী বড় ২টী এবং মাঝারী ২টী, মোট ছয়টী তুলি এবং ঐ পেনের প্রশস্ত মুখে যেরূপ হাণ্ডেল ঢুকিতে পারে, এইরূপ ৩ সাইজ তুলির ৩টী হাণ্ডেল দিয়া একটী কাগজের বাক্সের মধ্যে দিয়া লেবেল দিয়া প্রত্যেক বাক্স ৷৹ আনায় বিক্রয় করা উচিত। পেনের তুলি ফাটিয়া যায় বলিয়া ঠিক পেনের মত পিতলের দস্তার ঐরূপ করিয়া এখন বিলাত হইতে আসিতেছে। এক একটা তুলি ৵ হইতে ।৵ পর্য্যন্তও বিক্রয় হয়, ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে রংওয়ালারা অবশ্যই ক্রয় করে। কলিকাতার অনেক লোক এরূপ করিয়াও থাকে। বিলাতি তুলি ২।৪টী কিনিয়া দেখিয়া মানুষ শিখিতে পারেনা? এখন শক্ত কাজ কি? তাই করিয়া দেখনা কেন?

সুরা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের মত।

——:(-:-:-):——

স্যার আনণ্ড ক্লার্ক এম, ডি, বলিয়াছিলেন ;—সুরা অহিফেন আসেনিক (সেকো) এবং ষ্ট্রীকনিনের (কুচিলা) মত সমপরিমাণ বিষ, ইহা দ্বারা স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

ডাক্তার ক্লাউটন বলিয়াছেন ;—সুরা ১০০ জনের মধ্যে ৯১ জনের মস্তিষ্ক পরিচালনায় ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয়।

ডাক্তার জে, এন্ হোয়াইট, এডিনবরা মেডিক্যাল জর্ণাল নামক পত্রিকায় ১৯০১ মার্চ্চ মাসে প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"যকৃতের পীড়ার অধিকাংশ স্থলেই সুরা পানই প্রধান কারণ। কিড্নী বা বৃক্কের পীড়ায় সুরা ব্যবহার করাই উচিত নহে, এইরূপ পীড়ায় অতি সামান্য পরিমাণ সুরাও কিড্নী উত্তেজিত করিয়া তুলে।"

কিন্তু এই সুরা লোকে সখ করিয়া ক্ষনিক কাল্পনিক সুখের আশায় পান করিয়া পরমায়ু এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া বসে, ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে।

সুরাপায়ী লক্ষপতিও কিছুদিনের মধ্যেই পথের ভিখারী হইতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর নিত্য দেখিয়াও চৈতন্য হয় না—ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

রাইট অনারেবল চার্লস বুথ বলিয়াছেন কি দেখুন :—

"The great part played by drinking in the genises of poverty can not be doubted" দরিদ্রতার অধিকাংশ কারণই যে সুরা, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এ দেশে সুরা আছেন, গাঁজা আছেন, গুলি আছেন, চরস, সিদ্ধি, তামাক, তাড়ি পাচুই, নেসার এত জিনিস্, তাহার উপর সিগারেট আছেন। এ সকলের না পয়সা জুটিলেই চুরি, ডাকাতি, তার পর শ্রীঘরে গমন। যাহাদের পেটের ভাত জোটে না তাহাদের এ সকল উপসর্গ কেন?

আমরা দেখিয়াছি, অনেক সূত্রধর সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে কয়আনা পয়সা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে সন্ধ্যাবেলায় মদ খাইয়া বাড়ী যাইত। তাহার স্ত্রী পুত্র শেষে উপবাস থাকিতে বাধ্য হইত অথবা চেঁচাচেচি করিলে সেই অনাহার অবস্থায় মার খাইত।

এ সকল লোক ঘরে ভাতের চাউল নাই, কিন্তু এক বোতল মদ এবং একটা ইলিস মাছ লইয়া গিয়া হাজির হয়।

এ দেশেও অনেকে মদ খাওয়া সভ্যতার মধ্যে বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাহার পর লিভার পাকিলে সভ্যতা যে মুখে আংলে বাহির হইয়া যায়, এইটীই দুঃখ।

OFFICE-WORK

অফিসের কার্য্যশিক্ষা।

—(:-০-:)—

গতবারে করেসপনডেন্স বিভাগের অনেক কথা বলিয়াছি। এক্ষণে এই বিভাগ সম্বন্ধীয় কয়েকটী সাধারণ সতর্কতার কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি।

১। প্রত্যেক পত্রের ঠিকানা, পোষ্টাফিস, জেলা, প্রদেশ এইগুলি ঠিক হইল কি না দেখিবার জন্য একখানি পোষ্টাল গাইড, একখানি টেলিগ্রাফ গাইড্ রাখা আবশ্যক। প্রত্যেক ডেসপ্যাচিং ক্লার্কের উপর তাহা দেখিবার কঠোর আদেশ থাকা আবশ্যক। চিঠি ফিরিয়া আসিলে তাহার দায়ী হওয়া উচিত।

২। প্রত্যেক ডেস্প্যাচারের নিকট একখানি ডাইরেক্টারী থাকা আবশ্যক- যাহার নামে পত্র যাইতেছে, সে ব্যক্তি প্রকৃতই সেখানে আছে কিনা, ঠিকানা ঠিক কিনা তাহা দেখিয়া তবে পত্র পাঠান উচিত।

৩। পোষ্টাফিসের নিয়মগুলিতে ডেস্প্যাচারের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কোন স্থানে কত ওজনের চিঠি, প্যাকেট, রেজিষ্ট্রী, ভি:পি কত মাশুলে যাইতে পারে, এ সকলে অভিজ্ঞতা না থাকিলে ভয়ানক কাজের ক্ষতি হইতে পারে, ষ্ট্যাম্প বা মাশুল দিয়া না দিলে যাঁহার নিকট যাইতেছে, তিনি হয়ত ফেরৎ দিতে পারেন, তাহা হইলেও কার্য্যহানী, তাঁহাকে এই দ্বিগুণ মাশুল লাগিলে তিনি চটিয়া যাইয়া হয়ত একেবারে সে আফিসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন, ইহাতে সমূহ ক্ষতি হইতে পারে ও হইয়া থাকে, সুতরাং বিশেষঃ সাবধান হওয়া উচিত।

৪। রেল সংক্রান্ত নিয়মাবলীতেও ডেস্প্যাচারের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।

৫। বিদেশীয় পত্রাদির মাশুলাদি জানা আবশ্যক।

৬। মূল্যবান, পার্শেল, পত্রাদি রেজেষ্ট্রী বা ইন্সিয়োর হইয়া যাওয়াই উচিত, সুতরাং এরূপ স্থলে অতি অবশ্য আফিসের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ পরামর্শ লইয়া এ সকল পাঠান উচিত।

৭। কেরেন্সি নোট সকল পাঠাইবার সময় নোটগুলির মাঝে মাঝে কাঁচি দিয়া কাটিয়া ১ম অর্দ্ধেকগুলি রেজিষ্ট্রী করিয়া পাঠান উচিত, তাহার পর সেগুলি নিরাপদে পহুছিয়াছে, এরূপ সংবাদ পাইলে বাকী অর্দ্ধেকগুলি পাঠান উচিত। ইহাই নিরাপদ উপায়।

যাঁহাদের লোক বেশী নাই, তাহাদের সেই অল্প লোকের প্রত্যেকের উপর ২৩টী কার্য্যভার দিয়া সতর্কতার সহিত দেখিয়া শুনিয়া লওয়া উচিত।

পত্রাদি ডেস্প্যাচ করিয়া টিকিট এবং মাশুলদিতে যাহা খরচ হইবে, তাহার ডেস্প্যাচএর নিকট একখানি Petty cash Book বা খুচরা খরচার খাতা থাকে, তাহাতে লিখিয়া তাহার একটী দৈনিক নকল ক্যাসিয়ারের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার স্বাক্ষর লওয়া উচিত। নচেৎ কোন গোলযোগ হইলে হয়ত একদিন ক্যাশিয়ার বা ধনাধ্যক্ষ আকাউন্ট বা হিসাবরক্ষক অস্বীকার করিতে পারেন, তাহা হইলে দায়ীত্ব ডেসপ্যাচারের ঘাড়ে পড়িতে পারে।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সার।

—:-:০:-:—

জমীর উর্ব্বরতা শক্তি শস্য জন্মিলে কমিয়া যায়, সেই জন্যই সার দেওয়ায় আবশ্যক। ধান্য চাসে পটাস সার বিশেষঃ ফলপ্রদ, ইহা পাশ্চাত্যদেশ সমূহের বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, সে সকল দেশে অন্যান্য শিল্পের উন্নতির সহিত কৃষির উন্নতিও চরম হইতেছে। এদেশের কৃষকগণ অশিক্ষিত, কৃষি বিদ্যা যে শিক্ষার আবশ্যক, এ ধারণা তাহাদের নাই বলিলেও চলে।

ধান্য জলসিক্ত জমীতেই অধিক জন্মিয়া থাকে, প্রচুর জলাভাবেই ধান্য মরিয়া যায়। যে জমী জলস্রোতে প্লাবিত হইয়া যায়, তাহাতেই ধান্য বেশী হয়, যেহেতু এই সকল জমীতে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে। এই নাইট্রোজেন পদার্থই উদ্ভিদের খাদ্য। ইহাদ্বারা ইহারা পুষ্টিলাভ করে ও বৃদ্ধি পায়। গোময়াদির সারেও প্রচুর পরিমাণে এই নাইট্রোজেন আছে, সুতরাং খুব জলা জমীতে যে স্বাভাবিক নাইট্রোজেন আছে, তাহাতে গোময় সার দিলে ধান্য এত জোরে এত শীঘ্র বৃদ্ধি পায় যে, ধান্য গাছে ডাঁটা এবং পত্রগুলিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—গাছ পড়িয়া যায়। পাতা বেশী হয়, শষ্যের ফলন কম হয়, কিন্তু পটাস সারের এই অত্যধিক এবং অতিরিক্ত নাইট্রোজেন নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে অধিকন্তু ইহা বিলক্ষণ উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই জন্য ধান্য চাষে পটাস সার ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

যখন ছোট ছোট চারা ধান্য গাছগুলি উঠিতে থাকে, সেই সময় এই পটাস সার ব্যবহার করিলে অতি অল্প সময়ে গাছ বড় হইয়া যায়, ডাঁটা শক্ত হয় এবং আরও বেশী জন্মে।

এই সার কলিকাতায় আমদানী হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। যদি কেহ পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদিগকে লিখিলে কোথায় পাওয়া যায়, তাহা বলিয়া দিব। ইহার নাম 'Mureate of Potash.'

পাশ্চাত্যজগতে এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচুর সার প্রস্তুত হইয়া জগতের নানাস্থানে চালান হইতেছে, এক্ষণে এই সার চালানের কাজও একটী উৎকৃষ্ট ভাল ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাঙ্গালীর কোন চেষ্টাই নাই, ঐকান্তিকতা নাই, এত লোক যে

বিদেশে যাইয়া কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিলেন, তাঁহারা দেশের কোন কল্যান সাধন করিতে পারিলেন, একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

বসন্তের অদৃষ্ট।

—:-(•)-:—

(৩)

এই ঘটনার পর বসন্তকুমার ২।৪ দিন ক্রমাগত এই বিষয়টা আন্দোলন করিয়া শেষে ইন্দিরার অজ্ঞাতসারে চলিয়া যাইয়াই স্থির করিলেন। তাহার পর বসন্তকুমারের গৃহত্যাগের কথা পাঠকগণ অবগত আছেন।

দুঃখে মানুষ একটু বেশী জ্ঞানী হয়, বিপদে মানুষ না পুড়িলে খাঁটী মানুষ হয় না। সোনা পুড়িলেই যেমন খাঁটী হইয়া যায়, দুঃখে ভ্রম মাৎসর্য্য দাম্ভিকতা প্রভৃতি মানুষের খাদগুলিও উড়িয়া যাইলে, তখন আস্ত মানুষ বাহির হইয়া পড়ে। ইন্দিরা ষোড়ষী, সুন্দরী কিন্তু দুঃখের সংসারে পড়িয়া ইতিমধ্যেই অনেক শিখিয়াছে। তাহার আবদার নাই, অভিমান নাই, বিষাদিত স্বামীকে উল্লাসিত করাতেই তাহার অপার আনন্দ।

বহুক্ষণ উবুড় হইয়া পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কান্দিয়া স্থির করিল যে, পিত্রালয়ে আমার একমাত্র দুঃখিনী মা ছিলেন—তিনিও আর নাই। ইন্দির সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা ছিলেন, তাহার পিতা শেষ দশায় একবারে নিঃস্ব হইয়া একমাত্র কন্যা এবং স্ত্রী রাখিয়া পরলোকগত হয়েন। যে যাহার উপযুক্ত, পরমেশ্বর বুঝি আগেই তাহা ঠিক করিয়া রাখিয়া দেন! বোধ হয় সেই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশেই ইন্দিরা বসন্তকুমারের স্ত্রী হইয়াছিল। বিবাহের কিছুদিন পরেই ইন্দিরার জননী ওস্বামীর অনুগামিনী হইলেন, কাজেই ত্রিভুবনে ইন্দিরার স্বামীই সর্ব্বস্ব, সংসার আকাশের বসন্তই যেন ধ্রুবতারা। দুর্দশা সকল মানুষকে কাতর করিতে পারে না। ইন্দিরা কেবল বসন্তকে দেখিয়াই সুখী ছিল। সে আর কোন সুখ চাহিত না, কিন্তু বসন্ত আরও একটু বিশেষ ভাবিত, বসন্ত ভাবিত দুঃখে আমার জীবনান্ত হয়, তাহাও ভাল কিন্তু সে দুঃখ ইন্দিরাকে যেন স্পর্শ করিতে না পারে। যেদিন অনাহারে ইন্দিরা নিদ্রিতা হইয়া পড়িল, সেই দিন বসন্তের ধিক্কার জন্মিল, স্বার্থপর আমি, ইন্দিরার মুখখানি দেখিলে সুখী বলিয়া বসিয়া আছি কিন্তু সে মুখ আজ অনাহারে শুষ্ক তথাপি আমি স্থির থাকিতে পারিয়াছি? আজই আমাকে গৃহত্যাগ করিতেই হইবে, তাই বসন্ত অতি কষ্টে হৃদয়ের দারুণ বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া আত্মবিসর্জ্জনে কৃত সংকল্প হইল।

*　　*　　*

অনেক চিন্তার পর ইন্দিরা স্থির করিল পিত্রালয়ে যাইব না, আমি এই স্থানেই মরিব সেও ভাল। সেখানে আমার কে আছে।

পিশিমা আসিয়া উঠাইয়া মুখ হাতে জল দিয়া অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, "কান্দিও না, ভগবানকে ডাক, কান্দিয়া কি করিবে? এমন দিন থাকিবে না, জল খাও—উপবাস থাকিতে নাই, বসন্তের অকল্যাণ হইবে। ব্যাটাছেলে, চাকরী বাকরী না করিলে দুঃখ ঘুচিবে কেন? ভাবনা কিসের আমি শ্রীকান্তের ভগিনী, আগে লজ্জা লাগত, এখন পৈতে তুলিয়া তোমাকে খাওয়াইব ভাবনা কি? ইন্দিরাকে উঠাইয়া পিসিমা খাওয়াইয়া উপরে দিয়া অর্পনাকে ডাকিয়া তাহার নিকট দিয়া আসিলেন। অপর্ণা প্রতিবাসী কন্যা, ইন্দিরার সমবয়স্কা, ইন্দিরার দুঃখে অপর্ণা কাতর হইত।

*　　*　　*

(৪)

বসন্তকুমার বরাবর বন পথে চলিয়া যাইতেছেন—মনে অশেষ চিন্তার উদয় হইতেছে, দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়, প্রখর সূর্য্য-কিরণে ক্লান্ত হইয়া একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। বন-পত্রে আচ্ছাদিত শীতল-ছায়ায় ক্লান্ত শরীর যেন একটু সুস্থ হইল—এ পর্য্যন্ত মুখে জল দেন নাই। উল্লাষিতা বিহঙ্গিনীগণের কলকাকলীতে বনস্থলী কোলাহলে পরিপূর্ণ—বসন্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এত পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইহারা কি সব অনাহারে মরিয়া যায়? মানুষ নিজের দুঃখ নিজে সৃষ্টি করে, মানুষ যত বিলাসী, আত্ম-সুখ সন্ধিৎসু হইবে, ততই তাহার দুঃখ অভাব বাড়িবে। চেষ্টা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। মানুষ কি চেষ্টা করিলে আপনার দুঃখ দূর করিয়া সুখী হইতে পারে না?" মানুষের স্বভাব যখন সে কোন একটা বিষয়ে গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার অতীত ঘটনা মনে থাকে না। বসন্তকুমার বনপথ অতিক্রম করিতে করিতে একটীবারও তাহার ক্ষুদ্র সংসারের কথা চিন্তাও করিতে অবসর পান নাই, এক্ষণে বিশ্রাম লাভ করিয়া ইন্দিরার সেই সুপ্ত মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল। যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। একে একে মনে পড়িতে লাগিল, ইন্দিরা স্বার্থত্যাগিনী, দুঃখের যন্ত্রণায় এ পর্য্যন্ত তাহাকে কাতর করিতে পারে নাই, আমার সুখের জন্য আমাকে উল্লাসিত করিবার জন্য তাহার অহরহ চেষ্টা—অনাহারেও শুষ্ক অধরপ্রান্তে সে বিষাদের তমসাচ্ছন্ন তার মধ্যেও ক্ষীণ হাস্যচ্ছটা দেখিতে পাইয়াছি।" বসন্তকুমারের অধর কম্পিত হইয়া উঠিল—দুটী বড় বড় অশ্রুধারা মুখমণ্ডল প্লাবিত করিয়া বক্ষঃস্থলে আসিয়া পৌঁছিল। বসন্তকুমার একবার মনে করিলেন—কোথায় যাইতেছি?" আর একবার যাইয়া ইন্দিরার অবস্থা দেখিয়া আসিব অনেক চিন্তা করিলেন—বক্ষস্থল স্পন্দন করিতে লাগিল! স্থির করিলেন—"ফিরিয়া যাইব না" এরূপ ভাবিলে মানুষ কিছুই করিতে পারে না" বসন্তকুমার যখন পলকহীন চক্ষুদুটী আকাশের উপর ন্যস্ত করিয়া

সজ্ঞাশূন্য, সেই সময় একটী বিকটাকার লোক আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া ঠিক তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাড়াইল। তাহার হস্তে একটা জাল, অকস্মাৎ সেই জালখানা বসন্ত কুমারের মাথার উপর ফেলিয়া মুখটা আচ্ছাদত করিয়া "কাত্‌লা পড়্‌ল হো-রে" বলিয়া চীৎকার করিবামাত্র আর দুই ব্যক্তি আসিয়া সেই জালে জড়াইয়া স্কন্ধে তুলিয়া বন পথ ছাড়িয়া গভীর অর.ণ্যর মধ্যে প্রবেশ করিল! সেই নির্জ্জন বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া একবার মাত্র শব্দ হইয়াছিল;—"মাগো" সেই শব্দে শাখাস্থিত কল-নিনাদিনী বিহঙ্গিনী গণ সভয়ে উড়িয়া গেল মাত্র। বনস্থলী নীরব হইল।

(ক্রমশঃ)

মহাজন বাক্য।

—:•:—

অনেক লোক অহঙ্কার এবং গৌরব এই দুইটীর পার্থক্য করিতে জানেনা। অনেক সময় অহঙ্কারকে গৌরব নামে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু অহঙ্কারী ব্যক্তি চিরঘৃণ্য, গৌরবান্বিত ব্যক্তি চিরপুজ্য।

যাহা শুনিবে, তাহাই বিশ্বাস করিও না, ঔৎসুক্য বাড়িলে অনুসন্ধানে সত্য নির্ণয় করা উচিত।

লোকের নিন্দাবাদ শুনিলে লোকের উপর চটিলে চলিবে কেন, ভাল হইয়া থাক, যাহাতে লোকে নিন্দা রটাইবার সুবিধা না পায়, তাহার চেষ্টা কর।

কুকুরের স্বভাব যা'তা' দেখিয়া চীৎকার করা। তা' বলিয়া কি প্রত্যেক লোককেই চোর ঠাওরাইতে হইবে! যুক্তিটা ঠিক নয়।

ধুলার উপর ফুঁ দিলে নিজের চক্ষু ধুলায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

মানবের সদানন্দ ভাব জীবনের গন্তব্য পথ পরিষ্কার করে। বিষাদিত মানব কখনও সুখী হয় না।

সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলে সে সময় আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ের কাজ না করিলে সুবিধা নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের বাঙ্গালীর নিকট সময়ের দামই নাই।

উপহাসকে উপহাসের মতই লওয়া উচিত, তাহা হইলে রাগ হয় না।

সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

—:(-:-:-):—

সোনালী বার্ণিস।

জাফ্‌রাণ চূর্ণ ১ ড্রাম।
খুনখারাপী ॥০ আধ ড্রাম।

এই দুইটী জিনিস সর্ব্বপ্রথমে এক পাইণ্ট স্পিরিটে ফেলিয়া তাহাতে ২ আউন্স গম শেললাক বা পাত গালা চূর্ণ, আর ২ ড্রাম সকোট্রিন এলোজ দিয়া সকলগুলি যখন সম্পূর্ণভাবে গলিয়া যাইবে, তখন তুলি দ্বারা হরিদ্রা বর্ণের কোন জিনিসে মাখাইয়া দিলে প্রায়ই সোনার মত দেখাইবে। ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যায়।

গন্ধক সাবান।

চুলকানি পাচড়ার সময়ে ইহা ব্যবহার করিতে হয়। ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইলে চলে।

প্রক্রিয়া—

সাদা সাবানকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া আন্দাজ ৮ আঃ লইয়া একটা খটারে অর্থাৎ ডাক্তারখানায় যে খল ব্যবহার হয়, সেই খলে প্রিসিপেটেড গন্ধক চূর্ণ ১ আঃ দিয়া মাড়িয়া মিশ্রিত কর, ইহাতে ১ আঃ আল্‌কোহল মিশাও, ইহাতে কোন প্রকার সুগন্ধ আতরও ফোঁটা কতক দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পর সমস্তগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পাকাইয়া গোল গোল বলের মত করিলেই সলভার সোপ-বল হইবে। ইহা বিক্রয় করা চলিবে।

কেমন করিয়া ফ্লোরিডা ওয়াটার প্রস্তুত করিতে হয়?

অয়েল ল্যাভেণ্ডার	৪ আউন্স
„ বার্গামট্	৪ আউন্স
„ সিনামন্ (দারুচিনি তৈল)	২ ড্রাম
„ ক্লোভ	২ ড্রাম
„ নিরোলী	২ ড্রাম
বিশুদ্ধ মৃগনাভী চূর্ণ	৪ গ্রেন
কলোঞ্জ স্পিরিট (৯৫ পার্শেণ্ট)	১ গালন

একটী কাচের জারে একত্র মিশ্রিত করিয়া—ব্লটী দ্বারা ফিল্‌টার করিয়া লইলেই ফ্লোরিড়া ওয়াটার প্রস্তুত হইবে। তাহার পর যথাযোগ্য লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্য ভাল ঔষধের দোকানে পাওয়া যাইবে।

রবার ষ্টাম্পের কালী প্রস্তুত।

রবার ষ্টাম্পের কালী প্রস্তুত-প্রণালী যে রঙ্গের কালী করিতে হইবে, প্রথমে সেই রং লইয়া আইস,

৪ ড্রাম রং (যে কোন রং ইচ্ছা)

লইয়া একটী খলে উত্তমরূপে পিসিয়া ফেল, তাহার পর গ্লিসারিন (পিয়োর) ২ড্রাম এবং জল ৵০ আধপোয়া দিয়া অগ্নির উত্তাপে একটু

ফুটাইয়া লও। তাহার পর ঠাণ্ডা হইলে একটু স্পিরিট মিশাইয়া শিশিতে পূর্ণ করিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় কর। সচরাচর ২ আউন্স শিশি।০ আনায় বিক্রয় হইয়া থাকে। বিক্রয়ের স্থান ষ্টেশনারী দোকান, রাধাবাজারের কাগজ কলম পেন্‌সিল প্রভৃতির দোকান। স্পিরিট দিবার উদ্দেশ্য কালীটা শীঘ্র শীঘ্র শুখাইয়া যায়।

কাল রবার ষ্টাম্পের কালী।

আনিলাইন ব্লাক	৯০ গ্রেন্
বৃষ্টির জল	১ আঃ

মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সামান্য গুড় এবং গ্লিসারিন দিলেই উজ্জ্বল কাল রবার ষ্ট্যাম্পের কালী প্রস্তুত হইবে। আধ আউন্স মাথ্ গুড় দিলেই ভাল হয়।

অডিকলম।

"সায়েন্টীফিক আমেরিকান নামক প্রসিদ্ধ পত্রে উৎকৃষ্ট অডিকলম প্রস্তুতের নিম্নলিখিত "ফরমুলা" বাহির হইয়াছিল, পাঠক পরীক্ষা করিতে পারেন।

অয়েল সিট্রাট	৯ ড্রাম
অয়েল থাইমি	২ ড্রাম
অয়েল বারগামট	৬ ফোঁটা
অয়েল লিমন	৬ "
অয়েলঅফ পটুর্গাল অরেঞ্জ	৪ "
অয়েল নিরোলী	২ "
অয়েল ভারবিনা	২ "
অয়েল রোজ মেরী	২ "
অয়েল ইউডিমেলিসি	২ "
টিং মস্ক্	২ "

আলকোহল (৯৫ পার্সেণ্ট ১ কোয়াটার মিশ্রিত করিলেই খুব ভাল অডিকলম্ প্রস্তুত হইবে।

পাউডার মেটাল পালিস।

প্রিপেয়ার্ড চক বা খড়িচুর্ণ অথবা প্রিসিপেটেড্ হোয়াটিং ১ আউন্স, ইহাতে ২ আউন্স (Oleic acid Lequid) ওলেয়িক অ্যাসিড (তরল) এবং ৪ আউন্স প্যারাফিন্ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কৌটায় রাখিয়া দিবে। ব্যবহারের সময় পাউডারগুলি ঝাঁকরাইয়া লইয়া ব্যবহার করা উচিত নচেৎ খড়ি বা হোয়াটিংএর গুড়াগুলি পৃথক হইয়া যায়।

গ্লাস ষ্টপার্ড শিশির টাইট ছিপি খুলিবার উপায়।

বোতলের যেস্থানে ছিপির সংযোগ হইয়াছে, সেই স্থানে ২।৪ ফোঁটা সুইট্ অয়েল দিয়া গরম জলে ন্যাকড়া ডুবাইয়া তাহা নিংড়াইয়া লইয়া ঐ স্থানে ২।৩ মিনিট জড়াইয়া দিয়া আস্তে আস্তে টানিলে ছিপি খুলিয়া যাইবে।

বাঙ্গালী ছেলের ছবি।
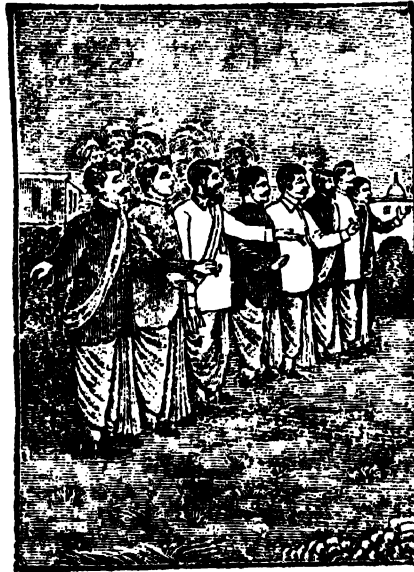
আমরা বাঙ্গালীর ছেলে,
পাঞ্জাবী গায়ে, বেড়াই হেলে দুলে।
উদ্যোগ বিহীন, শুধু মুখটী সর্ব্বস্ব,
কাজে কিছু নাই।
হৈ চৈ করি, শুধু ঘুরি ফিরি,
এক রকমেতে দিন কাটে ভাই!

জুন মাসের "কাজের লোকে" অতি দুর্লভ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বাহির হইবে। নগদা ক্রেতাগণ অতি অবশ্য এই খণ্ড ক্রয় করিতে ভুলিবেন না। মফঃস্বলের ক্রেতাগণ।৴১০ আনার টিকিট পাঠাইলে পাইবেন।

এন্, এন্, মণ্ডল এণ্ড কোংর "ইণ্ডিয়া ফ্লুট"
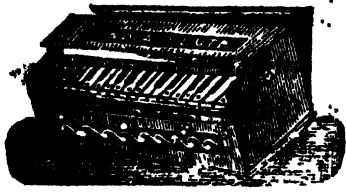
সুন্দর আওয়াজ, সিজেন করা কাঠে প্রস্তুত—মেঃ মণ্ডল কোংর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এন্ এন্ মণ্ডলের তত্ত্বাবধারণে দিব্য কারুকার্য্যময় করিয়া, এই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং স্থায়ী হারমোনিয়ম, প্রস্তুত হইয়াছে। সুরজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে পড়িলেই তিনি ইহা বুঝিতে পারিবেন, মূল্যও বাজারে দর অপেক্ষা অধিক নহে। মূল্য ৩ অক্টেভ ২ সেট রিডযুক্ত ৪৫৲ হইতে ৬০৲ টাকা। বাজারের হারমোনিয়ম আর ইহাতে পার্থক্য অনেক। সিকি দাম অগ্রিম পাঠাইলেই গ্যারাণ্টি সমেৎ মফঃস্বলে সত্বর পাঠান যায়।

এন্ এন্ মণ্ডল এণ্ড কোং,
১৮২।৮ নং লোয়ার চিতপুর রোড, কলিকাতা।

বিবিধ প্রকার

সার্ট কোট মোজা রেশমী শাড়ী আবালবৃদ্ধ বনিতার দেখিবামাত্রই পছন্দ হইতে পারে—এমন সকল জিনিসের সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহকগণ চিরদিন জিনিস দেখিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন সেইরূপ এবারেও আয়োজন দেখিয়াও সুখী হইবেন। দরে সুলভ—অথচ জিনিস ভাল।

ব্যানার্জ্জী এণ্ড মল্লিক,
পোষাক বিক্রেতা ও সরবরাহকারক,
জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
প্রাইসলিষ্ট বিনামূল্যে পাঠাই।

বিশেষ সুবিধায়

যাবতীয় এলোপ্যাথিক ঔষধ, বিলাতি পেটেণ্ট ঔষধ, এসেন্স, সাবান, অস্ত্র, যন্ত্রাদি এখানে পাইবেন। দরের জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ,
প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা।
১৩৬, ১৫৭, ১৫৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
শাখা ঃ—২৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুপ্তের চা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

পি এম বাক্চীর

বিশুদ্ধ বৃহৎ

পঞ্জিকা

ও

ডাইরেক্টরী।

সন ১৩১৬ সালের সংস্করণ।

এত বড় পঞ্জিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। সাধারণ পঞ্জিকার ন্যায় অপর সকল বিষয়ই ইহাতে অতি বিস্তৃত ভাবে আছে, অধিকন্তু (১) জ্যোতিষতত্ত্ব ও শ্রীপতি রত্নমালায় "কালবেলা ও কালরাত্রির" ন্যায় 'কুলিক বেলা ও কুলিক রাত্রিরও শুভকার্য্যে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে, তাই প্রত্যহ উহা লিখিত হইল। (২) গর্গাচার্য্য 'যাত্রচন্দ্রে যাত্রাদি শুভকার্য্য করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছেন, তাই প্রত্যহ আমরা উহা লিখিয়াছি। (৩) জ্যোতিষের মতে যাত্রার শুভদিন মিলিতেছে না, অথচ ঘটনাচক্রে যাত্রা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, এরূপস্থলে 'মহেন্দ্র ও অমৃতযোগ' প্রতিদিন লেখা থাকিলে কত উপকার হয় বলুন দেখি? তাই অপর কোন পঞ্জিকাতে না থাকিলেও উহা আমরা প্রত্যহ দিয়াছি। (৪) ইহার উপর আবার ডাইরেক্টরী আছে। আদালতের বিচারে, সংবাদপত্রের প্রতিবাদে একমাত্র এই পঞ্জিকাই সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া ধার্য্য এবং কাশী, নবদ্বীপ ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, বাড়ী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ভারতের সর্ব্বস্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত ও সর্ব্বজন-প্রশংসিত। আকার ডিমাই ৮ পেজি প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা এবং ১৬ পেজি ১২০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵০, ডাঃ মাঃ ৵১০ ভিঃ পিঃ ।০, প্যাকিং ১০। বার পয়সার পুস্তকের ডাক মাশুলাদি চারি আনা। বুঝুন, পুস্তকখানা কত বড়। ডাইরেক্টরীর মূল্য যথা—।৵০, ॥৵০ ও ১৲ ডাঃ মাঃ ৷৵০, ।৵০ ও ।০। প্রকাশক পি, এম, বাক্চি এণ্ড কোং, ১৬ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা, উইলিয়মস্ লেন, ...

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২১০ টাকা মাত্র। Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal, Devoted to Useful Art, Manufacture &c.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | New Series, June, 1909. | নূতন সংস্করণ। জুন, ১৯০৯। | Vol. III. No. 6.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, etc.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	New Series, June, 1909.		নূতন সংস্করণ। জুন, ১৯০৯।	vol. 111. No. 6.

জাতীয় ধন এবং তাহার সৃষ্টির উপায়।

—:•:—

ইংলণ্ড জাপান এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ প্রদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও কেমন করিয়া এত শ্রীবৃদ্ধিশালী হয়, এই কথা যদি চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে, আমরা দেখিতে পাই, এই সকল দেশের খাদ্যসামগ্রীতে লোকসংখ্যার তুলনায় এক সপ্তাহের খাদ্যও সঙ্কুলান হয় না। তবে কেমন করিয়া ইহারা বাঁচে, আর কেমন করিয়াই বা ইহারা এত ধনশালী হইয়া থাকে?

কথাটার উত্তর তত বিস্ময়কর নয়। বাণিজ্য ব্যবসায়, কলকারখানা দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানী এবং তাহার বিনিময়ে অন্য দেশের ধনসম্পত্তি ও শস্যাদি সংগ্রহ করিয়াই ইহারা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ এত বড় হইয়াও খাইতে না পাইয়া মরে কেন? পরিস্কার উত্তর, এদেশের লোকে পরিশ্রম কাতর, মূলধনের ব্যবহার জানে না, অর্থ বসাইয়া রাখে, বাহীরে যাইতে চায় না, এই সকলই মুখ্য কারণ। আর এই সকল মুখ্য কারণের জন্যই জাতীয় শিল্পোন্নতি হয় না, দেশের জমী অনাবাদী পড়িয়া থাকে, সুতরাং দুর্ভিক্ষ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমাদের জাতীয় ধন নাই। যাহাদের জাতীয় ধন বেশী, তাহাদের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য সমস্ত কার্য্যেরই উন্নতি হইয়া থাকে।

জাতীয় ধন কাহাকে বলে? দেশের সম্পত্তি—যে সম্পত্তি পরিশ্রম দ্বারা, দেশের মূলধন দ্বারা সৃষ্ট হয়, তাহাকে জাতীয় ধন বলে। টাকাই যে একা ধন তাহা নহে, পরিশ্রম, দেশের স্বভাবজাত দ্রব্যাদি, কলকারখানা এসমস্তগুলিই জাতীয় ধন।

দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধির অন্যান্য বিবিধ উপায় থাকিলেও এই তিনটী উপায় মুখ্য। কি কি? (Nature's gift) স্বভাবজাত দ্রব্য, পরিশ্রম, এবং মূলধন। স্বভাবজাত দ্রব্য কি? দেশের ক্ষেতে সমুৎপন্ন শস্যাদি—দেশের সমস্ত প্রকার খনিজ পদার্থ, এগুলি দেশের মাটীতেই জন্মে, সুতরাং দেশের সামগ্রী। পরিশ্রমও জাতীয় ধনের অন্তর্ভুক্ত, কেন না পরিশ্রম ব্যতীত দেশের জমী উর্ব্বরা হয় না, খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হইয়া ব্যবহারোপযোগী হয় না। মূলধনও জাতীয় সম্পত্তি, কেন না এই মূলধনে কৃষি বাণিজ্য হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের কাটতি করিতে হয়, শ্রমজীবিরা খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, বিজ্ঞান ও শিল্প চর্চ্চার সহায়তা হয়।

এই তিনটী মুখ্য উপায়ই জাতীয় উন্নতির প্রধান সরঞ্জাম। কিন্তু ইহার মধ্যে মূলধন সংগ্রহেরই প্রথম আবশ্যক। মূলধন না থাকিলে অন্য দুইটী উপায় খঞ্জ হইয়া যায়।

ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান ইহারা এই অর্থনীতিতে বিশারদ, ইহারা যখন দেখে যে, একের ধন দ্বারা কখনও বৃহৎ কার্য্য করা যায় না, যদি ক্ষতি হয়, তাহা হইলে একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া পড়ে, তখন ইহারা যৌথ কারবারের সৃষ্টি করে, ১০০০০০০ দশ লক্ষ টাকার আবশ্যক, মাত্র ১০০০ একহাজার অংশীদার লয়, প্রত্যেকের নিকট ১০০৲ টাকার অংশ লইয়া দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া কাজ আরম্ভ করে, কাজের লভ্যাংশ ব্যয়াদি বাদে সকলে অংশ করিয়া লয়। এই সংগৃহীত ১০ লক্ষ টাকায় ইহারা খনিজ পদার্থ উত্তোলন করে, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি করে, অনায়াসে অন্য দেশের অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া নিজেদের দেশের উন্নতি করিতে সক্ষম হয়।

এদেশে খনিজ পদার্থের অভাব নাই, খনির অভাব নাই, জমীর অভাব নাই, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া লোক সংখ্যার অভাব নাই, কিন্তু এত জমী অনাবাদী পড়িয়া থাকে

কেন? এত খনি বিদেশীয়গণের দ্বারা পরিচালিত হয় কেন? এ উত্তর কে না জানে—জাতীয় মূলধনের অভাবে,—যৌথ কারবারের মূল্য বোধের অভাবে। আমাদের পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস নাই, টাকার ব্যবহার জানি না, কাজেই দীনতাই, সে সকলের উপযুক্ত ফল। কাজেই আমাদের বিদেশীয় লোকের ধনসম্পত্তি ও সুখস্বচ্ছন্দতা দেখিয়া "নাকে কান্নাই" একমাত্র সম্বল। শত শত লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্স পলিসি, যৌথ কারবার, যাহা বিদেশীয়গণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, শত শত ব্যাঙ্ক যাহা সমগ্র জগত জুড়িয়া কার্য্য করিতেছে, এগুলি সমস্তই তাহাদের জাতীয় ধনবৃদ্ধির কারখানা। এদেশের লোকে প্যান প্যানকরিয়া তাকাইয়া দেখে, আর ঈর্ষার বসেই হউক, বা যাহাতেই হউক, নাকে কাদে, আর না খাইয়া মরে।

পার যদি—দেশবাসীগণ—এই সকল কর। একটা সামান্য কথা বলিতেছি—ছিচের পুকুর সব ডাঙ্গা হইয়া গেল, ১০ লক্ষ টাকা দূরের কথা, ১০ হাজার টাকা গ্রামবাসীগণ ১০ টাকা, ২০ টাকা করিয়া দিয়া, এবং নিজেদের শারিরীক পরিশ্রম দিয়া, পুকুরগুলি ঝাড়াইয়া পঙ্কোদ্ধার করিলে, জলাভাবের সময় তৈয়ারী ফসলগুলিকে অনায়াসে রক্ষা করিতে পার, তাহা কেহ কোন স্থানে করিতেছে কি? অনেকে বলিতে পারেন, রাজকর দিই, প্রজা রক্ষা করা ইত গবর্ণমেন্টের উচিত। আমরাও বলি তবে সেই আশায় বসিয়া থাক, আর অনাহারে মরিতে থাক। ইহা অপেক্ষা সহজ পন্থা আর কি থাকিতে পারে?

কেমন করিয়া বিদেশে ব্যবসা চালাইতে হয়।

(জার্ম্মাণ দেশীয় ব্যবসায় কৌশল)

নিম্নলিখিত বিবরণটী মিঃ হারবার্ট হারিশন মহোদয়ের ডেস্পাচের সার-সংগ্রহ। কেমন করিয়া জর্ম্মাণ রপ্তানীকারক এবং কারখানার স্বত্বাধিকারীগণ অতি সামান্য ব্যয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নিজেদের দেশের দ্রব্য কাটাইয়া প্রচুর অর্থরাশি স্বদেশে লইয়া যায়, আজ আমরা আমাদের প্রিয় পাঠক এবং ব্যবসায়ীগণকে দেখাইবার চেষ্টা করিব। এ কৌশল দুঃসাধ্য নয়, বহু ব্যয় সাপেক্ষ নয়, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ হইতে বড় বড় সওদাগরগণও এই উপায়ে স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারেন।

জর্ম্মানীর পদ্ধতি:—একজন ব্যবসায়ীই হউক বা ১০০ জনেই হউক, সামান্য সামান্য টাকা দিয়া অর্থাৎ ১০০ জনে ৫০০শত টাকা করিয়া অংশ দিয়া ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলিয়া থাকে, তাহার পর তাহারা সকলেই পছন্দ করিয়া কতকগুলি সৎস্বভাবান্বিত পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, সুচতুর, সামাজিক যুবক সংগ্রহ করিয়া বেতন ও তাহাদের যাতায়াতের ব্যয় দিয়া পৃথিবীর নানাস্থানে নমুনা, দর সার্কুলার এই সকল দিয়া পাঠাইয়া দেয় তাহারা সেই সেই স্থানে যাইয়াই একটা ঘর লয়, আফিস খুলিয়া বসে, সেই সেই দেশের Raw-material অর্থাৎ কাঁচা মাল যদি সুবিধা জনক হয়, তাহা ক্রয় করে এবং নিজেদের নমুনা দেখাইয়া ও খরিদদার সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে। ইহারা বেতন এবং ব্যয়ের টাকা ছাড়া অর্ডার সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহারও একটা কমিশন পায়—কেনা বেচা দুই প্রকার কার্য্যেই ইহাদের কমিশন থাকে,। এইরূপে বিদেশে ইহাদের কাজ চালাইতে থাকে। জর্ম্মানীর এইরূপ প্রতিনিধি জগতের সর্ব্বত্রই। এই প্রকারে জর্ম্মাণ প্রস্তুত দ্রব্যের কাটতি করিতেছে। ইহারা যেখানে যায়, সেখানকার লোকজনের রুচি, কোন্ জিনিস, এবং কিরূপ জিনিস তাহারা পছন্দ করে, অধিবাসীগণের স্বভাব, চরিত্র অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া যে যে ফারম হইতে তাহারা আসিয়াছে, তাহাদিগকে লিখিয়া পাঠায়। তাহারা সেইরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সেই সেই স্থানে পাঠাইয়া দিয়া থাকে, লোকে আসিবামাত্র সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে একটা স্থানে বেশ প্রতিপত্তি জমিলে নানাস্থানে ইহারা শাখা প্রশাখা স্থাপিত করিয়া থাকে, এবং অতি অদ্ভুত রকমের কার্য্য করিয়া স্বদেশের ও নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে।

এই পদ্ধতিতে কার্য্য করিবার জন্য যাহারা নিযুক্ত হয়, তাহারা চাকরীর খাতিরে কাজ করে না। ইহারা নিতান্ত আপনার কার্য্যের ন্যায় ভাবিয়া কাজ করে এবং প্রায়ই ইহাদের মধ্যে অনেকেই ক্রমে স্বাধীনভাবে এক একটী কার্য্যের সৃষ্টি করে, কিন্তু যাহারা—ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া পাঠায়, তাহাদের সহিত সংস্রব রাখিয়া কাজ করিলেও তাঁহারা কিছুই মনে করেন না, কারণ এই অভিনব ফারম সকল দ্বারা তাঁহাদের কারবারেরও বিশেষ সাহায্য হয়।

দ্বিতীয় সুবিধা—যদি এই সকল নিযুক্ত যুবক বাস্তবিকই কোন কাজ করিতে না পারিয়াও স্বদেশে কেবল বিদেশের তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াই ফিরিয়া যায়, তাহাতেও অতি অল্প ব্যয়ে কম লাভ হয় না।

৩য় সুবিধা—যদি কোন কাজই না করিয়া ইহাদের লোকগুলি ফিরিয়া যায়, তাহাতে একজনে পাঠাইলে যে পরিমাণ ক্ষতি হইত, সে হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ অতি-সামান্যই পড়িয়া যায়।

আমাদের দেশের শিল্পী, ও ব্যবসায়ীগণও এই পদ্ধতিক্রমে কার্য্য করিতে পারেন—কিন্তু আমরা বড় হীন-সাহসী—২টাকার বিজ্ঞাপন দিতেই আমরা কাঁদিয়া কাটিয়া ফেলি—আমরা আবার এক একজনে ৫০০ টাকা দিয়া বিদেশে লোক পাঠাইয়া কার্য করিব—হায় দুরাশা! যৌথ কাজের মর্ম্মই এদেশে বুঝে না, তা কাজ করিবে কি?

বিদেশের কথা দূরে থাকুক, কলিকাতার কয়জন ব্যবসায়ী এইরূপ উপায়ে সুদূর পল্লীগ্রাম সমূহে লোক পাঠাইয়া ব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টা করেন, তাহাও ত আমরা জানি না।

ব্যবসায়ীগণ! এই সকল ভাবুন. এ সকল ভাবিবার কথা। শুদ্ধ বচনে যে দেশ উন্নত হইয়াছে—কোন ইতিহাসে কখন দেখি নাই। প্রকৃত কাজ করুন, তবে বড় হইবেন।

কেমন করিয়া পুরাতন ক্রেতার নিকট হইতে পুনর্ব্বার অর্ডার পাইতে হয়?

—•—

চিকাগো নগরের New Sewing Machine Co. নিম্নলিখিত উপায়ে পুরাতন খরিদদারগণের নিকট নূতন অর্ডার সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

মাস শেষ হইলেই ইঁহারা যাবতীয় ক্রেতার খতিয়ান করিয়া হিসাব প্রস্তুত করিয়া ফেলেন এবং প্রত্যেকের এক একটী পৃথক হিসাবের কাগজ করেন। ইহা অবশ্য নগদ খরিদদারের কথা নহে। যে সকল ক্রেতা লেনা দেনা হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন, তাহাদের জন্য। সেই হিসাবের কাগজ প্রস্তুত হইয়া যাইলেই যাহাদের নিকট পাওনা আছে, তাহাদের নিকট ত পাঠান হয়ই, আর যাহাদের হিসাব চুকিয়া গিয়াছে, অথচ অনেক দিন কোন অর্ডার পাওয়া যাইতেছে না, এমন খরিদদারকেও উপরে নাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া কেবল কোন টাকা না ফেলিয়া পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত করা হয়। তাহাতে accountant বা খাতাঞ্জীর একটী রবার ষ্টাম্পের ছাপ দেওয়া থাকে। যথা:—

You don't owe us a cent, why not send us an order, your credit is good.

ভাবার্থ:—

আমাদিগের নিকট আপনার এক পয়সাও দেনা নাই, আপনি আমাদিগকে তবে এখনও অর্ডার দিতেছেন না কেন, আপনার দেনা পাওনার ব্যবহার বড় সন্তোষজনক।

এখন ক্রেতার নিকট এই হিসাব পৌছবামাত্র ক্রেতা দেখিয়াই ইহা একটা দেনা পাওনার হিসাব ভাবেন, তাহার পর যখন দেখেন যে তাঁহার হিসাবে এক পয়সাও দেনা নাই, তখন তিনি হিসাব পত্রের ও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া মুগ্ধ হন, তাহার পর আবার যখন রবারষ্টাম্পের ছাপ্‌টী দেখেন, তখন তাহার গৌরবের সীমা থাকে না, যে, তাঁহার এই সৎ ব্যবহার ইঁহাদের চক্ষে ভাল বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। সুতরাং সে ব্যক্তি যে এই ফারমের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? এইরূপে ইঁহারা প্রচুর অর্ডার সংগ্রহ করেন।

এদেশের ঔষধের কারবার, চাউলের কারবার এমন কি সমস্ত কারবারেই এই সুন্দর প্রক্রিয়ায় নূতন ক্রেতা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই সুন্দর কাজ হইবে।

আমাদের দেশের ব্যবসাদারগণ নির্জীব, মানেজারগুলি আসর জাঁকাইয়া রাখিবার উপাদান—মনিবের মো-সাহেব বলিলেও অন্যায় হয় না। কিন্তু ইহারাই প্রভুর সাংঘাতিক সর্ব্বনাশ করে, অনেক প্রভুরও দেখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাই ব্যবসায়ের এত শোচনীয় অবস্থা। অবশ্য আসল কাজের লোকও যে নাই, একথা বলিতেছি না, তবে অনেক স্থলেই এইরূপ শোচনীয় ঘটনার কারণ ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব। কিন্তু উপায় কি?

—:o:—

ART OF CANVASSING.

ক্যানভাসিং শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সেইজন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা চাই, তবে "ধৈর্য্য থাকিবে। পণ্ডিত কারলাইল বলিয়াছেন, "যে মানুষ যথার্থ ঐকান্তিকতার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইবে, সে কদাচ সফল কাম হইতে পারিবে না। মানুষের অবনতির জন্য বিবিধ কারণ থাকিলেও ঐকান্তিক ইচ্ছার অভাবই প্রধান, তাহার আর সন্দেহ নাই। অর্দ্ধ ইচ্ছায় কোন কাজই হয় না।"

ইচ্ছা থাকিলেই ধৈর্য্য আপনা হইতে আসিবে। "Care and diligence bring luck"—যত্ন এবং আন্তরিক পরিশ্রমে সৌভাগ্য লাভ হয়। বিশেষ যত্ন এবং মনোযোগের সহিত কাজ করিলেই সফল হইবে।

সকল চেষ্টাই সকল সময়ে সফল হয় না। বারম্বার চেষ্টায় মানুষ সফল হইয়া থাকে। ক্যানভাসারের যত্ন, চেষ্টা, ধৈর্য্য থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

বিশ্বস্ততা—বিশ্বাসী না হইলে একার্য্য চলে না। ক্যানভাসারের কার্য্য ও কথা ঠিক থাকা চাই। কথা বেচিয়া যখন কাজ, তখন কথার ঠিক না রাখিলে একাজ চলিবে কেন?

প্রসন্নতা—জগত পেচকের ন্যায় গম্ভীর লোক দেখিতে পারে না। সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিবে, হাসি মুখ অতি দুর্দ্দান্ত হৃদয়কেও জয় করিতে পারে। রুক্ষ মেজাজে কাজ পাইবার আশা বিড়ম্বনামাত্র।

স্বাস্থ্য—ভাল স্বাস্থ্যের অভাবে সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়। স্বাস্থ্য ভাল রাখা চাই। এক একদিন বড় বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে, শরীর ভাল না হইলে পরিশ্রম করিতে পারিবে না।

পরিশ্রম অভ্যাস করিবে। সহজে মানুষ ধনবান হয় না। জগতের বড় বড়

কর্ম্মবীর সকলেই কঠোর পরিশ্রম করিয়া তবে বড় হইতে পারিয়াছিলেন। পরিশ্রম না করিলে কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

"Self-confidence" বা আত্ম-বিশ্বাস না থাকিলে কোন কার্য্যে উৎসাহ জন্মিবে না, নিজে যে কার্য্য করিতে যাইতেছ, তাহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় অটল বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, নচেৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করা অসম্ভব।

"Be always in time, tool ate is crime" যথা সময়ে কার্য্যে অগ্রসর হইবে, বিলম্বে কাজ নষ্ট হয় এবং তাহা একটা পাপ, সময়ের মিতব্যয়িতা শিক্ষা না করিলে কেহ উন্নতি করিতে পারে না। সামান্য সময় বলিয়া উপেক্ষা করিও না। সামান্য মিনিট হইতেই দিন, মাস, বর্ষ হইয়া থাকে, কবি ইয়ং বলিয়াছেন :—

Think naught trifle though
it small appears,
small sands the mountain,
moments make the years
and trifles life.

অর্থাৎ সময়কে ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না। সামান্য ক্ষুদ্র বালুকা কণা হইতে পর্ব্বত, সামান্য মুহূর্ত্ত হইতে বর্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সামান্য সময় নষ্ট করিয়াও জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিবে, অকস্মাৎ কাজ করিয়া প্রায়ই অনুতাপ করিতে হয়। কাজ করিবার পূর্ব্বে ১০ বার চিন্তা করিবে।

কাজের লোকের স্বভাব উদ্ধত হওয়া উচিত নয়, বিশেষ ক্যানভাসারের। লোকের সহিত মিশিতে হইবে, বহু লোকের সন্তোষ এবং অসন্তোষকর ঘটনা নিত্য ঘটিতে পারে, প্রশান্ত হৃদয়ে সে সকলের মিমাংসা করাই প্রকৃত ক্যানভাসারের দক্ষতা, ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিবে। এই গুণগুলি থাকিলে ক্যানভাসার হওয়া যায়। মানুষ চেষ্টা করিলেই এই গুণগুলি অভ্যাস করিতে পারে তাহার বিচিত্রতা কিছুই নাই। এই গুণগুলি ক্যানভাসারের থাকা নিতান্তই আবশ্যক।

ক্যানভাষের আবশ্যকীয় সরঞ্জাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

একখানি ভাল পকেট বুক, ১টি পেন্সীল, ১টি ষ্টাইলোগ্রাফিক পেন, কতকগুলি সাদা কাগজের স্লিপ, কনট্রাক্ট ফরম, একটি ঘড়ী একটি চামড়ার ব্যাগ, কতকগুলি ভিজিটিং কার্ড ইত্যাদি।

পকেট বুক খানি নাম ঠিকানাদি, দরের স্মারকলিপি, এই সকল লিখিতে আবশ্যক। পেন্সিলের আবশ্যক প্রতি হাত। ষ্টাইলোগ্রাফিক পেন্ কনট্রাক্ট করিবার সময় কালী দিয়া লিখিবার জন্য আবশ্যক।

সাদাস্লীপ, কাহাকেও দর দিতে হইলে ইহাতে লিখিয়া দিতে আবশ্যক হইবে।

রাস্তায় পেন্সীল ভাঙ্গিলে কোথায় ছুরি পাইবে, সেইজন্য ছুরীও আবশ্যক।

চামড়ার ব্যাগটীতে এই সকল সরঞ্জাম নমুনাদি রাখিবার আবশ্যক হইবে।

কনট্রাক্ট ফরমের ব্যবহার যাহা বলিয়াছি, তাহা ভাল লোক দিয়া প্রস্তুত করাইয়া লইবে। কার্য্যের অবস্থা বুঝিয়া কনট্রাক্ট ফরম নানা প্রকার হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার একটী নির্দ্দিষ্ট ফরম দিলে চলে না। তথাপি একটী নমুনা দিলাম।

Dear Sir

Please supply me a pair of Messrs. Dey, Mullick & Co's pebble spectacles in Gold frame for which I agree to pay Rs. 30 only.

Name
Date
Address

যাহাদের হইয়া ক্যানভাস করিতে হয়, তাঁহারা প্রায় সকলেই নিজেদের এইরূপ কনট্রাক্ট ফরম দিয়া থাকেন। সুতরাং ইহার জন্য তত কষ্ট পাইতে হইবে না।

প্যালিসীর জীবন চরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যাঁহারা জগতে উন্নতি করেন, তাঁহারা সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য অধিক চিন্তা বা বিলম্ব করেন না, তাঁহারা বড় বেশী অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করেন না। তাঁহাদের তৎপরতার সহিত মিমাংসা করিবার ক্ষমতা থাকে। প্যালিসী এক রাত্রের চিন্তাতেই এখন স্থির সংকল্প হইয়া প্রাতঃকালেই বাগানের এক অংশে একটী ফারনেস (Funrace) বা হাপর প্রস্তুত করিয়া নানাস্থান হইতে মৃত্তিকা নির্ম্মিত বিবিধপ্রকার জিনিস সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, সে গুলিকে ভাঙ্গিয়া তাহার উপরে নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র বিশিষ্ট অস্তর (Coating) মাখাইয়া অতি মনোযোগের সহিত কোন্ প্রকারের কোটিংএর ফল কিরূপ হইল, তাহা লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার আশা, হয়ত এত প্রকার আবরণের একটা না একটায় শ্বেতবর্ণ পোসিলেন হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত নানাস্থানের মাটীতে নানাপ্রকার কোটিং করিয়াও সফলকাম হইতে না পারায় এত হতাশ হইয়া পড়িলেন যে, এই সকল অনর্থক চেষ্টার জন্য তাঁহার অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল—পাঠক গ্রেবারে আমরা তাঁহার প্রথম ভগ্নোদ্যমের চিত্র দিয়াছিলাম, দেখিয়া থাকিবেন।

প্যালিসি যেখানে আগুণের হাপর করিয়া কাজ করিতেন, সেখানে আচ্ছাদন ছিল না। সে দেশের দারুণ শীতে কঠোর কষ্টে হয়ত অনেকের জীবন বায়ু শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু বারম্বার বিফল মনোরথ স্বত্বেও প্যালিসির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, রাত্রিকালে

শীতে, দিবসের দ্বিপ্রহরের কঠোর সূর্য্য কিরণে এবং অসহ্য অগ্নির উত্তাপে সংকল্প সাধনায় নিযুক্ত—জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কর্ম্মবীর অটল অচল দণ্ডায়মান। মানুষ এত কঠোর সাধনায় তবে সফলকাম হইতে পারে—ইহাই প্রকৃত ঐকান্তিকতা এবং কর্ম্ম-সাধনা।

প্যালিসির সঞ্চয় ফুরাইয়া গেল, অনাহারে স্ত্রী ও শিশু শুখাইয়া মৃতপ্রায় হইল, নিজে বুভুক্ষু, দিন আর চলে না। প্যালিসী স্থির করিলেন—সাধনায় সিদ্ধ হইতেই হইবে, কিন্তু কিছু দিন সঞ্চয়ের আবশ্যক হইয়াছে,—যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, এক্ষণে তাহাদের জীবন রক্ষা করার আবশ্যক হইয়াছে। তিনি সারভেয়ার বা আমিনের কার্য্য করিবার জন্য চাকরী করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেণ্টস্ নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া চারেটী নদী প্রবাহিতা, এই নদীর সমুদ্রের সহিত সঙ্গম স্থলে প্রচুর পরিমাণে লবণ জন্মিত—এই সময় ফ্রান্সে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত—গবর্ণমেণ্টের অর্থের বিশেষঃ আবশ্যক, সেই জন্য লবণের উপর শুল্ক স্থাপনের আবশ্যক হইল। এই সকল জলাভূমি আমাদের ভাগিরথীর সাগর সঙ্গমের ন্যায়, জলাভূমির জল শুকাইয়া যাইলে মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণ লবণ থাকিত, প্যালিসী এই সকল জলাভূমি মাপিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আমিনী কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

এই কার্য্যে প্যালিসীর উপার্জ্জন এই সময়ে মন্দ ছিল না, এমন কি তিনি আপনার ব্যয় বাদে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার মনে কিন্তু অহরহ তাঁহার পোর্সিলেন প্রস্তুতের সঙ্কল্প জাগরিত ছিল, তিনি একটু সুবিধা করিতে পারিলেই পুনরায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন।

পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, আগামী বারে প্যালিসীর জীবনী শেষ করিব। এবারে অত্যাবশ্যকীয় বহু বিষয় হস্তে থাকায় প্যালিসীর জীবনী শেষ করিতে পারিলাম না।

সহজ-শিল্প-প্রস্তুত প্রণালী।

কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুতের অন্যতম প্রণালী।

সলফিউরিক এসিড বা গন্ধকদ্রাবক ও আলুর মাড়ে যে কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হয়, তাহা টেকে না। এক প্রকার নূতন দন্তদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা ঠিক আসল দাঁতের মত শক্ত, অভঙ্গুর, উজ্জ্বল এবং সুন্দর। উত্তম কৃত্রিমদন্ত প্রস্তুত করিতে চাও; আচ্ছা লও;

১০০ তোলা কষ্টিক লাইম বা কড়া চুন, ৩০০ তোলা জল; ৭৫ তোলা তরল ফসফরিক এসিড, ১৬ তোলা ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেট, ২ তোলা, ম্যাগনেশিয়া, ৫ তোলা ফটকিরি, ১৫ তোলা জিলাটীন।

অর্দ্ধমাত্রা সিকিমাত্রা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে, সকল দ্রব্যই অর্দ্ধমাত্রায় বা সিকি মাত্রায় লইতে হইবে। ফলতঃ পরিমাণ যেরূপই হউক, সকল দ্রব্যের অনুপাত যেন ঠিক থাকে। কৌশলপূর্ব্বক মিশ্রিত ও কোমল পিণ্ডে পরিণত হইলে, ঐ পিণ্ড ছাঁচে ফেলিয়া গড়িয়া লইবে। সকল দ্রব্যই গঠিত হইবে, এইরূপ নকল দন্তজাত আসল হস্তিদন্তজাত বলিয়া, প্রতীত হইবে। (হিন্দুস্থান)

EMOLLIENT SUMMER LOTION.

ইহাদ্বারা চামড়া কোমল, মসৃণ এবং সুন্দর হয়, গালের মেছেতা, মুখের কোমলত্ব নষ্ট হওয়া বাস্তবিকই নিরাবিত হয়, ইহা রমণীগণের আদরের জিনিস হইবে—কারণ ইহা রং ফর্সা করে। সুন্দর শিশিতে লেবেল দিয়া—প্রত্যেক শিশি ৷৷০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিলে প্রচুর বিক্রয় হইবে।

কেমন করিয়া ইমোলেণ্ট সমার লোশন প্রস্তুত করিতে হয়, বলিতেছি।

গ্লিসারিন—	১ আউন্স
অ্যাকোয়া মেলিস	১ আউন্স
ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার—	৩ ড্রাম
কমলালেবুর ফুলের জল—	১ আউন্স
অটোডি-রোজ—	৫ ফোঁটা
রেক্টীফায়েড স্পিরিট—	আধ আঃ

প্রথমে অটোডি রোজকে স্পিরিটে গলাইয়া তাহার পর অন্যান্য জিনিস মিশাইয়া ফিল্‌টার করিয়া লইয়া শিশিতে পুরিতে হইবে।

ব্যবহার বিধি :—স্নানের পর উপরোক্ত দ্রব্যে তুলা বা পরিস্কার ন্যাকৃতা ভিজাইয়া গালে, ঘাড়ে বাহুতে দিতে হয়। ইহার নাম আপনার যাহা ইচ্ছা দিয়া বিক্রয় করিতে পারেন।

ROSE CREAM রোজক্রিম।

ইহা উৎকৃষ্ট চর্ম্মরোগ নাশক, মুখশ্রী-বর্দ্ধক। সুন্দরীগণের চিত্র মুখশ্রী রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী।

পল্‌ভ ট্রাগাকানথ—	২ ড্রাম
অয়েল রোজ জিরানিয়ম—	১৫ ফোঁটা
রেকটিফায়েড্ স্পিরিট—	আধ আঃ
গ্লিসারিণ—	৩ আউন্স
পরিশ্রুত জল—	
অথবা পরিস্কৃত জল—	৬ আউন্স

প্রথমে অয়েল রোজ জিরানিয়মকে রেঃ স্পিরিটে দ্রবীভূত করিয়া তৎপরে অন্যান্য জিনিসের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে।

ইহা শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই ব্যবহার্য্য, আপনার ইচ্ছামত আপনি নাম রাখিয়া দিতে পারেন।

পমেড ট্রাগাকান্থ চর্ম্মের কোমলত্ব এবং মসৃণত্ব রক্ষা করিতে অদ্বিতীয়।

BLOOM OF ROSE.

সহজ সাধ্য।

কারমাইন— ২ ড্রাম

সলুইসন অফ্ আমোনিয়া

—(যথোপযুক্ত তরল করিবার জন্য) কারমাইনটাকে আমোনিয়া সলুইসণে দ্রব করিয়া তাহাতে ১৬ আউন্স্ ভাল গোলাপ-জল মিশাইয়া ৪।৫ দিন একস্থানে রাখিয়া দাও এবং মাঝে মাঝে নাড়িয়া দাও, তাহার পর ছাঁকিয়া শিশি পূর্ণ করিয়া লেবেল মারিয়া বিক্রয় কর। ইহা সুন্দরী মহিলাগণ অধরে তুলিদ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইহা একপ্রকার অধররাগ, বালক-বালিকার এবং রং কর্শা স্ত্রীলোকের ঠোঁটে ও গালে দিলে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ সদৃশ দেখায়।

ভেষিলিন পমেটম্।

পমেটম কেশবিন্যাসের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা সকলেই অবগত আছেন, ইতি-পূর্ব্বে আমরা "কাজের লোকেই" বলিয়াছিলাম যে, অধিকাংশ বিলাতি পমেটমে শূকরাদির চর্ব্বি দেওয়া থাকে। ভারতের হিন্দু মুসলমানের তাহা ব্যবহার করায় বিশেষ আপত্য আছে। তাঁহারা ভেসিলিন পমেটম্ ব্যবহার করিতে পারেন।

প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

সাদা ভেসিলিন্—৮ ভাগ। ইহাতে ১ ভাগ মাত্র সেরিসাইন্ Ceresine দিয়া মৃদু উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া ফেল। তাহার পর নিম্নে সুবাসিত করিবার দ্রব্য দেওয়া গেল, তাহা অন্ততঃ ২ পাউণ্ড পমেটমের উপযুক্ত, সুতরাং পরিমাণ অনুসারে অনুপাত করিয়া দেওয়া উচিত।

অয়েল লেমন	২॥০ ড্রাম
অয়েল বারগামট	আধ ড্রাম
অয়েল লেমনগ্রাস	আধ ড্রাম

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রং করিবার জন্য টিংচার গাম্বুজ কিঞ্চিৎ দিলেই ভেসিলিন পমেটম্ হইবে।

ভাল হেয়ার ডাই বা চুলের কলপ।

নং১ বোতলে থাকিবে।

অ্যাসিড পাইরো গ্যালিক	½ ড্রাম
সোডা সল্ফ	১০ গ্রেণ
রেক্টী ফায়েড্ স্পিরিট	½ আউন্স
জল	২ আউন্স

২ নং বোতলে থাকে।

আরজেণ্টাইন নাইট্রেট (ক্রিষ্টাল)	১ স্কুপল
লাইকার আমোনিয়া ফোট	qs. 8.
জল	২ আউন্স।

২ নং প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

প্রথমে আধ আউন্স জলে নাইট্রেট্ অফ্ সিলভারকে গলাইয়া ফেলুন, তাহার উপর অ্যামনিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিলে তলায় যে সেডিমেণ্ট বা তলানি পড়িয়া আছে, তাহাকে পুনরায় ঐরূপে গলাইয়া তাহার পর একটী নীল শিশিতে রাখুন। জল মিশাইয়া ২ আউন্স করিয়া লও।

ব্যবহার বিধি :—চুল উত্তমরূপে সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া চুলকে তৈল শূন্য করিয়া শুকাইতে হইবে। তাহার পর ১ নম্বর শিশির কিয়দংশ একটা কাচ পাত্রে ঢালিয়া এক খানি সাদা টুথ ব্রুস দিয়া পাকাচুলে লাগাইতে হইবে, তাহার পর ২ নং শিশি হইতে কিঞ্চিৎ ঢালিয়া কেশ গুলিতে লাগাইবা মাত্র ঘন কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যাইবে।

সাবধান! কেবল যেন চুলেই লাগে, চামড়ায় না লাগে, যদি লাগে তাহা হইলে কালদাগ হইয়া যাইবে। তাহার পর ২।৫ ঘণ্টা কেশে তৈলাদি না দেওয়া হয়। এই চুলে কলপ্ লাগানাটা রাত্রেই সুবিধাজনক। ইহা যথেষ্ট বিক্রয় হইয়া থাকে। বিদেশী হেয়ারডাইএ এদেশের বড় কম পয়সা —বিদেশে যায় না।

উৎকৃষ্ট স্মেলিং সল্ট

৪ আউন্স কার্ব্বনেট অব্ আমোনিয়া (Carbonate of Amonia) কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে ভাঙ্গিয়া ফেল, সেইগুলিকে একটা প্রশস্ত-মুখ শিশিতে রাখিয়া তাহাতে লাইকার অ্যামন্ ফোর্শিয়াই ২ আউন্স দিয়া শিশির মুখবন্ধ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দাও। প্রতিদিন ২।৪ বার ঝাঁকারিয়া পুনরায় রাখিয়া দাও, ইহা খুব উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট স্মেলিং সল্ট্ হয়। ইহাকে মৃদু এবং সুগন্ধ করিতে হইলে ইহাতে

অয়েল ল্যাভেণ্ডার	৪	ড্রাম
এসেন্স অফ্ মস্ক	৪	ড্রাম
অয়েল বারগামেট্	২	ড্রাম
অয়েল ক্লোভ	১	ড্রাম
অটোডি রোজ	৫	ফোটা
দারুচিনি তৈল	২	ফোটা

দিয়া মিশ্রিত কর। এইরূপ স্মেলিং সল্ট্ স্থায়ী, এবং উপাদেয় হইবে। ইহা ।৵০ আনা হইতে ॥০ বিক্রয় করা যাইতে পারে।

Medical Notes

আমবাত—(urticaria.)

প্রিসক্রিপশন্।

পটাস কার্ব্ব	৩ আউন্স
সোডি কার্ব্ব	২ আঃ

বোরাসিস ১ আঃ

পলভ আমিলি ৩॥০ আঃ হইতে ৭ আঃ

উপরোক্ত পাউডারটী স্নানের জলের সহিত মিশাইয়া স্নান করিলে আমবাতে (যাহাকে আমাদের দেশে গায়ে আমপাতা বাহির হওয়া বলে) ভাল হইয়া যায়। স্নানের পর শতকরা ১০০ ভাগ Phenol মিশ্রিত গ্লিসিরীন এবং আমিলি দ্বারা মৃদুভাবে গাত্রত্বক ঘর্ষণ করা উচিত। লা ক্যাণিনিক।

ইরিসিপ্লাস বা (বিসর্প) দুষ্টব্রণ।

Ichthyol and Laloline ইক্থিয়ল এবং লালোলিন সম পরিমাণে মিশাইয়া মলম করিয়া ইরিসিপেলাস্ চিকিৎসা করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা Salicylated Cotton স্যালিসিলেটে মিশ্রিত তুলা দ্বারা ব্যবহার করিতে হয় এবং বিশেষ শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়।—প্র্যাকটিকাল মেডিসিন।

ডাইবিটিস্ বা বহুমূত্ররোগে টিংচার কাইনো ৩০ ফোটা জলের সহিত ৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগে অনেক রোগীর প্রস্রাব বিশেষরূপ কমিয়া যায়।

প্রিসক্রিপসন্ সংগ্রহ।

রক্ত পরিষ্কারক মিক্‌শ্চার।

পটাস আইওডাইড্	১ ড্রাম
পটাস্ বাই কার্ব	½ ড্রাম
লাইকার আর্সেনিক্যালিস	½ ড্রাম
স্পিরিট ক্লোরাফরম	½ ড্রাম
এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ সার্‌সা কমপাউণ্ড (কন্)	২ আউন্স
জল	আট আউন্স

এই মিক্‌শ্চার আহারের অব্যাবহিত পরেই সামান্য জলের সহিত এক ডেজার্ট চামচের এক এক চামচ দিবসে তিন বার সেবন করিলে অবিলম্বে স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করা যায়। C. D.

বেকারের উপায়।

—:০:—

ছেঁড়া কাগজ হইতে কি করা যাইতে পারে?

(Papeir-mache)

ছেঁড়া কাগজ হইতে গার্হস্থ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইয়া আমেরিকা ইয়োরোপে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ছিন্ন কাগজের প্রস্তুত টীট্রে বা চায়ের রেকাবী নানা প্রকার, ট্রে, নস্যের বাক্‌স, সিগারকেশ, প্রভৃতি বিবিধ সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল জিনিস হাল্কা, সহজে ভাঙ্গেনা, সুলভ অথচ সুদৃশ্য, চুরি যাইলেও কষ্ট হয় না। এদেশে এসকল জিনিস অনায়াসে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অনেক বেকার যুবক ইহাদ্বারা জীবিকার পন্থা উন্মুক্ত করিতে পারেন। এই ছেঁড়া বাতিল কাগজের কাগজকে "পেপার মেশি" papeir-mache বলে।

কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রথমতঃ কাগজ গুলিকে একটু কুটিয়া লইয়া—গরমজলে ফুটাইয়া বেশ কাদার মত করিয়া লইতে হইবে, তাহারপর এই দ্রবীভূত কর্দ্দমবৎ দ্রব্যটাকে জালেরমত কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া ছাঁচে ঢালিয়া যেরূপ ইচ্ছা, দ্রব্য প্রস্তুতকরা যাইবে, তাহার পর শুষ্ক হইয়া যাইলে ইহাতে তুলিদ্বারা ২।৩ কোট্ জাপান বার্নিস (কাল জাপান) বা ইনামেল মাখাইলেই সুন্দর দ্রব্য, পুতুল, খেলনা প্রস্তুত হইবে।

এই কর্দ্দমময় পদার্থে sulphate of Iron হিরাকস, চুন, অ্যালবুমেন বা ডিম্বের শ্বেত সারাংশ মিশ্রিত করিয়া ইহাকে শক্ত এবং waterproof জলসহনশীল করা যাইতে পারে।

টী-ট্রে প্রস্তুতের প্রক্রিয়া এইরূপ। ব্রাউন প্যাকিং কাগজকে কোন পাতলা সিরিশ অথবা লেই দ্বারা উপর্য্যুপরি আঁটিয়া যে প্রকার পাত্র প্রস্তুত হইবে, সেই আকারের একটী ছাঁচ করিয়া তাহাতে দিয়া উপরে খুব ক্ষমতা শালী চাপ দিলেই সমস্ত কাগজগুলি চাপের চোটে এক হইয়া যাইবে, তখন শুখাইয়া উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় Black Japan মাখাইয়া বা ইনামেল দ্বারা অন্য রং করিলে সুন্দর জিনিস হইয়া যাইবে। এরূপ ছাঁচ করার একটু বিশেষত্ব আছে ইহা ধাতুময় হওয়াও আবশ্যক। একটু মস্তিষ্ক চালনা করিলেই ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। ইহার ছাঁচ Embossing Processএ প্রস্তুত করিতে হয়, একতাল কাদার উপরে যদি ১টা পিত্তলময় মুণ্ডের ছাঁচ তোলা যায়, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই, কাদার তালের উপর পিত্তলের মুণ্ডটাকে চাপিয়া ধরিলে মুণ্ডটার নাক মুখ চোখ মৃত্তিকাপিণ্ডের ভিতরে পরিস্কার হইয়া উঠিয়া থাকে। এই মুণ্ডের ছাঁচে যদি ছিন্ন কাগজের পেপার মেশি দ্বারা মুণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়; তাহা হইলে কর্দ্দমবৎ দ্রবাটায় ছাঁচটী পূর্ণ করিয়া তাহার উপর পিত্তলের মুণ্ডদ্বারা চাপ দিলেই অতিরিক্ত দ্রব্য বাহির হইয়া যাইবে এবং ছাঁচ হইতে খুলিলেই নাক মুখ চোকও ভিতরে উঠিবে অথচ মুণ্ডটা ফাঁপা হইবে। এই উপায়েই ট্রে, বাটী, প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে, এইরূপ ছাঁচ এবং প্রক্রিয়াকে Embossing Process বলে। দেখুন, কেহ যদি উদ্যোগী হয়েন, এদেশে প্রস্তুত করুন। ইহা আমাদের পরীক্ষিত।

SPECULATION.

স্পেকুলেশন কাহাকে বলে ?

(Specially written for Businessman)

"স্পেকুলেশন" (Speculation) ইংরাজী কথা। এক কথায় ইহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আমার জানা নাই। তবে কেহ কেহ Speculation অর্থে "চাল চালা" বলিয়া থাকেন। আমি সাহিত্যিক নহি, সুতরাং নূতন কথা সৃষ্টি করিবার অধিকার আমার নাই। যাহাহউক, এবিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আমাদিগকে সাহায্য করিলে আমরা চিরবাধিত হইব। এমন ইংরাজী কথা অনেক আছে, যাহার ঠিক প্রতিশব্দ আমাদের বঙ্গ ভাষায় নাই। এখন Speculation কাহাকে বলে অর্থাৎ Speculation বলিলে কি বুঝায়, তাহাই বুঝাইতে আমি চেষ্টা করিব। কিন্তু আমি এখানে ইংরাজী "স্পেকুলেসন" কথাই ব্যবহার করিব। লাটিন Speculatio শব্দ হইতে Speculation শব্দের উৎপত্তি। সুপ্রসিদ্ধ Dr. Webster "Speculation" এর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

(Commercially.) "The act or practice of buying land or goods etc. in expectation of a rise of price and of selling them at an advance, as distinguished from a regular trade, in which the profit expected is the difference between the retail and wholesale prices, of difference of price in the place where the goods are purchased and the place to which they are to be carried for market."

Speculation অর্থে—ব্যবসায়ের হিসাবে) "ভবিষ্যতে কোন জমির কিম্বা যে কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির খুব (নিশ্চয় নহে) সম্ভাবনা আছে, এইরূপ আশা করিয়া কোন দ্রব্য ক্রয় করাকে Speculation বলে।" মনে করুন, অদ্য ৭ই বৈশাখ, উৎকৃষ্ট বালাম চাউলের মূল্য ৪৲ চারি টাকা আছে। আপনি একজন বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী, আপনি মনে বুঝিয়া দেখিলেন যে, যদ্যপি অদ্য ৫ হাজার মণ চাউল ৪৲ চারি টাকা মণ হিসাবে ক্রয় করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ চাউল ৫৲ পাঁচ টাকা মণ হিসাবে নিশ্চয় (?) বিক্রয় করিতে পারিব। এই আশায় আপনি ৫ হাজার মণ চাউল খরিদ করিলেন এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে সমস্ত চাউল বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। যদি বাজার উঠিল, তবে ৫ হাজার টাকা লাভ করিলেন, আর যদি না উঠিল, কিম্বা বাজার নামিয়া গেল, তবে লোকশান দিলেন। Speculation করিতে গেলেই লাভ ও লোকশান দুই সহ্য করিতে হয়। কারবার মাত্রেই কিছু না কিছু Speculation জড়িত আছে। কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে. "Our life is nothing but a Speculation." বাস্তবিক ঠিক তাহাই বটে। মানুষের জীবন আজ আছে, কাল নাই। তথাপি মানব কাল্পনিক আশার উপর কর্ম্ম করে। আপনি একটি দোকান করিলেন, দোকান হইতে জিনিস বিক্রয় করিয়া আপনি লাভবান হইবেন, এই আশাতেই দোকান করিলেন। কিন্তু আপনি কি নিশ্চয় জানেন যে, ঐ দোকানে আপনার লাভ হইবে? আশায় কারবার করিয়া থাকেন মাত্র। লাভ লোকশান ভগবানের হস্তে বা ভবিষ্যতের অতল গর্ভে নিহিত। Speculation এর মাত্রারও আবার কম বেশী আছে। কোন কার্য্যে Speculation এর মাত্রা বেশী. কোন কার্য্যে কম। এই Speculation ব্যতীত কোন কার্য্য, ব্যবসায় বা কোন কিছু সম্পন্ন হইতে পারে না।

এই Speculation করিতে গিয়া অনেকে ধনী হইয়াছেন, আবার বিস্তর লোক পথের ফকির হইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন।

Speculation বড় শক্ত কাজ। Speculation এ কিছুরই ঠিক নাই। হইতেও পারে, না হইতেও পারে। যাঁহারা এইরূপ Speculation করেন, তাঁহাদের Speculator বলে। আমাদের দেশে বিলাত ও আমেরিকার ন্যায় বড় বড় Speculator নাই। আমেরিকার অদ্বিতীয় ধনী মিঃ রকফেলার একবার সেয়ারের Speculation করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকা লাভ করিয়া ছিলেন। প্রসিদ্ধ রথস্‌চাইল্‌ড্ (Rothschild) ওয়াটারলুর যুদ্ধের সময় বিলাতের কোম্পানির কাগজ অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া এবং পরে ঐ কোম্পানির কাগজ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রায় ১॥০ কোটি টাকা লাভ করেন। মহারাজা ৺ দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর Port Canning সেয়ারের Speculaion এ বহু অর্থ লাভ করেন। তাহা ছাড়া আরও বহু ব্যক্তি এই Speculation করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। আবার বহু ব্যক্তি অনেক অর্থ লোকসানও দিয়াছেন, এবং এখনও প্রত্যহ দিতেছেন। Speculation কে একপ্রকার জুয়াখেলা বলিলেও হয়। হয় ফকির, নয় আমির। Speculation দুই প্রকার—যথা Pure Speculation খাটি স্পেকুলেশন এবং Mixed Speculation অর্থাৎ মিশ্র স্পেকুলেশন্ এই দুই প্রকারের স্পেকুলেশন কাহাকে বলে, বলিয়া, আমি আজ এই প্রবন্ধ শেষ করিব। speculation কাহাকে বলে, অল্প কথায় বুঝান বড় শক্ত ব্যাপার। কারণ বেশ ভালরূপে বুঝাইতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমার পরম বন্ধু মানসীর সম্পাদক মহাশয় আমাকে অতি সংক্ষেপে লিখিতে বলিয়াছেন। কারণ কাজের লোকের স্থান বড় মূল্যবান।

(ক্রমশঃ।)

লাভজনক কৃষিকার্য্য।

——:(-:-:-):——

মাদুর চাষ।

সহযোগী পল্লীবার্ত্তা বলেন—যে যশোহরে একটী মাদুরের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহা বড়ই লাভজনক ব্যবসায়। এ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এ জেলায় যাহাতে মাদুরের চাষ বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা নিম্নে মাদুর চাষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

মাদুর চাষ একটী বিশেষ লাভজনক কৃষি। এতদঞ্চলের নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে ইহা জন্মাইয়া থাকে। বাড়ীর বালক বালিকারা এবং মেয়েরা সুন্দরভাবে মাদুর বুনিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানের গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা অতি পরিপাটীরূপে মাদুর ও মছলন্দী বুনিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এমন কি, ইঁহাদের প্রস্তুত এক একখানি মছলন্দী ৮।১০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

চাষের প্রণালী।

মূলা, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্য জন্মিবার পর চৈত্র বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রকে এক কি দেড় ফিট গভীর করিয়া উত্তমরূপে কোপাইয়া ফেলিতে হয়। তদন্তর কিছুদিন সেই কোপান ক্ষেত্র বাতাস পাইলে তাহাতে পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক ছড়াইয়া দিতে হয়। এই পাঁকই উহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। মাদুর ক্ষেত্র চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জমী হইতে অপেক্ষাকৃত একটু গভীর হইলেই ভাল হয়। দোআঁশযুক্ত বালুকাময় কিম্বা এটেল মাটীই মাদুর চাষের পক্ষে প্রশস্ত। ছায়াপূর্ণ স্থলে কিম্বা পুষ্করিণীর পাড়ের নিম্নদিকেও উহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে।

মাদুর চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত কোপান ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে আল বাঁধিতে হয়, যেন বৃষ্টি হইলে উহার জল কোন দিকে গড়াইয়া যাইতে না পারিয়া ঐ ক্ষেত্রেই কয়েক দিবস জমিয়া থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ বৃষ্টি আরম্ভ হইলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ঐ কোপান ক্ষেত্রে হলুদ কিম্বা কচু সারির মত এক একটী পাটী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পুরাতন গাছের মূল হইতে বহির্গত ছোট ছোট চারা সকল আনিয়া রোপণ করিতে হয়। রোপণের পর যদি বৃষ্টি হয় কিম্বা ক্ষেত্রে রস থাকে, তাহা হইলে আর জল দিবার আবশ্যক করে না। ২।১ মাসের মধ্যে ঐ রোপিত চারাগুলি কথঞ্চিত বড় হইলে যদি উহার মধ্যে ঘাস জন্মিয়া থাকে, তবে সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া ঐ পাটির মৃত্তিকার দ্বারা গাছের গোড়াগুলি পূরণ করিয়া দিতে হয়। অতঃপর আর বিশেষ কিছু যত্ন করিতে হয় না।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ঐ গাছগুলি ৪।৫ হাত লম্বা হইয়া কাটিবার উপযুক্ত হইলে তখন ঐ গুলিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়। তারপর পুনরায় ঐ ক্ষেত্রের আগাছাদি পরিষ্কার করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে একবার পাঁক মিশ্রিত জল সেচিয়া দিলে ঐ কর্ত্তিত পুরাতন গাছের চতুর্দ্দিক হইতে বহু পরিমাণে চারা জন্মিয়া থাকে। ঐ চারাগুলি বড় হইলে মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে একবার তরল পাঁক সেচিয়া দিতে হয়। ঐ পাঁকই বিশেষ সারের কার্য্য করে, তখন চারাগুলি খুব তেজাল ও মোটা হইয়া চৈত্র মাসের মধ্যে পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। তখন ঐ গুলিকে কাটিয়া ক্ষেত্র কোপাইতে হয় এবং মূলগুলিকে কোন ছায়াযুক্ত সরস স্থানে লাগাইয়া চারার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। তারপর পুনরায় নূতন করিয়া ঐ ক্ষেত্রে পাঁক সার দিয়া চারা লাগাইতে হয়, কিন্তু একই ক্ষেত্রে একাদিক্রমে প্রতি বৎসর উহার চাষ করিলে কাঠি উত্তমরূপ জন্মে না। এজন্য দুই বৎসর অন্তর একটী ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া উহার চারা রোপণ করিলে খুব ভাল হয়।

মাদুর বয়ন।

ঐ মাদুর কাঠিগুলি কাটিবার পর অগ্রে বড় ছোট পৃথক পৃথক বাছিয়া মোটা সরু অনুসারে সেগুলিকে লম্বা দিকে দুই চারি অথবা ততোধিক খণ্ডে চিরিয়া ফেলিতে এবং খুব লম্বা কাঠিগুলিকে প্রস্থের দিকে মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। তারপর সেগুলিকে একদিন রৌদ্রে রাখিবার পর ২।১ দিন জলে ফেলিয়া এবং জল হইতে উঠাইবার পর পুনরায় রৌদ্রে শুকাইয়া ঐ কাঠির দ্বারা মাদুর বুনিতে হয়। মছলন্দী বুনিবার কাঠিগুলিকে সুন্দরভাবে খুব সরু সরু করিয়া চিরিতে হয়। খুব মোটা ও লম্বা কাঠিগুলি মছলন্দী বুনিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট।

মছলন্দী বুনিতে সুতার দরকার হয়। পাটের দড়ির দ্বারা মাদুর বুনা হইয়া থাকে। এই মাদুর ও মছলন্দী বুনিবার জন্য একটী এক কি দেড় ফিট চওড়া ও ৫।৬ হাত লম্বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতার প্রয়োজন। হাতাটীতে লম্বালম্বী ভাবে কাছাকাছি দুইটী করিয়া দুই সারিতে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। প্রথমে কাপড় বুনিবার টানার ন্যায় মাদুর বা মছলন্দীর দীর্ঘ বিস্তারের মাপে দড়ি বা সুতার টানা করিতে হয়। টানার দুই মাথায় দুইখানি কাষ্ঠের দ্বারা ঐ টানার দড়িগুলি আবদ্ধ থাকে ও পূর্ব্বোক্ত হাতাটীর ছিদ্রের মধ্য দিয়া টানার দড়িগুলি থাকে। ঠিক কাপড় বুনিবার ন্যায় এক একটী কাঠী ঐ টানার মধ্য দিয়া চালাইয়া দুই এক ইঞ্চি বুনা হইলে ঐ হাতা দ্বারা সেগুলিকে একত্র বেশ করিয়া ঠাসিয়া দিতে হয়। ঐ প্রকারে বয়ন কার্য্য শেষ হইলে তৎপরে উহার উভয় দিকের মাথাগুলি দড়ির মধ্য দিয়া মুড়িয়া বাঁধিয়া বেণীর ভাগটা সমান করিয়া কাটিয়া দিতে হয়।

চাষের লাভালাভ।

ইহার চাষে বিশেষ কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। বৎসরের মধ্যে গড়ে দুই মাসের বেশী পরিশ্রম করিতে হয় কিনা সন্দেহ। প্রতি বিঘা জমিতে প্রত্যেক বৎসর প্রতিবারে ৫০।৬০, টাকা করিয়া দুইবারে শতাধিক টাকার কাঠি জন্মিয়া থাকে। এই কাঠি হইতে প্রায় ২।৩ শত টাকার মাদুর ও মছলন্দী প্রস্তুত হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার খরচাদি বাদে প্রতি বিঘায় চাষ ও মাদুর বয়নে খুব কমে প্রায় শতাধিক টাকা লাভ হইয়া থাকে।

গার্হস্থ্য শিল্পে

আমাদের মহিলাগণ।

প্রাচীন কালে মহিলাগণ অন্যান্য গৃহ-কর্ম্মের সঙ্গে বহু শিল্পকার্য্য করিতেন। তথনকার রাজা ও রাজরাণী ছিলেন—বড়লোক ছিলেন, তাঁহারা উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করিতেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহাদের সুরুচিপূর্ণ সভ্যতাব্যঞ্জক বহুমূল্য পোষাক পরিচ্ছদের উল্লেথ দেখিতে পাওয়া যায়। উইলশন্ সাহেবের ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদে নিম্নলিখিত একটী কবিতা দেখা যায়,—"enwrapping the extended world like a woman weaving a garment" অর্থাৎ "স্ত্রীলোকগণের বস্ত্র বয়নের ন্যায় বিস্তৃত জগৎকে জড়িত করিতেছে" ঋগ্বেদ দ্বিঃ অঃ ৩০৭ পৃঃ। সেকালে স্ত্রীলোকগণ যে বস্ত্র এবং পোষাক প্রস্তুত করিতেন, তাহা ঋগ্বেদের এই দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ত্রেতাযুগের মহাকবি বাল্মিকী রামায়ণে, পশম, রেশম এবং পালক-নির্ম্মিত হীরকখচিত সীতার পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা করিয়াছেন। এ সকল আমাদের ছিল। বৈদেশিক ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী এবং বিজেতাগণ বহু পূর্ব্বে এই সকল ভারতজাত সূক্ষ্ম শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা যদি আবশ্যক বিবেচিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় মহিলাদিগকে সেই সকল শিল্প শিক্ষা দিলে আমাদের ভালই হইবে।

সূচের কাজ, সূতা প্রস্তুতের কাজ, সেলাইয়ের কার্য্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প মহিলাগণকে পুনর্ব্বার শিক্ষা দেওয়া উচিত হইতেছে। আহারাদির পর ইহাঁরা গল্প করিয়া ঘুমাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করে, কিন্তু এই সমুদায় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে, আমাদের কাঙ্গালের ঘরে অনেক সুখ স্বচ্ছন্দতার আশা করা যাইতে পারে। ত্রিশ কোটী নরনারী হাতে হেতেরে কাজ করিলে, আমাদের অন্নের অভাব কিছুতেই হইবে না।

আমরা জগতের সমস্ত জাতি অপেক্ষা দীন জাতি—আমরা সকলেই কল্পনায় আপনাকে বড় ভাবি মাত্র, ও আমাদের মহিলাগণের নিকট বড়াই করি। তাই নিজেরা বিলাসী এবং স্ত্রীকে বিলাসিনী করিতে কুণ্ঠিত হই না। এ রোগ আমাদের যায় কিসে—এ বিকার কাটিবার আমাদের ঔষধ কি?

শতাধিক বৎসর কাল আমরা কর্ম্মবীর সুসভ্য ইংরাজের অধীনে থাকিয়া তাঁহাদের পোষাক পরিচ্ছদটুকুরই নকল করিতে সক্ষম হইয়াছি মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যক্ষমতার নকল করিতে পারি নাই। আমাদের গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এ সকল শিক্ষা দিবারও চেষ্টা করিয়াছেন—একথা অস্বীকার করা যায় না। আমরা কাল্পনিক আত্মাভিমানী, সূচের কাজ করিয়া, কাট্‌না কাটিয়া আমাদের স্ত্রীগণ অন্নের সংস্থান করিবে, ইহা আমাদের মনে ধরে না। কিন্তু দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, অতি বড় ধনী ইংরাজ-মহিলাগণও সীবন-কার্য্য করিয়া থাকেন। উলের মোজা বোনা, ছেলেদের জ্যাকেট, পেনী প্রস্তুত করা, চিত্রবিদ্যা, ফটোগ্রাফি শিক্ষা, রন্ধনের নানা প্রকার ক্রম শিক্ষা করিয়া, উহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে প্রকৃতই গৌরব বিবেচনা করিয়া থাকেন। কেন? তাঁহারা কি অন্নের অভাবে এই সকল করিয়া থাকেন? এই সকল আদর্শ দেখিয়া এত দিনে আমরা সে সকল শিথিলাম কৈ?

পাশ্চাত্য প্রদেশের সমস্ত ধনী একত্রিত হইয়া যৌথ কারবার করে, আর আমাদের দেশের ধনীগণ নিজেরা কিসে সুখে থাকিবেন, নিজেরা কিসে চৌঘুড়ী চড়িয়া, মটরকারে চড়িয়া বাহবা লইতে পারিবেন, সেই চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহেন কেন? তবে শুদ্ধ বিদেশীয় বণিকদের দোষ দিলে চলিবে কেন? বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, সে কর্ম্মক্ষেত্রে তোমরাও ইচ্ছা করিলে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পার। যাহারা পারে, তাহারা করিলে আমাদের চোক টাটান উচিত নহে, বরং ইহাদের আদর্শ দেখিয়া শিক্ষা করাই আমাদের উচিত।

অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে নরনারী উভয়কেই যথাযোগ্য পরিশ্রম করিতে হয়—তবে সুখ হয়, অর্থ স্বাচ্ছল্য হয়, সমাজ পরিস্কৃত থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। যাহাদের অর্থের অভাব, তাহাদিগকে ধনীর পদতলে পড়িয়া থাকিতে হয়, ইহা অতি স্বাভাবিক। যদি আমাদের দেশবাসীগণ বাণিজ্য শিল্পে অর্থবান হইতে পারেন, তবে সম্মানও অবশ্যম্ভাবী।

কলিকাতায় গত জাতীয় মহামেলায় অনেক শিল্পও দেখিয়াছিলাম। মহিলাগণের প্রস্তুত অনেক দ্রব্যও দেখিয়াছিলাম। এখন আর তাঁহাদের নামও শুনিতে পাই না। ইহাতে বোধ হয়, নিতান্ত কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ দুই দিনের জন্য মাথা ঘামাইয়া ২।১টা জিনিস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে দুই দিনের স্বপ্ন দু'দিনেই মিশাইয়াছে। বড় হওয়া কি মুখের নয় ক্রমিক উদ্যোগ চাই।

ব্যবসায় বাণিজ্যের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, এক একজন এক একটা বিষয় লইয়া সারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। বিদেশীগণ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে শিক্ষার পূর্ণ আদর্শ। বিলাসিতা ছাড়িয়া প্রকৃত কাজ করা উচিত। আমরা যথন বিদেশী ব্যবসায়ীর আদর্শের ন্যায় অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ক্রোড়পতি হইতে

পারিব, তখন বিলাসিতা মানাইবে, নচেৎ পেটে ভাত নাই—গরীবের ছেলের ঘোড়ারোগ মানাইবে না। এদেশের মোটাভাত—মোটা কাপড় পরিয়া এখন দিন কাটানই প্রাজ্ঞের কাজ। মহিলাগণকে শিল্পোন্নতির জন্য শিক্ষিতা করা উচিত। নৈতিক বলে বলিষ্ঠা হইলে ইঁহারাও আমাদের সুখের সমুদ্রে অনুকূল বাতাসের সাহায্যকারিণী হইবেন। জাপানের মহিলাগণ, ইংরাজ-মহিলাগণ শিল্পকার্য্যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, চেষ্টা করিলে এদেশের মহিলারাও না হইবেন কেন?

লাইফ ইন্‌সিয়োরেন্স বা জীবন-বীমা।

——(-:-•-:-)——

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, যাহারা সঞ্চয় করিতে অক্ষম, যাহাদের পোষ্য অনেক, তাহাদের জীবন-বীমা করা শুদ্ধ উচিত নয়, অবশ্য কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশে বিবাহের সম্বন্ধের পূর্ব্বে কন্যা পক্ষীয় লোকে জীবন বীমা করা আছে কি না দেখিয়া তবে বিবাহ দিবার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। তাঁহারা জীবন-বীমা যে শুদ্ধ এক হাজার দুই হাজার টাকার জন্য করেন তাহা নহে, বড় বড় ধনীও ঐ সকল দেশে ২।১০ লক্ষ টাকারও জীবন-বীমা করিয়া থাকেন। এ দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকেই এক্ষণে জীবন-বীমা করিতেছেন কিন্তু আপামর সাধারণে এখনও ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারে নাই। এ দেশের যে সকল জীবন-বীমা কোম্পানী আছেন, তাঁহারা ব্যাপারটা বিষদরূপে সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টাও করেন না। ইউরোপের অধিকাংশ লোক শিক্ষিত, জীবন-বীমা কথাটা বলিলে সহজে বুঝিতে পারে। এ দেশের সাধারণ লোকের মস্তিষ্ক তত পরিষ্কার নহে, সুতরাং শুদ্ধ সে দেশের মত ক্যাপিটাল বা মুলধন এবং গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের নিকট জামিনস্বরূপ গচ্ছিত টাকা দেখাইলে চলিবে না। দস্তুরমাফিক দেশীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা উদ্দেশ্য বিষদরূপে জ্ঞাপন করা চাই, তাহা হইলে সাধারণের মধ্যে ইহার উপযোগিতা প্রচার হইতে পারে। আমাদের দেশীয় যে কয়েকটী ফারম হইয়াছে, তাঁহারাও ঐ সকল বৈদেশিক ইন্‌সিয়োরান্স (কোম্পানীর পদচিহ্ন অনুসরণ করিতেছেন মাত্র। কোন বিষয়ে কিছু Originality বা মৌলিকত্ব না থাকিলে তাহা আদৃত হয় না। আমাদের কোন কার্য্যে originality আছে এমন ত কোনস্থলেই দেখিতে পাই না। আমাদের দেশের যে সকল লাইফ ইন্‌সিয়োরান্স কোম্পানী হইয়াছে, তাঁহারা কেন যে এত টাকা মুলধন এবং এত টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত আছে দেখাইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন আমরা বুঝিতে পারি না। ইহাঁরাও কি এ দেশের লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞ!

আমাদের দেশীয় ইন্‌সিয়োরান্স কোম্পানীর মধ্যে "হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইন্‌সিয়োরান্স" সোসাইটী লিমিটেড নামক ইন্‌সিয়োরান্স কোম্পানীর একটী প্রস্পেক্টস বা অনুষ্ঠান পত্র আমাদের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে দেখিয়াছি, দেশের গণ্যমান্য রাজা জমীদার ইহার অনুষ্ঠান কর্ত্তা। আমরা সর্ব্বান্তকরণে কোম্পানীর উন্নতিকামনা করি।

জীবন-বীমা দ্বারা দেশের কি কিছু উপকার হয় না?

এখন আমরা এই জীবন-বীমা কার্য্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই।

দশ জনের টাকা একত্র না করিলে জাতীয় ধন বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং সাধারণের হিতকর কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেও পায় না। অন্যান্য যৌথ কারবারের ন্যায় লাইফ ইন্‌সিয়োরান্সও একটা যৌথ কারবার। প্রথমে এক শত কি দুই শত কি হাজার জনে অংশ করিয়া এক কি দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে সিকিউরিটী করিয়া লয়েন, সিকিউরিটী শব্দের অর্থ জামিন। এই টাকাটা কোন ব্যাঙ্কে জমা থাকে, গভর্ণমেণ্ট তাহা পরিদর্শন করিয়া তাহার পর লাইভ ইন্‌সিয়োরান্স কোম্পানী খুলিতে দেন। তাহার পর এই কোম্পানী দেখেন, যে সকল লোক কিছু এক দিনে এক বয়সে মরে না, একটা গড়পড়তা বয়সের হিসাব ধরিয়াই জীবন বীমা করা হইয়া থাকে। মনে করুন, কোন একটা জীবনবীমা আফিসে ১০০০ জীবন বীমা করা হইয়াছে। প্রত্যেকে মাসে প্রিমিয়ম দিয়াছে মাসিক ৫৲ হিসাবে, সুতরাং ৫০০০৲ টাকা মাসিক জমা কিন্তু হয় ত সে মাসে ১০০০৲ টাকার জীবনবীমার ৩ জন মরিল, ৩ হাজার টাকা দেওয়া হইলেও ২০০০ টাকা থাকিয়া যায়। কেহ না মরিলে সমস্ত টাকাটাই থাকিয়া যায়। এই মজুত টাকাটা কোম্পানী বহু কার্য্যে ন্যস্ত করেন, তাহাতেও প্রচুর লাভ হয়। সেই লাভের কিছু অংশও যাহারা জীবন বীমা করিয়াছেন, তাহাদিগকেও দেওয়া হয় এমনও নিয়ম আছে। যাক্ এ সকল লইয়া আলোচনা করা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের উদ্দেশ্য যে জাতীয় ধন বৃদ্ধির জন্য জীবনবীমা কোম্পানী করাও একটা উপায় বটে। ইহাতে কোম্পানী সং হইলে সাধারণে যাহারা ইন্‌সিয়োরান্স কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদেরও উপকার হয় এবং সহস্র জনের অর্থে অনেক কারবারের সৃষ্টি হইয়া জাতীয় ধন বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেশীয় জীবন বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই। ইন্-

সিয়োরান্স কোম্পানীর স্থায়ীত্ব ইহাদের সততার উপর নির্ভর করে, ইন্‌সিয়োর-কারীর প্রাপ্য টাকা তৎপরতার সহিত চুকাইয়া দেওয়া, বাজে গোল তুলিয়া ফাঁকি দিবার চেষ্টা না করা এই সকল সততার কথা যতই সাধারণে জানিতে পারিবে, ততই কোম্পানীর উন্নতি হইবে। এই সকল ভয়েই অনেকে জীবন বীমা করিতে সাহস করে না। এই সকল জীবন বীমা কোম্পানী যে কেবল সাধারণ হিতের জন্য বা জাতীয় হিতের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এমন নহে, ব্যবসার হিসাবেই কোম্পানী খোলা হইয়া থাকে কারণ কাহারও নিজের টাকায় বড় কাজ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এই পলিসী বা উপায় দ্বারা সাধারণের টাকায় বৃহৎ ব্যবসায় করা হয়, তৎসঙ্গে সাধারণেরও উপকার হইয়া থাকে।

বসন্তের অদৃষ্ট।

—:-(•)-:—

এক দুই করিয়া দুইটী মাস অতিবাহিত হইয়া গেল—বসন্ত ফিরিয়া আসিল না। পিশিমা হতাশ হইলেন, ইন্দিরা হতাশ হইয়া গেল।

বসন্তের পিশি দুঃখ কষ্ট করিয়া লোকের কাজ করিয়া পৈতা তুলিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বধুমাতা ইন্দিরাকে কোথাও বাহির হইতে দিতেন না।

গ্রামের ভজহরি গোস্বামীর নিকট বসন্তের দেনা ছিল, বাড়ীখানি সেই দেনার দায়ে বন্ধক ছিল, বসন্তের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা তাহার নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি গোস্বামী, তিলকমালা ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই নিস্কাম ধর্ম্মের গুণগান করিতেন, এরূপ বৈরাগ্যের কারণও হইয়াছিল। আজ ছয় মাস হইল, গৃহিণী সংসারসাগরের পরপারে গমন করিয়াছিলেন—কাজেই সংসারটী অচল—গোস্বামী ঠাকুরের টাকা অনেক—বহু শিষ্যের কল্যাণে প্রচুর সঞ্চিত অর্থের উপর তিনি মাত্র গৃহিণীটীকে লইয়া এক প্রকার মন্দ ছিলেন না, কিন্তু পুত্র কন্যা না থাকায় যত্ন করিবার কেহ ছিল না, সুতরাং টাকাতেও মনের শান্তি নাই, গোস্বামী মহাশয়ের বয়স ৪০ বৎসর মাত্র।

একদিন বৈশাখের প্রাতঃকালে গোস্বামী মহাশয় বসন্তের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণকে ত্রাস্ত এবং চমকিত করিয়া তুলিলেন। ব্যস্ত হইয়া বসন্তের পিসি দ্বার খুলিয়া দিলেন—গোস্বামী মহাশয়ের প্রবেশের পূর্ব্বেই তাঁহার স্থূলোদর প্রবেশ দ্বারের অর্দ্ধেক পথ অগ্রগামী হইয়া পড়িয়াছিল। হস্তে হরিনামাঙ্কিত থলির মধ্যে ঘন ঘন অঙ্গুলি সঞ্চালিত হইতেছিল—তাহা অতি অনায়াসেই বোধগম্য হইবার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকই ছিল না—"গোবিন্দ হে" বলিয়া গোস্বামী মহাশয় বাড়ীর প্রাঙ্গনেই একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বেদীর উপর উপবেশন করিয়া বলিলেন, আপনি বসন্তের কে?

পিসিমা পোঢ়া হইলেও যথাসাধ্য ছিন্ন বস্ত্রে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন দিয়া বলিলেন, "বাবা আমি বসন্তের পিসিমা—আমি হতভাগিনী, তাই এখনও জীবিতা রহিয়াছি" বসন্তের পিসিমা অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী। গোবিন্দ হে! তোমার ইচ্ছা, তা আপনি আমাকে চেনেন কি?

পিঃ। না বাবা,

গোঃ। আমার নাম শ্রীভজহরি গোস্বামী। বসন্তের এই বাড়ীখানি আমার দেনার দায়ে ডিক্রি করা আছে, তাই—তাই—বলিতেছিলাম, আপনারা ২।৩ দিনের মধ্যে বাড়ীটী ছাড়িয়া যাইবেন। আমাদের দখল লইতে হইবে।

পিসিমা এ কথা জানিতেন, তিনি বজ্রাহত প্রায় কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "বাবা বসন্ত নিরুদ্দেশ, আমি অতি কষ্টে এক রকম ভিক্ষা করিয়া আনিয়াই বালিকা বউটীকে এই খানে স্থিতি করে রেখেছি, দয়া করে আমাদিকে নিরাশ্রয় করবেন না। আমাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, আমরা বড় হতভাগিনী।" গোস্বামী বল্লেন, কি করব, সব হরির ইচ্ছা, সে সকল কিছু পারবো না। কৈ বসন্তের বউ কি এখানেই থাকে।

পিঃ। হাঁ বাবা! এই বাড়ীতেই থাকে।

গোঃ। তাঁকে ডাকুন, একবার দেখি।

পিসিমা। বাবা! ছিন্ন শতগ্রন্থি কাপড় পড়ে আছে—কেমন করে বার হবে?

গোস্বামী বল্লেন "তাতে দোষ নাই। আমার নিকট বাহির হতে লজ্জা কি?"

বারম্বার অনুরোধে পিসিমা ইন্দিরাকে ধরিয়া আনিলেন, অবগুণ্ঠনবতী ইন্দিরা গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া বসিয়া পড়িলেন। গোস্বামীর থলির মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন ক্রমে স্থির হইয়া গেল। অনিমেশলোচনে ইন্দিরার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন—"তা আপনারা আমার ঘরে চলুন, সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকবেন, আমারও ঘরে কেউ নাই, দুটী অন্নজলের সংস্থান হয়। কেমন!

পিসিমা গোস্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাইলেন—বল্লেন "তা বাবা বুঝে কাল বলব।"

গোস্বামী বল্লেন, তবে আজ আমি চল্লেম—তা' আপনাদের কোন কষ্ট হবে না, আমার ত আর কেউ নাই। ভবিষ্যতে ভাল করেও যেতে পারি—বুঝেছেন?

"গোবিন্দহে—"তোমার ইচ্ছা" বলিয়া গোস্বামী ৫টী টাকা লইয়া ইন্দিরার হস্তে দিতে গেলেন, কিন্তু ইন্দিরা তাকাইয়া দেখিলও না। অগত্যা শ্রীযুক্ত ভজহরি গোস্বামী

ইন্দিরার পাদমূলে পাঁচটী মুদ্রা নামাইয়া দিয়া বল্লেন, "তবে আমি আজ আসি। এ বাড়ী আমায় দখল না কল্লেই নয়, নচেৎ মেয়াদ ফুরিয়ে যায়—আপনাদি'কে উঠিতেই হবে, যাহা হয় বুঝে বলবেন। গোস্বামী মহাশয় বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

কি করিলে গভর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে সাহায্য করিতে পারেন।

——(-:-•-:-)——

মান্দ্রাজের বাঙ্গালোর নগরে বাউরং ইনষ্টিটিউষণে ডাক্তার লেম্যান একবার ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে যে এ দেশের কৃষির এত শোচনীয় অবস্থা তাহা নহে—কৃষকগণের শোচনীয় অবস্থাই বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ অবনতির মুখ্য কারণ। আমরাও এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করি, কৃষকগণের অন্নক্লিষ্ট অবস্থাই বাস্তবিক এইরূপ অবনতির বিশেষ কারণ। আমাদের দেশের কৃষকের অবস্থার উন্নতি না হইলে কৃষির উন্নতির কথা সমালোচনা করা অনর্থক। প্রায় অধিকাংশ কৃষক ধনী মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ লইয়া চাষ করে, ধান হইবা মাত্র মহাজনগণ সুদে আসলের টাকার জন্য সমস্ত শষ্য মাপাইয়া লয়। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত গবর্ণমেণ্টের কৃষিকার্য্যের সাহায্যকল্পে যে টাকা তাগাবিদিবার কোন কোন মহলে ব্যবস্থা আছে, তাহার নিয়ম এরূপভাবে গঠিত হওয়া উচিত, যাহাতে কৃষকগণ নির্ভয়ে সে টাকায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। নিরীহ কৃষকগণকে গবর্ণমেণ্ট মহদ্দুদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য শিক্ষিত লোক নিযুক্ত হওয়া উচিত। কি কারণে দীন প্রজা রাজার এই প্রসাদ লইতে অগ্রসর হয় না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।

অনেক কৃষক বলে, গবর্ণমেণ্টের টাকা লইয়া কি সর্ব্বনাশ করিব, যদি অজন্মা শুখো হাজা হয়; গবর্ণমেণ্ট যেদিনে কড়ার, সেইদিনে ভিটা বেচিয়া নিশ্চয়ই আদায় করিবেন। কিন্তু আমাদের স্থানীয় মহাজনের সুদের হার, দৌরাত্ম্য অধিক হইলেও পায়ে হাতে ধরিয়া তবু ভিটা বাঁচাইতে পারিব। এক বৎসরে না পারি, ২ বৎসরেও পরিশোধ করিতে পারিব। গবর্ণমেণ্ট উপরোধ করিলেও এই ভয়ে আমরা অতি কম সুদেও টাকা লইয়া নিজেদের চাষের উন্নতি করিতে পারি না।

শোণিত পিপাসু মহাজনগণের হাত হইতে এই দীন কৃষকগণকে রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট যদি অপেক্ষাকৃত কিছু সহজসাধ্য নিয়মে প্রজার কৃষির উন্নতিকল্পে টাকা কর্জ্জ দেন, প্রজা দুই এক ক্ষেত্র বুঝিলেই আর ভীত হইবে না, সুতরাং উদ্দেশ্য সফল হইবে। ভ্রান্ত প্রজা তখন স্বেচ্ছায় টাকা কর্জ্জ লইবে।

সকল স্থলেই ক্যানেল্ বা নদী নাই, সকল স্থলে বনভূমি নাই, অনেক সময় আকাশের জলের উপরই প্রজাকে নির্ভর করিতে হয়, এরূপস্থলে ঠিক মেয়াদ মত দিন ক্ষণে টাকা দেওয়া প্রজার পক্ষে দুঃসাধ্য। এইরূপ স্থানের জন্য একই নিয়ম একই সর্ত্ত চলিতে পারে না। এরূপস্থলে কড়ারের পর অন্ততঃ দুই বর্ষ কাল অনুগ্রহ করিয়া সময় দেওয়া উচিত। তাহার পর দেনা পরিশোধ না করিলে বিধিসঙ্গত উপায়ে টাকা আদায় হওয়া উচিত। এরূপ হইলে তাগাবীর টাকা সকল কৃষকই লইতে পারে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই কথাটা বুঝাইব। লোকাল বোর্ড আজকাল পুরাতন পুকুর ঝাড়াইবার জন্য টাকা দিতে প্রস্তুত বটেন, কিন্তু টাকা লইবার কাহারও আগ্রহ নাই। শুনা যায়, যে পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য টাকা লওয়া হয়, তাহার সমস্ত স্বত্ব ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে দান করিতে হইবে। তাহার পর ব্যয়ের আংশিক কতক টাকা বোর্ড দিবেন বাকী পুকুরের স্বত্বাধিকারীকে দিতে হইবে। যদি বোর্ড সমস্ত টাকা না দিলেন, তবে শুদ্ধ স্থল ভিন্ন পুষ্করণীর গাছ, মাছ অন্যান্য স্বত্ব পুকুরের মালিক দিতে যাইবে কেন? সুতরাং সে দিতে স্বীকার করে না। সাধারণ হিতের জন্য ডিঃ বোর্ডের জলেরই আবশ্যক, সমস্ত স্বত্ব যাইলে কেহ পুকুরটী দিতে চায় কি?

প্রজার কৃষির উন্নতি কল্পে সাহায্য করাই যদি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, তবে এই সকল কঠোর নিয়মগুলি কিছু মোলায়েম করিয়া উপভোগ্য করিতে হইবে, তবে প্রজা রাজ-দয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে।

কৃষির উন্নতি হইলে প্রজার অবস্থা ফিরিবে, তখন উচ্চ প্রণালীর কৃষিপদ্ধতির অনুসরণ করিতে কৃষকেরা আপনা হইতেই আগ্রহ প্রকাশ করিবে। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ লাঘব হইবে, স্বাস্থ্যোন্নতি আপনা হইতেই হইবে, তখন মসা মারিবার ব্যবস্থাদির বড় আবশ্যক হইবে না।

এ দেশের কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যই প্রশস্ত উপায়, তাগাবীর টাকা লওয়াটা নিরক্ষর বা অর্দ্ধ শিক্ষিত প্রজার মধ্যে যতই সহজ সাধ্য ও সহজ প্রচলিত হইবে, প্রজা ততই এই মুলধন দ্বারা কৃষির উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হইবে। আমাদের দেশের কৃষকগণের মুলধন নাই, এইজন্য ইহারা সুদ খোর—বিষয় লোলুপ মহাজনগণের নিকট উচ্চহারে টাকা লইয়া অন্নক্লিষ্ট শরীরে পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু শস্য উৎপন্ন করে, তাহা মহাজনগণের ঘরে চলিয়া যায় এবং পুনরায় সে কর্জ্জ লইতে বাধ্য হয়। এইরূপে কৃষকের শোচনীয় হইতে আরও শোচনীয় অবস্থা হইয়া যাইতেছে। মুলধন নাই রোগে শোকে জর্জ্জরিত প্রজা কোনরূপে দিনাতিপাত করে মাত্র;

জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য বা জলসেচনের পুকুর খাল বিলাদি সংস্কারের জন্য কিছুই করিতে পারে না। কাজেই জমীর উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। একথা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ফল কথা—দেশের অন্ন কষ্ট দূর করিয়া প্রজাকে সুখী করিতে পারিলে তবে কৃষির উন্নতি হইবে—নচেৎ বড় বড় কৃষি বিদ্যালয়ই হউক, আর কৃষিক্ষেত্রই হউক—লোকে শিখিবে, শুনিবে কিন্তু অর্থাভাবে কার্য্যে লাগাইতে পারিবে না।

নক্সার কাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:(-:-:-):—

চতুর্থ প্রস্তাব।

আফিস বা কার্য্য করিবার ঘর।

সরঞ্জাম সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নক্সার কাজ শিখিতে হইলে অনেকগুলি বিষয় ক্রমশঃ জানিতে হইবে। এই প্রস্তাবে আফিস বা কার্য্য করিবার ঘরের বিষয় ও অন্য অন্য বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ যে স্থানে বসিয়া নক্সা করিতে হইবে, তাহা জানাও বিশেষ আবশ্যক। ঘরটী বেশ পরিস্কার খট্‌খটে ও যথেষ্ট আলোকবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, উত্তর দিকে বা পশ্চিম দিকে বড় জানালা থাকিবে কিন্তু তাহা বেশী উপরে হইলে হইবে না। টেবিল বা ডেস্কর সোজাসুজি হওয়া উচিত। যদি রাত্রিকালে কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে আলো বা বাতি বামদিকের কোণে রাখিতে হয়, কিন্তু কার্য্যবিশেষে আলো বা বাতি আপনার সুবিধা মত স্থানেও রাখিতে হয়। যদি গ্যাস কিম্বা ইলেক্‌ট্রিক আলোকে কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে টেবিলের অন্ততঃ ২ দুইফুট উপরে ও সম্মুখভাগে ২ দুইটী আলো (Burner) দুই ধারে ২ দুই ফুট অন্তর রাখিতে হয়। এক ধারে একটী আলো থাকিলে তাহার দ্বারা যন্ত্রাদির ও নিজের শরীরের ছায়া পড়িয়া কাজের ক্ষতি হইতে পারে। একটী ভাল উজ্জল আলো ঠিক মাঝখানে রাখিয়াও কাজ হইতে পারে কিন্তু বেশী বড় নক্সা অঙ্কণ করিতে হইলে দুই ধারে দুইটী আলো না হইলে চলে না, আবার প্রয়োজন মত বেশী আলোরও আবশ্যক হয়।

(Drawing Board) ড্রয়িং বোর্ড। টেবিলের উপর কাজ করিলেও একখানি বোর্ড প্রয়োজন। ইহা একখানি তক্তার পাটাতন মাত্র (পিঁড়ীর মত) কয়েকখণ্ড সরু তক্তা জোড়া দিয়া প্রস্তুত করাইতে হয়। সচরাচর কার্য্যের জন্য ২ ফুট লম্বা ও ১ ইঞ্চি মোটা ৮ ইঞ্চি চওড়া দরকার, তবে কার্য্য বিশেষে বড় বোর্ডেরও প্রয়োজন হয়। বোর্ডের কাট মজবুত ও নরম হওয়া চাই, আঁইসগুলি লম্বালম্বি ভাবে থাকিবে, সরু সরু তক্তা পরস্পর জোড়া দিয়া উহার পিছনে আর একখানি কাঠ বাতার মত দুই ধারে আঁটিয়া দিতে হয় উহাতে সমস্ত সরু তক্তাগুলি আঁটা থাকে, বাঁকিয়া যাইতে পারে না বেশ মজবুত থাকে। সোজাদিকটি বেশ করিয়া চাঁচিয়া (রঁ্যাদা বা plane দিয়া) লইতে হয়, যেন কোন রকমে উচু নিচু ও খসখসে না হয়, হাত বুলাইয়া দেখিলে বেশ তেলা বা মসৃণ অনুভূত হয়। কেহ ড্রয়িং বোর্ডের উপর মোটা কাগজ আঁটিয়া রাখেন, কাটের দোষ থাকিলে মোটা কাগজ বা পিজবোর্ড বোর্ডের উপর আঁটিয়া দেওয়া ভাল। যাহাদের ঘরে বোর্ড প্রস্তুত করান সুবিধা না হয়, তাহারা যন্ত্রাদির দোকানে তৈয়ারী বোর্ড কিনিতে পাইবেন।

কেমন করিয়া বড়লোক হইয়াছিলেন।

—:(০):—

জর্জ্জ চাইল্‌ড্‌ যখন ফিলাডেলফিয়া লেজার নামক সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে সপ্তাহে ৩ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন, সেই সময় তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন যে, তিনি কি এত বড় একটা অট্টালিকায় এইরূপ একখানা সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে কখনও পারিবেন। তাঁহার চাকুরী ছিল, পুস্তকের গুদামে। নিজের নিতান্ত অপরিহার্য্য ব্যয় ব্যতীত যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত, তিনি তাহা স্বতন্ত্র অতি যত্নে সঞ্চয় করিতেন। এইরূপে তিনি বর্ষের পর বর্ষ কার্য্য করিয়া এই সামান্য সঞ্চয় হইতে ক্রমে ১০০০ ডলার অর্থাৎ ৩০০০ টাকা জমাইতে পারিলেন। তখন অকুতোসাহসে নির্ভর করিয়া তিনি নিজে এক জন মুদ্রাকর (Publisher) হইবার জন্য দাসত্ব পরিহার করিয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। তাহার উচ্চআশা পূর্ণ হইয়াছিল। কালে সেই জর্জ্জ চাইল্‌ড্‌ ফিলাডেলফিয়া লেজার ক্রয় করিয়া সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনা-জগতের স্বপ্ন, শেষে প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। কেন বল দেখি? বালক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ঐকান্তিকতায় সিদ্ধিলাভ হওয়া অসম্ভব নয়।

জন ওয়ানা মেকারের নাম শুনিয়াছেন কি? ইনিও একজন আমেরিকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং বড় লোক। ইনিও ফিলাডেলফিয়া নগরে একটা পুস্তকের দোকানে কাজ করিতেন, এবং মাসিক ১৪৲ টাকা বেতন পাইতেন। প্রতিদিন ৪ মাইল দূর হইতে কাজ করিতে আসিতেন, উপার্জ্জিত অর্থে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিয়াও কিছু সঞ্চয় করিতেন, বেতন যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে

ক্রমে পরিমাণানুযায়ী বেশী জমা দিতে লাগিলেন। তিনি এই সামান্য মাত্র সঞ্চিত অর্থে আজ জগদ্বিখ্যাত ধনী। শুদ্ধ বড় হইবার চেষ্টাই ইহাদের উন্নতির কারণ নয় কি? ক্ষুদ্র ব্যয় বলিয়া আমরা যাহা উপেক্ষা করি, সেই ব্যয়কে সঞ্চয়ে পরিণত করিতে পারিলে তাহাই মূলধন হইয়া দাঁড়ায়।

* * *

আমাদের গ্রামের একটা ভিক্ষারিণী ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল দ্বারায় জীবিকানির্ব্বাহ করিত, আর উদ্বৃত্তটুকু সঞ্চয় করিয়া মরিবার সময় ২০০০ টাকা রাখিয়া গিয়াছিল। আমাদের বাঙ্গালী অনেক ভায়ারই ২০০০ টাকা থাকে না। সঞ্চয়েই মানুষ বড় লোক হয়।
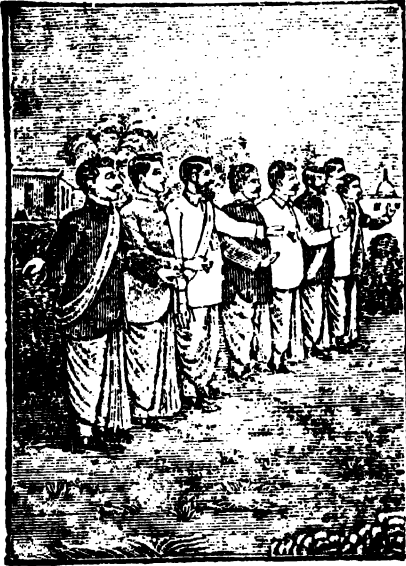
আমরা সব
বাঙ্গালীর ছেলে।

—:•:—

আমরা সব বাঙ্গালীর ছেলে,
পাঞ্জাবী জামা গায়ে চলি হেলে দুলে।
থাকি সিগার সিগারেট মুখেতে লাগায়ে,
তামাক খাওয়ায় পাছে সময়টী যায় ব'য়ে।
Time is money শিখেছি কত কি।
Political Economy কিবা আর
আছে বাকি॥
আমাদের কাজ কত নহি আর
সেকালের মত।
বক্তৃতা, পড়া লেখা, গালগল্প শত শত॥
আমরা দেশের কথা ভেবে ভেবে সারা।
তাই মাথা গরম হয়েগেছে আগুণের
পারা॥
সোডা লিমোনেড বরফ কুল্পী খেয়ে তবু।
এ রকম বেজায় গরমে করিবারে
নারিলাম কাবু॥
তাই ঘরে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক পাখা
চালায়েছি।
চিম্‌নী, রেড়ীর আলো ফেলে দিয়ে
ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালিয়েছি॥
হায় হায় আমাদের এ গরম কাটিল
না আর।
ভারতটা এই গরমেই দেখ্‌চি দিব্বি
হয়ে যাবে ছারখার॥
যত নির্ব্বোধ বাক্যবাগিশের দল বলে॥
আমরা কেন একটীবারও ভাবিনাক
দেশ ব'লে!
বলে, দুর্ভিক্ষে দেশটা একেবারে
ছারখার হল।
ট্যাঁক ছাড়,—শিল্প বাণিজ্যগুলো তাজা
করে তোল॥
তারা জানেনাক এর চেয়ে ভাবি
যদি মোরা
দেশের লোকের দশা, দুর্ভিক্ষে ভারত
গেল মারা।
তাহলে কোন্ দিন পাগ্‌লা গারদে
যেতে হবে,
তাহলে বল দেশের কি খুব ভাল হবে?
ও কত মরে, কত যায়, যারা মরে
তারাই মরিবে।
এই সব ছোট কথা ভেবে কি দুর্লভ
পরান দিতে হবে?
তাড়াতাড়ি, খাটা খুটি এত বেশী
কড়াকড়ি!
চাষবাস, শিল্প বাণিজ্য, আনাগোনা
খেতবাড়ী
বাবা কাজ নাই—দণ্ডবৎ তোর
স্বদেশের পায়
দিব্য পরিষ্কার কথা এ সকল আমাদের
কাজ নয়।

বিলাতী স্ত্রীলোকগণের অদ্ভুত শ্রমশীলতা।

——(-:-••-:-)——

৩৭১১০ জন ইংরেজ মহিলা ডাক্তারী এবং সার্জ্জারী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

১৪৭ জন স্ত্রীলোক দস্তুর মাফিক বড় বড় লোহার মুদ্গার দ্বারা কামারের কাজ করিয়া খান।

৪৫২ জন সংবাদপত্র চালাইয়া থাকেন।

১০৫৩২ জন স্ত্রীলোক দপ্তরীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

২৬০২ জন ছাপাখানায় কাজ করেন।

১৩০৯ জন ফটোগ্রাফ তুলিয়া খান।

৯ হাজার ১ শত ৩৮ জন প্রেক প্রস্তুত করিয়া এবং ঘোড়ার নাল বান্ধাইয়ের কাজ করিয়া খান।

১২ লক্ষ ৩ হাজার ৯৯৫ জন শিক্ষয়িত্রী, ২২৬০ জন কেরাণীগিরি ১১৮০ চিত্রবিদ্যা দ্বারা ৫৪ জন এন্‌গ্রেভিং অর্থাৎ নক্সা খোদাই করিয়া উপার্জ্জন করেন। আর ভারতে? কেবল নির্ঝুম ঘুমের পালা!

ধার বনাম নগদ।

—:-:-:-:—

নগদ বলে সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল
তাগাদা হতে বাঁচি।
দিন আনি দিন খাই তবু
সুখে পড়ে আছি॥
ধার বলে, এও কি কথা
নীচতা তোমার ভারি।
আমি যদি থাকি সঙ্গে
ধারে হাতি কেনাতে পারি॥
নগদ বলে হোগ্‌গে কিন্তু
ছাতা আড়াল দিয়ে যাওয়া।
মরণ অভাবে বেঁচে থাকা
তোমার পেলে হাওয়া॥
ধার বলে নির্ব্বোধ তুমি,
এই দুনিয়ার মাঝে—
এত সুখ—অর্থাভাবে
বয়ে যাওয়াই কি সাজে॥
ধার কর, গাড়ী চড়
মজা উড়াও খেয়ে।
সুখের কাছে ছাতা আড়াল?
বড্ড গেল বয়ে॥
নগদ বলে বলুচ ভাল
কিন্তু যাদের সুখের তরে।
তোমার আশ্রয় লয়হে লোকে,
তারাই কিন্তু মরে॥
কখন কোন দিন ডুগডুগাডুগ
ঢোল বা বেজে ওঠে।
কখন কোন দিন রাস্তায় দাঁড়াই,
এম্‌নি তরই ঘটে॥
নগদ কেনা, নগদ খাওয়া
স্বর্গ সুখের বেশী।
রেতের বেলায় সুখে ঘুমাই
সকালে মুখে হাসি।
বরং উপবাসে থাকা ভাল
তবু ধারে চাইনা হাতি॥
বরং পায়ে হেটে চলা ভাল
তবু চাইনা জ্বাল্‌তে বাতি॥

নীতি-রত্ন।

মহাত্মা কে?

১। যে জন আপন স্বার্থ দিয়া বিসর্জ্জন,
পর উপকার ব্রতে সঙ্কল্পে জীবন।

তুমি কে?

২। জানি না আমি যে কে, নিবাস কোথায়,
এসেছি দু দিন তরে ভবের মেলায়।

জীবন কি?

৩। মোহের স্বপন কিম্বা নদীর তরঙ্গ,
নিদ্রা অবসানে লুপ্ত শ্বাসরোধে ভঙ্গ।

জানি কি?

৪। কি জানি, কিছুই নয় ধরম করম,
জানি মাত্র দ্বেষ হিংসা ব্যথিতে মরম।

পাপ কি?

৫। হৃদিস্থিত পরমাত্মা পরমপুরুষ,
তাঁহাকে অবজ্ঞা পাপ, স্বকৃত কলুষ।

সাধু কে?

৬। উথলে নয়নে যার ভক্তি সুরধনী,
অভীষ্ট দেবতাপদে; তারে সাধু গনি।

চিন্তা কিসের?

৭। অচিন্ত্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সনাতন,
চিন্তামণি পদচিন্তা সার কর মন।

যাব কবে?

৮। কবে যাব জানিনা তা জেনেই কি কায,
হুকুমে হাজির আছি তিলার্দ্ধ না ব্যাজ।

কি শুনি?

৯। আস্ফালন, আড়ম্বর পূর্ণ দশদিশ,
পুনঃ তথা হাহাকারে শোক অহর্নিশ।

আশ্চর্য্য কি?

১০। অনিত্য সংসারে কাল প্রাণিহিংসা রত,
কি আশ্চর্য্য, তবু মর জ্ঞান বুদ্ধি হত।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু।

সমালোচনা।

গৃহ-সখা—গোচিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক, শ্রীননীলাল রায় কর্ত্তৃক সাঁওতাল বৈদ্যগণের নিকট হইতে সংগৃহিত। মূল্য মায়ডাক মাশুল ।৴০ আনা। পুস্তক খানি যথার্থ গৃহী লোকের প্রয়োজনীয় পুস্তক। অকস্মাৎ গরু বাছুরের অসুখ হইলে সহজলব্ধ গাছ-গাছড়ার ঔষধ দ্বারা গৃহী আপনা হইতেই চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন। আমরা অনেক স্থলে সাঁওতালগণের পশুচিকিৎসা দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে সেই দুর্ল্লভ সাঁওতাল-চিকিৎসা-প্রণালী সংগ্রহ করিয়াছেন। গৃহ-সখা—বর্দ্ধমান জেলা, সেহারা পোষ্ট—গ্রন্থকারের নিকট এবং কলিকাতা, বি কে দাস এণ্ড কোং ৪ নং উইলিয়ম্‌স্ লেনে পাওয়া যায়।

কাজের লোক, কলিকাতা।

বিনোদবিহারী দত্ত,

সোল এজেণ্ট

ইণ্ডিয়ান ইনামেলিং কোং,

জুয়েলার, সর্ব্বপ্রকার ওয়াচ, চেন, ঘড়ি প্রভৃতি আমদানীকারক,

৭, ৭।১, ৭।২, ওল্ড্ কোর্ট হাউস কর্ণার, রাধাবাজার, কলিকাতা।

গিনি সোনার মিনে করা অলঙ্কার—অতি উচ্চ অঙ্গের কারুকার্য্যময়, যাহা এদেশে পূর্ব্বে কখন জন্মাইত না, যাহা প্রস্তুতের জন্য বড়লোকেরা "মিনে করিবার জন্য" অলঙ্কার বিলাত প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া প্রস্তুত করাইয়া আনিতেন, তাহা আজ এদেশে এত সুন্দর-ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে যে সাধারণ লোকের ব্যবহারেরও ক্ষমতাধীন হইয়াছে—যেমন অবস্থার লোক হউন না কেন, এক্ষণে ইহা ব্যবহার করিয়া ক্ষোভ মিটাইতে পারেন, বর্ণনা করিয়া সে সৌন্দর্য্য বুঝান যায় না। এত সুন্দর—এত মনোহর—এত পরিষ্কার কারুকার্য্যময়! দোকানে আসিয়া পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই দোকান স্থাপিত—বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা উচিত নয়। যাঁহারা কলিকাতায় আছেন, একদিন দোকানে পদার্পণ করিলেই সংশয় দূর হইবে, মফঃস্বলের ক্রেতাগণ এই মাত্র জানিয়া রাখুন, কথায় এবং আমাদের কার্য্যে এক তিল পার্থক্য হইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরৎ পাইবেন—যে জিনিস যে দরের স্বর্ণে প্রস্তুত, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে—সংশয়ের কোন কারণই নাই। আমরাও যে ২৭ বৎসরের যশ রাশি সাধারণ স্বর্ণকারগণের মত এত সহজে নষ্ট করিতে পারি, তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণই নাই। এখানে সামান্য দামের হইতে বহু মূল্যবান ঘড়ী, ক্লক, ঘড়ীর চেন, হীরক যহরৎ, বিবিধ প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত আছে। গ্রীষ্মে কোন কষ্ট হইবে না, ইলেকট্রিক ফ্যান চলে। ট্রামওয়ে রাধাবাজারের মোড়ে নামিয়া কয়েক পদ মাত্র আসিলেই রাধাবাজারের পশ্চিম উত্তর কোণেই প্রকাণ্ড দোকান। সমস্ত জিনিস মফঃস্বলে পাঠান হয় এবং সন্তোষের জন্য দায়ীত্ব লই।

যুগলমিলন চিরুণী—খাঁটী গিনি সোনার, পালিস পাতের উপর অতি স্বাভাবিক, বর্ণে মিনা করা, স্বর্ণে ফল ফুল পত্র পরিশোভিত—

হীরকখচিত অলঙ্কার দূরে রাখিয়াও রমণীগণ ইহা ব্যবহারের জন্য আকুল হয়েন—এত সুন্দর! মূল্য ২০৲, ২৫৲, ৪৫৲।

মাথার ফুল এবং প্রজাপতি—খাঁটী গিনি সোনার—

প্রজাপতির পাখা নানাবর্ণে সুরঞ্জিত, যেন সত্যই একটী সুবর্ণ প্রজাপতি কবরীর উপর বসিয়া আছে! ফুলের পাতা ও পাবড়ীগুলি স্বাভাবিক পুষ্পের বর্ণে বিচিত্র। এত স্বাভাবিক যে, ভ্রমরের ভ্রম হইয়া যাইতে পারে। মূল্য ১৫৲, ২০৲, ২৫৲।

কানের ফুল—খাঁটী গিনি সোনার, চুনি পান্না প্রভৃতি বসান, বোটা পাতাগুলি মিনে করা সম্পূর্ণ নূতন ফ্যাসনের স্বাভাবিক। ১২৲, ১৫৲, ২০৲

খাঁটী গিনি সোনার সাড়ী আঁটা সেফ্টী পীন—মিনে করা চুনি পান্না বসান, সুরুচিময় কারুকার্য্যবিশিষ্ট। ১৫৲, ২০৲, ২৫৲

গিনি সোনার মিনে করা ইয়ারিং—নানা প্রকার অভিনব পাটারণের, প্রকৃতই বিবাহে, সাধে যৌতুক দিবার সামগ্রী, বড় বিশেষ নূতনত্ব আছে। মূল্য ১৫৲, ২০৲, ২৫৲

ঐ পাথর বসান—মূল্য ২৫৲, ৩০৲, ৪০৲

গিনি সোনার অঙ্গুরি—নবদম্পতিকে যৌতুক দিবার জন্য—মিনের অক্ষরে "সুখে থাক" "সুখে থাক চিরদিন দুজনে" "মনেরেখো" "ভুলন," "আমি তোমারই" "ভালবাসা" কিম্বা মিনের অক্ষরেই নাম লেখা—২০৲, ২৫৲, ৩০৲

গিনি সোনার মিনে করা লকেট—লকেট খুলিলে ২ দিকে ২খানি ফটো রাখিবার স্থান বিশিষ্ট, মূল্য—২০৲, ২৫৲, ৩০৲

গিনি সোনার ব্রেস্লেট্—পালিস পাতের উপর মিনে করা এবং চুনি পান্না বসান, ভারি সুন্দর ১৫০৲ হইতে ২০০৲

ঐ দরের সোনা—১২৫৲ হইতে ১৫০৲

গিনি সোনার জিপ্সী বা সম্মোহনী অঙ্গুরী—বাস্তবিক যে দেখিয়াছে, সেই মোহিত হইয়াছে, উপরে ৩ খানা চুনি বসান ২০৲, একখানি হীরক এবং ২খানি চুনি বসান ৪০৲

আমাদের মকরধ্বজ

যে রীতিমত শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে প্রস্তুত তাহার নিদর্শনস্বরূপ একখানি পত্র পাঠ করুন :—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলেস হইতে আগত বর্ত্তমান কলিকাতা ৩১ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট নিবাসী মিঃ ওয়াণ্টার লেনস্ সাহেব লিখিতেছেন :—মহাশয় যে দুইটী আমেরিকা নিবাসী ভদ্র মহিলাকে জীর্ণ ও জটিল রোগে ও রক্তহীনতায় আপনি মকরধ্বজ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। বাস্তবিক আপনার মকরধ্বজ একটী আশ্চর্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ।"

মূল্য ৭ পুরিয়া ১৲ টাকা, ২১ পুরিয়া ২৸৹, ২৮ পুরিয়া ৩॥৹ টাকা, ১ তোলা ১৬৲ টাকা।

কবিরাজ অনুকুলচন্দ্র বিশারদ,
১নং অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার কলিঃ

কেন বিশ্বাস করিবেন না ?

যখন অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিতেছি—
এলী-সাহেবের জগদ্বিখ্যাত

দাদের ঔষধে

সর্ব্বপ্রকার দাদ ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়,

অন্যথায় ৫৲ ক্ষতিপূরণ দিব।

মূল্য ফিঃ কৌটা ।০ মাত্র।
৬ কৌটার ভি, পি, ১৵০ ও
১২ কৌটা ২৶০ পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীআবিদ্ আলী খাঁ,
পোঃ মালদহ।

চিকিৎসা প্রকাশ

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্র। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নূতন চিকিৎসা প্রণালী, নূতন ঔষধ বিষয়ক এত জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহে পরিপূর্ণ যে ডাক্তার মাত্রেরই আবশ্যকীয়, গৃহস্থ মাত্রেও এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রাহক হইতে পারেন—চিকিৎসা ভাষা সরল, বুঝিতে কষ্ট হইবে না। অনেক বড় বড় ডাক্তার ইহার নিয়মিত লেখক শ্রেণীভুক্ত। ২য় বর্ষ চলিতেছে মূল্য পাঠ্য বিষয় সমূহের তুলনায় অতি সামান্য ২।০ টাকা মাত্র। উপহারের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক, বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। গত বৎসরের চিকিৎসা প্রকাশ একত্রে বাঁধান ২৲, (অতি অল্পই আছে।) সমস্ত সংবাদপত্রেই এক বাক্যে প্রশংসিত।

ডাঃ ডি, এন, হালদার,
ম্যানেজার "চিকিৎসা প্রকাশ"
আফিস, আন্দুলবাড়ীয়া—নদীয়া।

"আলোচনা"

অতি সুন্দর গল্প, কবিতা ধর্ম্ম উপন্যাস প্রভৃতিতে আলোচনার কলেবর পরিপূর্ণ থাকে,—বড় সুখপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। অগ্রিম সডাক বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১।০ মাত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
আলোচনা কার্য্যালয়,
২০৪ নং পঞ্চাননতলা, হাবড়া।

যমুনা।

সুরঞ্জিত চিত্র সমন্বিত মনোহর গল্প উপন্যাস, ধর্ম্ম বিষয়ক বৃহৎ মাসিক পত্রিকা। যমুনার ১টী পৃষ্ঠা ছাপিতেই এক টাকার উপর পড়িয়া যায়—ছাপা, কালী, কাগজ এত ভাল—কিন্তু এতবড় ও সুন্দর কাগজের সর্ব্বত্রই অগ্রিম মূল্য এক টাকা মাত্র। ৫ জন গ্রাহক করিয়া দিলে যমুনা বিনা মূল্যেও একখানা পাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
১২নং নারকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

দাস নর্শরীর নূতন আমদানী সর্ব্বপ্রকার

বীজ ! বীজ !! বীজ !!!

অবিলম্বে গ্রহণ করুন, পরে ক্রমেই রকম ফুরাইয়া যাইবে। এ বৎসর বীজের রকমের জন্য, পূর্ব্বে জাপান ও চীন হইতে, মধ্যে ভারত ও ইয়ুরোপ, দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা হইয়া, পশ্চিমে আমেরিকা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী পরিক্রম করা হইয়াছে। এত প্রকার ও এত উৎকৃষ্ট বীজ অন্য কোথাও পাইবেন না। আর অন্য বীজ-ব্যবসায়ীদের সের সের বীজের স্থলে আমরা মণ মণ আনাইয়াও কুলন বৎসর কুলাইতে পারি না। ইহার কারণ—আমাদের বীজ সকল টাট্‌কা ও মহা তেজস্বী এবং তাহার প্রমাণ আমাদের দশ সহস্রাধিক ক্রেতা, অথচ মূল্যও অল্প। স্থানাভাবে উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটী মাত্রের উল্লেখ করিলাম।

(প্রতি তোলার মূল্য জানিবেন।)

ফুলকপি—পাটনাই ॥০, ব্রোকোলী ॥৵০, ভিচের ৸০, আলজীয়র্স ১৲, মোবল ৩৲। বাঁধাকপি—লাল ॥০, মারিকেলি ॥০, অর্ম্মাণ বৃহদাকার ॥৵০, ড্রমহেড ৸০। ওলকপি ॥৵০, গাঁট কপি ॥০, বীট ৶০, শালগ্রাম ৶০, গাজর ৶০, টোমাটো ॥০, তরমুজ /০, খরমুজ ৵০, ঢেঁড়শ ৵০, মকা /০। মূলা—হিজলী ৶০, জাভা।০, বোম্বাই ।০, আমেরিকার সুস্বাদু।০, চীনা লাল ।০, ফরাসী কাল ।০। বেগুণ—দেশী সর্ব্বপ্রকার ৵০, পৌষলী ।০, পাটনাই ।০, আফ্রিকার ডোরা কাটা ।/০, চীনের কাল ।৵০, জাপানের লাল ।/০। শশা—দেশী ৶০, জাপানের উৎকৃষ্ট ॥০, বিলাতী অত্যধিক ফলবান ॥০। তুলা /০, সাদা সর্ষে ৵০, বেতার বীজ ৵০। তামাক—মতিহারী ॥০, হিংলী ॥০। [কড়াইশুঁটী (সেরের মূল্য)—দেশী ১৲, পাটনাই ১॥০, ওলন্দা ১॥০, আমেরিক্যান ১॥০।]

রাক্ষুসে বা ভয়ানক বৃহদাকার—এক মণি বিলাতী কুমড়া ৸০, অর্দ্ধ মণি তরমুজ ॥০, দশ সেরি খরমুজ ॥০, পাঁচ সেরি বেগুণ ॥০, কুমড়ার মত মূলা ॥০, দশ ইঞ্চ ঢেঁড়শ ।৵০, ছয় ইঞ্চ কড়াইশুঁটী /০, পিঁয়াজ ॥০, লঙ্কা ॥০, পেঁপে ১৲, মকা ৵০।

বি কে দাস কোং,
কলিকাতা, উইলিয়মস্ লেন, ৪ নং।

লোহার ছুনী—জমী ও বাগানে জল সেচনের জন্য—মজবুত—৬ হাত ৩॥ হাত লম্বা, দরে সুবিধা হইবে। শ্রীকেনারাম মণ্ডল, গলসী, বর্দ্ধমান

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ৩৲ টাকা মাত্র।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal, Devoted to Useful Art, Manufacture &c.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। | New Series, July, 1909. | নূতন সংস্করণ। জুলাই, ১৯০৯। | Vol. III. No. 7.

Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, etc.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ,
৭ম সংখ্যা। | New Series,
July, 1909.

নূতন সংস্করণ।
জুলাই, ১৯০৯। | vol. 111.
No. 7.

মানবের অদৃষ্ট, মানব নিজেই ;—যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সেইরূপ সৌভাগ্যলাভ করিবে। সেই জন্য জনৈক পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন, "Man is his own star, and the soul that can render and perfect man". আমাদের চলিত কথায় আছে "যেমন মতি তেমনি গতি"। বাস্তবিক আত্মাই মানুষকে যথার্থ মানুষ করিতে পারে। মানুষ নিজেই তাহার নিজের সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা।

মানুষ যদি মানুষকে বিপন্ন না করিত, তাহা হইলে নিজেও বিপন্ন হইত না। মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতাই মানুষের অসংখ্য দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা। "Man's inhumanity makes countless thousands mourn" আহা! কবে বিশ্বপ্রেমে জগৎ পূর্ণ হইয়া যাইবে ?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবর সিড্নী স্মিথ বলিয়াছেন :—"Be what nature intended for you and you will succeed. Be anything else, and you will be ten thousand times worse than nothing." জীবনের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ আরও সরল কথায়, বিষয়কার্য্যোপযোগী হইবার জন্য অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, প্রত্যেক যুবকের বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, অধ্যয়নে, শিল্পে, ব্যবসায়ে, কোন্ কার্য্যে তাহার স্বাভাবিক আনুরক্তি ; যদি তাহা বুঝিয়া সে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে।

এদেশের যুবক এবং বালকদিগকে আমরা সকলেই, উকিল, মুন্সেফ্, ডেপুটী, জজ করিবার জন্য, বালকের tendency বা প্রবৃত্তি না বুঝিয়াই, বাধ্য করিয়া শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিই ;—কিন্তু অনেক স্থলেই উদ্দেশ্য বিফল হয়। সেই জন্যই পণ্ডিত সিডনী স্মিথ, এমারসন্ প্রভৃতি চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের মত এবং উপদেশ :—"প্রকৃতি (nature) তোমাকে যে কার্য্যের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি সেইরূপ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, সফলকাম হইবে ; কিন্তু অন্য যাহা কিছু করিতে যাইবে, তুমি সে কার্য্যে অধমেরও অধম হইয়া যাইবে"। যে সকল কর্ত্তৃপক্ষ বালকের শৈশব হইতে বালকের কাজ কর্ম্মে, অধ্যয়নের বিষয় সমূহে তাহার আনুরক্তি এবং বিরক্তি লক্ষ্য করিবার জন্য মনোযোগী থাকেন, তিনি অতি অল্প সময়েই প্রকৃতির এই রহস্য বুঝিতে সক্ষম হয়েন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সংসারপ্রবেশোন্মুখ যুবকের কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া হয় ; তাই সে দেশের কর্ম্মযোগী, একাগ্রতার সহিত সহজেই এই কর্ম্ম-সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া তাহার কৃত কার্য্য-কলাপ দ্বারা সমগ্র জগৎকে চমৎকৃত করিয়া তুলে।

"তোমার হৃদয় যাহা বলিবে যে তুমি একার্য্য পারিবে—তাহাই করিও"—এই টুকুই কৃতকার্য্যতালাভের বীজ মন্ত্র। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালেকে রাণী এলিজাবেথ বলিয়াছিলেন, "If thy heart fails thee, do not climb at all" ; যদি তোমার হৃদয়ের বল না থাকে, তুমি একেবারে গাছে উঠিতেই চেষ্টা করিও না।

হাজ্লিট বলিয়াছেন, "যদি কোন বালকের ভাষাশিক্ষায় আনুরক্তি না থাকে, কিন্তু নৃত্য এবং সঙ্গীতে তাহার আনুরক্তি দেখা যায়,

তাহা হইলে তাহাকে সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত করিলে তাহা একটা মস্ত ভ্রমের কার্য্য হইবে।"

যাহাতে যাহার প্রবৃত্তি, তাহাতে তাহার আনুরক্তি চিরস্বাভাবিক,—তাহাতে তাহার কৃতকার্য্যতা লাভও ধ্রুব সত্য, এবং এই-রূপেই জীবনের গন্তব্য পথ স্থিরীকৃত হওয়া উচিত।

আপনাকে অবজ্ঞা করা পাপ। সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রেই এই আত্মসম্মানবোধের প্রশংসা দেখা যায়। কবি সেক্‌সপিয়ারের কিং হেনরীর দ্বিতীয় অঙ্কে আছে, "Selflove, my leige, not so vile a sin as self neglecting" আত্মসম্মানবোধ থাকা জীবমাত্রেরই উচিত —এই আত্মসম্মান-বোধের অভাবে মানবের মূল্যই নাই। হিন্দুশাস্ত্রে আত্মাই সাক্ষাৎ পরমপুরুষ।

কথা অপেক্ষা কাজই ভাল। যে কাজ সৎ, সেই কাজই ভাল। ক্ষুদ্র দীপশিখা যেমন বহুদূর আলোকিত করে, একটী ক্ষুদ্র সৎকার্য্যে তেমনি বহুদূর পর্য্যন্ত সুযশরশ্মি-বিস্তৃত করিয়া শত শত অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করে।

কঙ্কালের পরিণাম।

—:০:—

আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, মৃত জীবজন্তুর কঙ্কালরাশি স্তূপাকারে পড়িয়া থাকে। সেই সকল কঙ্কাল কখন কখন সযত্নে গাড়ী করিয়া বহিয়া কোথায় লইয়া যাওয়া হয়। রেলগাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া বালী প্রভৃতি ষ্টেশনে চালান হইয়া থাকে। অনেকেই বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন না যে, এই সকল অস্থির ব্যবসায় চলিতেছে এবং এই ব্যবসায় একটা লাভজনক ব্যবসায়। বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ এই সকল কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড লাভজনক ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। অনেক হিন্দু বাঙ্গালী এই সকল কঙ্কাল-কলে চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

যাহারা এই কঙ্কালের কাজ করে, তাহারা এই মাল খরিদ করে না। গো-মহিষাদি মরিলে লোকে তাহা ভাগাড়ে ফেলিয়া দেয়, তাহার পর সংগ্রাহকগণকে সামান্য পারিশ্রমিক দিয়া প্রত্যেক গ্রামের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়। ভারতবর্ষের লোকের যদিও এখনও এদিকে মনোযোগ আকর্ষিত হয় নাই, কিন্তু কালে যে এদেশবাসীগণ এই ব্যবসায় না করিতে পারে, কে বলিতে পারে?

এখন এই পরিত্যক্ত বেওয়ারিস অস্থি-সমূহ হইতে অস্থি-ব্যবসায়ীগণ কি করিয়া থাকেন, সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

এই সকল অস্থি চূর্ণ করিয়া, জমীর উর্ব্বরতাশক্তি-বৃদ্ধির জন্য সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা আজকাল অনেকেই জানেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, গ্লিসারিন, কাপড়কাচা সাবান, এবং অন্যান্য বিবিধ গাত্র-মার্জ্জনের সাবান এই অস্থিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেবল চেহারা বদল হইয়া আসায় এই সকল দ্রব্য ব্যবহারে এদেশের জাতিধর্ম্মের বিশেষ কোন আপত্তি থাকে না। হাড়গুলি নানাস্থান হইতে রেল ও ষ্টিমারযোগে হাড়ের কলে উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তাহাদিগকে পরিষ্কার করিবার জন্য জলে ধৌত করা হয়। ইহাতে ধুলা কাদা যাহা লাগিয়া থাকে, তাহা ধুইয়া যায়; কিন্তু তাহাতে যে শুষ্ক মাংসখণ্ড প্রভৃতি লাগিয়া থাকে, তাহা অপসারিত করা সহজ-সাধ্য নয়, সেই জন্য সমস্ত পরিষ্কৃত হাড়গুলিকে একটা পেষণ যন্ত্রে (Crushers) সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করা হয়।

এই অবস্থায় চূর্ণ হাড়গুলিকে সলফিউরিক অ্যাসিডের সলুইশনে (Sulphuric acid—গন্ধক-দ্রাবকে জল মিশ্রিত করিলেই সলুইশন হয়) ভিজাইয়া দেওয়া হয়; তাহার পর যখন সলফিউরিক অ্যাসিড্ সলুইসনের চৌবাচ্ছা হইতে ঐ অস্থিচূর্ণগুলিকে তোলা হয়, তখন ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত এবং ধপধপে সাদা হইয়া যায়। তাহার পর এইরূপ অবস্থায় ঐ অস্থিগুলিকে Digestor নামক একপ্রকার কল আছে, তাহাতে দেওয়া হয়, এবং ষ্টীম্-এঞ্জিন সাহায্যে এমন অধিক চাপ্ দেওয়া হয় যে, চাপ পড়িলেই ইহা হইতে একপ্রকার জলবৎ আঠার মত দ্রব্য বাহির হইতে থাকে। ইহা তরল শিরীষ বা লিকুইড্ গ্লু (Liquid Glue)। এই তরল পদার্থটাকে লইয়া অন্য কলে ইহার জলীয় অংশটা বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিলেই Solid Glue বা কঠিন শিরীষ যাহা বাজারে বেনের দোকানে বিক্রয় হয়, তাহা পাওয়া যায়। এই তরলাংশের কতকটা অন্য প্রক্রিয়ায় Gelatine রূপ ধারণ করে। তাহার পর ঐ চূর্ণ-অস্থি-সকলকে জলে ষ্টিম্-এঞ্জিনের সাহায্যে ফুটাইয়া একপ্রকার চর্ব্বির মত জিনিস বাহির করা হয়; তাহা হইতে কাপড় কাচা সাবান হয়। তাহাকে আরও refine বা পরিষ্কার করিয়া লইলে, গাত্রে মাখিবার সাবান প্রস্তুতের কার্য্যে লাগিয়া থাকে।

তাহার পর ঐ সকল প্রস্তুতের সময় যে স্নেহপদার্থ সাবানের কটাহে উত্থিত হয়, তাহাই গ্লিসারিণ। ইহা প্রচুর পরিমাণে ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার পর চিনি প্রস্তুতের কার্য্যেও অস্থিচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার পর ঐ সকল হইয়া যাহা শেষ পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ সাদা কথায় যাহাকে সিটে বলে, তাহাও জমীর সাররূপে ৮৲—৮৷৹ হন্দর দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। পাঠক দেখিলেন, ভাগাড়ের হাড়ের বিজ্ঞানবিদ ব্যবসায়ীর হস্তে কি পরিণাম!

ভারতবর্ষে এখন ৬টী হাড়ের কল চলিতেছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা দেশে ৩টী কল আছে। ইহাদের রপ্তানী মালের মূল্য প্রতি

বৎসর অর্দ্ধকোটী টাকার উপর। আস্ত হাড়ও এদেশ হইতে অন্য দেশে শিরীষ এবং জমীর সার প্রস্তুত হইবার জন্য চালান দেওয়া হইয়া থাকে। শুদ্ধ এই রপ্তানীর বার্ষিক মূল্য অর্দ্ধকোটী টাকা। তাহার পর ইহা হইতে রূপান্তরিত যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার রপ্তানীর মূল্য আমরা বিশেষরূপ অবগত নহি।

এদেশের অস্থি এদেশে পেশাই হইয়া যদি এদেশের লোকগণের দ্বারা সাররূপে জমীতে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, এবং বহু মূল্যবান ব্যবসায় চলিতে পারে। এ বিষয়ে দেশের উদ্যোগী ব্যক্তিগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া প্রার্থনীয়।

SPECULATION.

স্পেকুলেশন কাহাকে বলে?

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

এখন Pure speculation কাহাকে বলে বলি। Pure speculation হইতেছে, যেমন পূর্ব্বকথিত চাউল খরিদ করা, অর্থাৎ কেবলমাত্র লাভের আশায় যে কোন সময়ে যে কোন দ্রব্য খরিদ বিক্রয় করাকে Pure speculation বলে। মনে করুন, অদ্য আপনি নূতন-চীনাবাজারে গিয়া জানিতে পারিলেন যে, ৯০ টাকা মূল্যে ১০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু আপনি বিশেষরূপে কোন সূত্রে জানিতে পারিলেন যে, খুব অল্প দিবসের মধ্যে কোম্পানীর কাগজের মূল্য আবার ৯৫।৯৬ হইবে। কোন বড় মহাজনের টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে ২০ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ বাজারে বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন এবং উপস্থিত এখন তেমন খরিদার না থাকায় বাজার নামিয়া গিয়াছে।• আবার অতি অল্প দিবসের মধ্যে বড় বড় খরিদার আসিবে, সুতরাং তখন দরও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে পারে।

যাহা হউক, আপনি এই আশায় সাহস করিয়া ১০ লক্ষ টাকার কাগজ ক্রয় করিলেন, এবং আপনার অদৃষ্টক্রমে মূল্যও বৃদ্ধি হওয়ায় আপনি ঐ কাগজ শতকরা ৯৫ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিলেন। একশত টাকার কাগজে আপনি ৫ টাকা হিসাবে লাভ করিলেন। মোট দশ লক্ষ টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়া আপনি ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করিলেন। ইহাকেই বলে খাঁটি স্পেকুলেশন। ইহাকে ব্যবসায় করা বা দোকান করা বলে না। আর Investment ত মোটেই নয়। ইহাতে যেমন অতি শীঘ্র বড় লোক হওয়া যায়, তেমনি আবার গরীবও হইতে হয়।

এখন Mixed speculation কাহাকে বলে বলিব। মনে করুন, আপনি একজন ডাক্তার, একটি জ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঔষধের বিশেষ গুণ,—অতি শীঘ্র ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর আরাম হয়। বাজারে প্রচলিত যত প্রকার জ্বরের ঔষধ আছে, তন্মধ্যে ইহার নিম্নলিখিত গুণগুলি আছে, যথা :—

(১) মূল্য সুলভ (২) খাইতে সুস্বাদু, (৩) জ্বর ও বিজ্বরে সেব্য ও কুইনাইন-বিহীন, (৪) শিশিতে থাকে, ভারি বড় বোতলে নহে, সুতরাং সর্ব্বত্র ডাকে পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা আছে।

এখন আপনি যদি পাকা ব্যবসায়ী হন, তাহা হইলে আপনি দেখিতে পাইবেন, এমন উৎকৃষ্ট জ্বরের ঔষধ বাজারে বাহির করিতে পারিলে যথেষ্ট বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ ইহার অনেকগুলি গুণ আছে, যাহা অন্যান্য ঔষধের নাই। এখন আপনি এই ঔষধটি লইয়া এক পেটেণ্ট মেডিশিনের দোকান করিলেন। এইখানেই আপনি Mixed speculation করিতে নামিলেন। কারণ আপনি এবং অনেকেই আশা করেন, যে ঔষধটি যখন ভাল এবং ইহাতে উপরোক্ত গুণগুলি আছে, তখন কেন না লোকে আপনার ঔষধ ক্রয় করিবে? Mixed speculationএ অনেক পরিমাণে নিশ্চয়তা থাকে—যাহা Pure speculationএ আদৌ নাই। এমন ভাল জিনিস কেন না লোকে ক্রয় করিবে? নিশ্চয় ক্রয় করিবে। আপনি দোকান খুলিলেন, সমস্ত বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, সাধারণে আপনার ঔষধের গুণ বুঝিতে পারিল। আপনার ঔষধও বিক্রয় হইতে লাগিল এবং আপনিও সঙ্গে সঙ্গে ধনী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আপনি একেবারে ধনী হইলেন না—ক্রমে ক্রমে—মাসে মাসে—বৎসরে বৎসরে। আর যদি সাধারণে কোন কারণে আপনার ঔষধ মোটেই ক্রয় না করিত, তাহা হইলে আপনি আর কয় দিবস বা কয় মাস বা কয় বৎসর লোকসান দিয়া দোকান ভাড়া, বিজ্ঞাপন খরচা ইত্যাদি দিয়া কারবার চালাইতে সক্ষম হইতেন? সুতরাং কিছু দিন দেখিয়া কারবার উঠাইয়া দিতেন। Mixed speculationএ বিপদ যে একেবারে, নাই তাহা নহে, তবে Pure speculation এর মতন নহে। কথাটা আরও একটু সরলভাবে বুঝাইয়া দিব। যেমন বেগুণ-ক্ষেত, আর মুলাক্ষেত। Pure speculation হইতেছে—মুলাক্ষেত, একবার মুলা উঠাইয়া লইলে আর ফসল হয় না। কিন্তু Mixed speculation সেইরূপ নহে; এ বেগুণ-ক্ষেতে ক্রমে ক্রমে মাঝে মাঝে বেগুন হইতেছে, আবার হইতেছে ও যাইতেছে, আবার হইতেছে, এইরূপ। বিপদ দুই স্পেকুলেশন ও দুই ফসলেই আছে, তবে একটু রকমারি। যাহাহউক, আমরা সকলকেই Pure speculation করিতে নিষেধ করিতেছি। বড় বড় পণ্ডিতগণও বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনবতী শ্রীমতী হেটি গ্রীণ বলেন :—

"I have made my money by

judicious investments, and not by speculation—only fools speculate" অর্থাৎ আমি খুব বিবেচনার সহিত কারবার করিয়া টাকা করিয়াছি। যে নির্ব্বোধ সেই স্পেকুলেশন করে। পাঠক মহাশয় এখন স্পেকুলেশন কাহাকে বলে, মোটা মুটি কিছু বুঝিলেন কি? Investment কাহাকে বলে, লিখিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে পাঠক মহাশয়গণের নিকট হইতে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি যে, তাঁহারা Investment কাহাকে বলে জানিতে চাহেন কি না? যদি জানিতে চাহেন, তবে নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিবেন,—আমি ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিব।

শ্রীসত্যচরণ পাল,—হুগলি।

কেমন করিয়া একটা সেক্‌রার দোকান চালাইতে হয়।

(অতি অদ্ভুত গুপ্ত রহস্য।

(১)

স্বর্ণকারকে বাঙ্গালা দেশে স্যাক্‌রা বলে। এই স্বর্ণকারগণের সহিত গৃহস্থ মাত্রেরই ঘনিষ্ঠতা বেশী; সেই জন্য এই সোনারূপার কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা উভয়পক্ষেরই আবশ্যক। এদেশের সেকরার সুখ্যাতি নাই। আসল সোণা দিলে স্বর্ণকার মহাশয়গণের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র প্রথম হাত-ফেরতায় প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া দাঁড়ায়,—দেনা পাওনার কাজ ভিন্ন প্রকৃত সৎ নগদা খদ্দেরকে প্রায়ই ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখিতে পারেন না, সেইজন্য ইহাদের কার্য্যের স্থায়ীত্ব বড় সংশয়াপন্ন। এদেশের গৃহস্থের সাধারণ বিশ্বাস, সেক্‌রাগণ সোণায় যদি হাত দেয়, তবে তাহার অর্দ্ধেক অপহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এদিকে অপরপক্ষ অর্থাৎ স্বর্ণকার মহাশয়গণ বলেন, উপযুক্ত পরিশ্রমের দাম পাই না, লোকে যথাযোগ্য বানী দেয় না; সুতরাং একটু কিছু না করিলে আমাদের চলে কেমন করিয়া? মাড়োয়ারী ভায়ারা ভারি চালাক। ইহারা পায়েনের কাছ দিয়া যায় না; মোটা মোটা নিরেট গহনা গড়াইয়া আদত সোণা মজুত রাখে—জোড় তাড়ের দিকে যায় না। মাড়োয়ারীর মেয়েরা চাঁদপানা মুখ করিয়া তাহাই পরে, অথচ এক একজন ধন-কুবেরের স্ত্রী বলিলেই হয়।

আমাদের বাঙ্গালীর মেয়ের নিত্য নূতন জিনিস হইলেই ভাল হয়। এদেশের সমাজে শুনিয়াছি এবং কোন কোন স্থলে দেখিয়াছি, গহনা বেশী পরিয়া গেলে নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে তাহার বেশী আদর হয়। যাহার গহনা নাই, তাহাকে চোরটীর মত বসিয়া থাকিতে হয়। কেহ ভাল করিয়া তাহার সহিত কথা কহে না। পরিবেশনের সময় সকল জিনিস বেচারীকে দিতেও ভুলিয়া যায়—এমনও হয়। একবার একটা ভারি মজা হইয়াছিল। একজন বড় ধনী লোকের বাড়ীতে অনেক গৃহস্থ-ঘরের মেয়ের নিমন্ত্রণ হয়; সেই সঙ্গে এক স্কুলের মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীরও নিমন্ত্রণ হয়। মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী একটী পাড়ার স্যাক্‌রা বউকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে যথাসময়ে পৌঁছিলে—শিক্ষকপত্নীর সুন্দর বপু অলঙ্কারশূন্য বলিয়া কেহ লক্ষ্যও করিল না তথায় বড় একটা হলে বড় বড় লোকের সালঙ্কারা স্ত্রীকন্যাগণ উপবিষ্টা। গরীব শিক্ষকের স্ত্রী হাতে ২ গাছা শাঁখা, একখানি লালপেড়ে সাড়ী পরিয়া উপস্থিত হইলেন, এখানেও কেহ লক্ষ্য করিল না।

তিনি ঘরের একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একটু পরে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। কোন মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ভাই কোণ্‌টীতে অমন করে বসে রয়েছ কেন? তুমি কে ভাই? শিক্ষক-পত্নী—একটু মধুর স্পষ্টবাদিনী;—তাঁহার হাব ভাব বিলাসশূন্য—সদা হাস্যময়ী, নির্ম্মল স্বরূপই তাঁহার অলঙ্কার;—একটু মৃদু হাস্য হাসিয়া বল্লেন, "আমি বেশ আছি, আমি এখানকার যে বড় মাষ্টার আছেন, তাঁর স্ত্রী।"

"বটে! তা' গহনা-টহনাগুলি প'রে এস নাই যে ভাই?"

"গহনা স্যাক্‌রা-ঘরে আছে; পাছে কেউ বিশ্বাস না করেন, তাই স্যাকরা-বউকে সঙ্গে করে এনেছি।" যাক আর কথা বাড়াইব না। কথা হইতেছে, বাঙ্গালীর মেয়ে সাদাসিধে গহনায় সন্তুষ্টা হন না, নক্‌সা পায়েনের কাজ চাই। জোড়তাড় করিতে যাইলেই সোণায় ভেজাল পড়িবেই, কারণ খাঁটী সোণার পায়েন হয় না। যথাযোগ্য বানী দিলে পান একটু কম হয় বটে, তবে একেবারেই যে বিশুদ্ধ থাকে, তাহা নহে। দোষ আমাদের উভয়পক্ষেরই; তবে যথাযোগ্য বানী দিলেও যে ঠিক পাওয়া যায় না, এইটুকুইত মনস্তাপের কথা।

যাহা হউক, এই স্বর্ণকারের কাজ খুব ভাল কাজ। এদেশে সমাজ-বন্ধনে ব্রাহ্মণের লবণ তৈল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল, ব্রাহ্মণেতর জাতির চামড়ার পাদুকা বিক্রয় করিয়া লাভ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, এখন আর তেমন কড়াকড়ি নাই। "যেন তেন প্রকারেন উদরং পরিপোষয়েৎ," সুতরাং ব্রাহ্মণ কায়স্থ ক্ষত্রিয়কে এখন স্বর্ণকারের কাজ করিয়াও বিশেষ পাপে পড়িতে হইবে না। ইহা সুক্ষ্ম শিল্প, ইহা শিক্ষার বিষয়, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আমরা ২।১টী হিণ্ট্ (Hint) বা সংকেৎ দেখাইব। স্বর্ণকারের কাজ স্বর্ণকারের নিকট শিখিতেই হইবে। তবে কতকগুলি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা পাঠকগণকে জানাইব। এবারে স্থানাভাব, আগামী বারে ধাতু-রহস্য সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

জনৈক বৃদ্ধ-স্বর্ণকার।

PIN-CUSHION.
পিন্-কুশন।

পিন-কুশন কাহাকে বলে, জান? ইহাতে আলপিন বিদ্ধিয়া রাখা হয়। এই সকল পিন-কুশনের আকৃতি নানাপ্রকার ফলের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়া থাকে, অথবা পশু-পক্ষীর আকৃতিবিশিষ্ট হয়। ইহা প্রচুর-পরিমাণে আফিসসমূহে বিক্রয় হইয়া থাকে। রাধাবাজারের প্রত্যেক ষ্টেশনারি দোকানে পিন্-কুশন বিক্রয় হইয়া থাকে। এই সকল পিন-কুশন বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া এদেশের আফিস অঞ্চলে প্রচুর বিক্রয় হয়। এ জিনিস এদেশের বালক বালিকা ও মহিলাগণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে, ইহা একটী ছোটখাট ব্যবসায় হইয়া দাঁড়ায়। কেমন করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ কাজ অতি সহজ, একটী পিন-কুশন বাজারে খরিদ করিয়া, সেই নমুনা দেখিয়া অসংখ্য আকারের প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কলিকাতার কটন ষ্ট্রীটে টুক্‌রা-পটীতে নানাপ্রকার রেশমী ও পশমী কাপড়ের ছাঁট অতি সামান্য মূল্যে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। সেই কাপড় সেলাই করিয়া তাহার ভিতর বালুকা বা কাঠের গুঁড়া দিয়া খুব টাইট করিয়া সেলাই করিলেই পিন-কুশন হইয়া যায়। ইহাতে পিন গুঁজিয়া টেবিলের উপর রাখিতে হয়। আল্‌পিন্ দিয়া কাগজ গাঁথিতে হইলেই, পিনের মাথাটী ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়, হাতে ফুটিয়া যায় না, পিনের অপব্যয় ও হয় না। ইহার জন্যই ইহার ব্যবহার। এত সহজসাধ্য জিনিসও এদেশের লোকে প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পায় নাই, দুঃখের কথা সন্দেহ নাই।

পেন্-ওয়াইপার।
PIN-WIPER.

ইহাও ছাঁট কাপড়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য অকর্ম্মণ্য এবং অযত্ন বলিয়া এদেশের লোকে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেয়, তাহা অন্য দেশে প্রচুর অর্থকর। এই সকল ছাঁট গরম কাপড় যথা ফ্লানেল, সার্জ্জ, বনাত, কাল ভেলভেট, এইগুলিকে কাটা-কাপড়ের দোকান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। তাহার পর সেগুলিতে ৪ ইঞ্চি স্কোয়ার করিয়া লাল, কাল, সাদা তিন রকমের তিন খানি উপর্য্যুপরি দিয়া ঠিক মাঝখানে একটী পুঁতির বা ঝুটা মুক্তা দ্বারা গাঁথিয়া দিলেই পেন্-ওয়াইপার হইয়া যায়। ইহা ৵৹ আনায় এক একটী বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাও আফিসে বিক্রয় হয়। ইহা গোল, পত্রাকার, ত্রিভুজাকার প্রভৃতি নানাপ্রকারের প্রস্তুত হয়। তিন প্রকার কাপড় দিবার উদ্দেশ্য এই যে, রঙ্গের কালীতে লেখা হয়, সেই রঙ্গের কালী মুছিবার জন্য সেই কাপড় ব্যবহার হয়; অর্থাৎ কাল কালীর কলম কাল কাপড়ে, লাল কালীর কলম লাল কাপড়ে সাদাটী নীচে থাকে; তাহাতে কিছু মুছা হয় না—টেবিলের উপরেই থাকে। পেন্-ওয়াইপার কথার অর্থ—কলম-মোছা, লিখিতে লিখিতে কলম মুছিয়া লইতে হয়। বিলাতে বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া এদেশে রপ্তানী হইয়া আইসে, এবং আফিস-অঞ্চলে বিক্রয় হয়। এদেশের বালক বালিকা ও মহিলাগণ চেষ্টা করিলেই ইহা প্রস্তুত করিতে পারেন।

SUGGESTIONS.
সঙ্কেত।

WHITE WASHING.
কলি ফেরান।

১। পাকা ঘরের দেওয়ালের গায়ে কলি ফিরাইতে এদেশের মিস্ত্রিরা বাখাড়ীর চুণের সহিত সামান্য পরিমাণ নীলবড়ি-চূর্ণ দিয়া দেওয়ালের গায়ে উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিয়া ঝুলময়লা পরিষ্কার করিয়া দিয়া চেপটা ক্রস দ্বারা দেওয়ালে সমানভাবে টানিয়া যায়, শুখাইয়া যাইলেই খুব পরিষ্কার নীলাভ শ্বেত-বর্ণের দেওয়াল হইয়া থাকে। রোগের বীজ নষ্ট করিবার চুণের ক্ষমতা আছে; দেওয়ালে চুণের কলি ফেরানই ভাল। কিন্তু দেওয়ালে ঠেস্ দিলে চুণ গায়ে লাগে বলিয়া কেহ কেহ ইহাতে সামান্য পরিমাণ শিরীশের জল মিশ্রিত করিয়া দেয়; কিন্তু চুণের শিরীশের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দিবার ক্ষমতা আছে; এইজন্য দুই দিন পরে চুণ উঠিয়া গায়ে লাগে।

আর একপ্রকার উপায় আছে, তাহা চেষ্টা করিয়া সকলে দেখিতে পারেন। সদ্য পোড়ান চুণে জল দিবা মাত্র চুণ ফুটিয়া উঠে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। ইহাতে জল ঢালিয়া আন্দাজ ২০ সের পরিমাণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে দেড় পোয়া আন্দাজ পাকা মসিনার তৈল ঢালিয়া দিয়া খুব নাড়িতে থাক, ইহা দ্বারা কলি ফিরাইলে চুণ উঠিয়া লাগে না। এই কলি ঘন হইলে ইহাতে জল মিশ্রিত করিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইষ্টক-প্রস্তুতের কথা।

অনেক পল্লিগ্রামে সহরের ন্যায় সহসা ইষ্টক খরিদ করিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য কাহারও পাকা গাঁথ্‌নীর কিছু খারাপ হইয়া যাইলে, সহসা মেরামত করিবার কোন উপায় থাকে না। এই কারণেই অনেক পল্লীগ্রামেই ক্ষমতা থাকিলেও মাটীর ঘর ক'রতে অর্থবান লোকেও বাধ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু জিনিসটা হাতের গোড়ায় থাকিলে অনেকেই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহা মানুষের স্বভাব। কোন উদ্যোগী লোকে ইষ্টক এবং সুরকী প্রস্তুত করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, লোকে ঘরের পইটে, দাওয়া, মেজে বান্ধাইতে বিলক্ষণ আদ-রের সহিত তাহার গ্রাহক হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ঘরে বসিয়া একটী সুন্দর ব্যবসায় চলে, অথচ সাধারণে বিলক্ষণ উপকৃত হইয়া থাকে।

সহজ শিল্পপ্রস্তুত প্রণালী।

BROWN SHOE POLISHES (PASTE.)

ব্রাউন জুতার পালিস্ (পেষ্ট]

হরিদ্বর্ণের মোম্	১ আঃ
পাম্ অয়েল	১ আঃ
তারপিণ তৈল	৩ আঃ

গরম জলের ভাপ্রায় একটা মুখবন্ধ পাত্রে উত্তমরূপে গালাইয়া ফেল, তাহাকে রং করিবার জন্য ব্রাউন্ ন্যান্কিন্ পাঁচ গ্রেণ মাত্র মিশাইলেই ইহা আটা আটা হইবে, তথন টীনের কৌটায় পুরিয়া ৵১০ একটী বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

দ্বিতীয় প্রকার

(তরল।)

হরিদ্বর্ণের মোম্	৪ আঃ
পটাস্ কার্ব্বনেট	½ আঃ
হরিদ্বর্ণের সাবান (বারসোপ)	১½ আঃ

এই গুলিকে অগ্নির উত্তাপে বেশ গালাইয়া ফেল, তাহার পর ইহাতে—

স্পিরিট টারপেন্টাইন	৫ আঃ
ফস্ফাইন	৪ গ্রেন্
জল	আধ আউন্স

ফস্ফাইনকে প্রথমে জলে দ্রব করিয়া বাকী গুলি দিয়া সুন্দর এবং সর্ব্বোতোভাবে মিশাইয়া উপরোক্ত উত্তপ্ত মিশ্রণটীর সহিত মিশাইয়া ফেল, শীতল হইলেই বোতলে রাখিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে।

পিপীলিকার উপদ্রব নিবারণের উপায়।

কেপ্ আলোজ	১ পাউণ্ড
জল	১ গ্যালন

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ আউন্স কর্পূরে উপরোক্ত সলুইসন আস্তে আস্তে ঢালিতে থাক, কর্পূর মিশিয়া যাইবে। যেখানে পিপিলিকার বাসা, সেই স্থানে ঢালিয়া দাও। বেগুন গাছ ও অন্যান্য গাছ-পালা যাহা পিপিলিকায় নষ্ট করে, তাহাতে মাথাইয়া দাও, পিপীলিকার উপদ্রব নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা লেবেল দিয়া বিক্রয় করা যাইবে।

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্।

দুগ্ধতত্ত্ব।

(অতি আবশ্যকীয় কথা)।

দুগ্ধের সহিত জন্তুমাত্রেই অতি শৈশবকাল হইতে সুপরিচিত, সুতরাং সে পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। এই দুগ্ধে জীবাণু সৃষ্টি হইয়া নানাপ্রকার কঠিন রোগের উৎপত্তি করিতেছে, এইরূপ একটা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মধ্যে কিছুদিন হইতে আন্দোলন চলিতেছে। এই ভয়ে পাশ্চাত্য দেশের বহু নরনারী দুগ্ধপান পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমনও শুনা যায়। কিন্তু সম্প্রতি, একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এইচ, ডি, চ্যাপ্লিন, "নর্থ্ আমেরিকান রিভিউ" নামক পত্রিকায় এই দুগ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ সারগর্ভ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার সারাংশ প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম কথা:—দুগ্ধে এমন কি জিনিষ আছে যে, জন্তু জন্মিয়াই তাহা পান করিবার জন্য প্রয়াস পায়।

দুগ্ধ যখন মাতৃস্তন হইতে দোহিত হইয়া কোন প্রকারে আলোড়িত না হইয়া স্থির থাকে, তথন ইহার উপরে একটা পাত্‌লা সরের মত পড়িতে থাকে; এইটী স্নেহ পদার্থ। ইহাতে মাথম এবং চর্ব্বি মিশ্রিত থাকে। যথন দুগ্ধ অম্লাক্ত হইয়া দধির আকার ধারণ করে, তথন ইহাতে মাংসের সমতুল্য পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহার নীচে যে জলীয় অংশ থাকে, তাহাতে এক বিশেষ প্রকারের শর্করা বিদ্যমান থাকে। ইহাতে কিঞ্চিৎ খনিজ পদার্থও মিশ্রিত থাকে। এখন দুগ্ধে, এই ত্রিমূর্ত্তির জীব-শরীরের কি কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে সৃষ্ট; তাহাই দেখান যাইতেছে।

যে অংশ অম্লস্বাদযুক্ত দধি, তাহা জন্তুশরীরে রক্ত এবং বিধানতন্ত্র গঠিত করে। তাহার তরলাংশে যে খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা দ্বারা অস্থিসমূহের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, এবং উপরে যে মাথম এবং চর্ব্বিবিশিষ্ট স্নেহপদার্থ থাকে, তাহাদ্বারা শরীরের তেজ—জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। এককথায়, দুগ্ধ পরিপাকযন্ত্রের অতি উপযুক্ত খাদ্য। জন্তুগণের শৈশবাবস্থায় যখন সমস্ত যন্ত্রই পরিপুষ্টতা লাভ করিতে প্রয়াসী, সেই সময় পরিপাক-যন্ত্রনিঃসৃত পদার্থ দ্বারা দুগ্ধ Solid food কঠিন খাদ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে। দুগ্ধ অতি সুখাদ্য—ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্ট।

এখন দুগ্ধে Bacteria বা জীবাণুর কথা আলোচনা করা যাক। গাভীর বাঁট হইতে দুগ্ধ বাহির হইবা মাত্রই তাহাতে এই জীবাণু থাকে। গাভী-গাত্রের ময়লা, গোশালার নানা দ্রব্য হইতেও গাভীগাত্র হইতে ইহা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হয়। মিশ্রিত হইয়া যত অধিকক্ষণ পড়িয়া থাকে, ততই জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে।

কয়েকঘণ্টার মধ্যে এক চা-চামচের এক চামচে দুগ্ধে লক্ষ লক্ষ জীবাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জীবাণুর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, দুগ্ধ তত টক্ হইয়া যায়। এখন কথা হইতেছে যে, এই সকল জীবাণু প্রকৃতই অনিষ্টকারক কি না? দুগ্ধে যে জীবাণুর সৃষ্টি হয়, ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে অভ্রান্ত, তবে ডাক্তার চাপলিনের মতে ইহার অধিকাংশই আদৌ অনিষ্টকারক নহে বরং হিতকর; "But most of them are not only harmless but positively beneficial," প্রোফেসর কণের মতে অর্দ্ধ চামচ মাথম প্রস্তুতের জন্য ভয়ানক টক্ দুগ্ধে ১৩০০০০০০০০ জীবাণু পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। অর্দ্ধ-চামচে দুগ্ধে যখন এত পরি-

মাণ জীবাণুর সৃষ্টি হয়, তখন প্রকৃতই যদি অনিষ্টকারক হইত, তাহা হইলে কেহ কি বাঁচিতে পারিত?

ব্যাক্‌টিরিয়া এক প্রকার উদ্ভিদের মত, রুটী প্রস্তুতের তক্র পদার্থ যাহাকে ইষ্ট বলে, তাহাতে এবং মস্‌রুম বা বেঙ্গের ছাতাতে এই ব্যাক্‌টিরিয়া প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মানুষ তাহা প্রচুর পরিমাণে খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং এই সকল দ্বারা সপ্রমাণিত হইতে পারে যে, দুগ্ধে যে জীবাণু জন্মিয়া থাকে, তাহার অনেকাংশই অনিষ্টকর নহে। এই সকল জীবাণুর মধ্যে সময় সময় বিষাক্ত জীবাণু আসিয়া জুটিয়া পড়ে, তাহা দ্বারা কখন কখন অনিষ্ট উৎপাদন হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। সুতরাং জীবাণুর ভয়ে দুগ্ধ পরিত্যাগ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। বোধ হয়, আমাদের সূক্ষ্মদর্শী প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসকগণ, সেই জন্য এই অনাবশ্যক জীবাণুতত্ত্বের কোন কথাই তাঁহাদের শাস্ত্রে উল্লেখও করিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই আধুনিক জীবাণুতত্ত্বের গোলমালে আসল চিকিৎসা-বিষয়ক ভৈষজ্যতত্ত্ব হীনবল হইয়া পড়িতেছে। রোগের প্রকৃত ঔষধতত্ত্বের জন্য ইহাঁরা আর বিশেষ চেষ্টাই করিতেছেন না। মশ, মাছি, জল, বায়ু, এই সকলেই রোগের মূল নিহিত আছে, ইহাই এখন তাহাদের বিশ্বাস; সেই জন্য ঐ সকল উপসর্গ নষ্ট করিবার জন্য বিবিধ পন্থার ব্যবস্থা হইতেছে মাত্র।

আমেরিকার কৃষিবিষয়ক শিক্ষাপদ্ধতি। *

বর্ত্তমান যুগে জগতের সমস্ত জাতিই কৃষির উন্নতির জন্য যত্নবান, আমেরিকা তাহার স্বাভাবিক অধ্যবসায়শীলতার জন্য শীর্ষস্থানীয়। পাঠকগণ! এক্ষণে তাঁহারা কি অভিনব উপায়ে যে অল্পশিক্ষিত কৃষকগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, আজ তাহাই দেখাইব। সাধারণ-তন্ত্র নিয়ন্ত্রিত আমেরিকার কৃষি-বিভাগে, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, সার-প্রস্তুতপ্রণালী, উচ্চশ্রেণীর গৃহপালিত পশুপক্ষী জন্মাইবার উপায়,—বিবিধপ্রকার শিল্পবিষয়ক বিভাগ সংযোজিত আছে। সেই সকল বিভাগ। যে কেবল কৃষিবিষয়ক রিপোর্ট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট দিয়াই কর্ত্তব্যের অবসান করে, তাহা নহে। এই সকল বিভাগে প্রকৃত কার্য্যকরী বিষয়ের আলোচনা এবং শিক্ষা হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলাফল অতি সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশিত হইয়া কৃষকগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে—তজ্জন্য কোন মূল্যও লওয়া হয় না। গবর্ণমেণ্ট এইরূপে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রসূত উন্নত প্রণালীর কৃষি-পদ্ধতি সাধারণ কৃষকগণের মধ্যে প্রচারিত করিতেছেন।

এই সকল তথ্য অনুসন্ধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে বড় বড় কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া কৃষিশিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের এই সাহায্য ব্যতীত প্রত্যেক ষ্টেটের মধ্যে সরকারী বেসরকারী কৃষিকলেজ এবং কৃষিবিদ্যালয় আছে; সেই সকল কলেজ এবং বিদ্যালয় সমূহের সহিত কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্র সংযোজিত আছে, সেই সকল কৃষিক্ষেত্রে কৃষকগণ ও তাহাদের পুত্রকন্যাগণ এবং অপর সাধারণ লোকেও সাধারণ শিক্ষার সহিত হাতে হেতেরে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করে। এই সকল বিদ্যালয় এবং কৃষি কলেজের প্রধান লক্ষ্য-কৃষকদিগকে হাতে হেতেরে বৈজ্ঞানিক কার্য্যকরী কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। সেই জন্যই এই সকল বিদ্যালয়ের সহিত কৃষিক্ষেত্র সংযোজিত আছে।

গ্রীষ্মকালে এই সকল বিদ্যালয়ের কৃষিক্লাস সমূহে শস্য, সার, পশুপক্ষীর উন্নতিবিষয়ক বক্তৃতা এবং উপদেশ দেওয়া হয়; গ্রীষ্মকালের এই সকল ক্লাস কেবল কৃষকগণের জন্যই খোলা হইয়া থাকে। এই সময়ে আমেরিকার নানাস্থান হইতে বহুদর্শী বড় বড় অভিজ্ঞ পাকালোক সমূহকে ঐ সকল বিদ্যালয়ে আনয়ন করা হয়। ষ্টেটের সমস্ত রেলপথে Concession অর্থাৎ অতি কম ভাড়ায় যাতায়াত করিতে দেওয়া হয়। এই সময় ঐ সকল বিদ্যালয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের দিন পড়িয়া যায়।

এই অবসরে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। আমেরিকার ষ্টেট্ স্কুল এবং কলেজ সমূহেরও শিক্ষা-বিস্তারের এক অপূর্ব্ব উপায় আছে। গ্রীষ্মকালে যখন নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, তখন ষ্টেট্ কলেজ এবং স্কুলগুলি গ্রীষ্মকালের স্কুলগুলির কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয় এবং গ্রীষ্মকালের কৃষিশিল্প-বিদ্যালয়সমূহ ৬৮ সপ্তাহ বড় বড় অধ্যাপক সমূহকে নিমন্ত্রণ করিয়া এবং তাঁহাদের দুর্লভ উপদেশ এবং বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সুবিধা উপভোগ করে। যে স্থানে এই স্কুল এবং কলেজগুলি স্থাপিত, তাহার চতুষ্পার্শ্বের সাধারণ লোক সমূহও এই সকল স্কুলে সেই সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যোগদান করে এবং কৃষিবিষয়ক শিক্ষালাভ করে। এই উপায়ে সমগ্র দেশটায় কৃষি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। কি অপূর্ব্ব উপায়! ইহা আমেরিকার ন্যায় উন্নতিশীল স্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থাই বটে।

এই কৃষিশিক্ষা-বিস্তারের আরও একটী অভিনব উপায়—Moveable school বা ভ্রমণশীল কৃষিবিদ্যালয়। আমেরিকার কৃষক-সম্প্রদায়ের শিক্ষা বিস্তার সভা—(American Association of Farmers' institute,) এই সকল বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই সকল ভ্রমণশীল বিদ্যালয়গুলিতে যন্ত্র, পুস্তক, কৃষি ও শিল্প-বিষয়ক বিবিধপ্রকার সরঞ্জাম থাকে, এবং শিক্ষা দিবার জন্য অতি সতর্কতার সহিত কতকগুলি বিষয় নির্ব্বাচিত থাকে। Expert

অর্থাৎ বিশেষ অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণ সেই সেই বিষয়ে Practical উপদেশ এবং শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই সকল ভ্রমণশীল বিদ্যালয় যেখানে যায়, সেখানকার, যে সকল যুবক ১৯ বৎসরের অধিকবয়স্ক, তাহাদের সাধারণ স্কুল-শিক্ষায় যৎসামান্য জ্ঞান থাকিলে এবং কিছু হাতে হেতেরে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে কৃষি বিষয়ক শিক্ষার জন্য এইরূপ ৮ হইতে ১৫টী মাত্র ছাত্র লওয়া হয়। কোনস্থানে এই স্কুল খুলিবার পূর্ব্বে সেখানকার লোকের নিকট হইতে যথারীতি বেতন এবং স্কুলের জন্য উপযুক্ত স্থানাদি দিবে, এইরূপ কতকগুলি নিয়মের উপর অঙ্গীকারপত্র লওয়া হইয়া থাকে। তাহার পর সেইস্থানে ভ্রমণশীল বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করা হয় এবং তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত মিতব্যয়জনক বিবিধপ্রকার অর্থকরী বিষয়-সমূহ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; যথা—কেমন করিয়া শস্য অধিক জন্মান যায়, কেমন করিয়া কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায় বলদাদি জন্তুগণের যত্ন করিতে হয়, এবং কৃষি-বিষয়ক সাধারণ শিক্ষায় কেমন করিয়া পারদর্শী হইতে পারা যায়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই শিক্ষার পাঠ্য একএকটী বিষয় সীমাবদ্ধ থাকে। যথা—পনির প্রস্তুতপ্রণালী, মাখম প্রস্তুতপ্রণালী, ফল জন্মাইবার উপায়, ইত্যাদি। একএক বিষয় একবর্ষ হাতে হেতেরে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল স্কুল ১ সপ্তাহ হইতে ২ মাস পর্য্যন্ত এক একস্থানে থাকিতে পারে। স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য,—কতকগুলি লোককে একটা বিষয়ে পাকা কাজের লোক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া। একএকটী বিষয়ের শিক্ষা ৩।৪ বৎসরও চলিয়া থাকে। যথা—দুগ্ধ সম্বন্ধীয় বিষয়।

১ম বৎসর	মাখম প্রস্তুত শিক্ষা
২য় বৎসর	পনির প্রস্তুত শিক্ষা।
৩য় বৎসর	দুগ্ধবৃদ্ধির উপায়-শিক্ষা।

প্রত্যেক ভ্রমণশীল বিদ্যালয়, অতি বিচক্ষণ একজন শিক্ষক এবং তাঁহার একটী সহকারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে। কৃষকগণের যে সময় কাজ কর্ম্মের অবস্থা কিছু নরম থাকে, সেই সময় এই বিদ্যালয়গুলি কাজ করিতে বাহির হয়। যখন বিদ্যালয়ের কোন কাজ না থাকে, তখন শিক্ষকগণকে কৃষকদিগের ফারমে ফারমে উপদেশ দিয়া বেড়াইতে হয়। বাজার হাট দেখিয়া রিপোর্ট দিতে হয় ইত্যাদি নানাকার্য্য করিতে হয়। কি সুন্দর উপায়!

মৌখিক এবং লিখিত পঠিত যাহাতে সুবিধাজনক হয়, সেইরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেক দিন প্রধান শিক্ষক দ্বারা একটা বিষয়ে একটী মাত্র (লেকচার) শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার পর পুস্তকাদি হইতে শিক্ষা এবং হাতে হেতেরে কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষার নিয়ম এইরূপ,—

৯ হইতে ১০টা কোন এক বিষয়ে উপদেশ এবং সেই সম্বন্ধে কথোপকথন।
১০টা হইতে ১২টা শিক্ষাবিষয়ক মৌখিক কথোপকথন।
১টা হইতে ৪টা হাতেহেতেরে কাজ শিক্ষা।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্কুল লইয়া অন্যত্রে যাইবার সময় সমস্ত বৎসরে কি কি করিতে হইবে, তাহার একটা নিয়ম করিয়া দিয়া যান এবং সেই নিয়মে কার্য্য করিয়া তাহার ফলাফলের যথাযোগ্য বিবরণ প্রত্যেক ছাত্রকে রাখিয়া দিতে হয়।

এইরূপ সকল অভিনব উপায়ে আমেরিকার কৃষি শিল্প-শিক্ষার বিস্তার করা হইয়া থাকে।

ভারতীয় ছাত্রগণের কর্ত্তব্য।

ইউরোপের কোন কোন প্রদেশে এবং জাপানে এই আমেরিকান প্রথানুযায়ী কাজ করিয়া বিশেষ সুফল ফলিতেছে। আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থায় অবশ্য নানা কারণে এইরূপ প্রথার প্রচলন সহজ-সাধ্য না হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ন্যাশন্যাল কলেজের ছাত্রগণ যখন গ্রীষ্মকালে স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে চেষ্টা করিয়া রাত্রিকালে কৃষকদিগকে একত্রিত করিয়া ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে অনায়াসে কৃষি এবং শস্য, সারতত্ত্ব এবং ফলচাষের উপদেশ দিয়া দেশের মহৎ উপকার করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রথমে না পাইলেও গ্রামবাসীগণ চেষ্টা করিয়া আরম্ভ করিলেও চলিতে পারে।

যদি কাহারও আমেরিকান কৃষিশিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতি সম্বন্ধে অধিক জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তিনি মিঃ জি, এন্ পটুডার, "ইণ্ডিয়া হাউস মাগাজীন" আফিস, মহিম—বম্বে, এই ঠিকানায় উত্তরের জন্য টিকিট দিয়া পত্র লিখিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারেন।

জনৈক ভারতীয় ছাত্র।

ষ্টাণ্ডফোর্ড ইউনিভারসিটি,
কালিফোর্ণিয়া,
৯ই এপ্রিল, ১৯০৯।

* এই পত্রখানি Dawn Magazine হইতেসংগৃহীত।

THE WAY OF CULTIVATING PERSONAL MAGNETISM.

ব্যক্তিগত তাড়িৎশক্তির উৎকর্ষতা সাধনের উপায়।

ব্যক্তিগত তাড়িতশক্তি কি? মনুষ-শরীরস্থ বিদ্যুৎ। সর্ব্বদাই জীব-শরীরে তাড়িত বিদ্যমান আছে। এই শরীরস্থ তাড়িৎ-শক্তি আমাদের বিবিধ প্রকার কদাচারে ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং এই শক্তির উৎকর্ষতা সাধন করিলে মানুষ জগতের সমস্ত জীবের উপর স্বীয় অসীম প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং এই শক্তির অভাবেই মানুষ নিস্তেজ হইয়া থাকে। এই শক্তিকে ইংরাজীতে বলে "Personal Magnetism" বা ব্যক্তিগত তাড়িত। প্রাচীনকালের আর্য্য-ঋষিগণের যে সকল অলৌকিক ঘটনা সমূহের

বিবিধ উপাখ্যান ভারত জুড়িয়া প্রচলিত আছে, আজ আমেরিকানগণ তাহার বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহারা প্রাণপণে এই শক্তির উৎকর্ষতা সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। অনেক ডাক্তার এই অদ্ভুতশক্তিদ্বারা উৎকট উৎকট রোগ আরোগ্য করিতেছেন। অনেক ব্যবসায়ী এই মোহিনী শক্তির প্রভাবে ক্রেতা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। অনেক মহিলা এই উপায়ে পুরুষের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তিগত তড়িৎশক্তির উৎকর্ষতা সাধনের জন্য মনস্থিরতার একান্ত প্রয়োজন। কোন বিষয়কে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে হইলে মনঃসংযোগ-শক্তিকে জগতের তাবৎ দ্রব্য ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত এবং একই বিষয়ে ব্যাপৃত করিলে, যাহা সংকল্প করা যাইবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে; অর্থাৎ তুমি আমায় ভাল বাস মনে করিলেই তুমি আমায় ভাল বাসিতে বাধ্য; তুমি আমার কথা-মত কাজ কর মনে করিলেই তুমি তাহা করিতে বাধ্য; আমার শক্তিমান তড়িৎশক্তি তোমার ক্ষীণ তড়িৎশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমার ইচ্ছার অধীন করিয়া তুলে। আমার তড়িৎশক্তি তোমার গাত্রস্পর্শ করিবামাত্রই তোমার রুগ্নদেহের তড়িতের অভাব পূরণ করিয়া তোমাকে উৎকট ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি করে। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আর্য্যশাস্ত্রে ঋষিগণ এই জন্য যোগাভ্যাস ও শুদ্ধ আচরণ দ্বারা চিত্তস্থির করিতেন এবং স্বীয় ব্যক্তিগত তড়িৎপ্রভাবে সর্ব্বভাবের উপর অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইতে পারিতেন।

মনের পবিত্র ভাব মনকে শক্তিশালী করিতে পারে। আমেরিকান পণ্ডিতগণ এই ব্যক্তিগত শক্তির উৎকর্ষতা সাধন জন্য উপদেশ দিতেছেন:—"To succeed in doing this, you must be right in heart, you must think right, you can not harbour unworthy thoughts or move obedieint to the beck of sinister motives without fixing your personality that you will reap the harvest of distrust." সংযম অভ্যাসের জন্যই আর্য্যঋষিগণ এত উপদেশ দিয়াছেন। এই সংযম শিক্ষা করিতে পারিলে মনের বল হইবে, তখন ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইতে হইবে না, তখন ক্রোধ স্নায়ুমণ্ডলীকে আলোড়িত করিয়া চিত্তের প্রশান্তভাব নষ্ট করিতে পারিবে না। সেই মনের অতুল শক্তিই self-magnetism. এই শক্তি দ্বারা মানুষ দীর্ঘজীবী হয়, জরামৃত্যু সহজে মানুষকে আয়ত্ত করিতে পারেন না। এই শক্তির বলে মানুষ, এমন-কি পরম পুরুষের ক্ষমতালাভ করিতেও পারে। ইহা সর্ব্বজাতির, সর্ব্বধর্ম্মের এবং সর্ব্বদেশের লোকেরই চেষ্টার আয়ত্তাধীন। ইহার প্রথম সোপান—চিত্তের স্থিরতা-সম্পাদন এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা সাধন, তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলে সকল মানুষই শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারে।

(ক্রমশঃ।)

ছেঁড়া ন্যাকৃড়া ও পশমী টুকরার ব্যবসায়।

অনেকের ধারণা—বিনা পয়সায় কোন ব্যবসায় করা যায় না। এই ধারণা তাঁহাদের খুব ভুল। আমাদের দেশে সকলেই ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাঁথা, ছেঁড়া মোজা বা গেঞ্জী অব্যবহার্য্য হইলেই ফেলিয়া দেয়। যদি কেহ নীচকার্য্য না ভাবিয়া, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক রাখিয়া, সহরের ও মফঃস্বলের ছেঁড়া কাপড়, কাঁথা, গেঞ্জী, মোজা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া অথবা মণ হিসাবে অপর স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া লয়েন এবং অপর লোকদ্বারা তাহা পরিষ্কার করিয়া আমাদের দেশের কাগজওয়ালীদিগের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, কিম্বা এই সকল ন্যাকড়া বস্তা-বন্দি করিয়া বিলাতে পাঠান, তবে বিলক্ষণ টাকার যোগাড় হইতে পারে। একার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে বোধ হয় দুই একটি টাকা হাতে করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা যায়। একপ্রকার বিনা পুঁজিতেই অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। অনেকে বলেন, রাস্তায় যে সমস্ত ছেঁড়া ন্যাকড়া পড়িয়া থাকে, তাহা সংগ্রহ করিলে নানাবিধ ছোঁয়াচে ব্যারাম হইতে পারে। কিন্তু "Textile World Record"এ প্রকাশ, ডাক্তার হালিওয়েল ডিউয়েসবরীর স্বাস্থ্যরক্ষক বলেন,—No epidemic disease has been traced to rags, অর্থাৎ ছেঁড়া ন্যাকড়ায় কোন সংক্রামক ব্যাধি হইতে দেখা যায় না। ব্যাটলীনগরের জন্মমৃত্যু-রেজিষ্ট্রার বলেন, ২৩ বৎসর ধরিয়া কার্য্যে যতদুর অভিজ্ঞ হইয়াছি, তাহাতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কোন হাড়দুষ্ট সংক্রামক ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। The Registrar of Births and Deaths at Batley states that during his 23 years of experience he has never known of death from Zymotic disease among rag-workers. ইহাতে বুঝা যাইতেছে, এই ব্যবসায় করিলেই যে নানা ব্যাধিতে মরিতে হইবে, তাহা নহে।

হাড়ের গুড়াদ্বারা মাটির উত্তম সার হয়। অনেকস্থানে হাড়ের গুঁড়াও করা হয়; কিন্তু তাহাদ্বারা স্বাস্থ্য যে প্রধান ধর্ম্ম, তাহারও হানি করা হয়। সেই গুঁড়া চিনি, ময়দা ও লবণের মধ্যে মিশাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে কি স্বাস্থ্যের হানি হয় না? কিন্তু সেই গুঁড়া যদি মাটির সাররূপে পরিণত করা হয়, তবে দেশ শস্যশ্যামলা হইয়া লোকের দু'বেলা আহারের সংস্থান হয় এবং তাহাতেও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ধর্ম্ম ও অর্থোপার্জ্জন উভয়ই হইতে পারে। কেহ কি এদিকে মনোযোগী হইবেন? ইতি।

শ্রীগণপতি রায়,
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট।

LOZENGES AND HOW TO MAKE THEM.

লজেঞ্জেস্ প্রস্তুতের উপায়।

—•—

লজেঞ্জেস্ আজকাল এদেশের বালক-বালিকাগণও বিলক্ষণ চিনিয়াছে—এমন বালক-বালিকা নাই যে এ জিনিষটা না চিনে; ইহা বালক-বালিকাগণেরই প্রিয়খাদ্য। চিনি এবং আরবি গঁদদ্বারা প্রস্তুত হয়। এদেশের লোকেও লজেঞ্জেস প্রস্তুত করিতেছে। ক্যানিং ষ্ট্রীটে ॥• আনা ॥৶• আনা দরে পাউণ্ড অর্থাৎ আধসের বিক্রয় হয়।

লজেঞ্জস প্রস্তুতের সাধারণ প্রথা :—ইহ-লোফ্ সুগার অর্থাৎ দানাদার পরিষ্কৃত চিনি এবং আরবি গঁদের জল—এই দুই দ্রব্যে প্রস্তুত হয়। প্রথমে জিনিষটা খুব সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া একটা মার্ব্বেল প্রস্তরের টালীতে দিয়া তাহার মাঝখানে একটা গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ১ পাউণ্ড আরবী গঁদে এক পাঁইট বোতলের এক বোতল জল দিয়া গঁদটাকে দ্রবীভূত কর, এবং সেই জল যতটুকু দিলে চিনি গুলিয়া আঁটাল কাদার মত হইতে পারে সেই পরিমাণ দিয়া কাদার মত করিয়া লইয়া নানা-প্রকার আকারের চাকৃতি, মাছ, গুলি প্রস্তুত করিয়া শুখাইলেই লজেঞ্জেস প্রস্তুত হইবে। এইটা হইল সাদা লজেঞ্জেস্। ইহাতে পিপার-মেণ্ট, জিঞ্জার, গোলাপ প্রভৃতি দিয়া সুগন্ধি করা হয়, এবং একটু হিতকারীও করা হয়।

পিপারমেণ্ট লজেঞ্জেস্।

পূর্ব্বোক্ত সাদা লজেঞ্জেসের সহিত ফোঁটা-কতক এসেন্স্ অফ্ পিপারমেণ্ট দিয়া উত্তম-রূপে মাখিয়া প্রায় ময়দার লেচি করার মত ঐ মার্ব্বেল টালীর উপর পাক দিয়া ৮ ইঞ্চি পরিমিত লম্বা ও ১ ইঞ্চি মোটা করিতে হইবে। তাহার পর ছুরী বা পীনের দ্বারা টুকরা করিয়া শুখাইয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করিতে হয়। এইরূপ লম্বা করিবার সময় ষ্টার্চ-পাউডার ঐ মার্ব্বেল পাথরের টালীর উপর দিতে হয়; নচেৎ চট্‌চটে হইয়া হাতে ও টালীতে লাগে। রৌদ্রে অথবা উনুনের আঁচে শুখাইবার ব্যবস্থা আছে। লজেঞ্জেস মাত্রই এইরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পিপার-মেণ্ট লজেঞ্জেস্ সহজে পরিপাক হয়।

জিঞ্জার লজেঞ্জেস্।

১ আউন্স শুদ্ধ আর্দ্রক চূর্ণ এবং ১ পাউণ্ড বা আধসের সূক্ষ্ম চিনি চূর্ণ; প্রস্তুত প্রণালী পূর্ব্ববৎ।

এখন লজেঞ্জেসে রং করার কথা বলিব। অধিকাংশ লজেঞ্জেস রঙ্গীন, ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। সচরাচর লাল এবং হরিৎবর্ণ লজেঞ্জেস অধিক দেখা যায়। লাল রং করিতে হইলে কোচিনিল এবং হলদে রং করিতে জাফ্‌রান ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোচিনিল এবং জাফ্‌রান—স্পিরিট অব ওয়াইন্‌এ ডুবাইয়া বাঁটিলে ইহার রং বাহির হয়। সেই রঙ্গীন জলের কিঞ্চিৎ—চিনি মাখি-বার সময়—দিলেই লজেঞ্জসে রঙ্গীন হইয়া যায়। এদেশের ময়রারাও সন্দেশে এইরূপ রং করে।

বাজারের অবস্থা।

রিপোর্টারের পত্র।

—:০:—

স্বদেশী আন্দোলনে অনেকের ব্যবসায়ে আসক্তি উদ্দীপ্ত হইয়াছে; এবং কলিকাতার রাস্তার উভয় পার্শ্বে যেখানেই তাকান যাউক না কেন, প্রচুর স্বদেশী ভাণ্ডারের সৃষ্টি হই-য়াছে। কিন্তু অনেক দোকানের স্থায়িত্বের আশা সংশয়াপন্ন। কারণ, এ সকল ব্যবসায়ীর ব্যবসায়-বুদ্ধির যথেষ্ট অভাব। মাল কাটাইবার ইহাদের ক্ষমতা নাই, কোন চেষ্টাও নাই। প্রায় অনেকেই হাঁটুতে বাহুলতা বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের অধিকাংশই বালক। আমা-দের ভয়—পাছে ইহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বসে। কলিকাতার যে সকল ব্যবসায়ী চিরদিন ব্যব-সায়ের বিজ্ঞাপন দিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এখনও বিজ্ঞাপন দিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নূতন আগন্তুক, তাঁহারা, জানি না কোন্ সাহসে, কোন্ আশায় আপে নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছেন! বুঝিতে পারি না ইহাঁরা কেমন করিয়া ব্যবসায়ে উন্নতি করিবেন!

এই সকল দোকানের অনেক প্রকার দ্রব্যও আমরা অতর্কিত-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, সেই সকল জিনিসের অধিকাংশই, হয় এসেন্স্, জুতার কালি, আলুর চুড়ী, নয় খানকতক সচিত্র পোষ্টকার্ড, হাণ্ডেল্, কড়ির বোতাম, না হয় ২।১ খানা ত্রিভঙ্গ বাঁকা চিরুণী। তাহা যে আছে, তাহা কেহ জানিতেও পারে না। অনেকেরই আভ্যন্তরিক অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া আসিতেছে,—দিন চলে না, এমন অবস্থাও হইয়াছে। অনেকের সাইনবোর্ড পাইকারের দোকানে ইতিমধ্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই অপরিণত-বয়স্ক—সুতরাং ব্যবসায়-বুদ্ধি অনেকেরই নাই। তোতাপাখীর মত স্বাধীন জীবিকার কথা শুনিয়াছে, তোতাপাখীর মত তাহাই আবৃত্তি করে মাত্র। একে বাঙ্গালী জগতের সমস্ত জাতি অপেক্ষা দীন;—ঘরের পয়সা লইয়া এইরূপ ব্যবসায়ে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট হইবে, চিন্তা-শীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। বাণিজ্যসম্ভার ক্রয় করিয়া ভাণ্ডারজাত করিয়া তাহা কাটাইবার চেষ্টা করা উচিত, বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণকে জানান আবশ্যক; নচেৎ সে সকল মাল্ কাটিতে পারে না। দোকান ফেল হইবেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সহরের লোকে পাঁচ দোকান দেখিয়া ক্রয় করিবার সুবিধা পায় এবং তাহাই করিয়া থাকে। এখানকার প্রায় সকল লোকেই, যে দোকানের সহিত বহুদিন জানা-শুনা থাকে, সেই দোকানেই ক্রয় করিয়া থাকে। যাহারা নূতন, যাহাদের অল্প পুঁজীর দোকান্, তাহাদের সহরের খরি-দ্দারের আশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত

নয়। সহরের বাহিরের খরিদদার সংগ্রহ করা আবশ্যক। বিজ্ঞাপন দিলে বাহিরের অর্ডার পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহারা তাহা করিতে সাহস করে না। স্বদেশী দ্রব্যের ক্রেতার অভাব নাই, কিন্তু দোকানদারগণের ক্রেতা ধরিবার ক্ষমতা বা বুদ্ধি। নাই এই দোষে অনেক দোকানের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

বড় বড় স্বদেশী ব্যবসায়ীগণ কতকটা জমাইয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রথমতঃ যেরূপভাবে বিজ্ঞাপনাদি দিয়া উন্নতি করিয়াছিলেন, এখন বাঙ্গালীর চিরস্বভাব অনুযায়ী তমোভাবে মত্ত, সেরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া থাকেন। বাজারের কেনা বেচার অবস্থা ভাল নহে। বুঝিয়া চলিবার আবশ্যক হইয়াছে।

বেকারের উপায়।

কাবুল পেশোয়ার প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সেখানকার লোকে আসিয়া এই বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে শাল, গরমকাপড় বিক্রয় করিয়া প্রচুর উপার্জ্জন করিয়া চলিয়া যায়। বাঙ্গালার লোকে দেখিয়া শুনিয়াও একাজ করে না কেন—কেহ বলিতে পারেন কি? শুদ্ধ ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব! বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ বাণিজ্য করিতে আসিয়াই ত ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছিল;—আমরা আদর্শ দেখিয়াই বা শিখি কৈ?

মূলধন না থাকিলে, কয়লার খনিওয়ালাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সহরের কলওয়ালাদের নিকট অর্ডার সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পাঠাইয়া কমিশন পাওয়া যায়। দিব্য স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। ইহাতে চাই কেবল ঐকান্তিক ইচ্ছা, আর কায়িক পরিশ্রম। কবি ড্যান্টি বলিয়াছিলেন:—

> Not on flowery beds
> nor under shade
> of canopy reposing
> Heaven is won"

কুসুমশয্যায় শায়িত হইয়া সৌভাগ্যস্বর্গ লাভের আশা করা অন্যায়। যাহার মূলধন নাই, কায়িক পরিশ্রম ও দুর্দ্দম্য উচ্চাশাই তাহার মূলধন।

মফঃস্বলে যাইয়া সহরের কাটা-কাপড়ের দোকানের জন্য অর্ডার সংগ্রহ করিতে পারিলে কমিশন পাওয়া যায়,—সে চেষ্টা কর না কেন?

কলিকাতা অঞ্চলের মালীদের নিকট কলম বান্ধা শিখিয়া দেশে ভাল গাছের কলম প্রস্তুত করিয়া মফঃস্বলেই বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা রোজগার করা যায়। মফঃস্বলের লোক সহর হইতে কলম কিনিয়া লইয়া যায়।

বীজের কাজ ভাল, আজকাল বেশ চলিতেছে – যে কেহ করিবে তাহারই চলিবে।

ধুনা গুগ্‌গুল, চন্দনকাষ্ঠের গুঁড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া পাড়াগাঁয়ের বাড়ী বাড়ী বিক্রয় হয়। পানের মশলা, পাখা, এসকলের পাড়াগাঁয়ের মধ্যে আদর আছে।

পুস্তক বান্ধায়ের কাজ শিখা ভাল - সহরে বসিয়া কাজ চালান যায়।

পুস্তক ফেরি করিয়া বিক্রয় করিলে মূলধন সংগ্রহ করা যায়। পুরাতন পুস্তকের দোকান করিয়া কলিকাতায় প্রধান একটা পুস্তকের দোকান চলিতেছে। ক্ষুদ্র কাজ আরম্ভ করিয়াই বড় হইতে হয়।

"Look on the bright side of everything" - সকল বিষয়ের উজ্জ্বল দিকই দর্শন করা উচিত। সর্ব্বদাই বিষণ্ণ বা দুঃখিত থাকিয়া জীবনকে অকর্ম্মণ্য করিও না। যেমন ভাবিবে, তোমার অবস্থা ঠিক সেইরূপই হইয়া দাঁড়াইবে। তুমি জান না যে, তুমি অহরহ দুঃখ এবং বিষাদ-চিন্তা করিয়াই বিষাদ এবং দুঃখকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া থাক। উল্লাসিত হও—বীর-হৃদয়ে দুঃখ সুখ উভয়কেই সমভাবে আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা কর।

"Joy often comes after sorrorw like morning after night"; দুঃখের পর সুখ,—তমসাচ্ছন্ন রজনীর পর প্রফুল্ল স্নিগ্ধ হাস্যময়ী উষার আলোক, এইত যুগ-যুগান্তর হইতে হইয়া আসিতেছে; তবে কেন বিষাদিত হও?

* * *

বাঙ্গালার নূতন সদানুষ্ঠান।

দেবালয়ে অর্পণ-পত্র।

বরাহনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুসৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতা, অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। সম্প্রতি তিনি আর একটী মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। ২১৩।৩২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তাঁহার একটী দ্বিতল বাটী আছে; তিনি সেই বাটী ট্রষ্টীদের অর্পণ করিয়াছেন। এই বাটীর মূল্য ১৪০০০ টাকা। ইহার নাম হইয়াছে "দেবালয়" এবং সমিতির নাম "দেবালয় সমিতি।" দেবালয়কে সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বধর্ম্মের মিলনমন্দিররূপে দেশের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। দেবালয়ের সুদীর্ঘ একখানি অর্পণপত্রের অনুলিপি আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে; তাহা পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছি, শশীবাবুর উদ্দেশ্য বিশেষ উদারতার পরিচায়ক,—স্বার্থত্যাগের একটী প্রকট দৃষ্টান্ত। দেবালয়-সমিতি হইতে দেবালয় নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷০ আনা। বারান্তরে আমরা ইহার সমালোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

চিনির কারখানা।

যশোহরের তারপুরে একটী নূতন চিনির কারখানা হইতেছে। আমরা "The Tarpur Sugar Works Limited," তারপুর সুগার

ওয়ার্কস্ লিমিটেড কোম্পানীর একখানি অনুষ্ঠানপত্র পাইয়াছি। ইহার মূলধন ৫ লক্ষ টাকা; প্রত্যেক অংশে ১০ টাকা হিসাবে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার অংশীদার গৃহীত হইবে।

কোম্পানীর উদ্দেশ্য—প্রধানতঃ খেজুরের গুড় হইতে, ধর্ম্মহানিকর জান্তব অঙ্গারের বিনা ব্যবহারে, বিশুদ্ধ চিনি প্রস্তুত করা, এবং চিনি হইবার পর পরিত্যক্ত অংশসমূহ হইতে আবশ্যকীয় অন্যান্য ব্যবসায়ের দ্রব্য প্রস্তুত করা, এবং কোম্পানীর বিশেষ ক্ষমতাশালী কল-কবজার সাহায্যে নানাবিধ অন্য শিল্পের উন্নতি করা। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, উত্তরপাড়ার কুমার রাজেন্দ্র-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম-এ, বি-এল মহাশয় এবং অন্যান্য গণ্যমাণ্য ব্যবসায়ী ও জমীদার ইহার ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশে যৌথ-কারবারের সংখ্যা যত বাড়িবে, ততই মঙ্গল। সেয়ারের মূল্যও যথেষ্ট সহজসাধ্য হইয়াছে। দেশের লোকের প্রাণপণে এইরূপ মহৎ অনুষ্ঠানের সাহায্য করা উচিত। যিনি বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম-এ বি এল, (কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ,) মহাশয়ের নিকট আবেদন করিয়া জানিতে পারেন। ঠিকানা ৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বসন্তের অদৃষ্ট

—(:০:)—

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

অকস্মাৎ জালবদ্ধ হইবামাত্রই ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর বসন্তকুমার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। কতক্ষণে যে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। যখন তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন, তখন দেখিলেন, অরণ্য-পরিবেষ্টিত একটী নিভৃত স্থান—তাহার পাদদেশে ধৌত করিয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিতা—৫।৭ জন নরনারী বালকবালিকা সেই নদীগর্ভে বস্ত্রের জাল পাতিয়া অতিনিবিষ্ট-চিত্তে বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া কি দেখিতেছে। তীরের পর্ণকুটীর—সেই কুটীরে একটী বৃক্ষের সহিত বসন্তকুমার দৃঢ়রূপে আবদ্ধ; তিনি দূর হইতে নদীগর্ভে বালক বালিকার হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইতেছেন; কিন্তু কেহই তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে সেই বস্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। বসন্তের চিন্তার বিরাম নাই। ইন্দিরার কথা মনে পড়িলেই চক্ষে দরদর-ধারায় অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। বসন্তকুমার জীবনে হতাশ হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কে ইহারা, নদীতে ইহারা কি করিতেছে? যাহারা তাঁহাকে ধরিয়া আনিল, তাহারা কোথায় গেল? ইহারা কি দস্যু? দস্যু যদি হইবে, তবে গাত্রস্পর্শও করিল না কেন? সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ অর্থও রহিয়াছে, তাহা লইল না কেন? কি উদ্দেশ্যে তবে ইহারা ধরিয়া আনিল? বসন্তকুমার কোন মীমাংসাই করিতে পারিলেন না। মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বসন্তকুমার বৃক্ষকাণ্ডে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; —প্রাতঃসমীরণ মৃদুমন্দে বন কুসুমের সৌরভ আনিয়া সেই শ্রান্ত অভুক্ত বন্দী পথিককে ব্যজন করিতে লাগিল। বসন্তকুমার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অল্প সময়মাত্র অতিক্রম করিয়াছে, একজন লোক ২।৩ জন বন্দী সঙ্গে সেই পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"এই সেই লোক?"

সঙ্গিগণ বলিল, "হাঁ—হুজুর!"

আগন্তুক অনেকক্ষণ মুখের পানে অনিমেষ-লোচনে তাকাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "ওস্‌কো খোল্ দেও"—

আদেশমাত্র অনুচরগণ বসন্তকুমারের বন্ধন খুলিয়া দিল এবং গাত্রস্পর্শ করিয়া জাগাইয়া দিল। বসন্তকুমার জাগরিত হইয়া দেখিলেন, এক দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান—দীর্ঘশ্মশ্রু এবং কেশরাশি, পরিধানে গৈরিক বসন—গলে রুদ্রাক্ষমালা। দৃষ্টি এত প্রখর যে, চক্ষে চক্ষু দেওয়া যায় না। অকস্মাৎ বসন্তকুমারের যুক্তকর অভিবাদনোদ্দেশে উত্তোলিত হইল। আগন্তুক প্রতি নমস্কার করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আগন্তুক দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে উপবেশন করিলেন। পুনরায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বসন্তকুমারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"কে তুমি?"

বসন্তকুমার বুঝিলেন, প্রশ্নকর্ত্তা বাঙ্গালী। বলিলেন, আপনি আমাদের বাঙ্গালী;—আমি দীন পথিক।

আগ।—এ বনভূমিতে আসিবার উদ্দেশ্য?

বসন্তকুমার।—উদ্দেশ্য ত এককথায় বুঝাই-বার উপায় নাই আমি পিপাসায় ক্ষুধায় বড় কাতর। আজ দুই দিন অনাহারে রহিয়াছি। দয়া করিয়া যদি দীনের দুঃখের কথা শুনিতে চাহেন, আগে একটু জল দিন্। আগন্তুক অনুচরগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যে পাত্রের ঠোঙ্গায় করিয়া গুটিকতক ফল এবং বাঁশের চোঙ্গা করিয়া এক চোঙ্গা জল আনিয়া বসন্তকুমারের হস্তে প্রদান করিল। বসন্তকুমার একবার আগন্তুকের মুখের প্রতি কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ফল কয়টী খাইয়া সমস্ত জলটুকু পান করিয়া যেন একটু সুস্থ হইলেন। তাহার পর আগন্তুক বলিলেন,—এখন বল, এ বন-ভূমির মধ্যে তোমার আগমনের কারণ কি?

বসন্তকুমার নিজের অবস্থা, নিজের উদ্দেশ্য, কেমন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন; তাহার পর কেমন অবস্থায় তিনি বন্দী হইয়া এখানে আসিয়াছেন—সমস্ত বর্ণনা করিলেন। আগন্তুক সমস্ত শুনিলেন; চক্ষে যেন একটু হর্ষচ্ছটা প্রতিভাত হইয়া গেল; বলিলেন, মুক্তি পাইলে কি করিতে চাও?

মুক্তি পাইলে, যে উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি, সেজন্য চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।

ব্যবসায়ীর জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:(•):—

অসন্তুষ্ট খরিদদারকে কি করিতে হইবে।

যখন কোন অসন্তুষ্ট খরিদদার কড়া চিঠি লিখিয়া ক্রীত দ্রব্যের সম্বন্ধে কোন ব্যবসায়ীর নিকট অভিযোগ করে, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি?

ধীর ভাবে পত্র খানি পড়িতে হইবে, নিজেদের কোন ত্রুটী আছে কি না, তাহা বিশেষ রূপে দেখিতে হইবে। যদি তেমন ত্রুটী হইয়া থাকে, মানুষের মত তাহা স্বীকার করিতে হইবে, বীরের মত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। ইহার ফলে হইবে কি? ক্রেতার মনে ব্যবসায়ী সম্বন্ধে এতই ভাল ধারণা হইয়া যাইবে যে, সে ক্রেতা সহজে আর অভিযোগ করিবেন না। ক্রেতার দোষ দেখাইতে যাওয়ায় কোন লাভ হয় না, ক্ষতিই হইয়া থাকে, তর্কে জগতের কেহই পরাস্ত হইতে চাহে না। প্রকৃত জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তি কিছু জগতের মধ্যে তত সুলভ নয়। সুতরাং সকলেই যে নিজের ত্রুটী মানিয়া লইবে, এমন আশা দুরাশা। Complaint অর্থাৎ অভিযোগ হইলেই তাহার প্রতিকার করাই, ক্রুদ্ধ—অসন্তুষ্ট ক্রেতাকে শান্ত করিবার প্রধান উপায়। অসন্তুষ্ট ক্রেতার অভিযোগ সুবিজ্ঞ ব্যবসায়ীর একটা মূল্যবান সুযোগ; এই সুযোগে বহু ক্রেতা চিরবাধ্য হইয়া যায়।

কেমন করিয়া? সহজে অতি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়ে, এরূপ ক্ষেত্রে বিলাতের "বিজ্‌নেসম্যান্‌স্‌ ম্যাগাজীন" নামক মাসিক পত্রিকায় মিঃ রবার্টষ্টং একবার এই সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—"এইরূপ সময়ে স্বত্বাধিকারীর নিজে পত্র লেখা উচিত, ইহাতে ক্রেতার মনে একটী বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, দোকানের মালিক স্বয়ং তাহার অভিযোগে মনোযোগ দিয়াছেন।" তিনি বলেন, আমরা নিম্নলিখিত প্রকারে সেই ক্রুদ্ধ ক্রেতার পত্রের উত্তর দিয়া থাকি যথা:—

My dear Sir,

"You sir complaint is of such a nature that I feel I should like to reply personally * * *"

অর্থাৎ "প্রিয় মহাশয়,

আপনার অভিযোগ এত গুরুতর যে, আমি স্বয়ং আপনার পত্রের উত্তর দিতে মনস্থ করিয়াছি, ইত্যাদি।" কোন ক্রেতা ঐ উপরের কয়টী লাইন পড়িয়াই আশ্বস্ত হইয়া যায়, নিজের কড়া চিঠির জন্য লজ্জিত হইয়া উঠে।

ক্রেতার ক্রুদ্ধ পত্রের উত্তরে যে ব্যবসায়ী বা যে ব্যবসায়ীর ম্যানেজার কড়া উত্তরই দিয়া বসেন, তিনি ব্যবসায়টী মাটী করেন। একজন ক্রেতার অসন্তোষ যদি তাহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলেও পাারাপার ছিল, কিন্তু সেই ক্রেতা শত শত ব্যক্তির মধ্যে সেই অসন্তোষ-বিষ সঞ্চালিত করিলে ব্যবসায় নষ্ট হইতে বড় বেশী দিনের আবশ্যক হয় না। ব্যবসায়ীর সেই জন্য প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত যে, বরং নিজের ক্ষতি স্বীকার করাও শ্রেয়, তথাপি শত্রু সৃষ্টি করা বিধেয় নয়। প্রত্যেক অসন্তুষ্ট ক্রেতাকে সেই জন্য সন্তুষ্ট করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।

S. P.

Editors talk with youngmen.

উন্নতির উপায়।

——:•:——

নিম্নলিখিত গুণগুলির উৎকর্ষতা সাধন করা সর্ব্বোই আবশ্যক; কি কি, যথা:—

আত্মাভিমান ত্যাগ, পিতৃধনে দৃষ্টিত্যাগ, ঐকান্তিক ইচ্ছা, ধৈর্য্য, সাহস, সময়ের মিতব্যয়িতা, তথ্যানুসন্ধান প্রবৃত্তি, অধ্যয়ন, সুশৃঙ্খলা, শিক্ষা, প্রিয়ভাষিতা, এবং সচ্চরিত্রতা।

আমাদের দেশের যুবকগণ প্রধানতঃ দুইটী কারণে নিশ্চেষ্ট হয় এবং সেই জন্য কখন কোন কাজেই উন্নতি করিতে পারে না।

১। আত্মাভিমান, ২। পিতৃধনে দৃষ্টি। এই দুইটী আগে সযত্নে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে উন্নতি করা অসম্ভব। আমি বড় ঘরের ছেলে, আমি ১০৲ টাকার চাকুরী করিব? আমি কখন মাঠে যাই নাই, আমি আজ জমি দেখিতে মাঠে যাইব? প্রথম প্রথম এই সকল কথা মাথায় ঢুকিয়া থাকে এবং এই ধারণা হইতেই ক্রমে চিরদিনের জন্য অলস হইয়া যায়। জগতে কেহই বড়লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। অবনত অবস্থা হইতেই উন্নতি করার নাম উন্নতি। পিতা পিতামহ অন্যান্য আত্মীয়গণের জীবনের প্রথম অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, সামান্য অবস্থা হইতে তাঁহারা উন্নতি করিয়াছিলেন। তখন তোমার এ অভিমান—ঘোর অনিষ্টকর অভিমান নষ্ট হইয়া যাইবে।

বড় হইতে হইলেই নীচু হওয়া আবশ্যক। যখনকার যেমন অবস্থা, তখন সৎপথে থাকিয়া উন্নতি করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমি একটা সামান্য কথায় দেখাইতেছি, আমাদের গ্রামের কয়েকজন যুবক একটা মণিহারীর দোকান করিয়াছিল। কি করিলে তাহাদের ব্যবসার উন্নতি হইতে পারে, আমাকে জিজ্ঞাসা করে। আমি বলিয়াছিলাম যে, সমস্ত দ্রব্য লইয়া বাজারে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এই সকল জিনিষের ক্রেতা অধিকাংশই স্ত্রীলোক, ক্রেতার স্বভাব ও রুচি বুঝিয়া ব্যবসা করিতে হয়। কারণ বাজারে স্ত্রীলোকেরা আসিতে পারে না, সুতরাং ফেরি করিয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিলে, বেশ উন্নতি

করিতে পার। কিন্তু আত্মাভিমানী যুবকগণ বলিয়াছিল, "ভদ্রলোকের ছেলে কি ফেরি করিতে পারে? ইহা অসম্ভব" এই বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দেয়। কিছুদিন পরে একজন ভিক্ষুক হিন্দুস্থানী গ্রামে ভিক্ষার্থে আসিয়া এক জনের বাটীতে চাকুরী করিতে থাকে। সে তাহার সামান্য বেতন হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া দুই চারিটী জিনিস খরিদ করিয়া আস্তে আস্তে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; আজ সে প্রকৃত ব্যবসাদার—বেশ উন্নতি করিয়া কাজ চালাইতেছে। ব্যবসায়ে আত্মাভিমান চলিবে না, নিজের উন্নতির জন্য যাহা করা আবশ্যক, তাহাই করিতে হইবে। লোকে উন্নত অবস্থারই সম্মান করিয়া থাকে, মুড়ুমালার দাঁত খাম্‌চিতে মানুষ কতক্ষণ ভুলিয়া থাকিতে পারে। বৃথা আত্মাভিমান অতি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রকৃত উন্নতির আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই এই আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিবেন, নচেৎ কদাচই উন্নতি হইবে না।

তুমি কদাচ পিতার অর্জ্জিত অর্থের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিও না, পিতার অর্থ আছে, তাহাতে তোমার কি? উপযুক্ত পুত্রের কাজ পিতার সঞ্চিত অর্থ রক্ষা করা, তাহাকে বৃদ্ধি করা। তুমি যখন জন্মিয়াছ, তোমায় কিছু করিতেই হইবে, তবে তোমার কর্ত্তব্য পূর্ণ হইবে। তুমি নিজে উপার্জ্জন করিবে, পিতার অর্জ্জিত ধনে নিজের অর্জ্জন যোগ দিয়া বৰ্দ্ধিত করিবে, তবে তোমার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন হইবে। এই পিতার ধন দেখিয়া অনেক যুবকের মাথা খারাপ হইয়া যায়, "বাবা যাহা উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহাই যথেষ্ট" এই ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া অতি কাপুরুষের ন্যায় সঞ্চিত অর্থ বসিয়া খাইলে কতকাল থাকে? বসিয়া বসিয়া খাইয়া ক্রমে দরিদ্রতা আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে থাকে, এক পুরুষ বা দুই পুরুষেই দেখিবে, এই সকল সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। হয় পিতার অর্থ অতি সাবধানে খাটাইয়া বৃদ্ধি করিবে বা তাহা কারবারে রক্ষা করিবে। পিতার অর্থের দিকে দৃষ্টি করিয়া আলস্যে কাল কাটাইও না।

কারণ, "Idle brain is the Devil's workshop" অর্থাৎ অলসের মস্তিষ্ক ভূতের কারখানা। কোন কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে নানা উপসর্গ জুটিয়া তোমায় কুপথে লইয়া যাইবে, তখন পৈতৃক সম্পত্তি অতি শীঘ্র নষ্ট করিয়া ফেলিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

পশ্চাতে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে গেলে পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, পৈতৃকধনের আশা করিয়া স্বীয় উন্নতি চেষ্টা করাও তেমনি অসম্ভব জানিও। কি বিদ্যা-শিক্ষা, কি ব্যবসায় বাণিজ্য, কি চাকুরী, সমস্ত বিষয়েই তুমি ক্ষীণ-উদ্যম হইয়া পড়িবে। কারণ ঐকান্তিক ইচ্ছা না থাকিলে কিছুই সফল হয় না। পশ্চাতে দৃষ্টি থাকিলে তোমার যথাযোগ্য চেষ্টার অভাব হইবে এবং এই অভাব হইতেই তোমার উন্নতির আশা নষ্ট হইবে। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক বড় লোকের ছেলেও কারবার ও বাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারে। আজকাল এ দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়। বরং মধ্যবিত্ত লোকের সন্তানগণই অধিক বিলাসী এবং অকর্ম্মণ্য হইতেছে। যে সকল বড় লোকের ছেলে সংসারে উন্নতি করে ও করিয়াছে, আমি তাহাদের মধ্যে এই দেখিতে পাইয়াছি, তাহারা নামে বড় লোক, মেজাজে নহে। তাহারা যথার্থ বিবেচক, তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে ঐকান্তিক যত্নই প্রধান উপকরণ। সেই জন্য ইহারা উন্নতি করিয়াছে ও উন্নতি করিতে পারে এবং তাহারাই পাকা ব্যবসাদার।

এখন আমি বলিব, ঐকান্তিক ইচ্ছা কাহাকে বলে এবং ঐকান্তিক ইচ্ছার আবশ্যকতা কত দূর। কোন বিষয়ে একাগ্র চিন্তাকে ঐকান্তিক বলা যাইতে পারে। কোন বিষয়ে কায়মনে যোগ দিয়া সেই কার্য্যের সাধনচেষ্টাকেই ঐকান্তিক ইচ্ছা বলে।

মানুষ যখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন এই ঐকান্তিক ইচ্ছা না থাকিলে সে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

অনেক বালক সর্ব্বদাই 'হাতে-পুস্তকে' বসিয়া থাকে, তাহারা কদাচ কৃতকার্য্য হয় না। কারণ তাহা বাহ্যিক চেষ্টা মাত্র। অনেক যুবকই পূর্ণ উপার্জ্জনের সময়ে কেমন করিয়া বসিয়া বসিয়া আমোদ আহ্লাদে কাটাইবে, তাহাই ভাবে—কিন্তু মুখে কাজ কর্ম্মের ব্যস্ততার ভাব দেখায়। তাহা ত ঐকান্তিক নহে, তাহা ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রতারণাপূর্ণ ভাণ মাত্র। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেই কৃতকার্য্যতা অবশ্যম্ভাবী।

ধ্রুব যথার্থই ঐকান্তিক মনের সহিত ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিল, তাই কৃতকার্য্য হইয়াছিল, একলব্য যথার্থই ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত দ্রোণের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া বাণ শিক্ষা করিয়াছিল, তাই কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ফ্রান্সের জনৈক সামান্য সৈনিক যথার্থই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সে নিশ্চয়ই সৈন্যাধ্যক্ষ হইবে—তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছিল, তাই তাহার বীরত্বে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল।

স্মাইল্‌সে রসেল্‌প্‌-হেল্‌প (Self-help) নামক গ্রন্থে তিনি এক সূত্রধর বালকের ঐকান্তিক ইচ্ছার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এক দিন এক সূত্রধর বালক এক ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাসন মেরামত করিতেছিল, কিন্তু এত মনোযোগের সহিত তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল যে, তাহাতে স্মাইল সাহেবের মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছিল। স্মাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক! সামান্য মেরামত কার্য্যে এতক্ষণ ধরিয়া এত মনোযোগের সহিত কি দেখিতেছ?" বালক উত্তর করিল,

"আমি যখন ম্যাজিষ্ট্রেট হইব, তখন কিরূপ-ভাবে ইহা গঠিত হইলে ইহা আমার সুবিধা-জনক হইতে পরিবে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি।" স্মাইল শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন—"বালক, ইহা খুব উচ্চাশা নহে কি?"

"না—না, ইহা আবার উচ্চাশা কি? ইহাও যেমন উচ্চাশা, ওদিকে আমারও তেমনি উচ্চ ঐকান্তিক ইচ্ছা আছে, আমি প্রাণপণ করিয়াছি,—ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেই হইবে। কিছুদিন পরে সেই বালকই ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। দরিদ্র সূত্রধর-বালক নিজের কঠোর চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিয়া উচ্চ বিচারাসনে আসীন হইয়াছিল।

সোয়ারো (Suaro) একজন জগদ্বিখ্যাত বীর এবং সেনানী,—শুদ্ধ এই ঐকান্তিক ইচ্ছার বলে, তাঁহার সৈন্যগণ যখনই কোন রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছে, তখনই তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা নিশ্চয়ই আজ অর্দ্ধ-ইচ্ছার সহিত রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাই পরাজয় হইয়াছ,—নচেৎ প্রকৃত ঐকান্তিক মনের সহিত কার্য্য করিলে নিষ্ফল হইবে কেন।"

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একজন জগৎ-বিখ্যাত বীর এবং ফরাসি রাজ্যের অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী সম্রাট, ঐকান্তিক ইচ্ছাই তাঁহার সমস্ত কার্য্যে জয়লাভের একমাত্র কারণ। যখন তিনি আল্‌প্‌স নামক পর্ব্বত অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্য ও সেনানীগণ ঐ দুরারোহ পর্ব্বতমালা উল্লঙ্ঘন করিতে নিতান্তই অক্ষম হইলেন। নেপোলিয়ান বলিলেন, "তবে পর্ব্বত কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত কর।"

সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারগণ একবাক্যে বলিলেন, "ইহা নিতান্তই অসম্ভব কার্য্য।"

নেপোলিয়ন সহাস্যবদনে বলিলেন, "অসম্ভব কথাটা নির্ব্বোধের অভিধানের কথা মাত্র। ঐকান্তিক ইচ্ছার সম্মুখে কোন বাধা বিঘ্ন দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, সে বিশ্বাস আমার নাই।"

তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৈন্যগণকে যুদ্ধের অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ছেনী ও হাতুড়ী দ্বারা পর্ব্বত কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার উৎসাহ বাক্যে, তাঁহার পর্য্য-বেক্ষণে অসম্ভব সম্ভব হইল, দুর্গম গিরিচূড়া ধূলায় পরিণত হইল। এই মহাপুরুষ সেই নবাবিষ্কৃত রাস্তার উপর দিয়া সৈন্য চালনা করিতে করিতে বলিলেন—"সৈন্যগণ! আমার প্রিয় সেনানিগণ! ইহাই স্থির জানিও, এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখিও যে, প্রবল এবং ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত কার্য্য করিলে কিছুই অসম্ভব নহে।"

ঐকান্তিক ইচ্ছার কাছে বাধা বিঘ্ন নতশিরে অবস্থান করিয়া থাকে, জগতের সমস্ত কর্ম্মবীর, সমস্ত ধর্ম্মবীর এই একই মূল মন্ত্রে চালিত হইয়া কৃতকার্য্য হন, কার্য্যক্ষেত্রের ঘোর সংগ্রামে বারম্বার আহত হইয়াও এই এক ঐকান্তিক ইচ্ছার গুণে কৃতকার্য্য হইয়া বিজয়-লক্ষ্মীর শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিয়া থাকেন। নিশ্চেষ্ট হইয়া অর্দ্ধ-ইচ্ছার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়া সৌভাগ্যলাভের আশা অশ্বডিম্ববৎ প্রহেলিকা মাত্র।

জীবনের অবনতির বিবিধ কারণ থাকিলেও ঐকান্তিক ইচ্ছার দুর্ব্বলতাই বিশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার আর্নল্ড বলিয়াছিলেন, "যেখানে নির্ব্বোধ এবং বুদ্ধিমান বলিয়া যে সকল বালক দেখিবে, তাহাদের বুদ্ধির আধিক্য জন্য বড় বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। যাহা কিছু পার্থক্য তাহাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা লইয়া। যে বালক বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত, নিশ্চয়ই ঐকান্তিক ইচ্ছা—শিখিবার প্রবল বাসনাই তাহার এইরূপ উৎকর্ষতা লাভের এক মাত্র কারণ। যাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা দুর্ব্বল, সেই বালক সর্ব্ব বিষয়েই অপারক হইয়া নির্ব্বোধ এবং অধম বালক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়ে। অতি নির্ব্বোধ বলিয়া যে বালক বিখ্যাত ছিল, যখন তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা সবল হইয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে যে, সে উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে।" সমস্ত কার্য্যেই এইরূপ। ধর্ম্ম, উপার্জ্জন, বিদ্যাশিক্ষা, ব্যবসায়, সর্ব্ব বিষয়েই ঐকান্তিক ইচ্ছায় অভিনিবেশ না থাকিলে উন্নতির আশা দুরাশা জানিবে। মানুষকে বড় করিতে পারে কেবল স্থির অধ্যবসায়ে; অর্থেও নহে, সহায়েও নহে। হৃদয়ে গাঢ় অভিনিবিষ্টতা, অপ্রতিহত ধৈর্য্য, উচ্চ আশা, এবং স্থির লক্ষ চাই, তবে উন্নতি করিতে পারিবে।

এই সকল গুণের উৎকর্ষতা সাধনার্থেই বিদ্যালয়ে তোমায় শিক্ষালাভার্থে কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই সকল গুণের অভাবেই তোমার ভবিষ্যজীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। ব্যবসায় বাণিজ্যে এই সকল গুণের বড় বেশী আবশ্যক। মানুষ কৃতকার্য্য হয় না কেবল তাহার মন অনুষ্ঠিত-কার্য্যে সম্যকরূপে নিয়োজিত করিতে পারে না বলিয়া। বহু সহস্র শিক্ষানবিশ প্রথম প্রতি-বন্ধকতায়, প্রথম আঘাতেই পশ্চাৎপদ হয়, ধৈর্য্য থাকে না। কারণ ঐকান্তিক ইচ্ছার অভাবেই ধৈর্য্য নষ্ট হয়; ধৈর্য্য আন্তরিক ইচ্ছার সহচরী। যেখানে আন্তরিক ইচ্ছা, সেই স্থানেই ধৈর্য্য আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

আর একটা কথা, ঘাত প্রতিঘাতে ভীত হইও না, ঘাত প্রতিঘাত না পাইলে দৃঢ়তা জন্মে না, খনি হইতে উত্তোলিত লৌহ তুলিবামাত্র কার্য্যোপযোগী হয় না, বহু ঘাত প্রতিঘাতে তাহা কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। মানুষ মাতৃগর্ভ হইতে জন্মিয়া বহু ঘাত প্রতিঘাতে তবে মানুষ হয়। প্রতিবন্ধক ও বাধা দেখিয়া ভীত হইও না, যাহারা সংসারে দুঃখের চাপরে পড়িয়া অভাবের আঘাতে সবল না হইয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের আশা করে, তাহারা ভ্রান্ত। তাহারা প্রকৃত মানুষ

হইতে পারে না। তাই বলি, যদি তুমি উন্নত জীবনের আশা করিয়া থাক, ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কুজ্ঝটিকা দেখিয়া ভীত হইও না; অভাব, সহায়হীনতা, কঠোরতা, এ সকলে পশ্চাৎ-পদ হইও না, ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হইবে—There is will there is way, যেখানে প্রকৃত ইচ্ছা, সেই স্থানেই উপায় আছে। আলোকের নিকট যেমন অন্ধকার থাকে না, প্রবল ইচ্ছার সম্মুখে সেইরূপ প্রতিবাদ্ধকও থাকিতে পারে না।

একজন চীন দেশীয় ছাত্র কিছুতেই নিজের পাঠ অভ্যাস করিতে পারিত না; এক দিন সে হতাশ হইয়া সমস্ত গ্রন্থগুলি নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া শূন্যমনে ফিরিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, কে একটী স্ত্রী-লোক একখণ্ড স্থূল লৌহ লইয়া প্রস্তর-খণ্ডে ঘসিতেছে। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "এত মোটা লৌহখণ্ডকে ঘষিয়া কি করিবে?"

স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল,—"বৎস! আমার একটী সুচিকার আবশ্যক আছে, সেই জন্য এই লৌহ খণ্ডকে ঘষিয়া প্রস্তুত করিতেছি।

বালক। সুচিকা! এত মোটা লৌহ হইতে সুচিকা হইতে পারিবে? অসম্ভব কথা!

স্ত্রী। না, বৎস, অসম্ভব কিছুই নহে, ইচ্ছা থাকিলেই সব হয়, তবে একটু ধৈর্য্য চাই, আমি এইরূপেই সুচিকা প্রস্তুত করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয় করিয়া থাকি। ইহা হইতেই আমার দিন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যাহাদের ধৈর্য্য নাই, উৎসাহ নাই, কোন কার্য্যে মনঃসংযোগ নাই, তাহারা সমস্ত কার্য্যই অসম্ভব বিবেচনা করে। তাই তাহারা পুনঃপুনঃ বিফলমনোরথ হয়। সংসারে অসম্ভব কিছুই নাই।

বালকের চমক ভাঙ্গিল, সে আর কোন কথা না বলিয়া নদীগর্ভে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক ভাসমান গ্রন্থরাশি উদ্ধার করিয়া পুনরায় অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। এইবার পূর্ণ ইচ্ছার পালা। ঐকান্তিক ইচ্ছা সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়া, শেষে বালক চীনদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিল—সমগ্র জগৎ আজও তাহার উপদেশ-রাশিকে মূল্যবান মনে করিয়া থাকেন।

আজ কালকার বাবুরা কোন ব্যবসা বাণিজ্যে বা অন্য কোন কার্য্যে যদি একবার বিফলমনোরথ হন, অমনি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই কার্য্যের উন্নতি হইবে, সে বিষয়টা চিন্তা করিবার শক্তি অনেক বাবুর নাই। কার্য্য আরম্ভ করিয়া শত শত বাধা বিপত্তি ঘটিলেও বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ না হইয়া যে ব্যক্তি স্থিরলক্ষে একান্তঃকরণে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত কর্ম্মবীর, এবং তাহার উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী।

আমি একবার স্বয়ং যখন টেলিগ্রাফের কার্য্য শিক্ষা করিতে যাই, প্রথম প্রথম আমাকে ব্যাপারটা এমনি কঠিন বোধ হইয়াছিল যে, আমার কয়েকজন বন্ধু উৎসাহ প্রদান না করিলে, বোধ হয় আমি কিছুতেই তাহা শিখিতে পারিতাম না। সেই বন্ধুদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যেদিন হইতে আমি এ বিষয়ে একান্ত ইচ্ছার সহিত শিক্ষায় মনোযোগ দিলাম, সেই দিন হইতে বুঝিতে লাগিলাম যে, এ কট্‌মট্‌ টরটরর ভিতর কথা আছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—

অনন্যমনা হইয়া যে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহারই। সর্ব্ববিষয়েই তাহাই। অনন্যমনা হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তবে মনস্কাম পূর্ণ হইবে, অসাধ্য সুসাধ্য হইবে, বিফল সফল হইবে, দুর্গম সুগম হইবে, অন্ধকার আলোক হইবে, মরুভূমিতে শীতল ছায়া মিলিবে। মনে রাখিও, উন্নতির প্রথম সোপান—"ঐকান্তিক ইচ্ছা।"

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

বহুদিন হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরের নিদানতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া এই অব্যর্থ ম্যালেরিয়া মিক্শ্চার আবিষ্কার হইয়াছে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর, সবিরাম ও স্বল্পবিরাম প্রকৃতির জ্বর, প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বর, পাণ্ডু বা কামলা সংযুক্ত জ্বর, দৌকালীন ও পক্ষান্ত, পুনঃ পুনঃ আক্রমণশীল প্রভৃতি পালাজ্বর এবং তদানুষঙ্গিক উৎকট উপসর্গাদি অল্প দিন মধ্যেই আরোগ্য হয়। স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারা যায় যে, মেসিয়ার ম্যালেরিয়্যাল মিক্শ্চারের তুল্য অব্যয় ও ম্যালেরিয়াকীটনাশক, আরোগ্যকারী ও প্রতিশেধক পরীক্ষিত মহৌষধ ইতিপূর্ব্বে আর কথনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

ম্যালেরিয়ার যাবতীয় কষ্টসাধ্য লক্ষণ সমূহ যথা—বিবমিষা, হস্ত পদাদির শোথ, পাণ্ডু-বর্ণতা, প্লীহা বা যকৃতের বিবৃদ্ধি, উদরী ও গ্রন্থি শোথ, কয়েক মাত্রা মেসিয়া মিক্শ্চার সেবনেই নির্দ্দোষ হয়। এই ঔষধে আসামের দুর্দ্দান্ত কালাজ্বর অচিরে নিরাময় হয়।

এক বোতল মেসিয়ার ম্যালেরিয়্যাল মিক্শ্চার দ্বারা ২।৩টী রোগী নির্দ্দোষ রূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

জ্বর অন্তে এই ঔষধ কিছু দিন ব্যবহার করিলে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া শরীরের বল, বীর্য্য ও রক্ত বৃদ্ধি হয়। ইহার ন্যায় বলকারী, অগ্নিদ্বীপক, ম্যালেরিয়া প্রতিকারক ও প্রতিশেধক মহৌষধ জগতে আর নাই। এই ঔষধ সম্পূর্ণ যন্ত্র সাহায্যে প্রস্তুত সুতরাং একেবারেই হস্ত দ্বারা কলুষিত নহে।

মেসিয়ার মিক্শ্চার সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। মূল্য—বড় বোতল ১৷০ আনা; ছোট বোতল ৸০ আনা।

প্রত্যেক শুক্রবার প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত দরিদ্রদিগকে
বিনামূল্যে ঔষধ দাতব্য করা হয়।

একমাত্র এজেন্ট—এইচ, এস, আবদুল গণি,

খুচরা ও পাইকারী ঔষধ বিক্রেতা।

৯৩, নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস. পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

অপূর্ব্ব আবিষ্কার।

"সুরমা"—দেবলোকে
সুরবালারও প্রিয়!

কেন বলুন দেখি? এমন সুন্দর ঢলঢলে লাবণ্যময়-জ্যোতি আর কোন বিলাস-ভোগের নয় বলিয়া। সুরমা মর্ত্তে—সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার উপভোগ্য—কেন বলুন দেখি? একটু সুরমা মাথায় মাখিলে—বেলা যূথি, মালতী-মল্লিকার মিশ্রসৌন্দর্য্যে দিগ্‌দিগন্ত সুবাসে ভরিয়া উঠে। সুরমা রমণীর বিলাস-ভোগ, যুবকের কেশকলা প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ উপাদান — প্রেমিক - প্রেমিকার আদরের জিনিষ। মাথার চুল কালো করিতে—সুগন্ধে চিত্ত বিভোর করিতে, চুলকে কুঞ্চিত ও নরম করিতে মাথার মরামাস খুস্কি নাশ করিয়া চুলের বৃদ্ধি করিতে—ইহার সমকক্ষ বুঝি আর কিছুই এ ধরাধামে নাই। তাই সুরমা দেবলোকে সুরবালার প্রিয়—মর্ত্তে রমণীর সখের সাধের—সোহাগের ধন! প্রেমিক ভাবেন, সামান্য মূল্যে এক শিশি সুগন্ধি সুরমা মেলে—তখন তাহা দিয়া প্রিয়তমার কুঞ্চিত কেশপাশ মার্জ্জিত করিয়া দিয়া সৌন্দর্য্য উপভোগের অবসরটা কেন মিছামিছি হারাই! এই জন্যই সুরমার এত আদর—এত বেশী কাট্‌তি—এত বেশী খরিদদার। পূজার বাজারে সুরমা এক শিশি না কিনিলে আপনার জীবনের একটা সাধ অপূর্ণ থাকিবে।

মূল্যাদি :—প্রতি শিশি ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল ।৵০ সাত আনা।

এস, পি. সেন এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্।

১৯।২নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২৸০ টাকা মাত্র। Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal, Devoted to Useful Art, Manufacture &c.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। | New Series, August, 1909. নূতন সংস্করণ। অগষ্ট, ১৯০৯। | Vol. III. No. 8.

আসল "লক্ষ্মীবিলাস" রামচন্দ্রমূর্ত্তিবিশিষ্ট

ট্রেড মার্কাযুক্ত দেখিয়া লইবেন।

আমরা বিশেষ যত্নে বহু অর্থব্যয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়েকটী ভারতীয় ফুলের নির্য্যাসে স্বদেশজাত স্বদেশীয় ফুলের "পুষ্প-সার বা সেন্ট" প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছি। আস্ত টাট্‌কা ফুলের গন্ধ বাতাসে উড়িয়া যায় না। গুণে শ্রেষ্ঠ, তবে স্বদেশজাত স্বদেশীয় ফুলের মিষ্ট মধুময় সৌগন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী ফুলের বৈদেশিক কঠোর গন্ধের দিকে কেন প্রধাবিত হয়েন? আমাদের বহু যত্নে প্রস্তুত বেলা, সেফালিকা, চম্পক, মালতি, জেস্‌মিন, বোকে, লিলি অব দি ভ্যালি, ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, তিন শিশির সুন্দর বাক্স, মূল্য ২৷৹ টাকা।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

(স্থাপিত সন ১৮৮২ সাল।)

অতুল ধনসম্পত্তিশালী রাজাধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই লক্ষ্মীবিলাসের পরিচয় জানেন। লক্ষ্মীবিলাস কেবল বিলাসের সামগ্রী নহে, বিবিধ শারীরিক এবং মানসিক পীড়া দূর করিতেও অমোঘ মহৌষধ। বলবৃদ্ধি করিতে, উৎসাহ আনিতে, শ্রীবৃদ্ধি করিতে, চর্ম্মের মসৃণতা উৎপাদন করিতে, লক্ষ্মীবিলাসই গুণে ও গন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা ডজন ৭৷৹, ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমারস্‌—এম, এল, বসু এণ্ড কোং। আফিস,—১২২ নং পুরাতন চীনাবাজার। ফ্যাক্টরী—১২ নং নারিকেল বাগান, কলিকাতা।

কি আর্ত্তনাদ!

"প্রাণ যায়!"

নিশীথ রজনীতে প্রায় প্রতি গৃহেই শিশুর রোদনধ্বনি—পিতা মাতার আর্ত্তনাদ, শয্যা ছাড়িয়া ভূমিশয্যা! কি ভীষণ ছারপোকার কঠোর দংশন!—কেমন করিয়া এই দুর্দ্দম্য শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? পরদিন প্রাতেই প্রতিকারের উপায়—এক কৌটা কিটিংস পাউডার কিনিয়া বিছানায় দিয়া রাখ! সুখে নিদ্রা যাইবে। ভয় নাই—ইহা মানুষের পক্ষে বিষাক্ত নহে, কেবল কীটনাশক। ইহা দুর্গন্ধবিহীন। ইহা দ্বারা আরও বহুকার্য্য হইবে। লণ্ডনের রসায়ন-তত্ত্ববিদ টমাস্ কিটিং সাহেবের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া জগতের সর্ব্বত্রই বিক্রয় হয়।

ভারতের স্পেশ্যাল এজেণ্টস্‌—মেঃ বি, এল, দাঁ এণ্ড কোং,
জেনারেল অর্ডার সপ্লায়ার্স, ৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড

পুস্তকখানিতে সরল বাঙ্গালা ভাষায় একটী অভিনব অর্থকরী আমেরিকান ব্যবসায় রহস্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তক শীল করা বিক্রয় হয়। ঘরে বসিয়া এ কাজ করিলে বেশ উপার্জ্জন করা যায়। অতি যৎসামান্য মূলধনের আবশ্যক মাত্র। কাপড়ে বাঁধাই গিল্টি অক্ষরে পুস্তকের নাম প্রভৃতি। মূল্য ভি, পি সমেত ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১ নং অভয় হালদার্ লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

জবাকুসুম তৈল

মস্তিষ্ক শীতল এবং কেশবৃদ্ধির জন্য জগৎ বিখ্যাত।

ভারতের গণ্যমান্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রাজন্যবর্গ এবং রাজ্ঞীগণ সকলেই জবাকুসুম তৈলই ব্যবহার করেন। বহু দিবস যদি শিরোরোগে, অথবা কেশসম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, তবে জবাকুসুম ব্যবহারেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবেন।

ইহা মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর, মস্তা সৌরভময় এবং আশু কেশরোগ সংহারক।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ভিঃ পিঃতে ১৷৵৹ মাত্র।

দেখুন।

হিজ্ হাইনেস শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ ঝান্সী প্রদেশাধিপতি কে, জি, সি, এস, আই, বাহাদুরের অভিমত—

"জবাকুসুম তৈল যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা সমস্ত শরীরের স্নিগ্ধতাকারক।"

হার হাইনেস শ্রীল শ্রীযুক্তা মাড়োয়ার অধিশ্বরী মহারাণী অধিরাণী সাহেবা (যোধপুর) লিখিয়াছেন—

* * "জবাকুসুম তৈল বড়ই উপকারী। আমি ইহা অত্যন্ত পছন্দ করি এবং প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকি।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture etc.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। | New Series, August, 1909. | নূতন সংস্করণ। আগষ্ট, ১৯০৯। | vol. 111. No. 8.

শোকসংবাদ।

মহামতি লর্ড রিপণ।

— : : —

ভারতবন্ধু লর্ড রিপণ আর ইহজগতে নাই। কোটী কোটি ভারতবাসী নরনারীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া গত ১১ই জুলাই ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট মহামতি লর্ড-রিপণ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভারত শাসন হইতে অবসর গ্রহণের পরও তিনি ইংলণ্ডে বসিয়া এই চির-দুঃখিনী ভারতের সর্ব্বদাই মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী ধর্ম্মপ্রাণ —ন্যায় নিষ্ঠ—উদারনৈতিক ছিলেন। ভারতবাসী কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেনা। ভারতের ইতিহাসে চিরকাল তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, লর্ড ক্যানিং এবং বেণ্টিংএর পর এমন বড়লাট আর কখনও এ দেশে আসেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সত্য একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বত বিশেষ, সকলের এই গিরিচুড়ায় আরোহন করা শক্তিতে কুলায় না।

মানবের জ্ঞানই পক্ষ স্বরূপ, অমর জগতে যাইতে হইলে এই জ্ঞানে পক্ষের সাহায্য ব্যতীত যাওয়া যায় না।

যদি আপনি আজও "কাজের লোকের" গ্রাহক না হইয়া থাকেন, তবে অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। কেবল বাৎসরিক ২॥ টাকা পাইবার আশাতেই যে আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি তাহা নহে। "কাজের লোক" কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সাধনায় নিয়োজিত, আপনি সেই উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্যকারী হউন। দেশের লোক উদ্যোগী হউক, প্রকৃত কার্য্যকরী শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার জ্ঞান লাভ করুক, ইহা কি আপনার অভিপ্রেত এবং সংকল্প নহে? যদি তাহাই হয়, আপনাকে তাহা হইলে "কাজের লোককে" সাহায্য করিতে হইবে—পুত্র, কন্যা, পরিবারবর্গ, প্রতিবাসীগণকে শিক্ষা দিতে আপনার সময় ও সুবিধা না হইলে মাসান্তে "কাজের লোক" যথাসাধ্য তাহা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। আপনার যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থ-ত্যাগে এই মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে এবং তাহাই হওয়া উচিত। দেশে অসংখ্য বেকার—বসিয়া বসিয়া অমূল্য জীবনকে অকর্ম্মণ্য করে, আপনার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাইলে "কাজের লোক" বহু কার্য্যকরী পন্থা প্রদর্শণে সক্ষম হইবে। সাধারণ লোকশিক্ষা জাতীয় উন্নতির একটী বিশেষ সরঞ্জাম, এদেশের সাধারণ লোককে শিক্ষিত করিতে হইবে, ভদ্রলোকগণকে নিজে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আশাগত লোক সকলকে শিখাইতে হইবে, তবে প্রকৃত সুফল ফলিবার বৃক্ষ রোপিত হইবে। সুতরাং "কাজের লোকের" আপনি গ্রাহক হউন অপরকেও অনুরোধ করিয়া সাহায্য করুন। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

THE ART OF CANVASSING.
Manners of a Canvasser.
ক্যানভাসারের আদব কায়দা।

একটা কথা আছে, "যা করে না পুঁথিতে, তা করে পুঁতিতে।" কথাটা বড় সারবান। পুঁতি শব্দের অর্থ বাক্য-মাধুর্য্য, কথা কহিবার

মাধুর্য্যে জগতের অর্দ্ধেক লোক বশীভূত হয়। ক্যানভাসারের এইটুকু আবশ্যক। এইজন্য ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, Tact as a Lubricant,, কলকারখানাতে একপ্রকার তৈল ব্যবহার হয়, তাহার সাহায্যে কল চলিয়া থাকে, কথাবার্ত্তার মাধুর্য্যে অনেক সময় সফলতা লাভ করা যায়। ইহাকে Tact বলে।

অনেক বড় ডাক্তার কথাবার্ত্তার কর্কশতার জন্য, মাধুর্য্যের অভাবে বিরাগভাজন হন, অনেক স্ত্রীর এই গুণ না থাকায় স্বামীর হৃদয় অধিকার করিতে পারেন না, অনেক উকিল এইগুণের অভাবে বটতলায় আশ্রয় লইয়া আদালত বন্ধের পর হতাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

ইঁহারা Tactless অর্থাৎ কথাবার্ত্তার শ্রীহীন ব্যক্তি। এই মাধুর্য্য, কথাবার্ত্তার আদব কায়দার উপর নির্ভর করে, ইহার নাম ম্যানার্স বা আদব কায়দা। এই আদব-কায়দার ন্যূনাধিক্যের উপর উন্নতির ভাবি ফলাফল নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়া এখানে সেই কৌশল সম্বন্ধে কিছু শিক্ষাদিবার আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

ক্যানভাসারের পোষাক পরিচ্ছদ।

যেরূপ সমাজে মিশিয়া ক্যানভাস করিবার বাসনা, সেই সমাজের উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত। সাহেবদের নিকট বাঙ্গালীর কোট পেণ্টুলেন পরিয়া তদ্রূপ hat বা টুপি ব্যবহার না করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ইংরাজ সমাজের আদব কায়দার জন্য "Etiquette" নামক পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য।

এদেশীয় লোকের নিকট ক্যানভাসারের জাতীয় পোষাক ব্যবহার করা বিধেয়। তাহাই আদরনীয় হইয়া থাকে। আমি গিয়াছি কাজ করিতে, কিন্তু এমনি না হিন্দু না মুসলমানের পোষাক পড়িয়া গিয়াছি যে, লোকে আগে সেই পোষাক পরিচ্ছদের সমালোচনা না করিয়াই থাকিতে পারে না। এদিকে লোকের স্বভাব, পরের পোষাক-পরিচ্ছদের সমালোচনা করিতে ভাল বাসে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা-সিধা পোষাক পরিচ্ছদ করিলে কোন কথাই উঠিতে পারে না। যত রকমারি করিবে, ততই লোকের সমালোচনা প্রবৃত্তি উত্তেজিত করা হইবে। একজন বিদেশীয় ক্যানভাসার এ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, "Remember that you will be received as a gentleman, if you appear and act like one, for your dress and manners are all that a stranger have to judge first, you should even dress well with plain simplicity" অর্থাৎ "যদি তুমি লোকের নিকট ভদ্রলোকের ন্যায় উপস্থিত হও তবে—ভদ্রোচিত ব্যবহার পাইবে এবং সমাদৃত হইবে, কারণ অপরিচিত ব্যক্তি কেবল তোমার পোষাক এবং আদবকায়দা দেখিয়াই তাহার বিচার করিবে। তোমার সাদাসিধা অথচ ভাল পোষাক করাই উচিত।"

এক প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ সকল সমাজের উপযোগী নহে। খুব ধুমধাম পোষাক গরীব লোকের সমাজের উপযুক্ত নহে, কারণ তোমার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহারা তোমার সহিত মিশিতে সাহসী হইবে না। আবার নিকৃষ্ট দানহীনের বেশ বড় সমাজের ঘৃণা উত্তেজিত করিবে। সেইজন্য মাঝামাঝি সাদাসিধা পরিচ্ছদই ক্যানভাসারের উপযুক্ত। লোকে অপরের বিলাসিতা দেখিতে ভাল বাসে না। প্রকৃত ভদ্রলোকের পোষাকে বিলাসিতা থাকে না। বিলাসিতা অপব্যয়শীলতার পরিচায়ক, কাজের-লোকের পক্ষে অপব্যয়-শীলতা এবং বিলাসিতা উভয়ই সাধারণ বিশ্বাসের ভীষণ অন্তরায়—লোকের বিশ্বাস যেন ছোট করিয়া দেয়, কাজ হয় না। সুতরাং সকল বিষয়েই এবং সকল স্থানেই যেন বিলাসিতা না প্রকাশ পায়। লোকে নিজের পয়সায় পোষাক ও বিলাস করে, কিন্তু সাধারণ লোকের স্বভাব, তাহারা পরের বিলাসিতা দেখিলে উপহাস করে। খাটিতে বাহির হইয়াছ —কিন্তু পোষাক করিলে, অঙ্গুলিতে ৫টা অঙ্গুরী, মাথায় কুন্তল তৈল, পায়ে পম্পসু বা জুতা, হাতে ছড়ি, এসেন্সে দীগন্ত পরিব্যপ্ত, এইরূপ পোষাক করিলে জামাইবাবু হওয়ার অসুবিধা হয় না বটে, কিন্তু ক্যানভাসার হওয়া চলে না। এরূপ করিয়া বাহির হইলে লোক-হাঁসান চলে।

কোন ইংরাজ ব্যবসায়ী বা কাজের-লোকের এরূপ হাস্যাস্পদ পোষাক কখন দেখিতে পাইবে না, তাহারা পরিশ্রমের সময় পরিশ্রম করে, বিলাসের সময় বিলাস করে। আমাদের তাহা নাই, কালাকাল কার্য্যাকার্য্য বিচার নাই, এক বিলাসিতাপূর্ণ জামাইবাবুর পোষাক করিতে শিখিয়াছি। এ সকল আদব কায়দার অভাব অপারমার্জ্জনীয়। একজন মৃতব্যক্তির পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্যও এইরূপ পোষাক করিয়া গিয়াছিলেন। লোকে তৎক্ষণাৎ তাহার সমালোচনা করিয়াছিল।

সাক্ষাতের পদ্ধতি।

—:০:—

HOW TO BE INTRODUCED?

১। যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে, অগ্রে তাহার সহিত Engagement অর্থাৎ সাক্ষাতের সময়-নিরূপণ করা উচিত, অকস্মাৎ অপরিচিত লোকের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে বিব্রত করিয়া তোলা হইবে।

২। একখানি ভিজিটিং কার্ড ছাপান আবশ্যক, পাশ্চাত্য সভ্যতায় এই ভিজিটিং কার্ড প্রচলন। ইংরাজ-রাজত্বের সুবিস্তারের সহিত এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত বহিয়াছে, সেই সঙ্গে অধুনা ভিজিটিং কার্ডও এদেশে প্রচলিত হইয়াছে, পদ্ধতিটাও মন্দও নহে। যাহার সহিত সাক্ষাত করিতে হয়, তাহার ভৃত্য দ্বারা একখানি ভিজিটিং কার্ড পাঠাইয়া দিতে হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত

হয়েন। কখনও কাহারও Private compartment বা গুপ্ত গৃহে প্রবেশ করা সভ্যতা-সূচক নহে, সেইজন্য অগ্রে ভিজিটিং কার্ড পাঠাইয়া সাক্ষাতের আকাঙ্খা জ্ঞাপন করিতে হয়, অনুমতি পাইলে সাক্ষাৎ করা উচিত। নিম্নে এক খানি ভিজিটিং কার্ডের নমুনা দেওয়া গেল। যথা—

S. P. Chatterjee
Wellington Street,
Solicits the favor of
an interview.

এই হইল ভিজিটিং কার্ড। কেহ কেহ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য পেন্সিল দিয়াও একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দেন। ছাপাইতে ১০০ মায় কার্ড ১৷৷০ টাকা হইতে ২৲ টাকা পড়ে।

গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে সতর্কতা।

—:০:—

কার্ড পাঠাইয়া অনুমতি পাইলে যে স্থানেই তিনি থাকুন, সাক্ষাৎ করিবে। যদি সাধারণ আফিসে বা কার্য্যালয়ে কাজের সময় উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে ভিজিটিং কার্ড না দিয়াও যাওয়া যায়। কারণ তিনি কার্য্যের জন্য, সাক্ষাতের জন্যই সেখানে উপস্থিত থাকেন।

গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

১। অন্য লোকের সহিত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে কোন কথার প্রস্তাব করিওনা, কার্য্য নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

২। ব্যস্ত থাকিলে কোন প্রস্তাব করিও না, ব্যস্ত লোকের নিকট কোন কার্য্যেরই প্রস্তাব কার্য্যকারী হয় না।

৩। নিকটে বসিবার আসন শূন্য না থাকিলে প্রবেশ করিও না বরং সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া আসিবে, নচেৎ উপস্থিত সকলকে বিব্রত করা হইবে।

৪। বৃদ্ধ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকিলে অগ্রে আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিবে, শ্বেত চুলের সমগ্র সভ্য জগতে সম্মান আছে।

৫। ক্রেতা আসিলে কোনকথা তুলিবে না, কারণ ব্যবসায়ীর ক্রেতা অপেক্ষা মূল্যবান কিছুই নাই। ক্যানভাসারের তৎক্ষণাৎ নীরব বা অপসারিত হওয়া উচিত।

অনেক ক্যানভাসার এইগুলি উপেক্ষা করিয়া কার্য্যের প্রস্তাব করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। আমি প্রায় ১৫ বৎসর এই কার্য্যে ছিলাম, কদাচ এগুলি উপেক্ষা করি নাই। আমি প্রায় সকল স্থানেই কৃতকার্য্য হইতাম।

ART OF ADVERTISING III.
বিজ্ঞাপনের কৌশল।

(৩)

যে সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—বিজ্ঞাপনদাতার সেইগুলি প্রাথমিক পাঠস্বরূপ। আজ প্রকৃত বিজ্ঞাপন কিরূপ লিখিলে কার্য্যকারী হইতে পারে, তাহাই বুঝাইব। ধর—একটা পেটেণ্ট মেডিসিন বা ঔষধ। এই পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন লিখিতে হইলে দুটী বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকার আবশ্যক, এক রোগীর হৃদয়ে, আর অন্য রোগের লক্ষণে।

রোগীর হৃদয় সম্বন্ধে রহস্য।

রোগীর রোগ হইলে সে ভয়ানক উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, মানুষ যখন সুস্থ থাকে, তখন সে তাহার শরীরের খোঁজ খবর রাখে না। কিন্তু যখন অসুখ হয়, তখন সে কি ভাবে? সে ভাবে আমার কি হইল, আমি খাইতে পারি না, আমার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, আমার হাত পা জ্বালা করে কেন?—আমার ঘুম নাই, মাথা ধরে কেন, আমার মাথাতেই কি পীড়া হইল? আমি স্বপ্ন দেখি কেন—আমার বুক বড় ধড়ফড় করে কেন? আমার কি হৃদরোগ? আহা হয়ত আমি হঠাৎ মরিয়া যাইব, কিসে আমার এ পীড়া ভাল হইবে? দিনকতক ভাবিতে ভাবিতে রোগ আরও বৃদ্ধি হয়, কারণ মানসিক চিন্তা স্নায়ুমণ্ডলীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, ক্রমে ভাল জীর্ণ হয় না, রক্ত কম হয়, শরীর দুর্ব্বল হয়, বুক ধড়ধড়ানী বাড়ীতে থাকে, প্রাণ যায় যায় হয়, রোগী ক্রমে হতাশ হয়। এই সময় যদি কোন সুবিজ্ঞ বিজ্ঞাপনলেখক একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করেন :—

আপনার সাংঘাতিক ভ্রম!

আপনি কি বড় দুর্ব্বল, আপনার কি সুনিদ্রা হয় না? আপনি কি রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, আপনার কি হৃদি-স্পন্দন করে? আপনার কি কোষ্ঠ-বদ্ধতা শিরঃপীড়া আছে; আপনার কি গা হাত পা জ্বালা করে—আপনার কি প্রস্রাব লাল হয়, আপনার কি অম্ল হয়, আপনার ভ্রম হইয়াছে! আপনার মস্তিষ্কের পীড়া নহে। আপনার হৃদিস্পন্দন হৃদ-রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ নহে, আপনি আমার * * ব্যবহার করিলে অচিরে ভগ্ন-স্বাস্থ্য পুনঃগঠিত করিতে পারিবেন, ইহা পরিবর্ত্তক, রক্ত-পরিষ্কারক, বহু রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, আপনিও আবার আরোগ্য হইবেন। মূল্য প্রতি বাক্স ১৲ আপনি নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন, আপনার হতাশ হইবার কোন কারণই নাই।

রোগী পাঠ করিল, মনে মনে ভাবিল, এই সকলই ত আমারও হয়, আমি একবার এই ঔষধ খাইয়া দেখিব। রোগীর শরীরস্থ যন্ত্রাদিতে কোন অভিজ্ঞতা নাই, পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন ঐ সকল লক্ষণাবলী দিয়া বলিতেছে, আপনার ভ্রম, ইহা হৃদরোগ নহে, ইহা শিরঃপীড়া নহে তবে কি হইয়াছে?

"পেটেণ্ট ঔষধওয়ালা তাহার বিজ্ঞাপনে বলিতেছে—হৃদিস্পন্দনে অনেকে মনে করেন, তাহা হৃদরোগ কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—ইহা অজীর্ণতা, যাহাকে ডিস্পেপসিয়া বলে, ইহাতে

সুচারু জীর্ণ না হওয়ায় ভুক্তদ্রব্য বায়ুকারক হইয়া উঠে। কাজেই পেটে বায়ু সঞ্চিত হয়। বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত হইয়া থাকে। কোষ্ঠ-বদ্ধতা হয়, মল কঠিন হইয়া যায়, বৃহদন্ত্রের মাংস সমুদায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া কার্য্য করে না, সুতরাং আবদ্ধ বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া পাকস্থলীকে আন্দোলিত করে, বক্ষযন্ত্রের নীচেই পাকস্থলী —সেই সময় হৃদযন্ত্রের ক্ষণিক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য শিরঃপীড়া অসম্ভব নয়। * * * ঔষধ কোষ্ঠপরিষ্কারক, পরিপাক-বর্দ্ধক, রক্ত-কারক।"

রোগী দেখে কথাই ত এই, এ ত বাস্তবিক ঘটনা, পেটের বায়ুই—ইহার কারণ সুতরাং ঔষধে তাহার আস্থা জন্মে, কথাগুলিতে বিশ্বাস হয়, সে ক্রয় করে।

এদিকে কোষ্ঠ-পরিষ্কারক ঔষধও এই ঔষধে আছে, মনের বিশ্বাস এবং ঔষধের সাধারণ গুণে সে ভালও হয়।

পেটেন্ট ঔষধকারীকে যে ডাক্তার হইতেই হইবে, তাহার কিছু মানে নাই, রোগ সকলের লক্ষণতত্ত্বে, মানবের স্বাভাবিক চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। ইহাই পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন লিখিবার কৌশল। ঔষধ ভাল, কেবল ভাল সমস্ত ভাল, কিন্তু বুঝাইয়া রোগীর হৃদয় অধিকার করিতে না পারিলে এ সকল জিনিসের বিজ্ঞাপন বৃথা হয়।

(ক্রমশঃ)

(SPECIALLY WRITTEN FOR KAJER LOKA.)

সরিষা।

(কবিরাজ বিশারদ কর্ত্তৃক লিখিত)।

নামকরণ।—সংস্কৃত, সিদ্ধার্থ; বাঙ্গালা, সরিষা; রাই-সরিষা; হিন্দী, রায় রায়ান।

পণ্ডিতপ্রবর সুশ্রুত পিপ্পল্যাদিগণের মধ্যে সরিষার স্থান নিরূপণ করিয়াছেন। পিপ্পল্যাদিগণভুক্ত ঔষধ সমূহ সর্দ্দিনাশক, ক্ষুধাকর, অরুচি-নিবারক এবং পরিপাক-শক্তির সহায়ক, গুল্ম ও শূলনাশক এবং আমাশয়ের ক্রিয়া বৃদ্ধিকর।—সংশোধনীয় ও সংশমনীয় গুণবিশিষ্ট হওয়াতে সরিষা বমনকারক-বর্গ মধ্যে একটী প্রধান ঔষধ। নস্য দ্রব্যগণের মধ্যেও সরিষার উল্লেখ দেখা যায়।

বাজারে দুই প্রকার সরিষা পাওয়া যায়। শ্বেত-সরিষা ও কৃষ্ণ-সরিষা। শ্বেত-সরিষা অপেক্ষা কৃষ্ণ-সরিষা অধিক তেজস্কর। তজ্জন্য স্থানীয় উত্তেজনার আবশ্যক হইলে কৃষ্ণ-সরিষার পুলটিস্ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। তরকারী ও চাটনীতে সরিষা এই দেশে প্রচুরপরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ।

বমন করাইবার আবশ্যক হইলে নিরাপদে সরিষা প্রয়োগ করিতে পারা যায়। সিকি তোলা সরিষা উত্তমরূপে বাটিয়া বড় এক গেলাস গরমজল সহ গলাধঃকরণ করিতে হইবে। ৫।১০ মিনিট পরে যদি বমি না হয়, পুনরায় ২।৩ বার ঐরূপে সেবন করিতে পাবেন। যদি উহাতেও বমি না হয়—তবে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিবেন।—সরিষা, বচ, লোধ, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক সিকিতোলা, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশাইবেন। ৩০ গ্রেণ পরিমাণে উক্ত দ্রব্য গরম জল সহ সেবন করিলে নিশ্চয়ই বমন হইবে। মাদকতায়, বিষপানে, অথবা দুষ্পাচ্য দ্রব্য, অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজনে বমন করাইবার আবশ্যকতা হইলে উপরোক্ত দুইটী ব্যবস্থা অতীব সুন্দর ফল প্রদান করিবে। এই ব্যবস্থায় একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে রোগীর বমনজনিত কোন প্রকার অবসাদ বোধ হইবে না।

অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি রোগে সরিষাঘটিত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইবে:—সরিষা, জীরক, ভৃর্জ্জিত-হিং, আর্দ্রক ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক সমপরিমাণ লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করণান্তর মিশ্রিত করিবে। পরিমাণ, প্রাতে ঘোলসহ সিকিতোলা।

বহিঃপ্রয়োগ।

"মাষ্টার্ড প্রয়োগ", কথা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু ইহার বিবরণ বোধ হয় সকলে না জানিতে পারেন। মাষ্টার্ড প্রয়োগ সরিষার পুলটিস্ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন্ কোন্ ব্যাধিতে সরিষার পুলটিস্ কার্য্যকরী বুঝাইবার পূর্ব্বে কি করিয়া পুলটিস তৈয়ার করিতে হয়—তাহাই বলিব।

সরিষার খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ শীতল জলসহ কর্দ্দমের ন্যায় ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। একখানি মোটা কাগজ বা বস্ত্রখণ্ড পাতিয়া তাহার উপর উক্ত দ্রব্য সমান করিয়া বিছাইয়া লইবে এবং স্থানীয় প্রয়োগ হেতু ব্যবহার করিবে। শিশু বা রমণী, যাহাদিগের চর্ম্ম অতীব কোমল,—তাহাদিগের জন্য চর্ম্মের উপর পাতলা বস্ত্রখণ্ড বিছাইয়া তাহার উপর পুলটিস্ বসাইবে।

যখন দেখিবে, চর্ম্ম লালাভ হইয়াছে। তখন পুলটিস্ উঠাইয়া লইবে। অধিক যন্ত্রণা হইলেই যে পুলটিস্ ভাল হইয়াছে—বুঝিতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই। ১০।১৫ মিনিট থাকিলেই সাধারণতঃ উত্তমরূপ পুলটিস্ দেওয়া হইল জানিবে। বেলেস্তারা (Blister) কথা শুনিয়াছেন? বেলাস্তারাও এই সরিষার পুলটিস মাত্র। কেবল মাত্র ইহা আধঘন্টা কাল রাখিতে হয়। তাহাতে ফোস্কা পড়ে এবং সময়ে সময়ে ঘা শুখাইতে দেরী হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রাতে সরিষার পুলটিস্ দিবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ রোগে সরিষার পুলটিস্ উপযোগী।

চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ ও শার্ঙ্গধর এই তিন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেই সরিষার পুলটিসের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। পুলটিশকে—"প্রলেপন" বলা যাইতে পারে। ইহাদের মতে জ্বর, বিকার, সন্নিপাত, শ্লৈষ্মিক বিকার, কম্পন, মূর্চ্ছা, অপস্মার, উন্মাদ, স্নায়বিক

বেদনা, বাত-বেদনা, বেদনাযুক্ত গ্রন্থীস্ফীতি, পক্ষাঘাত ইত্যাদিতে ইহার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগেও সরিষার প্রলেপনের ব্যবস্থা আছে।

ফুটন্ত জলে সরিষাচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া এই জলে পা ডুবাইতে পারিলে মস্তিষ্কে রক্তোদ্গমে ও বিকার বা সান্নিপাতে উপকার হয়।

উন্মাদ ও অপস্মারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা পরীক্ষণীয়। নাভিদেশের নিম্ন হইতে পদ-প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় অংশ সরিষাসিদ্ধ গরম জলে ডুবাইয়া আবরণ করিতে হইবে। এবং মস্তিষ্কে ঠাণ্ডাজলে ভিজান গামছা বা তোয়ালে জড়াইয়া দিবে। ইহাতে রোগী শান্তিলাভ করিবে এবং ত্বরায় ঘুমাইয়া পড়িবে। উপরোক্ত প্রকারে সরিষা-সিদ্ধ জলে পা ডুবাইতে পারিলেও ফল পাওয়া যায়।

জ্বরের অবস্থায় - অতিরিক্ত বকিলে তল-পেটে সরিষার পুলটীস্ দিবে। কলেরা হইলে বা পেট খোঁচাইলেও এই প্রকারে ফল পাওয়া যায়। ঘুংড়ী কাসিতে মেরুদণ্ডের উপর সরিষার পুল্টিস্ দিতে হয়। বাত-বেদনা ও কোমর বেদনাতে "ভাবপ্রকাশ" গ্রন্থে কেবলমাত্র সরিষার প্রলেপনের ব্যবস্থা দেখা যায়।

সহজ-শিল্প প্রস্তুত-প্রণালী
এবং
নানা জ্ঞাতব্য কথা।

ছাদকে ফায়ারপ্রুফ বা অদাহ্য করিতে হইলে চুন, লবণ, সূক্ষ্ম বালুকা এবং কাঠের ছাই একত্র মিশ্রিত করিয়া সাধারণ কলি ফেরানর কলির মত করিয়া ছাতের উপর ২০।২৫ বার কোটিং করিয়া দিলে, পল্লীতে অগ্নিভয় হইলে সেই ছাদটী রক্ষা হইতে পারে। সহজে অগ্নিস্পর্শ করিতে পারে না।

জিঙ্ক বা দস্তার পাতের উপর কাল রং করিবার উপায়।

সলফেট্ অফ কপার (তুঁতে)	১ পাউণ্ড
জল এক কোয়ার্ট বোতলের	১ বোতল
সলফিউরিক অ্যাসিড্ (গন্ধক দ্রাবক)	½ আ:
চিনি	১ আ:

সমস্তগুলি গলিয়া যাইলেই ব্রুস্ দ্বারা দস্তার পাতের উপর টানিয়া যাইলে কাল রং হইয়া যাইবে।

শৃঙ্গকে বাঁকাইয়া কাটিয়া নানাবিধ দ্রব্য করা যাইতে পারে।

গরম জলে শৃঙ্গ বা শিংকে কিয়ৎক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলেই ইহা নরম হইয়া যায়, তখন ইহাকে বাঁকাইয়া যেরূপ আকারের করিয়া সই অবস্থায় ১দিন রাখিয়া দিলেই পুনরায় কোমল শৃঙ্গ কঠিন হইয়া যায়। শিংকে গরম জলে ডুবাইলে খুব নরম হয়, তখন ইহাকে ছুরি দ্বারা কাটা যায় ও ছিদ্র করা যায়। শৃঙ্গের বিবিধ প্রকার জিনিস এখন এদেশেও প্রস্তুত হইতেছে।

মুখে ব্রণ বেশী হইলে ২।৪ মাস একেবারে মাংস, মৎস্য খাওয়া ছাড়িয়া দিলে ভাল হইয়া যাইবে; ঔষধের কোন আবশ্যক নাই। আর তা' যদি পারেন, তবে আরাম হইবে না। তবে চিকিৎসকগণকে মাঝে মাঝে কিছু দেওয়া ভাল। রোগের জন্য ডাক্তারের খরচ স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন ব্রণ মহাপাপের প্রায়-শ্চিত্তও বটে।

রাত্রে ভাল ঘুম না হইলে শুইতে যাইবার আগে পা দুটীকে ঈষদুষ্ণ গরম জলে ডুবাইয়া মুছিয়া একটা কিছু গরম কাপড় পা দুটির উপর রাখিয়া মস্তকে মৃদু পাখার হাওয়া দিলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। ইহা পরীক্ষিত।

গোঁপ উঠাইবার উপায়।

এক শ্রেণীর বালক আছে, তাহারা শীঘ্র গোঁপ উঠাইবার জন্য ভারি ব্যস্ত। খেউরি করিতে খেউরি করিতে গোঁপ বাহির করিবার চেষ্টা করে। প্রমাণ—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের "তাজ্জবব্যাপার।"

যাহা হউক, ইহার একটা প্রেস্‌ক্রিপশন কিছু দিন পূর্ব্বে একটা ইংরাজী পুস্তকে দেখিয়া ছিলাম। যথা:—

IMPERIAL UNGENT
গোঁপ উঠাইবার ঔষধ।

প্রিসিপেটেড্ সলফ্ (sulph)	১ ড্রাম্
গ্লিসারিন	৮ আ:
বে—রম্	২ ড্রাম
পিয়োর ক্যাষ্টর অয়েল	৪ আ:
লেড্ অ্যাসিটেট্	½ ড্রাম

এই মিশ্রণটীকে দিবসে দুই এক বার মর্দ্দন করিলে গোঁপ উঠিবে।

নিম্নলিখিতটী আরও ভাল, ৩।৪ সপ্তাহেই গোঁপ উঠে।

পেঁয়াজের রস্	২ ভাগ
টাট্‌কা মাখম	৫ ভাগ
লোফ্ সুগার (দানাদার চিনি)	৪ ভাগ
ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ির তৈল	৬ ভাগ
কাসিয়া লোবিয়ার মূল চূর্ণ	২ ভাগ

উত্তমরূপে মিশাইয়া মলমের মত করিয়া দিবসে ২।১ বার মর্দ্দন করিলে গোঁপ উঠিবে।

চুলউঠা নিবারণের সহজ উপায়।

ইহা খুব সস্তা অথচ কার্য্যকারী। গরম জলে কিঞ্চিৎ চা—যাহা না খাইলে আজকাল আমরা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ি, সেই চা গরম জলে ফেলিয়া দিয়া ৩।৪ ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর সেই জলটা মাথার চুলের গোড়ায় ঢালিয়া চুল ধৌত কর, দেখিবে আর চুল উঠিবে না।

তবে ইহাতে যদি না মন উঠে, মাকাসার অয়েল প্রভৃতির আবশ্যক হয়, সেটা চুল উঠা নিবারণের জন্য না হইতেও পারে, সেটা বিলাসিতার জন্য। যাহা ভাল হয়, তাহাই করিবে।

আর এক প্রকার কৃত্রিম হস্তীদন্ত প্রস্তুত প্রণালী।

—:•:—

কতকটা সাদা ইণ্ডিয়া রবার বা গাটাপার্চ্চাকে ক্লোরাফরমে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা আটার মত (Thick paste) বা কাদার মত হইবে। তাহার পর তাহাতে চূর্ণীকৃত ফস্‌ফেট্ অফ লাইম (Phosphate of lime) অথবা কার্ব্বনেট্ অফ্ জিঙ্ক, মিশ্রিত করিয়া বেশ এঁটেল কাদার মত হইবে, এই জিনিসটাতে যাহা ইচ্ছা রং দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পর উত্তপ্ত যে কোন জিনিসের ছাঁচে দিয়া চাপ দিলে সেই জিনিস হইবে, তাহা দেখিতে সাদা বা রং করা হস্তি দন্তের মত হইবে।

দন্তকে মুক্তার মত শ্বেতবর্ণ করিতে ইচ্ছা হইলে কাঠের কয়লাকে খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধুমিশ্রিত করিয়া কর্দ্দমবৎ করিয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত কৌটায় রাখিয়া দিবে। এই জিনিসটীর দ্বারা দন্তমঞ্জন করিলে দাঁত মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া বড় সুন্দর দেখায়। কয়লা দুর্গন্ধ নাশক এবং দন্তমূল দৃঢ়কারক—এত সুলভ, এত সহজসাধ্য উপায় থাকিতে আমদানী দন্তমঞ্জন কিনিয়া মরিবার কোন আবশ্যক নাই। তবে যদি আমদানী দ্রব্যে একটা ঝোঁক থাকে, তবে স্বতন্ত্র কথা। খেলিতে ইচ্ছা থাকিলে যে কানা কড়িতে খেলা যায় না, এমন ত কথা নয়।

দুইটি অতি আবশ্যকীয় দ্রব্য।

FIRE EXTINGUISHERS

অগ্নিনির্ব্বাপক আরক।

ঘরে অথবা গৃহস্থিত দ্রব্যে যখন অগ্নি লাগিয়া জ্বলিতে থাকে, নিম্নলিখিত আরক দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে।

[প্রস্তুত প্রণালী]

Common salt বা সাধারণ লবণ	১ আ:
Nitrate of soda সোডানাইট্রেট্	১ আ:
Sal-Amoniac স্যাল-আমেনিয়াক	১॥ আ:
Chloride of Magnesia (ক্লোরাইড্ অভ্ ম্যাগনিসিয়া)	৪ আ:
জল	১ পাইন্ট্

উপরোক্ত সমস্ত দ্রব্যগুলিকে উত্তমরূপে পিশিয়া আগে বোতলের মধ্যে দাও, তাহার পর বোতলটা জলে পূর্ণ করিয়া রাখ। এ জিনিষটী বড় আবশ্যকীয়, প্রত্যেক সংসারেই প্রস্তুত থাকা উচিত, ১০০ কলসী জল ঢালিলা যে কাজ না হইবে, ইহার এক বোতলে সেই কাজ হইয়া যাইবে। পরীক্ষা করা উচিত।

FERTILIZER

উর্ব্বরাশক্তি প্রদায়ক সার।

ইহাকে কেহ কেহ বাগানের উদ্ভিদ সমূহের আহার (Garden-plant Food) বলিয়া থাকেন। বাগানের যে সকল গাছকে শত যত্নেও চাঙ্গা করিতে পারা যায় না, সেখানে নিম্নলিখিত সার দ্বারা অতি শীঘ্র পুষ্পপত্রে সুশোভিত করিতে পারা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী।

সলফেট অফ্ আমোনিয়া	১ পাউণ্ড
নাইট্রেট অফ্ পটাস	॥ পাউণ্ড
চিনি	।০ পাউণ্ড

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া বোতলে রাখিয়া দিবে। যখন আবশ্যক হইবে; তখন চা খাইবার চামচের এক চামচে লইয়া ১ গ্যালন জলের সহিত মিশাইয়া গাছের গোড়ায় ২।১ দিন অন্তর বা আবশ্যক হইলে প্রত্যহ ছিটাইয়া দিবে, দেখিবে সপ্তাহের মধ্যে গাছের অবস্থার উন্নতি হইতেছে। ইহা লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়ও করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার।

সলফেট অফ্ অ্যামোনিয়া	২ পাউণ্ড
নাইট্রেট অফ পটাস	১ পা:
খড়ি চূর্ণ	॥ পা:
ক্লোরাইড্ অফ্ সোডিয়ম	॥ পা:
সুপার ফস্‌ফেট্ অফ্ লাইম	॥ পা:
সলফেট্ অফ আয়রণ	২ আউন্স

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গাছ স্থানান্তরিত করিবার সময় উত্তোলিত গাছের গোড়ায় যে মাটী থাকে, তাহাতে উপরোক্ত চূর্ণ ছড়াইয়া পুতিলে গাছ যে নড়ান হইয়াছে, তাহা বোধ হইবে না। অতি শীঘ্রই গাছের উন্নতি হইবে।

এদেশের নূতন শিল্প।

“অলঙ্কারে মিনের কাজ”।

আমরা সেদিন ইণ্ডিয়ান ইণামেলিং কোম্পানীর প্রস্তুত কতকগুলি অলঙ্কার দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। অলঙ্কারে ইনামেলিং অর্থাৎ মিনের কাজ; এদেশে ইতিপূর্ব্বে কখন হইত না—ধনী লোকেরা অলঙ্কারে ইনামেল অর্থাৎ মিনে করাইবার জন্য বিদেশে পাঠাইয়া দিতেন। তাহাতে অতিশয় ব্যয় পড়িত এবং বহুদিনে সুসম্পন্ন হইয়া আসিত। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কেবল একটী মাত্র ইংলিস ফারম এই মিনের কার্য্য করিতেন, বহু ব্যয়ের জন্য ইহা সাধারণের ব্যবহারের সামর্থে কুলাইত না।

স্বদেশীর সঙ্গে অনেক নূতন শিল্পের এদেশে প্রচলন হইয়াছে, বাঙ্গালী কারিকর দ্বারা এই “মিনে করার” কাজটীও তাহার

অন্যতম। তাহা এত সুন্দর এবং মনোহর-রূপে, এতই সুলভে প্রস্তুত হইতেছে যে, বাস্তবিক তাহা উল্লেখ যোগ্য। এখন এই "মিনের" কথাটা একটু সাধারণ পাঠককে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

অলঙ্কারে নানাপ্রকার লতাপাতা ফল ফুলের নক্সা থাকে, সোণার উপর নক্সা কাটিয়া বাহির করা হয়। ইহা সকলেই দেখিয়াছেন এবং প্রত্যেক বঙ্গ-মহিলাও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। এই নক্সা গুলিকে যথাযোগ্য বর্ণে সুরঞ্জিত করিয়া অতি স্বাভাবিক করার নামই "মিনে করা।" এই যে রং ব্যবহৃত হয়, ইহা দ্বারা সোণার কোন ক্ষতি হয় না—জলে উঠিয়া যায় না, তৈলে বর্ণের উজ্জলতা নষ্ট হয় না। এত পাতলা বর্ণ যে, স্বর্ণের গায়ে কলের দাগের ন্যায় এমন সুন্দরভাবে স্বর্ণের সঙ্গে মিশিয়া আছে যে, অলঙ্কারের একটী স্বাভাবিক শ্রী এই স্বচ্ছ বর্ণের ভিতর হইতে ফুটিয়া সৌন্দর্য্যের আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

যাহা কিছু স্বাভাবিক, তাহাই যেন নরচক্ষুর তৃপ্তিকর। স্বভাবের শোভা দেখিয়া কে না মোহিত হয়—"মিনে করা" অলঙ্কারাদি তাই এত নয়নরঞ্জন এবং লোকপ্রিয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি, ধরুন "যুগল মিলন চিরুনী" ইহা রমণীগণের কবরীর ভূষণ, ইহাতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি, সম্মুখে নীল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গটী পর্য্যন্ত যথাযোগ্য বর্ণে চিত্রিত, কদম্ববৃক্ষের প্রত্যেক পাতা, প্রত্যেক ফলটীও সুকৌশলে স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রিত, এদিকে গিণিসোণার উজ্জল আভা ঈষৎ ফুটিয়া বাহির হইতেছে—ইহা ত প্রকৃতই মনোহর হইবারই কথা। ইহারই নাম "মিনের কাজ"; এদেশে প্রস্তুত হওয়ায় এক্ষণে অতি সুলভে ইহা সাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে—এরূপ শিল্পের উন্নতির জন্য সকলেরই উৎসাহ প্রদান করা উচিত। রাধাবাজারের প্রসিদ্ধ জুয়েলার বিনোদবিহারি দত্ত ৭, ৭।১ ৭।২ ওলড্ কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে তাঁহাদের দোকানে সাধারণের পরিদর্শনের জন্য বিবিধ প্রকার অলঙ্কার রাখিয়া দিয়াছেন, যাঁহার ইহা দেখিয়া আসিতে পারেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কোম্পানীর নেতাগণের উন্নতি কামনা করি।

MEDICAL NOTES.

Selected Prescriptions.

Prickly heat—ঘামাচি।

জিঙ্ককার্ব্ব (প্রিসিপেটেড্)	৪ ড্রাম
জিঙ্ক অক্সাইড্	২ ড্রাম
গ্লিসারিন	১ ড্রাম
রোজ ওয়াটার	৮ আউন্স

স্থানীয় প্রয়োগে সুফল ফলে ইহা খাইবার জন্য নহে, স্পঞ্জদ্বারা গাত্রে ব্যবহার্য্য। মেডিক্যাল বুলেটীন।

বাতবেদনা।

ডাক্তার সাটারলি, মেডিক্যাল বুলেটীন নামক পত্রিকায় বলিয়াছেন যে, বাতবেদনায় নিম্নলিখিত ঔষধটী বিশেষ উপকারজনক, ইহা বাহ্যিক—স্থানীয় প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেদনাস্থানে মর্দ্দন করিতে হয়। ইহা বিষাক্ত, ব্যবহারের পর হস্ত পরিষ্কার করা উচিত।

অয়েল উইন্টার গ্রীন্	২ ড্রাম
অলিভ অয়েল	২ ড্রাম
সোপ্ লিনিমেন্ট	২ ড্রাম
টীং একোনাইট্	২ ড্রাম
টীং অপিয়ম	২ ড্রাম

বেদনা স্থানে মর্দ্দন করিয়া তুলা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়া দিতে হয়।

আফিং খাওয়ার অভ্যাস ছাড়াইবার উপায়।

যাহারা আফিংখোর, তাহাদের আফিং বন্ধ করিলে, চোক্ মুখ কাঁদ্রাইয়া আইসে, হাই উঠে, আলস্য হয়, গা-হাত বেদনা করে, চক্ষে জল পড়ে, মনের অবস্থা অতিশয় খারাপ হয়, সুতরাং আফিংখোর আফিং ছাড়িতে পারে না। সেই জন্য Dr. Ringer (ডাঃ রিঙ্গার) for mental and Physical depression, recommends the following medicine.

Tincture Capsiei	4 Drams
Potash Bromide	4 Dr.
Spirit Amon Aromat	3½ Dr.
Aqua Camphor	6 Ounces

A desert spoonful several times daily as required.

অনুবাদ।

ডাক্তার রিঙ্গার বলেন যে আফিংখোরের শারিরীক এবং মানসিক অবসাদ নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত মিক্শ্চারটী ফলপ্রদ।

টিংচার কাপ্সিসি	৪ ড্রাম
পটাস ব্রোমাইড্	৪ ড্রাম
স্পিরিট অ্যামন আরোম্যাট	৩॥ ড্রাম
কর্পূর দেওয়া জল	৬ আউন্স

ব্যবহারবিধি। একডেজার্ট চামচের এক এক চামচে, দিবসে ২।৩ বার ব্যবহার করিতে হয়।

হাজা হওয়ার মলম।

ECZEMA OINTMENT.

Beta Napthol	1 Dr.
Sulphur	2 Dr.
Balsam peru	1 Dr.
Petroleum	1 Dr.

আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে ভাল হইয়া যাইবে।

নিউইয়র্ক মেডিক্যাল জরনাল,

অব্যর্থ ঔষধ।

রাম। আমার স্ত্রী সেদিন তাঁর অতিরিক্ত মোটা শরীর হালকা করবার ঔষধের জন্য একটা বিজ্ঞাপন দেখে ২৲ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বন্ধু—তাতে তিনি আশানুরূপ ফল পেয়েছিলেন ?

রাম। না, বিজ্ঞাপনদাতা তাঁকে একটা উত্তর দিয়েছেন যে, শরীরটা সাবান প্রস্তুতের কারখানায় বিক্রি করে দিলেই রোগ ভাল হয়—শরীরটায় যথেষ্ট চর্ব্বি আছে।

বন্ধু। ও—তবে এ অব্যর্থ ঔষধেরই ব্যবস্থা বটে।

একজন চোর চুরির অপরাধে কাঠগোড়ায় দণ্ডায়মান—উকিল জেরা করিতেছেন—তুমি এ কুঠারখানা চুরি করিয়াছিলে কি না ?

আজ্ঞে— হুজুর, কিন্তু এ আমার দোষ নয়, ডাক্তার বাবুর দোষ !

উকিল—ডাক্তার বাবুর দোষ ?

"আজ্ঞে হুজুর, আমার শরীর রক্তশূন্য বলে ডাক্তার বলেছিলেন, Take Iron ; তাই কুঠার নিয়েছিলাম।"

হাকিম—তিন মাহিনা !

প্যালিসির জীবনচরিত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিতে ফিরিতে একদিন সন্ধ্যাকালে প্যালিসি পথিমধ্যে একটা সরাইএ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য উপবেশন করিলেন। সেইস্থানে আরও ২টা লোক বসিয়াছিল, তাহাদের অবস্থা বড় দীন, সরাইয়ের কর্ত্তা ইতিপূর্ব্বেও প্যালিসীকে জানিতেন। তিনি বিনীতভাবে প্যালিসীকে অভ্যর্থনা করিলেন। কথায় কথায় প্যালিসির পোর্সিলেন প্রস্তুতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সময় পূর্ব্বোক্ত আগন্তুক দুই জনও সেই কথাবার্ত্তা মনোযোগ দিয়া শুনিতে ছিল। তাহারা কুমোর ; মাটীর পাত্র প্রস্তুত করা তাহাদের ব্যবসায়। কিন্তু দুঃখে পড়িয়া অন্য কাজকর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতেছিল। তাহারা একার্য্যে দক্ষ বটে কিন্তু নিতান্ত অন্নাভাব। প্যালিসি তাহাদের একজনকে ছয় মাসের জন্য স্বীয় কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন এবং সরাইয়ের হোটেলওয়ালা মিঃ ভিক্টরকে বলিলেন যে, ইনি আমার হিসাবে আপনার এখানে খাইবেন। এই ব্যক্তি পোর্সিলেন প্রস্তুত করিতে জানিত না কিন্তু মাটীর নানা আকারের পাত্র প্রস্তুতে দক্ষ ছিল, প্যালিসি তাহা দ্বারা সেইরূপ পাত্র প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। নিজে সেইগুলি নানা পুষ্পলতার চিত্রদ্বারা চিত্রিত করিলেন। যে হাপরে তিনি পূর্ব্বে পোড়াইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এখন কাচ প্রস্তুতের হাপরের ন্যায় হাপর প্রস্তুত করিয়া একবার পুনরায় চেষ্টা করিবেন এই তাহার শেষ আকাঙ্খা। সেই জন্য তিনি পুরাতন হাপর ভাঙ্গিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। চাকুরী করার পর অহোরাত্র কঠোর পরিশ্রমে পুনরায় নূতন অধ্যবসায়ের সহিত হাপর প্রস্তুত করিলেন এবং পুনরায় সেই হাপরে ঐ নব নির্ম্মিত মৃত্তিকাপাত্রগুলি দিয়া পোড়াইলেন। এসংসারে যে কেহ ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত কাজ করে, পরমেশ্বর তাহার বাসনা পূর্ণ করেন—আজ প্যালিসির মনোবাসনা পূর্ণ হইল। পোর্সিলেন আবিষ্কৃত হইল ! তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্যালিসি মোহিত হইলেন, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তাহার সহধর্ম্মিনীকে দেখাইয়া বলিলেন "প্রিয়তমে ! এই দেখ আজ সাধনার সিদ্ধ হইলাম।" প্যালিসির এবং তাহার সহধর্ম্মিনীর আঁখিযুগল আনন্দ ধারায় ভাসিয়া গেল।

ধর্ম্মের বৈধমতের জন্য তিনি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। প্যালিসি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। রোমান কাথলিকগণের তৎকালীন অধর্ম্মোচিত আচরণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্যই তাঁহার কারাবাস। রোমানকাথলিকগণ স্বীয় মত পরিচালনের জন্য রাজার সাহায্যে একএক স্থানে সহস্র সহস্র নরনারীকে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিল, এমন নিষ্ঠুরতার আদর্শ তৎকালীন ইতিহাসে অপ্রচুর নহে। প্যালিসি যে সময় কারাগারে প্রেরিত হন, তখন তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর। প্যালিসি তৎকালীন রাজার জননীর বহুকার্য্য করিয়াছিলেন।

এতদিন তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় নাই, তিনি এবং অপর ২টী যুবতী স্ত্রীলোক এক কারাগারেই অবস্থান করিতেন, তাঁহারাও এইরূপ ধর্ম্মের মতদ্বৈধের জন্যই কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই বৃদ্ধ প্যালিসিকে সেবাশুশ্রূষা করিতেন।

প্যালিসী রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

একদিন রাজা স্বয়ং কারাগারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"প্যালিসি ! তুমি প্রায় ৪।৫ বৎসর আমার মাতার কাজকর্ম্ম করিয়াছ, তুমি যদি তোমার মত পরিবর্ত্তন করিতে চাও, আমি এখনি তোমাকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত। নচেৎ ঐ স্ত্রীলোক দুটী এবং তোমার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।" প্যালিসী নত জানু হইয়া বলিলেন, "সম্রাট্—আমি ও পরমেশ্বরের জন্য নিজপ্রাণ উৎসর্গ করিতে এখনি প্রস্তুত—আপনি বলিতেছেন, আমার জন্য আপনার দয়ার উদ্রেক হইতেছে, আমারও অধর্ম্মের উৎসাহ দাওয়ায় জন্য আপনার প্রতি দয়ার উদ্রেক হইতেছে, রাজা ! এই কি আপনার রাজবাক্য ? এই বালিকাগণ এবং আমি যখন এই বিশ্বরাজ্যের রাজার নিকট পৌঁছিব, তখন কেমন করিয়া যে রাজধর্ম্ম পালন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা পাইবেন। আপনার রাজশক্তি এবং আপনার সমস্ত অনুচর আমার ন্যায় সামান্য কুমোরকে আমার ধর্ম্মমত হইতে কখনই বিচলিত করিতে পারিবেন না—আমরা সামান্য ব্যক্তি হইলেও কেমন করিয়া জীবনদান করিতে হয়, তাহা জানি।"

এই ঘটনায় দুই মাস পরে বালিকা দুইটীকে রাজ আজ্ঞায় জীবন্ত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করা হইয়াছিল। প্যালিসী কারাগারেই জীবন কাটাইতে লাগিলেন। তাহার পর তৃতীয় হেনরী এই

নিষ্ঠুর নরপতিকে এবং তাহার সহচরগণকে নষ্ট করিলেন। অত্যাচার ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিতে লাগিল। সেই বৎসরেই প্যালিসী ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিলেন। তিনি ৪ বৎসর এই নিভৃত কারাগারে ছিলেন।

প্যালিসির জীবনের অনেক ঘটনা। তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আপাততঃ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বর্ত্তমানে পোর্সিলেন যাহা এক্ষণে ইউরোপ হইতে এদেশে আসিতেছে, এই কর্ম্মবীর প্যালিসিই ইউরোপে তাহার আবিষ্কার কর্ত্তা, বহু কষ্টে বহু সাধনায় তিনি এই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি এই কার্য্যে শেষে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছিলেন।

প্যালিসির জীবনচরিত্রে আমরা কি শিখিতে পারিলাম ?

১। বাধা বিপত্তি দেখিয়া অভীষ্ট সাধনায় ভগ্নমনোরথ হওয়া উচিত নয়। (২) কঠোর পরিশ্রম ব্যতিত সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায় না। (৩) আর ক্ষুদ্র কাজ করিতে লজ্জিত হওয়া উচিত নহে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে দেখাইতেছি যে, যু অর্থাৎ ইহুদিগের মধ্যে যিনি যত বড় হউন, তাঁহাকে একটা ব্যবসায় শিখিতেই হইবে। প্রুসিয়ার রাজসংসারেরও এই নিয়ম। আমাদের স্বর্গীয় রাণী কুইন ভিকটোরিয়ার এক জামাতা সম্রাট ফ্রেডরিক ছাপাখানার কাজ শিখিয়াছিলেন, ও তাঁহার ছেলে দপ্তরীর কাজ শিখিয়াছিলেন। পিটার দি গ্রেট্ রুসিয়ার সম্রাট, তিনি সূত্রধরের কাজ শিক্ষা করিয়া ছিলেন এবং প্রজাদিগকেও শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখনও ইংলণ্ডে এমন উচ্চপদস্থ লোক রহিয়াছেন, যিনি কামারের বড় বড় হাতুড়ি পিটাইয়াছিলেন। খাটিলেই যে মান যায়, তাহা যায় না। পরিশ্রম ব্যতীত জাতীয় জীবন গঠিত হয় না। হায়! কবে এদেশের বিলাসী যুবকগণ একথা বুঝিয়া কর্ত্তব্য নিরূপণে সক্ষম হইবে? (সমাপ্ত)।

বসন্তের অদৃষ্ট।

—:০:—

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

"কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কি যাইবার উদ্দেশ্য আছে ?"

"আজ্ঞে না; উপার্জ্জন যেখানে হইবে, সেখানেই যাইব,—ইহাই লক্ষ্য।"

দেখিতে দেখিতে নদীগর্ভের নরনারী বালক, বালিকা সিক্তবস্ত্রগুলি আনিয়া আগন্তুকের নিকট নামাইয়া দিল; অনুচরগণ প্রত্যেকের কাপড়খানি প্রসারিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল, আর তিনি স্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে একটী কাচনির্ম্মিত যন্ত্রদ্বারা বস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিয়া বলিলেন—কুঠীতে লইয়া যাও।"

আগন্তুক উঠিয়া চলিয়া যাইতেছেন, দেখিয়া বসন্তকুমার বলিলেন, "মহাশয় আমার মুক্তির উপায় কি ?"

"মুক্তির উপায় ?—আমিই চেষ্টা করিব।"

তিনি চলিয়া যাইবামাত্র বসন্তকুমারকে পুনরায় বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ করা হইল। বসন্ত বুঝিল এই স্থানেই তাহার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হয়ত কোন বন্যজন্তু হস্তপদবদ্ধ দুঃখীর জীবনের শেষ করিয়া যাইবে। সকলেই চলিয়া গেল; কেবল একজন স্ত্রীলোক সেই স্থানে বসিয়া রহিল মাত্র।

ইহারা বন্য জাতি। ইহাদের ভাষা বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু ইহারা সামান্য সামান্য হিন্দি ও বাঙ্গালা বলিতে পারে। বোধ হয়, বাঙ্গালীর নিকট কার্য্য করিতেছে বলিয়া। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বসন্ত বলিল "তোরা কি জাত ?"

"হামি লোক ?—বুনো আছে মশয়।"

"কি কাজ করিস্ ?"

"হামিরা ? নদীতে সুনো তুলি।"

"নদীতে সুনো কি ?"

সুনো জানিস্না ? সুনা—সুনা।

সুনা কি ? তবে কি নদীতে সোনা ভাসে!

ও তোদের কে ?

মুহাজন; মুরো সোনোয়া দিই, টাঁকা লুই।

বসন্ত বুঝিল বাঙ্গালী বাবু মহাজন; ইহারা নদীতে সোনা ধরে। বাবু টাকা দিয়া ক্রয় করেন।

একটু পরেই একজন লোক আসিয়া বসন্তকুমারের বন্ধন খুলিয়া চোকে কাপড় বান্ধিয়া স্কন্ধে তুলিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বসন্তকুমার একবার বলিলেন—"ধন্য বসন্তের অদৃষ্ট !"

* * * *

বসন্তকুমার আবদ্ধ চক্ষু হইয়া যেখানে আনীত হইলেন, সেখানে চক্ষুর আবরণ উন্মুক্ত হইবামাত্র দেখিলেন, সম্মুখে একটী উলু খড় ও লতাচ্ছাদিত লতামণ্ডপ—সম্মুখে নদী প্রবাহিতা—স্থানটী অতি মনোরম, চারিদিকে পুষ্পলতা পরিশোভিত, দূরে ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও ঘন অরণ্য শ্রেণী, ঠিক যেন একটী তপোবন।

কুটীরখানি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সম্মুখে সেই গেরুয়া বসনধারী ভদ্রলোকটী দণ্ডায়মান। বসন্তকুমার নমস্কার করিয়া তাঁহার আদেশে একটী শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন, যাহারা তাঁহাকে বহিয়া আনিয়াছিল, তাহারা সকলে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই তিনি বলিলেন "আমাদের এই আচরণ দেখিয়া বোধ হয়, তুমি বড় বিস্মিত হয়ে থাকবে।" বসন্তকুমার বলিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য "কিন্তু আপনিত বাঙ্গালী? এ নির্জ্জন বনে একাকী কত দিন আছেন ?"

"আছি প্রায় দুই বৎসর" তা আমার কথা তোমাকে বল্‌ব, উৎকণ্ঠিত হয়ো না। তোমার পরিচয় নেব, আমারও পরিচয় দিব বলেই এখানে এনেছি। তোমার এখন ক্ষুধা শান্ত হয়েছে ত, না আর কিছু খাবে? বসন্তকুমার বলিলেন "এখন আর খাবার আবশ্যক নাই।"

"তবে একটু বিশ্রাম কর, আমি এখনি আস্‌চি।"

* * *

পরদিন প্রাতঃকালেই আবার গোস্বামী ঠাকুর দ্বারদেশে আঘাত করিলেন, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পিশিমা দেখিলে "গোস্বামী!" জীহ্বা পর্য্যন্ত শুখাইয়া গেল, "বস্লেন আসুন।"

গোস্বামী :—এলেম ত, এখন কল্লে কি?

পিসি :—কিসের কি কল্লেম্।

গোস্বামী :—রাধে রাধে, তবে কাল শুনলে কি ছাই, বলি বাড়ী খানা ছাড়তেই হবে, কোথায় থাক্‌বে তাই—বল্‌ছিলেম আমার ঘরে যেতে দোষ কি?

পিশি :—দোষ কিছু নাই, তবে কি জানেন, কচি বউটাকে নিয়ে কোথাও যেতে পারব না।

গোস্বামী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, কেন তোমার বউটাকে কি গিলে খেয়ে ফেল্‌ব নাকি? তা বেশ, না যাও, আজই বাড়ী ছাড়্‌তে হচ্চে। পিশিমা নীরব রহিলেন। গোস্বামী বলিলেন "তবে কাল বাড়ী খালী করে দিও।"

পিশিমা গোস্বামীর চরণ ধারণ করিয়া কান্দিয়া বলিলেন "রক্ষা করুন, অসহায়া, অতি দুঃখিনী আমরা, আপনার আশ্রয়ে রয়েছি—

গোস্বামী বাধা দিয়া বলিলেন "সে হবে না, এতদিন ছিলে কোন কথা ত বলি নাই আজ আমার আবশ্যক হয়েছে—কাল আমার লোক এসে না যাও, জোর করে বের করে দিয়ে যাবে, এই বুঝে যা' ভাল হয়, করো" এই বলিয়া গোস্বামী বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। —পিশিমা অনেকবার কাতর কণ্ঠে চরণযুগল ধরিয়া কান্দিয়াছিলেন, কিন্তু গোস্বামী সে দিকে দৃকপাতও করেন নাই।

* * *

গোস্বামীর ভাবগতিক দেখিয়া পিশিমা ভয়ানক উৎকণ্ঠিতা হইলেন এবং এমনও বুঝিলেন, যে এতদিনের পর পিতৃগৃহ হইতে চিরজীবনের জন্য বিতাড়িতা হইবেন। ভাবিতে লাগিলেন, কোথায় যাই, কাহার আশ্রয়ে যাইয়া এই অনাথা অসহায়া বধুকে লইয়া আশ্রয় লই। ইন্দিরা ভাবিয়া ভাবিয়া উন্মাদিনী প্রায় হইয়াছে, সে সর্ব্বদাই আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে, সর্ব্বদাই সংজ্ঞাশূন্য, একঢাল আলুলায়িত কেশ মাটিতে লুটাইয়া যায়, চুল বান্ধে না, শরীরের যত্ন নাই আহার ও নিদ্রা নাই।

পিশিমা ডাকিলেন, "বউমা"—বউমা বাহ্যিক জ্ঞান শূন্য, মানুষ যখন বড় দুঃখে পড়ে, তখন তাহার চক্ষে জল পড়ে না। ইন্দিরা গোস্বামীর সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল, কিন্তু চক্ষে জল আসে নাই, ইন্দিরার চক্ষের পলক নাই। সে যেন উন্মাদিনী।

পিসিমা পুনরায় ডাকিলেন "বউমা"—ও বউমা—

ইন্দিরা একবার পিশিমার মুখপানে তাকাইল মাত্র,—দেখিল

পিশিমার চক্ষে শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রুধারা, গণ্ডস্থল ভাষাইয়া দর দর বেগে বহিয়া যাইতেছে, ইন্দিরা হাঁসিল, বলিল পিশিমা তুমি কান্দ্‌চ?

পিশিমা চক্ষের জল মুছিলেন, বলিলেন "অবোধ মেয়ে, তুই কি পাগল হলি?"

"কৈ না—পিশিমা"

পিশিঃ—কি করি বল দেখি, কোথায় যাই।

ইন্দিরা। কোথায় যাবে?

"কাল যদি ভজহরি গোঁসাই এবাড়ী হতে তাড়িয়ে দেয়?

এইবার যেন ইন্দিরার জ্ঞান হইল, গোস্বামীর সকল কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল—ইন্দিরার চক্ষু দুটী জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে বিশাল নেত্র দুটী যেন আরও একটু বিকসিত হইল, ওষ্ঠ দুটী কম্পিত হইল, ইন্দিরা বলিল, পিশিমা আর কেঁদ না, মানুষ যা সইতে পারে, তা সয়েছি, আর কোথায় যা'ব? মরে সকল জ্বালা জুড়ালে হয় না? আর কোন সুখের জন্য এ সংসারে থাক্‌বার আশা! কথা শেষ না হইতে হইতেই ইন্দিরার সহচরী অপর্ণা আসিয়া উপস্থিত হইল। —সমস্ত শুনিল, সেদিন তাহাদের আহারের কোন সংস্থানও ছিল না, অপর্ণা তাহাদের বাড়ী হইতে খাবারের সংস্থান করিয়া আনিয়া দুইজনকে খাওয়াইল এবং সমস্ত দিন ইন্দিরাদের বাড়ীতেই কাটাইল।

* * *

(ক্রমশঃ।)

চুলভক্ষণে বিপত্তি।

৭ বৎসরের একটী বালিকা—বেশ হৃষ্টপুষ্টা ছিল, ক্রমে ক্ষীণা হইয়া যাইতে লাগিল। রক্তহীনতা, গা বমি বমি, পেটফাঁপা এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হইল, পাকস্থলী টিপিলে কঠিন প্রস্তরবৎ বোধ হইত—নানাপ্রকার চিকিৎসায় কোন সুফল হয় না, অন্যান্য চিকিৎসকগণ স্থির করিলেন, পাকস্থলীতে একটা টিউমার বা আব্ হইতেছে। বালিকা হাঁসপাতালে আনীতা হইল। হাঁসপাতালে তাহাকে ১৷৷ আউন্স কাষ্টর অয়েল দেওয়া হইল, পাকস্থলীর উপর সেই আব্ সরিয়া নিম্ন উদরে উপনীত হইল, পুনরায় ২৷১ দিন পরে কাষ্টরঅয়েল দেওয়ায় দেখা গেল যে এক গুচ্ছ চুল কুণ্ডলাকারে বাহির হইল! ইহার পরিধি ২ ইঞ্চি। বালিকার মাতা দেখিলেন যে, সেই চুল বালিকার নিজের মস্তকেরই চুল, অবিকৃত অবস্থায় উদরে এতকাল ছিল। বালিকার কু-অভ্যাস ছিল, সে নিজের চুল নিজে চর্ব্বন করিত। যখন তাহার বয়স ৫ বৎসর, তখন জননী চুল কাটিয়া ছোট করিয়া দেন, বালিকা তৎপূর্ব্বে সেই কেশগুচ্ছ উদরস্থসাৎ করিয়াছিল। ডাক্তার এম্ এস্ রাদার, আমেরিকান প্রাক্‌টিসনার্স নিউজ নামক পত্রিকায় এই রিপোর্ট টী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চুল যে পেটে যাইলে হজম হয় না ইহার হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও উল্লেখ দেখা যায়।

আমেরিকান মেডিসিন্ নামক পত্রে প্রকাশ সমগ্র জর্ম্মাণীতে ১৯০৬ মাসে ১ লক্ষ ৮২০০০ হাজার ঘোড়া খাইবার জন্য হত্যা করা হইয়াছিল। ১৯০৭ সালে এই সংখ্যার

উপর ২০,০০০ বেশী অশ্ব খাওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ৭ হাজার কুকুরও মানুষের খাদ্য হইয়াছিল। জর্ম্মানী সর্ব্বভুককেও পরাস্ত করিতে যাইতেছে। সুসভ্যজাতির কথাই স্বতন্ত্র।

লেবুর ব্যবসায়।

ভারতবাসীর নিকট আর অধিক করিয়া লেবুর পরিচয় দিতে হইবে না। লেবু অনেক প্রকারের আছে (১) পাতিলেবু, (২) কাগজিলেবু, (৩) বাতাবিলেবু, (৪) কমলালেবু প্রভৃতি। আজ আমরা প্রথম দ্বিতীয় প্রকার লেবুর কথা বলিব। আমাদের দেশে ছোট আকারের এক প্রকার লেবু আছে, তাহার মত টক দ্রব্য খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে যে Lime tree বলিয়া শব্দ প্রচলিত আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র লেবু জাতীয়। ইউরোপে ইহাকে Linden tree ও আমেরিকায় Basswood কহে। বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে এই Lime কথার বেশ মিল আছে। আবার Lime কথাটী ফরাসী ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে। French Limu, a lemon। অতএব Limu হইতে লেবু ও Lime কথার উৎপত্তি হইয়াছে; এই তিনটি একজাতীয় শব্দ এবং অর্থও এক।

এই ক্ষুদ্রজাতীয় লেবু গাছে তিন বৎসর হইতে না হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। অনেক গাছে মাটির দোষে পাঁচ বৎসরের কমে ফল ধরে না। কেহ কেহ বলেন, এই লেবু গাছ ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক হইলে হাজার লেবু প্রসব করে এবং গাছ পূর্ণ বয়স্ক হইলে তিন হাজার হইতে পাঁচ হাজার ফল দান করিতে দেখা যায়। ৪৩ হাজার ৫ শত ৬০ বর্গ ফুট জমিতে এই প্রকার গাছ রোপণ করিলে অনেক লেবু পাওয়া যায়। অনুমান বাৎসরিক দেড় শত হইতে দুইশত ঝুড়ি লেবু ফলিতে পারে। তাহার একএকটি ঝুড়ীতে লেবুর ছোট বড় আকার অনুসারে ১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত লেবু পাওয়া যায়। এক্ষণে পাঠকগণ বুঝুন! সামান্য এক টুকরা জমিতে বার্ষিক কত লেবু জন্মে। লেবু গাছের চাষ করিতে হইলে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না। অনেকের ধারণা যে, গাছ থেকে অধিক ফল পাইতে হইলে তাহার মাটি ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় ও সেই গাছ উত্তম রূপে রোপণ করা দরকার। গাছের শিকড়ে যাহাতে মাটীর বেশী চাপ না পড়ে, তাহাও আজকালকার মালীরা করিয়া থাকে। এইরূপ করায় গাছ অনেক সময় সামান্য বাতাস বহিলে বা জল হইলে উল্টাইয়া যায় ও শিকড় বাহির হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে "Nature" পত্রিকায় একটু আলোচনা হইয়াছে। তাহাতে বলে, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে গাছ রোপণ করা উচিত নহে। যাহা স্বাভাবিক ভাবে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই করা ভাল। নূতন নিয়মে চলিলে গাছের ক্ষতি অনেক। গাছের শিকড় দুমড়াইয়া খুব শক্ত করিয়া মাটি দিয়া ঠাসিয়া দিতে হয়। ইংলণ্ডে বেডফোর্ড, কেম্ব্রিজ সায়ার প্রভৃতি স্থানে এইরূপেই পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহাতে শতকরা ৫৯টি গাছ বেশ ভাল হইয়া জন্মিয়াছিল। ২৭টির বিশেষ কোন উপকার বুঝা যায় নাই ও ১৪টির ক্ষতি হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, আমাদের পূর্ব্বপ্রথা-অনুসারে গাছ রোপণ করিলেই যথেষ্ট হইল। উহার জন্য আর বিশেষ কোন প্রথা অবলম্বন করা উচিত নহে। তবে জমিতে মধ্যে মধ্যে সামান্য সার দিলেই যথেষ্ট হইবে। অতএব এই লেবুর চাষ করিলে ভারতবর্ষে বিশেষ বাঙ্গালা দেশে যত লাভ হইবে, এমন আর পৃথিবীতে কোথাও হইবে না। একটি লোক এই চাষে সামান্য পরিশ্রমে যত লাভ করিতে পারিবে, অপর কোন ব্যবসায়ে অল্প পরিশ্রমে তত লাভ করিতে পারিবে না, ইহা খুব সত্য।

লেবুর তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে ইহার খোসা এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, পরে ইহার তৈল বাহির করিবার জন্য স্পঞ্জের উপর ইহাকে হাত দিয়া চাপদিতে হয়। হাতের চাপের পরিমাণ অনুসারে তৈল কমবেশী হইয়া থাকে। অবশিষ্ট যে খোসা পড়িয়া রহিল, তাহা গরু, ভেড়াদির খাদ্য হইল। যেস্থানে বেশী বৃষ্টি হয় না, তথায় লেবুর রস অধিক হয় এবং তাহা হইতে তৈল কম জন্মে। যে জায়গায় বৃষ্টি অধিক হয়, তথায় লেবুর রস কম হয় ও তৈল বেশী পাওয়া যায়। এই কারণে বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানে যথায় বৃষ্টি তত বেশী হয় না, তথায় লেবুর রস খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বোধ হয় সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। হাজারটি পক্ক লেবুর খোসা হইতে ০·৭ হইতে ১·৫ পাউণ্ড লেবুর তৈল পাওয়া যায়। লেবুর খোসাটি ছাড়াইয়া ফেলিয়া নরম কোষ গোলারের মধ্যে ফেলিয়া চাপ দিলে যে লেবুর রস পাওয়া গেল, তাহাকে "শুধু রস" কহে। ইহাকে সিদ্ধ করিয়া যখন ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬০° ডিগ্রি হইল, তখন তাহাকে উনন হইতে নামাইতে হইবে। আপেক্ষিক গুরুত্ব কি?

কোন পাত্রস্থিত তরল অথবা নিরেট দ্রব্য যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে, তাহার ভারত্ব জলের জ্ঞাত পরিমিত তাপ ও চাপের সমতুল্য হইলে তাহাকে (সেই ভারত্বকে) সেই দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব কহে। অতএব এই স্থলে লেবুর রসের সঙ্গে জলের জ্ঞাত পরিমিত তাপ ও চাপের যখন সমতা হইবে, তখনই তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির করা হইবে। এই আপেক্ষিক গুরুত্ব যখন ৬০° ডিগ্রি হইবে, তখন তাহাকে উনন হইতে নামাইতে হইবে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই ৬০° ডিগ্রি কি প্রকারে পরীক্ষা করা যাইবে? Citrometer বা লেবু-রসের গুরুত্ব জ্ঞাপক যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। তখন ইহা দেখিতে ঘোর ধূসরবর্ণবিশিষ্ট সরবতের মত। তখন ইহাকে "ঘন" লেবুর রস বলে। এখন এই লেবুর রস হইতে লেবুর দ্রাবক প্রস্তুত তত কঠিন নহে। তাহার সম্বন্ধে আগামীবারে আলোচনা করিব।

লেবুর চাষ বোধ হয়, ভারতের সকল জেলাতেই হইতে পারে এবং ইহার ব্যবসায়েও খুব লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এক-স্থান হইতে অন্যস্থানে নৌকা, ষ্টীমার, রেল-গাড়ী বা অন্য যান-যোগে লেবু পাঠাইবার ব্যবস্থাও বোধ হয় করা তত কষ্টসাধ্য নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট একপ্রকার ঝুড়ী প্রস্তুত করিয়া এই লেবুর চালান দিলে ইহা শীঘ্র পচিয়া যাইবে না ও দূর দেশেও পাঠান সুবিধা-জনক হইবে। এই কলিকাতা সহরে Lemonade প্রস্তুত করিতে রোজ রোজ কত শত লেবুর আবশ্যক হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে Citric acid বা লেবুর আরক দ্বারা কত শত রোগী বাঁচিয়া যায় তাহা এই লেবু হইতেই প্রস্তুত হয়। আগামীবারে Citric acid প্রস্তুত প্রণালী আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগণপতি রায়,
ন্যাসনেল কলেজ,
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের খনি এবং ভারতবাসী।

ভারত বাস্তবিকই রত্নখনি—ভারতের মৃত্তিকার নীচে অতুল ধনরাশি! এত জাতীয় সম্পত্তি থাকিতেও ভারতমাতা কাঙ্গালিনী—দুঃখিনী, ভারত সন্তান দুটী উদরান্নের অভাবে করাল কবলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়, আশ্চর্য্য!

কেন এমন হয়? নিজ কর্ম্মদোষে—কবিবর ঠিকই বলিয়াছিলেন "নিজ কর্ম্মদোষে মজালে রাক্ষসকুল মজিলা আপনি" আমাদের কথায় আমরাও তাই বলিতে পারি। কিন্তু এই ভারতেই বৈদেশীক ব্যবসায়ীগণ ধন কুবের হয়—এই দেশজাত দ্রব্যে নিজ নিজ দেশের লক্ষ্মীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকেন, আর আমরা মিটি মিটি চাহিয়া দেখি, আর ঐ গো সব লইয়া গেল বলিয়া কান্দি—কিমাশ্চর্য্য-মতঃপরম্! দোষ তাঁহাদের না আমাদের? সংসারের তাবৎ ধন সম্পত্তি, তাবত সুখ স্বচ্ছন্দতা—উদ্যোগীর এবং সাহসীর জন্য—"উদ্যোগী পুরুষেরই লক্ষ্মী" এই ত চিরকিম্বদন্তী আছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা কি? আমরা কি উদ্যোগ করিয়াছি যে, তাহা পাইবার যোগ্য? তাই আমাদের দেশে এত জাতীয় ধন সম্পত্তি থাকিতেও আমরা পরপ্রত্যাশী দুটী অন্নের কাঙ্গাল। Vicar of Wakefield নামক পুস্তকে ভারতবাসীকে "Philosophic vagabond" অর্থাৎ "নৈয়ায়িক ভবঘুরে" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—ইহা নিতান্ত অসঙ্গতও হয় নাই, বাস্তবিকই আমরা তাই—আমরা বক্তৃতায় স্বদেশহিতৈষী —আসল কাজের কিছুই নহি। কথায় চিঁড়ে ভিজে না। কাজ করিলে ত কর্ম্মফলের আশা করা যায়। ভারতের প্রায় সমস্ত খনি ইউরোপবাসীদ্বারা পরিচালিত, যাহা ২।১টী কয়লা ও অভ্রের খনি এদেশের লোকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, বিদেশীয়গণের দ্বারা পরিচালিত খনির কার্য্যের উন্নতির সহিত তুলনায় নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন এমন হয়? ইহার উত্তর অতি সহজ—আমরা উদ্যোগশূন্য, ভীরু—টাকা আমরা সুদে ন্যস্ত করিতে ভালবাসি, দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে যাইতে চাহি না, কিন্তু দায়ীত্বে না যাইলেও লক্ষ্মীলাভ করিতে পারা যায় না। যেখানে কমল, সেই স্থানেই কণ্টক থাকে।

বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ সাহসী, কর্ম্মী—তাহারা অনায়াসে দশ সহস্র লোকে ১০০০ টাকা করিয়া অংশ দিয়া ১০ লক্ষ টাকায় সংস্থান করিয়া কাজে নামিয়া পড়িবে, জগতের মাটী উত্তোলিত করিয়া রত্ন-সম্ভার বাহির করিয়া লইয়া যাইবে, তাহাতে শতকরায় শতকরাই লাভ হইবে—অতি অল্পদিনে তাহারা একএকজন ধনকুবের হইয়া চলিয়া যাইবে। আর আমরা ত্রিশকোটী ভারতবাসী, ইহার অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত—অক্ষম, নরনারী, বালকাদির দরুণ অর্দ্ধেকের উপর বাদ দিয়াও ১০ কোটী লোকে যদি আজ মাত্র পাঁচ টাকা অংশ দিই, তাহা হইলে অতি অনায়াসে ৫০ কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপুল আয়োজনে কাজ চালাইতে পারি। কিন্তু সেইত গোলের কথা, পাঁচ টাকা মাত্র দিতেও যে আমরা কুণ্ঠিত—সাহসেই কুলায় না! অথচ আমরা শুদ্ধ কাগজে কলমে বক্তৃতায় জাতীয় উন্নতি করিবার কামনা করি! কম আবদার নহে। জষ্টিস মহা-মতি রানাডে সেইজন্য বলিয়াছিলেনঃ—"our resources of capital are at present is scanty but if we know how to use such resources * * * * * we would have more wealth and capital than we can handle now." অর্থাৎ "এখন আমাদের মূলধনের পন্থা বড় সীমাবদ্ধ হইলেও সেই সকল পন্থাকে একত্রিত করিয়া যদি কার্য্যকারী করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের এক্ষণে যে মূলধন আছে তাহা খুব বেশী পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে।"

বাস্তবিক একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? ভারতবাসীর যদি প্রকৃতই কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে বলুন দেখি মূলধনের বাস্তবিকই কি অভাব হইত? ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের অতি দীন ব্যক্তিও কিছু না কিছু ব্যবসায় এবং শিল্পে টাকা ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা হয় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া অথবা নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে টাকা ন্যস্ত করিয়া থাকে, তাহার ফলে আমাদের মত দরিদ্রের সংখ্যা সেখানে কম। তাই সে দেশের লোকের এবং তাহাদের জননায়কগণের উদ্যোগ এবং কথাও—সর্ব্বদাই মূল্যবান।

ভারতবর্ষের ধনীগণ সুদের প্রয়াসী, কোম্পানীর কাগজের বাৎসরিক ৩।০ টাকা সুদের জন্য লালায়িত, তাহাতেই কৃতার্থ, যৌথ কারবার মাথাতেও আনে না। তবে কে আর দেশের মৃত্তিকার নিম্নে রত্নরাজী উত্তোলন করিয়া জাতীয়ধনের সৃষ্টি করবে? তাই বড় দুঃখেই বলিতে হয়, নিজ কর্ম্মদোষে আমরা নিজেরাই নিজের দুরদৃষ্টের সৃষ্টি করিয়াছি। বিদেশীয় বণিকের বা রাজার কিছুমাত্র দোষ নাই। এদেশের লোককে গবর্ণমেণ্ট খণিজ বিদ্যাও শিক্ষা দিয়াছেন, অর্থনীতিও শিক্ষা দিয়াছেন কিন্তু দেশের লোকে সেদিকে গেল কই? পার যদি আদর্শ দেখিয়া শিক্ষা কর, যৌথ কারবারের উৎসাহদাতা হও, দেশের পয়সা একত্র না হইলে কিছুই হইবে না।

Editor's Talk with youngmen.

উন্নতির উপায়।

দ্বিতীয় সোপান।

—— (:·-·:-) ——

ধৈর্য্য।

প্রকৃত উন্নতি প্রয়াসীর ধৈর্য্য যথেষ্ট থাকা চাই, তবে কাজের লোক হওয়া যায়। এ সংসার কণ্টকময়—সুখের সহিত দুঃখ—শান্তির সহিত অশান্তি—লাভের সহিত লোকসান জড়িত। দুগ্ধফেননিভশয্যায় শায়িত থাকিয়া সুখের আশা করা প্রহেলিকা। যতপ্রকার শিক্ষা আছে, তাহার মধ্যে এই সংসাররূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই বিষম শিক্ষা! এই শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মানুষ তবে মানুষ হয়। সেই জন্য জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"Indeed, of all the lessons that humanity has to learn in this school of world the hardest is to wait"

অধ্যবসায়ের সহিত যথেষ্ট ধৈর্য্য না থাকিলে সিদ্ধিলাভের শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। সাধনার সিদ্ধি আছে, ইহা সুনিশ্চিত—কিন্তু সকল সাধনার সম্মুখেই কিছু কিছু বাধা থাকে, সেই বাধাবিঘ্ন বীরের ন্যায় ভেদ করিতে পারিলে তবে সিদ্ধিলাভ করা যায়। বিপদ দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইলে জয়লাভের আশা করিতে পারা যায় না, সেই সময়ে ধৈর্য্যই জীবনী-শক্তি-স্বরূপ—"Try again" পাশ্চাত্য জাতির একটী মূল্যবান কথা সাধনায় ভগ্নমনোরথ হইয়া থাক, পুনরায় চেষ্টা কর, পুনঃপুনঃ অপ্রতিহতভাবে চেষ্টা করিতে, করিতে সাধনা নিশ্চয়ই সফল হইবে। ধৈর্য্যের কয়েকটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখ, এত ধৈর্য্য না থাকিলে কি বড় হওয়া যায়? স্যার আইজাক্ নিউটন যখন বৎসর গণনায় প্রবৃত্ত হইয়া বর্ষবর্ষে একখানি পুস্তক সম্পূর্ণপ্রায় করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ডায়মণ্ড নামক একটী কুকুর অকাস্মৎ টেবিলের উপর উঠিয়া বাতিদান উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়, তাহাতেই তাঁহার সেই বহুমূল্য পাণ্ডুলিপি ভষ্মীভূত হইয়া যায়। স্যার আইজ্যাক্ নিউটন একটী দীর্ঘশ্বাস মাত্র ফেলিয়া পুনরায় তাঁহার স্মৃতি হইতে যথাসম্ভব পুনঃ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সেই গ্রন্থেই সমগ্র জগৎ মহোপকৃত হইতেছে!

টমাস কার্লাইল যখন "ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন" অর্থাৎ "ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার জনৈক বন্ধু পুস্তক খানি অধ্যয়ন করিতে লইয়া যান এবং অযত্নে টেবিলের নীচে রাখিয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হয়েন, এই সময় তাঁহার পরিচারিকা গৃহ পরিষ্কার করিতে আসিয়া এই অমূল্য পাণ্ডুলিপিকে অনাবশ্যকীয় চোথা কাগজ ভাবিয়া চুলা ধরাইয়া পুড়াইয়া ফেলে। কারলাইল্ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্বীয় স্মৃতি হইতে অতি কষ্টে বহুদিনে পুনরায় পুস্তক খানি পুনঃ প্রণয়ন করিয়াছিলেন—কিন্তু প্রথমকার পুস্তকের ন্যায় না হইলেও দ্বিতীয় চেষ্টার পুস্তকও জগতে অতুলনীয় হইয়াছিল।

রবার্ট এনস্‌ওয়ার্থ একজন প্রসিদ্ধ লেখক তিনি একখানি লাটিন অভিধান প্রণয়নে এত নিবিষ্ট থাকিতেন যে, তিনি কদাচিৎ তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইতেন—স্ত্রী যখন দেখিলেন যে, এই ভীষণ পুস্তকই তাহাকে স্বামীর আদর সম্ভাষণে বঞ্চিত করিয়াছে, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই অমূল্য রত্নস্বরূপ বিরাটগ্রন্থকে ভষ্মীভূত করিয়া ফেলিলেন!—রবার্ট এনস্‌ওয়ার্থ স্ত্রীর এই বিসদৃশ আচরণে তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"যাক্, যাহা গিয়াছে, তাহার হাত নাই, কিন্তু হতাশ হইব না—পুনরায় কায়মনে চেষ্টা করিয়া পুস্তকখানি শেষ করিব," তিনিও পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পুস্তকখানি পুনঃ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ আমেরিকান চিত্রকর এবং প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অবুদনের এক অদ্ভুত ধৈর্য্যের দৃষ্টান্তে দেখিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়।

অবুদন আমেরিকার যত প্রকার পক্ষী আছে, তাহাদের অবিকল প্রতিকৃতি চিত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হন এবং বহু বর্ষ ধরিয়া দুর্গম অরণ্যে—পর্ব্বতশিখরে বিচরণ করিয়া অসংখ্য পক্ষী মারিয়া কাগজে অবিকল তাহা যথাযোগ্য বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার আলমারীর মধ্যে রাখিয়াছিলেন। একদিন দেখিলেন, তাঁহার সেই বহু মূল্যবান চিত্রগুলিকে কাটিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া এক ইন্দুর-রাণী তাহার স্নেহের শাবকগুলিকে লইয়া বসবাস করিতেছে—চিত্রগুলি সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—দেখিবা মাত্র ত অবুদনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। তিনি প্রথমে হতাশ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু এ অবস্থা তাঁহার অধিক ক্ষণ থাকিল না। তিনি স্থির করিলেন—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"—অধৈর্য্য হইয়া হতাশ হইব না, সাধনায় সিদ্ধ হইতেই হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বন্দুক হস্তে আমেরিকার সর্প, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে প্রবেশ করিলেন। প্রায় বিংশতি বর্ষ পরে পুনরায় সেই দুর্লভ চিত্রগুলির পুনঃ চিত্রণ করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া-গিয়াছেন। শঙ্কটে মানব যেখানেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিয়াছে, সেই স্থানেই সফল কাম হইয়াছে।

বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মত্ব লাভের কঠোর তপস্যা ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের অসীম ধৈর্য্য কোন্ হিন্দু না জানেন? ফল পরিপক্ক হইবার একটা সময় আছে। সুফলের আশায় সেই সময়টুকু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে—অকালে সুফলের আশা করিলে ত চলিবে না।

ব্যবসায় বাণিজ্যে অধৈর্য্য লোক কদাচ সফলকাম হয় না। কেননা প্রতি মুহূর্ত্তে সে চঞ্চল হয়—ঐকান্তিক ইচ্ছাকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে, একবার এটা, একবার সেটা আশ্রয়

করিতে যায়, তাই সাধনায় অসিদ্ধ হইয়া বিফল মনোরথ হয়।

যে কার্য্যই করিবে, ধৈর্য্যের সহিত করিবে।—একটা বিষয়ে অভিষ্টচিত্তে কিছু দিন অনন্যমনা হইয়া থাকিতে হইবে, তাহার পর অবস্থা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক বুঝ ত পরিবর্ত্তন করিবে। শারীরিক এবং মানসিক কার্য্যে ধৈর্য্য শিক্ষা প্রাচীন হিন্দু-চরিত্রের একটী অলঙ্কার ছিল। হায়! কোথায় সেদিন! হিন্দু তপভ্রষ্ট হইয়াই আজ এমন ঘৃণিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে! আজ আমাদের চরিত্রের ও মনের বল নাই, তাই অল্পেই আকুল হইয়া পড়ি। তাই বলিতেছিলাম, উন্নতির দ্বিতীয় সোপান ধৈর্য্য—প্রাণপণে সহিষ্ণু হও, সাধনায় সহিষ্ণুতার বড়ই আবশ্যক আছে।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

সহজ মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

—:-(০)-:—

যেখানে আরসোলা থাকে, সেই স্থানে এক চাপ কর্পূর রাখিয়া দিলে আরসোলার দৌরাত্ম্য কমে। কাগজ পোড়াইয়া ধোঁয়া লাগাইলে ফর্ ফর্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইবে না। আরসোলা ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! কি সুন্দর চেহারা—ভয়ানক গরমের দিন যখন উড়িয়া আলাপ করিবার জন্য গায়ে নামিয়া পড়েন, তখন কাপড় ফেলিয়া পলাইতে ইচ্ছা হয়।

ওলের গলা কুট্‌কুটানী নিবারণের উপায়।

ওল একটা ভাল খাদ্য, সারক, অগ্নিবৃদ্ধি কারক এবং রক্ত-পরিষ্কারক। ওল অর্শরোগ নিবারণ করে। ওলের একটী বেজায় দোষ—ঐ মুখ ধরা—গলা কুট্‌কুটানি।

তিল বাটিয়া ওলগুলিতে মাখাইয়া খানিক ক্ষণ রাখিয়া ধুইয়া ঐ ওলে যাহা রাঁধিবে, তাহাই সুন্দর হইবে, মুখ ধরিবে না। কচি তেঁতুল পাতার সহিত ওল সিদ্ধ করিয়া কোন প্রকার তরকারীতে দাও, গলা ধরিবে না।

ল: সঃ

হাঁপানী রোগের মহৌষধ।

কট্‌কটে ব্যাং দেখিয়াছ? যাহাকে কোলা বেঙ্গ্ বলে—ঘরের কোণে থাকে? কটকট্ শব্দ করে? একটা ব্যাং ধরিয়া ব্যাঙ্গের হৃদপিণ্ডটা বাহির করিয়া লও, তাহাকে অর্থাৎ হৃদপিণ্ডটাকে ৪ ভাগ করিয়া কাট। এক এক ভাগ কলার ভিতর পুরিয়া ৪ দিন খাওয়াইলে হাঁপানী নিশ্চয়ই ভাল হয়। দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক রোগীকে এইরূপে ভাল করিতেন, রোগীর ঘৃণা হয় বলিয়া রোগীকে বেঙ্গের কথা না বলিতে সুপরামর্শ দিতেন।

ল: সঃ

ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরের বিষ নষ্টের উপায়।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনীতে বহু দিন পূর্ব্বে একটী ভদ্রলোক একটী ঔষধের বিবরণ লিখিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই ঔষধ দ্বারা তিনি ৪৫ জন রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন:—

কাল আঁকড়ের শিকড়ের ছাল	১ তোলা
গোল মরিচ	২১ গণ্ডা

বাটিয়া কুকুর বা শৃগাল কামড়ান রোগীকে সেবন করাইতে হইবে। রোগীর শরীরে যদি বিষ থাকে, তবে ঔষধ সেবনের পরই বমী করিয়া ফেলিবে। যদি বমি না হয়, তাহা হইলে ঔষধ আর সেবন করান উচিত নহে; কারণ বিষ নাই বুঝিতে হইবে। যাহারা প্রথম দিবসে বমি করিয়া ফেলিবে, তাহাদিগকে দ্বিতীয় দিবসেও কাল আঁকড়ের শিকড়ের ছাল ও মরিচ দশ গণ্ডা দিয়া সেবন করাইবে, যদি সে দিনও বমী করে, তাহার পর দিনও দ্বিতীয় দিবসের ন্যায় সেবন করাইবে, বমি বন্ধ হইলেই রোগী নির্বিষ বুঝিতে হইবে। নিষেধ—শাক অম্বল, গুড়। ঔষধ খাওয়াইয়া যদি রোগীর বেশী গরম বোধ হয়, তাহা হইলে মিছরির সরবৎ পাতি লেবুর রস দিয়া খাওয়ান যাইতে পারে এবং দেওয়াও আবশ্যক।

রাতকাণার ঔষধ।

পানের বোঁটা হাতে দ্বারাই চাপ দিয়া রস বাহির করিয়া ২।৩ ফোঁটা চক্ষে দিলে শুনিয়াছি তৎক্ষণাৎ রাতকাণা সারিয়া যায়।

শয্যায় মূত্রত্যাগের ঔষধ।

চিকিৎসা দর্পন বলিয়াছিলেন:—

পটাস ব্রোমাইড্	১০ গ্রেণ
টিং বেলেডোনা	১০ হইতে ২০ মিঃ

সামান্য জল দিয়া মিশ্রিত করিয়া শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে এ রোগ আরোগ্য হয়। বয়স অনুসারে উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা মাত্রা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।

খুচরা কথা।

"Money can't make brain but brain can make money" টাকায় মাথা গড়িতে পারে না, কিন্তু মাথা থাকিলে টাকা পাওয়া যায়। এ কথাটা খুব ঠিক, এ দেশের অনেকের দশাই তাই—বড় লোক পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থ বসাইয়া রাখিয়া আত্মসুখে বিভোর হয়, টাকা না খাটিলে বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং ২।৩ পুরুষ পরে বাঙ্গালার বড় বড় ঘরের শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। বিদেশীয় ধনকুবেরগণের ধনের সহিত এ দেশের অতি বড় রাজারও ধন অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইবে, অথচ তাঁহারা এত টাকা একজনেরই কারবারে উপার্জ্জন করিয়াছে। রকফেলার, রথচাইলড্, কার্ণেজী, টাটা, লিভার ব্রাদার্স, মার্শাল-ফিল্ড্ ইহারা এই দৃষ্টান্তের পূর্ণ আদর্শ। ইহাদের টাকা ছিল না, কেবল মাথা ছিল। মাথা থাকিলে টাকার ভাবনা কি?

যখন ব্যাঙ্কে সুদের আয়ের জন্য টাকা গচ্ছিত রাখা হয়, তখন গচ্ছিতকারী সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে রাখিয়াও অতি সামান্য মাত্রই লাভ পায়, কিন্তু ব্যাঙ্কওয়ালা সেই টাকায় কারবার করিয়া প্রচুর ধন বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই টাকা নিজেরা দশজনে যৌথ কারবার করিয়া কি ব্যবসায় ও কারবার করিতে পারে না? কিন্তু সে সাহস এ দেশের নাই, এইজন্য কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, 'You carry the risk while others get the profit when you leave your money with the bank." এ কথা এ দেশের লোক কবে বুঝিবে।

মিতব্যয়ীকে পরদিনের জন্য ভাবিতে হয় না। কেন না, সে পরদিনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। মিতব্যয়ীর অভাবই হয় না, তাহার আবার ভাবনা কি?

সঞ্চয়ের অভ্যাস করাটা বড় কঠিন কিন্তু এই অভ্যাসই সৌভাগ্যের সোপান। যে কোন প্রকারে এই অভ্যাস করিতেই হইবে। কারণ সঞ্চয়ের অভ্যাস না থাকিলে পরিশ্রমই সার হইবে।

'Money is a good servant, but a bad master—Don't be a slave to it, make it work for you." অর্থাৎ টাকা একটী ভৃত্য—কিন্তু টাকা প্রভু হইয়া দাঁড়াইলে বড় বিপদ। টাকাকে চাকরের মত নানা কাজে খাটাইয়া লইলে টাকা পরম সৌভাগ্য প্রদান করিয়া সুখে রাখিতে পারে। কিন্তু টাকা বাণিজ্য ব্যবসায়ে না খাটিয়া যদি টাকার অধিকারীকে খাটাইয়া লয়, তাহা হইলে অপব্যয়, বিলাসিতা প্রভৃতি দ্বারা অতি অল্প দিনেই মনস্তাপের কারণ হইয়া উঠে, সেই জন্য টাকার দাসত্ব করাটা বড় সুবিধাজনক নয়।

আচ্ছা মনে পড়ে কি? যেদিন তুমি সর্ব্বপ্রথম একটী টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলে? সে টাকা কত প্রিয়, কত বড়ই বোধ হইয়াছিল! কিন্তু আজ যদি সঞ্চিত টাকা কোন কারবারে লাগাইয়া তাহার প্রথম লাভটী পাও, তাহা হইলে সে আনন্দের সহিত কোন আনন্দেরই তুলনা হয় কি? টাকাও বসাইয়া রাখিও না, টাকা থাকে, কোন কারবার করিয়া খাটাইয়া বৃদ্ধি কর, নিজের ও দেশের সকলেরই মঙ্গল হইবে।

"কাজের লোক" সম্বন্ধে সহযোগীগণের মন্তব্য।

INDIAN DAILY NEWS.

of the 27th August 1909 says:—

The "Kajer-Loke" (or the Businessman). the vernacular monthly trade journal, explores various cheap and minor industries and tells the reader how to adopt them with or without captial. While impressing on the unemployed that an "Idle brain is the Devil's workshop," it suggests certain small business, which require very little capital. but labour and perseverance. the July number to hand contains some interesting articles on trahe and speculation.

BENGALEE, 14-11-06.

'Kaj-Er-Loke,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and manufacture. We have seen a number of it and can speak well of it.

THE INDIAN NATION.

[August 23, 1909]

We have to acknowledge with thanks the receipt of "Kajer loke" or "The Businessman," a vernacular monthly magazine devoted to the interest of useful art, manufacture, agriculture and business hints. The July number to hand contains many interesting articles, amongst which may be mentioned that on "Speculation," "Bacteria and its influence on Milk," "The way of cultivating personal magnetism," "How to attain success in life and important hints to traders in securing customers" etc. A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines, and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly

wish our contemporary all success in his noble endeavours. Address,—1, Obhay Halder's Lane, Bowbazar, Calcutta.

TELEGRAPH 17-10-06.

The Businessman :— We acknowledge the receipt of a copy of Bengali Monthly Magazine entitled "The Businessman" or "Kajerloke" dealing with various topics about Art, Industry and Trade. The Businessman is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. This monthly, we presume will satisfy all alike.

GARDENERS MAGAZINE, November 1-9-06.

We have received a copy of "Kajer-loke" or "The Businessman," a new ideal journal in Bengali devoted to useful Art, Science and Manufacture, edited by S. P. Chatterji, and published from No. 1, Abhay Haldar's Lane, Calcutta. The subjects it contains are Simply indispensible to all people who use tools, or are in any way interested in the arts and trades movements. There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind, and in pocket by reading "Kajerloka."

যশোহর, ১০ই জুন ১৯০৯।

কাজের লোক, মে সংখ্যা ১৯০৯।

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে, পরিপুর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। যাহারা চাকুরীকে জীবনসর্ব্বস্ব মনে করিয়া বেকার অথবা উমেদার অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, আমরা তাহাদিগকে যে কোন সংখ্যা 'কাজের লোক' পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। যাহারা ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন "কাজের লোক" তাহাদিগের পক্ষেও অমূল্য সহায়। মানুষ যাহাতে জীবনকে সফল করিতে পারে, কাজের লোকে সেই সকল বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে। আমরা এই উপযুক্ত মাসিক পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

সময় পত্র—১৩১৫, ফাল্গুন।

কাজের লোক তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। ১নং অভয় হালদার লেন হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র। বহুদিন পরে এই মাসিক পত্রিকাখানির সাক্ষাৎ পাইয়া আমরা যারপর নাই প্রীত হইয়াছি। 'কাজের লোকে' একটীও বাজে কথা নাই;—কাজের কথায় পরিপুর্ণ। সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়। "ব্যাংকএর কার্য্যপ্রণালী" একটি উপাদেয় ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনা। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক অতি সরল ভাষায় ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী এবং তাহার উপকারিতা আলোচনা করিতেছেন। "বেকারের উপায় প্রবন্ধে শুধু 'বেকার' কেন, অনেক কর্ম্মীরও উপায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে। "বাঁধাকপির চাষ" এই প্রবন্ধে লেখক অতি নিপুণতার সহিত বাঁধাকপির চাষ' সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ সারবান প্রয়োজনীয় রচনা সর্ব্বসাধারণের অধ্যয়নীয়। সম্পাদক রচিত "বৈজ্ঞানিক কথোপকথন" বেশ প্রীতিপ্রদ। "সহজ শিল্প-শিক্ষা" নামক রচনায় মাখন রক্ষার উপায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "গৃহিনীর বৈঠক" পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। গল্পচ্ছলে ইহাতে ভুনিখিঁচুড়ী রাঁধিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র বিশারদের "আমাদের শাস্ত্রীয় মুষ্টিযোগ" একটি উপকারী রচনা। ইহাতে ম্যালেরিয়া, পালাজ্বর ও প্লীহার ঔষধাদি নিরূপিত হইয়াছে। পুর্ব্বেই বলিয়াছি, এ মাসিকখানি প্রশংসাযোগ্য। আশা করি, ইহাকে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে দেখিব।

বঙ্গ-বন্ধু —৩১শে চৈত্র ১৩১৫।

কাজের লোক। শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। কলিকাতা—১নং অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার হইতে প্রকাশিত। আমরা এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেই রূপই সময়োপযোগী! * * *

এইরূপ পত্রের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যাদি বিষয়ে নিত্য নূতন তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমরা এই "কাজের লোকে"র সঙ্গে আলাপ করিতে অনুরোধ করি।

নীহার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

কাজের লোক ৩য় বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

কাজের লোক কার্য্যকারী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্র। ১ নং অভয় হালদারের লেন,

বহুবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেক দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচারের কামনা করি।

আলোচ্য সংখ্যায় অফিসের কার্য্য শিক্ষা, সহজ-শিল্প শিক্ষা, কলেরা নিবারণের উপায়, হরীতকী, ক্যানভ্যাসিং শিক্ষা, বেকারের উপায় ও গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রভৃতি কতকগুলিই প্রয়োজনীয় বিষয় রহিয়াছে। অতি হীনাবস্থা হইতে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি স্বাধীন জীবিকার দ্বারা যে কি প্রকারে প্রচুর অর্থ ও উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা দেখাইবার জন্য কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ বৈদেশিক ব্যবসায়ীর উন্নতির বিষয় সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। লোক চরিত্র, পাকা কারবারী লোকের অভ্যাস ও কেমন করিয়া উন্নতি করা যায়, প্রবন্ধে ব্যবসায়ীদের শিখিবার অনেক কথা রহিয়াছে।

সময়—১০ই বৈশাখ, ১৩১৬।

"কাজের লোক," ৩য় সংখ্যা। "ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রণালী" পূর্ব্ববৎ বেশ চলিতেছে "মার্শেল ফিল্ড" একটি শিক্ষাপ্রদ সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী। 'মার্শেল ফিল্ড' সামান্য কেরাণী হইতে আজ 'মার্চ্চেন্ট প্রিন্স' হইয়াছেন। আমেরিকায় যাঁহারা ধনকুবের বলিয়া পরিচিত, ইনি তাঁহাদিগেরই অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে এই মনীষীর কীর্ত্তি-কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ পাল রচিত "প্রসিদ্ধ সাবান ব্যবসায়ী লেভার" আর একটি পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর রচনা। আমরা এই প্রবন্ধ দুইটিই সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। টাকা খাটানর কথা" একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। এই মাসিক পত্রের অধিকাংশ প্রবন্ধই পাঠযোগ্য এবং উপকারী। আমরা ইহার ক্রমোন্নতি কামনা করি।

দৈনিকচন্দ্রিকা

আমরা শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "কাজের লোক" নামক একখানি মাসিক পত্রিকার প্রথমবর্ষের দ্বাদশখানি পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। * * * * * "কাজের লোক" অন্যান্য মাসিক পত্রিকার ন্যায় বাজে গল্পে বা অসার প্রবন্ধে পূর্ণ নহে—প্রত্যেক সংখ্যাতেই গৃহস্থদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্যের নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং কৃষি ও ব্যবসায় সম্বন্ধে সুখপাঠ্য কার্য্যকরী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায়। * * *

হিন্দুরঞ্জিকা ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

কাজের লোক। মার্চ্চ ১৯০৯। ছোট খাট কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ কাগজ খানি বেশ। * *

খুলনাবাসী ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

কাজের লোক—গার্হস্থ্য মাসিক পত্র—কলিকাতা ৩ নং উইলিয়মস লেন দাস প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ১নং অভয় হালদার লেন প্রকাশিত। আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে অনেকই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গালার শিল্প।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার মহোদয় উক্ত বিভাগের ১৯০৮-০৯ অব্দের শিল্পজাত দ্রব্যের যে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ;—

প্রেসিডেন্সি বিভাগে প্রধানতঃ চটের থলিয়া, চট, সুতা, হস্ত-নির্ম্মিত কার্পাস বস্ত্র, রেশমের সুতা, রেশমী বস্ত্র, কাগজ, চিনি, চিটাগুড় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই বিভাগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত সোরা লাক্ষা, লাক্ষারঞ্জিত পিত্তল, কাঁসার পাত্র, ষ্টীল ট্রাঙ্ক ও বাক্স লোহার সিন্দুক, কটাহ, সাবান, দিয়াশলাই বাক্স সোডাওয়াটার, তামাক, তৈল, কম্বল, জুতা প্রভৃতি দ্রব্যও এই স্থানে তৈয়ারী হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ছোট বড় অনেক প্রকার শিল্প-দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যশোহর ও খুলনা জেলায় নানাপ্রকার গড়নের নৌকা, ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ নাটাগড়, কাদিহাটী, গোপালপুর প্রভৃতি স্থানের তালা অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া বারাশত মহকুমার দত্তপুকুর ও বদু নামক স্থানের উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিত্তল-নির্ম্মিত তালা প্রস্তুত হয়, কিন্তু তালা গুলির দাম বেশী বলিয়া উহার কাটতি কম। খড়দহ পানীহাটী, সুখচর প্রভৃতি স্থানে ক্রুস ও বারাকপুর মহকুমার সন্দল নামক স্থানে কাঁচি তৈয়ারী হয়। দমদমার তৈয়ারী লণ্ঠনগুলিও বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। মধ্যম গ্রাম ও বারাশত মহকুমার কতিপয় গ্রামের মুসলমান দর্জ্জিগণের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূচী কার্য্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ইউরোপীয়গণ এই সূচীকার্য্যের "কদর" করিয়া থাকেন, তাই এই সূচীকার্য্য শোভিত বস্ত্রাদি অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে প্রেরিত হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। এতদ্ব্যতীত মাদুর ও তালপাতার ছাতা প্রভৃতিও এই বিভাগে উৎপন্ন হয়। নদীয়ার মৃণ্ময় মূর্তির কাটতি দিন দিন বাড়িতেছে। কালীগঞ্জের কটাহ ও জাঁতিরও বেশ কাটতি আছে।

চট, কার্পাস তুলার সুতা, কাগজ প্রভৃতি এই বিভাগের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই বিভাগের বড় বড় কলে ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপরাপর দ্রব্যাদির জন্য ও এই বিভাগে

আরও ছোট ছোট কারখানা বসিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ২৪ পরগণা জেলায় ১০৬টী বড় বড় কারখানার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এইস্থানে পূর্ব্ব বৎসর ৯৫টী কারখানা ছিল। সুতরাং এ বৎসরে ১১টী কারখানা বাড়িয়াছে। এই এগারটী কারখানার মধ্যে ৪টী পাটের কল, একটী দিয়াশলাইএর কল, একটী জুটপ্রেস ও আর দুইটী ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ম্মশালার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই সকল কর্ম্মশালার শ্রমজীবীর সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে।

ডানবার মিলের সেক্রেটারীর রিপোর্টে দেখা যায় যে, এ বৎসর সূতার বাজার বড় মন্দা গিয়াছে। অপ কণ্ট্রীতে এবার দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য শস্যের দুর্মূল্যতার জন্যই এরূপ হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে কলের কর্ত্তৃপক্ষ ১৭০ টাকা করিয়া প্রতি গাঁইট সূতার দর স্থির করেন। কিন্তু কাটতি অল্প হওয়ার দরুণ প্রতি গাঁইট, অক্টোবর মাসে ১৬৬ টাকা করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। তাহার পর চীনদেশ হইতে সূতার কাটতি বর্দ্ধিত হওয়ায় উহার দর ১৬৭৲ টাকায় দাঁড়ায়।

আলোচ্য বর্ষে টীটাগড় ও কাকিনাড়া কাগজের কলে, পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ২ লক্ষ টাকা অধিক লাভ হইয়াছে।

ইহার পরেই হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের কথা উল্লেখ্য। হস্ত-চালিত তাঁত, এই বিভাগের প্রায় প্রতি জেলাতেই আছে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই তাঁতে কাপড় বুনিয়া থাকে। তবে যশোহর ও নদীয়া জেলাতেই তাঁতের কাপড় অধিক প্রস্তুত হয়। এই সকল তাঁতে প্রধানতঃ মোটা কাপড়ই তৈয়ারী হয়। স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্রও উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শান্তিপুর সূক্ষ্মবস্ত্রের জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কুষ্টিয়াও বস্ত্র-বয়ন শিল্পে উন্নতি লাভ করিতেছে। কুষ্টিয়াতে মোহিনীমিল নামে একটী বস্ত্র বয়ন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কারখানার আয় অল্প। শান্তিপুরের কাপড়ের আয় হ্রাস হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

রেশমই মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। মুর্শিদাবাদে, রেশমের সূতার জন্য ইংরোপীয় ও এদেশীয় কয়েকটী কারখানা আছে! বেঙ্গলসিল্ক কমিটী উক্ত জেলার রেশম সূত্রের ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। গত বর্ষে বেঙ্গলসিল্ক কোং নামক দীর্ঘকালের একটী কারখানা ঐ জেলা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। রেশম শিল্পের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর লালবাগের আর্ট এজেন্সিতে বার্ষিক ৫০৲ টাকা করিয়া সাহায্য দিতেন। কিন্তু এজেন্সির কর্ত্তৃপক্ষ তদনুরূপ কোনও উন্নতি দেখাইতে না পারায়, গবর্ণমেণ্ট ঐ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

সমালোচনা।

চিকিৎসা-প্রকাশ—দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের বৈশাখ হইতে যে কয়েক সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। চিকিৎসা-প্রকাশের বিষয় নির্ব্বাচন প্রশংসার্হ। রোগনির্ণয়, চিকিৎসা, এবং নূতন ঔষধাবলীর প্রয়োগপ্রণালী, চিকিৎসার ফলাফল প্রভৃতি অতি আবশ্যকীয় বিষয়গুলি এত বিষদরূপে বুঝান হইতেছে যে, ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ উভয় শ্রেণীর লোকেরই নিকট বিশেষ আদরণীয় হওয়া উচিত। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুলভ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না! আমরা পল্লীগ্রামের প্রত্যেক ইংরাজী অনভিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রকেই চিকিৎসা-প্রকাশের গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে Extra Pharamacopœa বা নূতন ঔষধ-তত্ত্ব বাহির হইয়া থাকে, এক্‌ষ্ট্রা ফারমাকোপিয়া বাঙ্গালায় না থাকায় ইংরাজী অনভিজ্ঞ পল্লীগ্রামের পাসকরা ডাক্তারগণও সে সকল ঔষধ আদৌ ব্যবহার করিতে পারেন না। অধুনা সমস্ত বড় চিকিৎসকই এই এক্‌ষ্ট্রা ফারমাকোপিয়া ঔষধের বিশেষ পক্ষপাতী, চিকিৎসাপ্রকাশের গ্রাহক হইলে তাঁহাদের সে অভাব পূর্ণ হইবে। চিকিৎসাপ্রকাশ নদীয়া জেলার আন্দুলবাড়িয়ার মেডিক্যাল ষ্টোর হইতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, প্রত্যেক গ্রাহক কতকগুলি মূল্যবান চিকিৎসা-পুস্তক কম মূল্যে লইতে পারিবেন। আমরা এরূপ কাগজের বিশেষ পক্ষপাতী। চিকিৎসাপ্রকাশ দীর্ঘজীবন লাভ করুন, ইহাই কামনা করি।

কলেরা চিকিৎসা (A Treaties on Cholera) আন্দুলবাড়িয়া মেডিক্যাল ষ্টোর হইতে ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ হালদার দ্বারা প্রকাশিত মূল্য ।০ আনা মাত্র। পুস্তকখানি এলোপ্যাথিক মতে কলেরা চিকিৎসা সম্বন্ধে লিখিত। রোগ নির্ব্বাচন, ইতিবৃত্ত, কলেরার প্রকারভেদ, লক্ষণতত্ত্ব এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু (up to date) নূতন পন্থা এত সরল ভাষায় এত বিষদরূপে বুঝান হইয়াছে যে, পুস্তকখানি শুদ্ধ চিকিৎসক কেন, সাংসারিক মাত্রেরই একখানি মূল্যবান গ্রন্থ হইয়াছে। পল্লীগ্রামের ডাক্তারগণের পক্ষে পুস্তকখানি অপরিহার্য্য, অধিকন্তু প্রত্যেক সাংসারিকের পুস্তকখানি রাখা উচিত।

যমুনা—১২ নং নারিকেলবাগান হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ১৲। এখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। যমুনার মুখপাত্রেই একখানি সুন্দর চিত্র, যমুনাতটে রাধাশ্যাম—ঠাকুরটীর বংশীধ্বনি শুনিয়া বিমোহিতা রাধিকা কক্ষের কলসী ফেলিয়া দণ্ডায়মানা—অদূরে যমুনার দৃশ্যও মনোরম, চিত্রখানি ভাবময়। দ্বিতীয় চিত্র কুশী-লবের রামায়ণ শিক্ষা, এখানিও সুন্দর হইয়াছে। প্রবন্ধের মধ্যে সুরেশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের মানসী কবিতাটী সুন্দর ও ভাবপূর্ণ। শিবতত্ত্ব বেশ গবে-

যথাপূর্ণ ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ। দুষ্মন্ত-মিলন কবিতাটী বেজায় দীর্ঘ, পড়িতে সময় কুলাইল না। আমাদের ছবি একটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। স্ত্রী চুরি গল্পটী মন্দ নহে।

এক টাকায় এমন সুন্দর এতবড় মাসিক পত্রিকা দুর্লভ, আমরা যমুনার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

হিন্দুসখা—জেলা হুগলির অন্তর্গত কৈকালা হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য এক টাকা। দ্বিতীয় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। এ খানি ধর্ম্ম, সমাজ, কৃষি, প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্র। এ সংখ্যায় গান্ধারা, তারকেশ্বর তথ্য প্রবন্ধ দুটীতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বিদ্যাসুন্দর নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে গোপালউড়ের যাত্রার দলের ইতিহাস হিন্দুসখার কলেবর বিশেষ না হলেও চলিত। হিন্দুসখার ক্রমোন্নতি দেখিলে সুখী হইব।

শান্তিকণা—শ্রাবণ এবং ভাদ্র সংখ্যা একত্রে। ঢাকা জিন্দাবাহার শান্তিকণা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲। এখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ধর্ম্ম, সমাজ এবং নীতিবিষয়ক প্রবন্ধই শান্তিকণার লক্ষ্য। পরিব্রাজকের উক্তি প্রবন্ধটী জ্ঞানগর্ভ, হাসিও তখন, এই কবিতাটী সুন্দর এবং সুখপাঠ্য, দাবী ক্রমশঃ প্রকাশ্য—একটী ইংরাজী ক্ষুদ্র উপন্যাস, মিরাবাই চরিত্রে অনেক জ্ঞাতব্য কথা সন্নিবেশিত। "শান্তিকণা" বেশ চলিতেছে।

বাল্যসখা—বালক বালিকাদিগের জন্য একখানি সুন্দর সচিত্র মাসিক পত্র। এবারে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সিংহ এবং পরলোকগত স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের দুইখানি হাফটোন প্রদত্ত হইয়াছে। "বাল্যসখা"র প্রত্যেক প্রবন্ধ অতি সরল এবং সরস ভাষায় লিখিত, এরূপ পত্রের বহুল প্রচার কামনা করি। বাল্যসখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। ৩২ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হয়।

GARDENERS MAGAZINE.

এখানি কৃষি এবং বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ক মাসিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ১৲। ৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর হইতে প্রকাশিত। Care of feet, Remarkable discoveries made by accident, Value of Sunlight অবশ্য পাঠ্য প্রবন্ধ। গার্ডনার্স ম্যাগাজিন ১১ বৎসরের কাগজ, সম্পাদক বহুদর্শী এবং বৃদ্ধ, বিষয় নির্ব্বাচন যে সুন্দর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

আপনিই প্রণিধান করুন

ইচ্ছা থাকিলেও আসল জায়গা না জানিলে সুলভে স্বদেশী বস্ত্র পাওয়া কঠিন কিনা—অনেকের এমনও বিশ্বাস আছে হাবড়ার হাটে অপেক্ষাকৃত সুলভে পাওয়া যায়—একথা সত্য হইলেও কিন্তু ইদানীং ফ'ড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে, বহুদূর হইতে আসিয়া ক্রেতাগণকে বিরক্ত হইয়া শেষে অযথা অধিক মূল্যেই ক্রয় করিতে হয়—এই অসুবিধা অনায়াসে নাও ভোগ করিতে পারেন—আমাদের খাঁটী স্বদেশী বস্ত্রের পূজার জন্য

বিপুল আয়োজন।

তাঁতিদিগকে সুতা এবং টাকা দাদন দিয়া ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ আরঙ্গ সমূহের সর্ব্বপ্রকার মূল্যের ধুতি, শাড়ী মসারির থান, গামছার থান, ভারতের নানা স্থানের মিলের কাপড় আনাইয়া "প্রকৃত হাটের দরে" বিক্রয় এবং সরবরাহ করা হইয়া থাকে। আমাদের—

কারবার প্রায় ৫০ বৎসরের,

মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদিগকেই এতকাল সরবরাহ করিতাম, এক্ষণে খুচরা ক্রেতাও সেই পাইকারীর দরের সুবিধা পাইতেছেন, কাজেই কাজ বাড়িয়াছে। সাধারণেরও সুবিধা হইয়াছে। মফঃস্বলের অর্ডারে সিকি মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইলে ভারতের সর্ব্বত্রই ভিঃ পিতে পাঠান হইয়া থাকে। পছন্দ না হইলে জিনিস পরিবর্ত্তন করিয়া দিই, তজ্জন্য ক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। মফঃস্বলের পাইকারগণের থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। বহুস্থলে কাপড় লইয়া থাকিবেন, আমাদের দরও একদিন পরীক্ষা করুন।

পাঁচকড়ি মল্লিক এণ্ড কোং

৫৩৪ নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড

হাওড়া হাটের দক্ষিণ) (হাবড়া।)

জে, কিপাক্স এণ্ড কোম্পানির

গার্হস্থ্য প্রসিদ্ধ ঔষধাবলী

বহুবর্ষের, বহু সহস্র ব্যক্তির পরীক্ষায় প্রকৃতই কার্য্যকারী ঔষধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে সেই জন্য আমরা ইহার সোল এজেন্টস্ হইয়াছি—নচেৎ হইতাম না।

টুথ পাউডার বা দাঁতের মাজন (অতুলনীয়)—ইহা সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা দন্তের গোড়া শক্ত করে, দাঁত নড়া, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পুঁজ পড়া, মেড়ে ফুলে উঠা এবং মুখের দুর্গন্ধ নিবারণ করে। ইহা ব্যবহার করিলে দন্তের কোনরূপ ব্যারাম হয় না। মূল্য চারি আনা।

কিপাক্স টনিক—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ও অজীর্ণতায়, সর্ব্বপ্রকার রক্তহীনতায় ও নিস্তেজতায় ইহার গুণ অপরিসীম। সকল প্রকার উৎকট ব্যাধি হইতে আরোগ্যের পর বলবান হইতে এই মহৌষধ বিশেষ ফলদায়ক। মূল্য আড়াই টাকা।

ক্রজেড অয়েল—ইহা কেশের ও মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী, সুগন্ধি বিশুদ্ধ তৈল। ইহা প্রচুর পরিমাণে কেশরাশির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহাতে মস্তিষ্ক ঘূর্ণন, মাথা জ্বালা, মস্তিষ্কের বিকৃতি, অনিদ্রা, দুর্ব্বলতা, মাথাধরা প্রভৃতি রোগ নিবারণ করে। ইহা অতিশয় ঠাণ্ডা ও সর্ব্বদেহে মাখিতে পারা যায়। মূল্য এক টাকা।

ক্যানেড্রিয়া বটিকা—পুরুষত্বহানির একমাত্র ঔষধ। স্বপ্নদোষ, উদ্যমরাহিত্য, শুক্রতারল্য, ইত্যাদি সর্ব্বরোগের এই ঔষধটী আশু উপকারী। মূল্য চারি টাকা। ইহা প্রকৃতই মূল্যবান ঔষধ।

বিরেচক লিচুফল—কয়েকটী সুমিষ্ট ফলের রস এবং নানা প্রকার গাছ গাছড়া হইতে এই সুপ্রসিদ্ধ এবং আশু ফলপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত। কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শ রোগীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। ইহা ব্যবহারে প্রতিদিন উত্তমরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। জোলাপ নহে। মূল্য এক টাকা।

অত্যাশ্চর্য্য জ্বরনাশক বটিকা—সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের ইহা অব্যর্থ ও আশ্চর্য্য মহৌষধ। ইহা জ্বরের উপর ও বিরামাবস্থায় সেবন করা যায়। ইহা কুইনাইনের দোষ নষ্ট করে। প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বরের ইহা মহৌষধ। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। এরূপ ঔষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য এক টাকা।

একমাত্র এজেন্টস্—

ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোং,

১৬৪ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ১ হইতে ৮ নং মিউনিসিপাল বাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৮৮৭, টেলিগ্রাফিক ঠিকানা ইকোনমি কলিকাতা, পোষ্ট বাক্স নং ১১৯ কলিকাতা।

১৮৪৫ সালে স্থাপিত

ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোম্পানি

জেনারেল মার্চ্চেন্টস্, ফ্রেস বাজার সপ্লায়ার্স।

ঔষধ, সার্জিক্যাল অস্ত্র এবং যন্ত্রাদি, অয়েলম্যানস্ ষ্টোর, এসেন্স, সাবান, জগতের যাবতীয় প্রসিদ্ধ পেটেন্ট ঔষধ আমদানীকারক এবং খুচরা এবং পাইকারী বিক্রেয়কারক।

জেনারেল ষ্টোর—১ নং হইতে ৮ নং পর্য্যন্ত নিউ মার্কেট। ছাপাখানা—৮ নং জ্যাকসন্ লেন। ঔষধের ষ্টোর এবং ডিস্পেন্সারি—১৬৪ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনোদবিহারী দত্ত,

সোল এজেন্ট

ইণ্ডিয়ান ইনামেলিং কোং,

জুয়েলার, সর্ব্বপ্রকার ওয়াচ, চেন, ঘড়ি প্রভৃতি আমদানীকারক,

৭, ৭।১, ৭।২, ওল্ড্ কোর্ট হাউস কর্ণার, রাধাবাজার, কলিকাতা।

গিনি সোনার মিনে করা অলঙ্কার—অতি উচ্চ অঙ্গের কারুকার্য্যময়, যাহা এদেশে পূর্ব্বে কখন প্রস্তুত হইত না, যাহা প্রস্তুতের জন্য বড়লোকেরা "মিনে করিবার জন্য" অলঙ্কার বিলাত প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া প্রস্তুত করাইয়া আনিতেন, তাহা আজ এদেশে এত সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়াছে যে সাধারণ লোকের ব্যবহারেরও ক্ষমতাধীন হইয়াছে—যেমন অবস্থার লোক হউন না কেন, এক্ষণে ইহা ব্যবহার করিয়া ক্ষোভ মিটাইতে পারেন, বর্ণনা করিয়া সে সৌন্দর্য্য বুঝান যায় না। এত সুন্দর—এত মনোহর—এত পরিষ্কার কারুকার্য্যময়! দোকানে আসিয়া পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই দোকান স্থাপিত—বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা উচিত নয়। যাঁহারা কলিকাতায় আছেন, একদিন দোকানে পদার্পণ করিলেই সংশয় দূর হইবে, মফঃস্বলের ক্রেতাগণ এই মাত্র জানিয়া রাখুন, কথায় এবং আমাদের কার্য্যে এক তিল পার্থক্য হইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরৎ পাইবেন—যে জিনিস যে দরের স্বর্ণে প্রস্তুত, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে—সংশয়ের কোন কারণই নাই। আমরাও যে ২৭ বৎসরের যশ রাশি সাধারণ স্বর্ণকারগণের মত এত সহজে নষ্ট করিতে পারি, তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণই নাই। এখানে সামান্য দামের হইতে বহু মূল্যবান ঘড়ী, ক্লক, ঘড়ীর চেন, হীরক যহরৎ, বিবিধ প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত আছে। গ্রীষ্মে কোন কষ্ট হইবে না, ইলেকট্রিক ফ্যান চলে। ট্রামওয়ে রাধাবাজারের মোড়ে নামিয়া কয়েক পদ মাত্র আসিলেই রাধাবাজারের পশ্চিম উত্তর কোণেই প্রকাণ্ড দোকান। সমস্ত জিনিস মফঃস্বলে পাঠান হয় এবং সন্তোষের জন্য দায়ী হইয়া থাকি।

যুগলমিলন চিরুণী—খাঁটী গিনি সোনার, পালিস পাতের উপর অতি স্বাভাবিক, বর্ণে মিনা করা, স্বর্ণে ফল ফুল পত্র পরিশোভিত—

হীরকখচিত অলঙ্কার দূরে রাখিয়াও রমণীগণ ইহা ব্যবহারের জন্য আকুল হয়েন—এত সুন্দর! মূল্য ২০৲, ২৫৲, ৪৫৲।

মাথার ফুল এবং প্রজাপতি—খাঁটী গিনি সোনার—প্রজাপতির পাখা নানাবর্ণে সুরঞ্জিত, যেন সত্যই একটী স্বর্ণ প্রজাপতি কবরীর উপর বসিয়া আছে! ফুলের পাতা ও পাবড়ীগুলি স্বাভাবিক পুষ্পের বর্ণে বিচিত্র। এত স্বাভাবিক যে, ভ্রমরের ভ্রম হইয়া যাইতে পারে। মূল্য ১৫৲, ২০৲, ২৫৲।

কানের ফুল—খাঁটী গিনি সোনার, চুনি পান্না প্রভৃতি বসান, বোটা পাতাগুলি মিনে করা সম্পূর্ণ নূতন ফ্যাসনের স্বাভাবিক। ১২৲, ১৫৲, ২০৲

খাঁটী গিনি সোনার সাড়ী আঁটা সেফ্টী পীন—মিনে করা চুনি পান্না বসান, সুরুচিময় কারুকার্য্যবিশিষ্ট। ১৫৲, ২০৲, ২৫৲

গিনি সোনার মিনে করা ইয়ারিং—নানা প্রকার অভিনব প্যাটারণের, প্রকৃতই বিবাহে, সাধে যৌতুক দিবার সামগ্রী, বড় বিশেষ নূতনত্ব আছে। মূল্য ১৫৲, ২০৲, ২৫৲

ঐ পাথর বসান—মূল্য ২৫৲, ৩০৲, ৪০৲

গিনি সোনার অঙ্গুরি—নবদম্পতিকে যৌতুক দিবার জন্য—মিনের অক্ষরে "সুখে থাক" "সুখে থাক চিরদিন দুজনে" "মনেরেখো" "ভুলনা" "আমি তোমারই" "ভালবাসা" কিম্বা মিনের অক্ষরেই নাম লেখা—২০৲, ২৫৲, ৩০৲

গিনি সোনার মিনে করা লকেট—লকেট খুলিলে ২ দিকে ২খানি ফটো রাখিবার স্থান বিশিষ্ট, মূল্য—২০৲, ২৫৲, ৩০৲

গিনি সোনার ব্রেস্লেট্—পালিস পাতের উপর মিনে করা এবং চুনি পান্না বসান, ভারি সুন্দর ১৫০৲ হইতে ২০০৲

ঐ দরের সোনা—১২৫৲ হইতে ১৫০৲

গিনি সোনার জিপ্সী বা সম্মোহনী অঙ্গুরী—বাস্তবিক যে দেখিয়াছে, সেই মোহিত হইয়াছে, উপরে ৩ খানা চুনি বসান ২০৲, একখানি হীরক এবং ২খানি চুনি বসান ৪০৲

বি, কে, ব্যানার্জ্জির স্বদেশী এসেন্স।

যদি এই নিদারুণ গ্রীষ্মে অত্যাধিক পরিশ্রমের পর মন পুলকিত করিতে চান, এবং নিজগৃহে চির বসন্ত বিরাজমান করিতে চান, বি, কে, ব্যানার্জ্জির স্বদেশী এসেন্স ব্যবহার করুন।

বকুল, চামেলী, খসখস, বেলা, চেরী, মতিয়া, চম্পক, যেস্‌মিন্‌, হোয়াইট্‌রোজ।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৸৹ আনা ও ছোট শিশি ।৶৹ আনা মাত্র।

রোজ (গোলাপী) ও ভায়োলেট ফেস্‌ পাউডার।

এই পাউডার ব্যবহারে ব্রণ, মেছেতা, ছুলি, ঘামাচি, ইত্যাদি রোগ আরোগ্য হয়। ইহা যৌবনের চাকচিক্য, পরিপূর্ণতা ও প্রফুল্লতা আনয়ন করে। ইহা প্রত্যেক সৌখীন বঙ্গ মহিলার সোহাগের অঙ্গরাগ। মূল্য তুলি সমেত প্রতি কৌটা ।৶৹ আনা মাত্র।

আমাদের পাউডারের ভয়ানক অনুকরণ হইতেছে। ক্রেতাগণ ক্রয়কালীন রেজিষ্টারি করা ট্রেড মার্ক দেখিয়া লইবেন।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

বি, কে, ব্যানার্জ্জি, ম্যানুফ্যাক্‌চারিং পারফিউমার,
১২ নং নেবুতলা লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

দুর্লভ সুযোগ!

অর্দ্ধমূল্য! অর্দ্ধমূল্য!

মেচলেস ফ্লুট।

ইহার স্বর-প্রবল ও সুমধুর, পূর্ণ মুক্ত, একসেট রিড্‌যুক্ত ৩৫৲, ৪০৲, ৪৫৲, দুইসেট রিড্‌যুক্ত ৬০৲, ৬৫৲, ৭০৲ কেবল তিন মাহার জন্যে ১৭॥০, ২০৲, ২২৷০, এবং ৩০৲, ৩২॥০, ৩৫৲ টাকায় পাইবেন। ৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন।

ভন এণ্ড কোং,
১০১৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আফিম্‌ পরিত্যাগের ঔষধ।

যত অধিক দিনের আফিম সেবনকারী হউক না কেন বিনা কষ্টে আফিম পরিত্যাগ করিয়া শরীর গ্লানিশূন্য হইয়া পুনরায় সতেজ হইতে পারেন। আফিম পরিত্যাগে, নাক চক্ষু দিয়া জল পড়া, কিম্বা হাত কামড়ান বা পেটের পীড়া হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মাত্রা অনুযায়ী মূল্য।

কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান, খুলনা, বেনারস প্রভৃতি সর্ব্বস্থানের এক্‌জিবিসন হইতে ৮ খানি গোল্ড মেডেল ও সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত গবর্ণমেন্ট ও রেলওয়ে কালীর কণ্ট্রাক্টার্স

পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোংর

স্বদেশী এসেন্স বা পুষ্পসার।

সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের সার অভিনব উপায়ে বাহির করিয়া এই সকল এসেন্স প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার ফোঁটা মাত্র কাপড়ে দিলে সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিবে এবং সেই গন্ধ বহু দিবস স্থায়ী হইবে, একবার মাত্র ব্যবহারেই জানিতে পারিবেন, ইহা বিলাতি ও ফরাসী দেশীয় এসেন্স হইতেও উৎকৃষ্ট—দেশী এসেন্সের তো কথাই নাই।

এসেন্স "ভুলনা আমায়" (কাপড় কাচিলেও গন্ধ থাকে) ২৲, বোকে ১৷০, ... মতন ১৷০, বিউটী অফ্‌ দি নাইট ১৷০, ভিক্টোরিয়া রোজ ১৲, কাশ্মীর কুসুম ৸৹, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধ; কামিনী কুসুম, হেনা, খস, কুমুদিনী, চম্পক, হোয়াইট রোজ, ডামাস্ক রোজ, চেরি, ৸৹ হিঃ।

পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং পারফিউমার্স,
১৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শূলেন্দ্রকেশরী বটিকা।

যোড়াসাঁকো ৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে সুপ্রসিদ্ধ চিত্র শিল্পী ও লেখক শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমাদের পরিবারের কোন মহিলা অম্লশূল রোগে অসহ্য যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, নানাপ্রকার চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হয় নাই। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি "শূলেন্দ্রকেশরী বটিকা" সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে।" এই বটিকা যে শূল বেদনার মহোপকারী তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ।০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশারদ।
কলিকাতা বৈদ্যভবন,
৯৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড।

সেলাইএর কাজ করিলেও উপার্জ্জন হইবে !

আমরা নূতন সেলাইয়ের কল ও তাহার সাজ-সরঞ্জাম সকল বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। আমাদিগের নিকট হাতে চালান কল ২৫৲ টাকা হইতে ৬৫৲ টাকা ও পায়ে চালান কল ৭৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমরাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

শ্রীবিপিনবিহারী সাঁতরা এণ্ড কোং,

৭৪ নং বেন্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লোহার সিন্দুক

অনেক লোকেই প্রস্তুত করেন, আমরাও করি; কিন্তু পরীক্ষায় আমাদের সিন্দুক সর্ব্বাপেক্ষা গুণে ও গঠনে শ্রেষ্ঠ হইবে,—সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ

এটা স্তোভবাক্য মাত্র—সে কথা ঠিক নয়, আমরা তাহা বলিতে জানি না—বলি না। যতদূর সম্ভব কম লাভে, ভাল মাল-মসলায় খুব মজবুত জিনিস দিই—এই সকল আমাদের কথা। একখানি অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলেই সচিত্র মূল্য-তালিকা এবং লোহার সিন্দুক সম্বন্ধীয় পুস্তক বিনামূল্যে পাঠাইব।

বসু, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং,

লোহার সিন্দুক প্রস্তুতকারক, আলিপুর, কলিঃ

ফেব্রিণা

সর্ব্ববিধ জ্বরনিবারক ও শান্তি-কারক, জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্য-দূরীকারক।

দেশব্যাপিত পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, ও কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃত‌সংযুক্ত জ্বর, ও সর্ব্ববিধ জ্বরের বিশেষ শান্তিকারক ও নিবারক।

ভ্রমে পড়িবেন না।

ফেব্রিণা নূতন ঔষধ নহে ভারতের নানা কেন্দ্রে ইহা বহুদিন হইতে পরীক্ষিত ও লক্ষ লক্ষ অযাচিত পত্রে প্রশংসিত, এক বোতলেই জ্বরের আরোগ্য হইয়া থাকে। "ফেব্রিণা" বাজারে পেটেন্টের ন্যায় হেতুড় দ্বারা প্রস্তুত নহে।

☞ জগদ্বিখ্যাত স্বর্গীয় মহাত্মা ৺দ্বারিকানাথ গুপ্তের (ডিঃ গুপ্ত) বংশধরগণ ফেব্রিণার স্বত্বাধিকারী।

মূল্য বড় বোতল ১৷০, ছোট বোতল ৸৵০। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া হয়।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স্‌

প্রধান ঔষধালয়, ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

শাখা ঔষধালয়, ২৭ গ্রে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কৃত কর্ম্মের ভাবি ফল

চিন্তার বিষয়,—উপেক্ষার বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী—উৎকৃষ্ট ব্রাজিল পাথরের চসমা মূল্যবান—বিজ্ঞানবিদ্‌ চিকিৎসকগণের অনুমোদিত কিন্তু অল্প মূল্যের কাচ-খণ্ডের চসমা দেখিতে ঠিক সেইরূপ হইলেও কি পাথরের এবং কাচের চসমা এক জিনিষ? সস্তা কাচের চসমায় চক্ষে ছানি পড়ে, মতিয়াবিন্দ, প্রভৃতি দুরারোগ্য উপসর্গের সৃষ্টি হয়, এমন চসমা আমাদের এখানে পাওয়া যায় না, অধিকন্তু চক্ষু পরীক্ষা না করিয়া চসমা বিক্রয়ই করি না। হয় এখানে আসুন নয় বিস্তারিত বিবরণ লিখুন, উপযুক্ত চসমা নির্ব্বাচন করিয়া দিব।

দে, মল্লিক এণ্ড কো',

চক্ষুতত্ত্ববিদ্‌ ও চসমা বিক্রেতা।

২নং লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এ, এল রায়ের

ছাপিবার ও লিখিবার স্বদেশী কালী

কেন ব্যবহার করিবেন না? ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে—মূল্যও সুলভ। ফ্যাক্টরী :— বারোওয়ারীতলা রোড, বেলিয়াঘাটা। চিফ ডিপো।

বি, এল, দাঁ এণ্ড কোং,

৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Registered No. C. 4??

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal, Devoted to Useful Art, Manufacture &c.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।	New Series, September, 1909.	নূতন সংস্করণ। সেপ্টেম্বর, ১৯০৯।	Vol. III. No. 9.

আসল "লক্ষ্মীবিলাস" রামচন্দ্রমূর্ত্তিবিশিষ্ট

ট্রেড মার্কাযুক্ত দেখিয়া লইবেন।

আমরা বিশেষ যত্নে বহু অর্থব্যয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়েকটী ভারতীয় ফুলের নির্য্যাসে স্বদেশজাত স্বদেশীয় ফুলের "পুষ্প-সার বা সেন্ট" প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছি। আস্ত টাট্‌কা ফুলের গন্ধ বাতাসে উড়িয়া যায় না। গুণে শ্রেষ্ঠ, তবে স্বদেশজাত স্বদেশীয় ফুলের মিষ্ট মধুময় সৌগন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী ফুলের বৈদেশিক কঠোর গন্ধের দিকে কেন প্রধাবিত হয়েন? আমাদের বহু যত্নে প্রস্তুত বেলা, সেফালিকা, চম্পক, মালতি, জেস্‌মিন, বোকে, লিলি অব দি ভ্যালি, ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, তিন শিশির সুন্দর বাক্স, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

(স্থাপিত সন ১৮৮২ সাল।)

অতুল ধনসম্পত্তিশালী রাজাধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই লক্ষ্মীবিলাসের পরিচয় জানেন। লক্ষ্মীবিলাস কেবল বিলাসের সামগ্রী নহে, বিবিধ শারীরিক এবং মানসিক পীড়া দূর করিতেও অমোঘ মহৌষধ। বলবৃদ্ধি করিতে, উৎসাহ আনিতে, শ্রীবৃদ্ধি করিতে, চর্ম্মের মসৃণতা উৎপাদন করিতে, লক্ষ্মীবিলাসই গুণে ও গন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা ডজন ৭৷৷০, ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

ম্যানুফ্যাকচারিং পারফিউমারস্—এম, এল, বসু এণ্ড কোং। আফিস,—১২২ নং পুরাতন চীনাবাজার। ফ্যাক্টরী—১২ নং নারিকেল বাগান, কলিকাতা।

কি আর্ত্তনাদ!

"প্রাণ যায়!"

নিশীথ রজনীতে প্রায় প্রতি গৃহেই শিশুর রোদনধ্বনি—পিতা মাতার আর্ত্তনাদ, শয্যা ছাড়িয়া ভূমিশয্যা! কি ভীষণ ছারপোকার কঠোর দংশন!—কেমন করিয়া এই দুর্দ্দম্য শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়? পরদিন প্রাতেই প্রতিকারের উপায়—এক কৌটা কিটিংস পাউডার কিনিয়া বিছানায় দিয়া রাখ। সুখে নিদ্রা যাইবে। ভয় নাই—ইহা মানুষের পক্ষে বিষাক্ত নহে, কেবল কীটনাশক। ইহা দুর্গন্ধবিহীন। ইহা দ্বারা আরও বহুকার্য্য হইবে। লণ্ডনের রসায়ন-তত্ত্ববিদ টমাস্ কিটিং সাহেবের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া জগতের সর্ব্বত্রই বিক্রয় হয়।

ভারতের স্পেশ্যাল এজেন্টস্—মেঃ বি, এল, দাঁ এণ্ড কোং,
জেনারেল অর্ডার সপ্লায়ার্স, ৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিক্রেট অফ্ এ নিউ ট্রেড

পুস্তকখানিতে সরল বাঙ্গালা ভাষায় একটী অভিনব অর্থকরী আমেরিকান ব্যবসায় রহস্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তক শীল করা বিক্রয় হয়। ঘরে বসিয়া এ কাজ করিলে বেশ উপার্জ্জন করা যায়। অতি যৎসামান্য মূলধনের আবশ্যক মাত্র। কাপড়ে বাঁধাই গিল্টি অক্ষরে পুস্তকের নাম প্রভৃতি। মূল্য ভি, পি সমেত ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ১ নং অভয় হালদার্স লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

জবাকুসুম তৈল

মস্তিষ্ক শীতল এবং কেশবৃদ্ধির জন্য জগৎ বিখ্যাত।

ভারতের গণ্যমান্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রাজন্যবর্গ এবং রাজ্ঞীগণ সকলেই জবাকুসুম তৈলই ব্যবহার করেন। বহু দিবস যদি শিরোরোগে, অথবা কেশসম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, তবে জবাকুসুম ব্যবহারেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবেন।

ইহা মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর, মধু সৌরভময় এবং আশু কেশরোগ সংহারক।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ভিঃ পিঃতে ১।৵০ মাত্র।

দেখুন।

হিজ্ হাইনেস শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ ঝালাবী প্রদেশাধিপতি কে, জি, সি, এস, আই, বাহাদুরের অভিমত—

"জবাকুসুম তৈল যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা সমস্ত শরীরের স্নিগ্ধতাকারক।"

হার হাইনেস শ্রীল শ্রীযুক্তা মাড়োয়ার অধিশ্বরী মহারাণী অধিরাণী সাহেবা (যোধপুর) লিখিয়াছেন—

* * "জবাকুসুম তৈল বড়ই উপকারী। আমি ইহা অত্যন্ত পছন্দ করি এবং প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকি।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৹ টাকা। [illegible]

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, etc.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।	New Series, September, 1909.	নূতন সংস্করণ। সেপ্টেম্বর, ১৯০৯।	vol. III. No. 9.

মহার্ঘতার এক হেতু।

—:০:—

ভারতের প্রায় সর্ব্ববিধ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে; খাদ্যশস্যের ত কথাই নাই—একেবারে অগ্নিমূল্য। এইজন্যই ভারতে বারমাস দুর্ভিক্ষ। গরীব দুঃখীর কথা ছাড়িয়া দিই; পরিমিতাচারী মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগকেও বারমাস অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট হইতে হইতেছে। যাহার সর্ব্ববিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যই মহার্ঘ, তাহার অন্নকষ্ট স্বতঃসিদ্ধ।

এই কষ্টের কথা অনেকদিন হইতে কথিত হইতেছে। এই কষ্টকথা গবর্ণমেণ্টের কর্ণেও অনেকদিন ধরিয়া উঠিতেছে। প্রভূত প্রজাপুঞ্জের অসহ্য কষ্ট দেখিয়া, রাজপুরুষেরাও কাতর হইয়াছেন। ছোট বড় ব্যবস্থাপক-সভায় কষ্টের কথা কথিত ও আলোচিত হইতেছে। শেষে গবর্ণমেণ্টকেও কষ্টবার্ত্তায় কাতর হইতে হইয়াছে। কিন্তু প্রতিকারের সুপন্থা দৃষ্ট হইতেছে না। অন্ন-কষ্টের সকল হেতুও গবর্ণমেণ্টের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতেছে না।

ভারতগবর্ণমেণ্টকে চঞ্চল হইতে হইয়াছে। যে রাজ্যের চৌদ্দ আনা লোক গরীব, যে রাজ্যের ২৫ কোটি প্রজার ভিতর ২০ কোটিকে কষ্টে কালযাপন করিতে হইতেছে, সে রাজ্যে যে, অসন্তোষ ঘনীভূত অথচ বিস্তৃত হইবে, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। অনেকে বলিতেছেন, "এই কষ্টজনিত অসন্তোষই উদ্বেল হইয়া, প্রজাবিরাগে পরিণত হইয়াছে।

* *

এ গুরুতর ও ভয়ঙ্কর রহস্যের আলোচনা করিব না। নিদারুণ অন্নকষ্ট যে, প্রকৃত ভক্ত-হৃদয়কে অভক্ত করে, তাহা আমরা মনে করি না,—করিতে পারি না। আমরা জানি,—কষ্টে কাতর হইব, কিন্তু প্রখর পাপ-তাপে তপ্ত হইব না; কষ্টে প্রাণ দিব, তথাপি রাজ-ভক্ত থাকিতে কুণ্ঠিত হইব না; কাঁদিব কিন্তু ক্রোধিব না; জ্বালায় ছটফট করিব, কিন্তু উদ্দামতার আবেগে অসুর পিশাচ হইব না। আমাদের বিশ্বাস, যে মানুষ, সে অমানুষ হয় না; যে অমানুষ, সেই দানবের অভিনয় করিতে পারে।

আমাদের স্থিরবিশ্বাস, যে ভক্ত, সে ভক্ত; সে অসন্তুষ্ট হইলেও অভক্ত হয় না। ভক্ত উপাস্য দেবতার উপর আবদার করে, অভিমান করে, কিন্তু অভক্তিপ্রকাশ করে না। যাহার কাছে রাজা

"মহতী দেবতাহ্যেষা
নররূপেণ সংস্থিতা,"

সেও রাজার উপর আবদার অভিমান করে; তীব্র অভিযোগ আব্দারও উপস্থিত করে; কিন্তু কিছুতেই অভক্তি-বিদ্বেষের প্রকাশ করে না—করিতে পারে না।

মহার্ঘতার হেতুমধ্যে মুদ্রাঘটিত হেতু অন্যতম। অনেকের মতে ইহাই প্রধানতম হেতু। মুদ্রাঘটিত সবিস্তার বিচারে অদ্য প্রবৃত্ত হইব না।

* * *

যাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বরাজ্যে সোণা রূপা দুই ধাতুর মুদ্রার সমান আদর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা সুবিবেচক ও সদর্থনীতিবিশারদ বলিয়া মনে করি। বিলাতের সহিতই ভারতের ঘনিষ্টতম সম্বন্ধ; আর্থিক সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ। যদি বিলাতে সোণা রূপা দুই ধাতুর মুদ্রায় সমান আদর হইত, তাহা হইলে ভারতকে মুদ্রাবিভ্রাটে তাদৃশ কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু বিলাতে কিছুতেই রৌপ্যমুদ্রার আদর হইল না। শেষে ভারতেই ১৮৯৩ অব্দে, রৌপ্যমুদ্রার মূল্য, সোণার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট করা হইল।

এই নববিধানে ব্যবস্থা হইল,—"ভারতে কেবল গবর্ণমেণ্টই নিজের রূপায় নিজে মুদ্রা প্রস্তুত করিবেন। এতকাল সওদাগর ও ব্যাঙ্কারেরা যে, সুলভ রূপা লইয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলেন, তাহা আর চলিবে না এবং ভারতের টাকা বার আনায় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; অর্থাৎ ভারতের ১৫ টাকা একটী বিলাতী সভারিণের সমান হইবে।"

ফল এই হইল যে, রাজ্যের রূপার দর বাজারে আট দশ আনা ভরি; আর দুই আনা খাদযুক্ত একভরি রূপার একটী টাকার মূল্য হইল—ষোল আনা।

ভারতকে প্রতিবৎসর, নানারূপ বাবদে ১৬ কোটী টাকা বিলাতে পাঠাইয়া দিতে হয়। কিন্তু বিলাতে স্বর্ণমুদ্রার একাধিপত্য, এজন্য ভারতের ঐ টাকা স্বর্ণমুদ্রার হিসাবে ধরিয়া দিতে হয়। ১৮৯৩ অব্দের পূর্ব্বে রূপার দর ছিল ভরী প্রায় আট আনা। সুতরাং ১৬ কোটি টাকা স্বর্ণমুদ্রায় ধরিয়া দিতে, ভারতের লাগিত প্রায় ৩০ কোটি টাকা।

১৮৯৩ অব্দের মুদ্রাবিধি বাহাল হইবার পর, স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে টাকার ভরি ধরা হইয়াছে, ৸৹ বার আনা। সুতরাং এখন ঐ ১৬ কোটি টাকার জন্য ২৪ কোটি টাকা দিতে হইতেছে। ৩০ কোটির জায়গায় ২৪ কোটি যাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এইটী লাভ। আর অত্রত্য বিলাতী লোকেরও লাভ হইয়াছে। তাহাদিগকে পূর্ব্বে বিলাতে টাকা পাঠাইতে, রৌপ্যমুদ্রাকে স্বর্ণমুদ্রায় ধরিয়া দিতে হইত। সুতরাং ১০ টাকার সভারিণের জন্য প্রায় ২০ টাকা দিতে হইত; এখন ১৫ টাকা দিলেই চলিতেছে।

এদেশের কিন্তু বড়ই ক্ষতি হইতেছে। টাকায় এক ভরী রূপা ১৬ আনায় চড়িয়াছে বটে; কিন্তু ঐ টাকা গালাইলেই, আট দশ আনায় পরিণত হইতেছে। সুতরাং ১৮৯৩ অব্দের বিধানে, ভারতের সমস্ত মজুত রৌপ্যমুদ্রা প্রায় অর্দ্ধেকমূল্যে অবনীত হইয়াছে।

তার পর, ১৮৯৩ অব্দের আইন অনুসারে এখন গবর্ণমেণ্টই রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত করিতেছেন। এই রৌপ্যমুদ্রণে গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট লাভ করিতেছেন। রূপার ভরী আট দশ আনা। তাহার উপর দুই আনা খাদ। অথচ টাকার মূল্য ষোল আনা। অতএব, গবর্ণমেণ্ট এক এক টাকায় অনেক সময়ে আট আনা লাভ করেন। টাকায় ছয় আনা ত আছেই। এক বৎসরের হিসাব দিতেছি। ১৯০৭ অব্দে গবর্ণমেণ্ট ৮ কোটি আউন্স অর্থাৎ ২০ কোটি ভরী রূপা রৌপ্যমুদ্রায় পরিণত করিয়াছিলেন। তাহাতে লাভ হইয়াছিল অন্ততঃ ৬ কোটি টাকা।

এই লাভের লোভে গবর্ণমেণ্ট অজস্র রৌপ্যমুদ্রা চালাইতেছেন। ভারতে রৌপ্যমুদ্রার ছড়াছড়ি হইতেছে। মুদ্রাও সুলভ হইতেছে। দ্রব্যসামগ্রী দুর্ল্লভ হইতেছে। বিনিময়সূচক মুদ্রা সুলভ হইলেই দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অধিক হয়; ইহাই অর্থনীতির চিরন্তন নিয়ম।

দুর্ল্লভ মূল্যের মুদ্রায় যত জিনিস পাওয়া যায়, সুলভ মূল্যের মুদ্রায় তদপেক্ষা কম জিনিষ পাওয়া যায়। সুতরাং কার্য্যতঃ সকল সামগ্রী দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে।

কেন এরূপ হয়, তাহা বিলাতের দৃষ্টান্তে বুঝুন। বিলাতের আইন অনুসারে, ৪০ শিলিং অর্থাৎ ২০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রা বলিয়া পরিচিত। এই পর্য্যন্ত শিলিং ৷৷৹ আনায় গ্রাহ্য, ক্রাউন ২৷৷৵৹ টাকায় গ্রাহ্য। কিন্তু ৪০ শিলিঙ অর্থাৎ ২০ টাকার অধিক হইলেই, রৌপ্যমুদ্রা রৌপ্য বলিয়া গৃহীত, মুদ্রা বলিয়া গৃহীত নহে। সুতরাং শিলিঙের মূল্য তখন আট আনা নহে।

সকল দেশেই দুঃখীর সংখ্যা অধিক। সুতরাং সকল দেশের দোকানে পসারে হাটে বাজারে খুচরা কেনা বেচাই অধিক হইয়া থাকে। এই খুচরা কেনা বেচায় দুঃখীরা মনে করে, শিলিঙে আট আনার জিনিস পাইলাম। বস্তুতঃ তাহা পায় না। কারণ, ব্যবসায়ীরা জানে, "খুচরা শিলিঙ ক্রাউনের পরিমাণ ৪০ শিলিঙ অর্থাৎ ২০ টাকার অধিক হইবে; তখন আমাদিগকে রৌপ্যমুদ্রাগুলি, প্রত্যেক শিলিঙে দুই আনা বাঁটা দিয়া, স্বর্ণমুদ্রায় বা নোটে পরিণত করিতে হইবে। নোট স্বর্ণমুদ্রার হিসাবেই ধরা হয়। যখন রৌপ্যমুদ্রায় এইরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তখন আমাদের বুঝিয়া চলিতে হইবে। অতএব আমরা যদি খরিদ্দারের প্রত্যেক শিলিঙটী ছয় আনায় না ধরি, তাহা হইলে, বাঁটা-সেলামীর ক্ষতি সহ্য করিতে বাধ্য হইব?"

এইরূপ হিসাব করিয়া, বিলাতের দোকানীরা খরিদ্দারের ১ শিলিঙে ।৵৹ আনা ধরেন। আর তাহাতে ছয় আনার জিনিস দেন। দীন দুঃখীরা মনে করে, "এক শিলিঙ দিয়া এক শিলিঙের জিনিস পাইলাম;" বস্তুতঃ তাহারা এক শিলিংএর জিনিস পায় না। ১২ পেনির জায়গায় ৯ পেনির জিনিস পায় অর্থাৎ আট আনা দিয়া ছয় আনার জিনিস লয়।

ভারতের যে সকল ব্যবসায়ীকে বিলাতের সহিত আদান-প্রদান করিতে হয়, তাহারাও এইরূপ হিসাব করিয়া চলেন; রৌপ্যমুদ্রাকে স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে ধরিয়া থাকেন, পরিণামে সুতরাং খুচরা খরিদ্দারের ক্ষতি হয়, অর্থাৎ জিনিসের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। রৌপ্যমুদ্রার মূল্য, স্বর্ণমুদ্রার হিসাবে যত কম হইবে, জিনিষের মূল্য তত অধিক হইবে।

এদেশের নিরীহ নির্ব্বোধ চাষাভুষা লোকে, এ মুদ্রারহস্য বুঝে না। উচ্চ ব্যবসায়ি-সমাজে রৌপ্যমুদ্রার মূল্য, কমদরে ধৃত হইতেছে। সুতরাং নিম্নসমাজের সেই হার দরই অজ্ঞাতসারে চলিতেছে। ব্যবসায়ীরা রূপায় টাকায় সোনার হার চাপাইতেছেন; বাঁটায় যথেষ্ট কাটা যাইতেছে। এক টাকায় ন্যূনকল্পে বার আনার দ্রব্য লইতে হইতেছে। আবার যখন গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাস্বচ্ছলতার জন্য রৌপ্যমুদ্রার মূল্য অধিক কমিতেছে, তখন লোকের পক্ষে দ্রব্যসামগ্রী পরিমাণে আরও কম হইতেছে, অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য আরও বাড়িতেছে।

রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রার মূল্যগত যত তারতম্য হইবে, ততই বিভ্রাট ঘটিবে; দ্রব্যসামগ্রী ততই দুর্মূল্য হইবে, লোকের কষ্টও ততই বাড়িতে থাকিবে।

বলিয়াছি, রৌপ্যমুদ্রা উপরিতন ব্যবসায়ি-সমাজে স্বল্পমূল্যে ধৃত হইতেছে; বড় বড় আড়ত গদিতে, রৌপ্যমুদ্রার বাঁটা কাটা হইতেছে। সুতরাং বিক্রীত দ্রব্যের দর চড়িয়া উঠিতেছে: এই চড়া দরই, বরাবরই নীচের-দিকেও আসিতেছে। যে কিনিতেছে, সেই চড়াদরে লইতে বাধ্য হইতেছে। রৌপ্যমুদ্রা—টাকা যদি সুলভ না হইত, তাহাহইলে, দ্রব্য-সামগ্রী দুর্লভ হইত না। মুদ্রার মূল্যখর্ব্বতার জন্য, এই হইয়াছে যে, যে মুদ্রায় পূর্ব্বে যত জিনিস মিলিত, সে মুদ্রায় এখন তত জিনিস মিলিতেছে না, অর্থাৎ একমণ জিনিসের জন্য পূর্ব্বে যে টাকা দিতে, এখন হয়ত কখনও ত্রিশ সেরের জন্য, কখনও বা আরও কমের জন্য তত টাকা দিতে হইতেছে। কাজেই মণ পোষাইতে আরও অনেকটা মূল্য ধরিয়া দিতে হইতেছে। ইহারাই নাম মহার্ঘতা।

হিন্দুস্থান।

লাভজনক কৃষিকার্য্য।

পিপুল চাষ।

কেবল ধান চাস করিয়া এদেশের লোকে হাঁপাইয়া পড়ে। ধান কয়টী কাটিয়া ঘরে তুলিয়া সমস্ত বৎসরটী দাবা পাশা খেলিয়া গ্রাম্য মোড়লী করিয়া বেড়ায়, আর সে কিছু চায় না, উর্ব্বরা জমী সমস্ত বৎসরই পড়িয়া থাকে। কৃষি যে একটা উত্তম ব্যবসা, এদেশের লোকে তাহা ভাবে না। সমস্ত বৎসর ধরিয়া জমীতে যে কিছু কিছু উৎপন্ন করিয়া লইতে হইবে, তাহা এদেশের লোকের মাথায় আসে না। আজ একটা লাভজনক চাষের কথা বলিব—পিপুল চাষ। ইহা বিদেশে রপ্তানী হয়। এদেশের পোয়াতী স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পরে ঔষধরূপে পিপুল খাইতে দেওয়া হয়। ইহার গুণ অনেক। ইহা সর্দ্দিনাশক, বাত-পিত্তঘ্ন, একটা মহোপকারী বস্তু। আয়ুর্ব্বেদে ইহা বিশেষ প্রশংসনীয়। যাক—এখন এই পিপুলচাষে কিরূপ লাভ হইতে পারে, আগে প্রণিধান করুন। এক বিঘা জমীর পিপুল-চাষে কি প্রকার লাভ হইয়াছিল, তাহার একটা হিসাব দেখুন, তাহার পর চাসের কথা বলিব। ইহা-দ্বারা বড়লোক হওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার শশীবাবু এই পিপুল চাষের একটা হিসাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমরা সেই হিসাব হইতে একটা নকল তুলিয়া দিলাম।

প্রথমবর্ষের হিসাব।

জমা	খরচ	
বিঘায় আধমণ	জমীর চারিদিকে	
পিপুল প্রথম	বেড়া দিবার খরচ	৪৲
বৎসর ফলিয়াছিল	জমীতার চারিদিকে	
সুতরাং আধমণ	গড়ার তুলার খরচ	৮৲
প্রতি মোণ ৬০৲ হিঃ	লাঙ্গলের দাম	২৲
৩০৲		
	লতা খরিদ—এবং লাগাইবার ব্যয়	৬৲
	জমী কোপান বাবদ	৩৲
	নিড়ান খরচ	১৲
	ধানের গোড়া কাটাইতে এবং জমী চাষ দিতে মজুর খরচ	২৲
	আম্র কাঠালের চারা তুলিয়া লাগাইবার ব্যয় ও অন্যান্য বাজে খরচ	৪৲
	পিপুল তোলান মজুর খরচ বাবদ	১৲
প্রথম বৎসর ১৲ ক্ষতি।	মোট	৩১৲

দ্বিতীয় বৎসরের হিসাব।

জমা	খরচ	
ফলন ২।৭ সের	১ বৎসরের ক্ষতি	১৲
এই বৎসরের	নিড়ানী খরচ	২৲
দর ৮২৲ মণ হিঃ	কোপান খরচ	৩৲
১৯৮/১২॥০	পিপুল তোলাইবার	
বাদ খরচ ৮৲	খরচ	২৲
লাভ ১৯০/১২॥০	মোট	৮৲

তৃতীয় বৎসরের হিসাব।

জমা	খরচ	
জের দ্বিতীয়	পিপুল তোলাইবার	
বৎসরের লাভ	খরচ বাবদ	৩৲
১৯০/১২॥০	বেড়া মেরামত	৩৲
ফলন ১।০	মোট খরচ	৬৲
১ মণ দশ সের।		
এ বৎসরের দর ৭৫৲		
হিঃ ... ১৬৮/০		
মোট—৩৫৯॥/১২॥০		
বাদ খরচ ৬৲		
লাভ ৩৫৩॥/১২॥০		

চতুর্থ বৎসরের হিসাব।

জমা	খরচ
তৃতীয় বৎসরের লভ্যাংশের জের ৩৫৩॥/১২॥০	পিপুল তোলাই খরচ ১॥০
ফলন ১ মণ /২॥০	
এ বৎসরের দর	
প্রতি মণ ৮০৲	
হিসাবে ৮৫৲	
মোট ৪৩৮॥/১২॥০	
বাদ খরচ ১॥০	
লাভ ৪৩০ /১২॥০	

পঞ্চমবর্ষের হিসাব।

জমা	খরচ	
চতুর্থ বৎসরের	পিপুল তোলান	
হিসাবে লাভের	বাবদ মজুর খরচ	১॥০
জের ৪৩০/১২॥		
	লতা তোলান	
পিপুলের	খরচ ও জয়ন্তী	
ফলন ।০ দশ সের	গাছ কাটাই	॥০

৮০৲ টাকা হিসাবে ... ২০৲
লতা বিক্রয় বাবদ ২৸০
জয়ন্তী গাছ —বিক্রয়
বেড়ার ঝাড় কাট বিক্রি ৭৷৹
মূল বিক্রয় খাতে ৪ মণ, ২১ টাকা হি: ... ৮৪৲

মোট ২৫৫।/১২॥
বাদ ৭৲

লাভ ৫৫৮।/১২॥০

মূল তুলিবার ও পাট করিবার খরচ ৫৲

মোট ৭৲

শশীবাবু বলিয়াছেন, পাচ বৎসরে ৫০০ টাকা লাভের কোন ভুলই নাই। তাহার উপর আনুষঙ্গিক আম কাঠালের বাগানটী রহিয়া গেল। পঞ্চম বৎসরে এই সকল গাছে ফল ফলিয়াছিল। পিপুল চাষের পর এই বাগানটী একটী স্থায়ী বাগান এবং সম্পত্তি হইয়াছিল। পরিশ্রমী উদ্যোগী যুবকগণ চাকরীর জন্য উমেদারী করিয়া বেড়ান; এমন স্বাধীন জীবিকা অবলম্বনের জন্য প্রয়াসী হয়েন না কেন? আত্মনির্ভরশীল হও, তবে নিজের দেশের এবং দশের ভাল হইবে। এখন পিপুল চাষের কথা বলিব। পিপুল চাষের মাটী দো-আঁস সমতল হওয়া চাই। জলাশয় বা নদী খাল বিলের নিকটস্থ সমতল ডাঙ্গা জমী মন্দ নহে।

বৈশাখ মাসে জমীকে উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া, উহাতে জয়ন্তী নামক একপ্রকার গাছ আছে, তাহার বীজ ছড়াইয়া দিবে; এই বীজ ঘন ছড়াইবে না। পাতলা করিয়া ছড়াইবে। যখন এই গাছগুলি বড় হইবে, তখন পান-গাছের ন্যায় ইহার গাত্রে পিপুল গাছ জড়াইয়া উঠিবে—ইহাও উদ্দেশ্য।

তাহার পর আষাঢ় মাসে যখন বর্ষা নামিবে, তখন পিপুলগাছের লতা আনিয়া ৮।৩ অঙ্গুলী লম্বা একএকটী খুঁটীতে জড়াইয়া ২।৩ হাত অন্তর পুতিয়া যাইবে। আর জয়ন্তী গাছ যদি এই সময় বাহির হয়, তাহা হইলে ৪।৫ হাত অন্তর রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া দিবে।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন দেখিবে লতার খুঁটীগুলি বেশ আঁটিয়া গিয়াছে, তখন জমীটা বেশ করিয়া কোপাইয়া দিবে এবং মাটীটার পাট করিবে। জৈষ্ঠ্য মাসে এই জমীতে ১০।১২ হাত অন্তর, আম কাঁঠালের চারা আনিয়া পুতিয়া দিতে হইবে। পিপুল গাছের মধ্যে আম গাছ অতি শীঘ্র তেজ করিয়া উঠে। জয়ন্তী গাছ দেওয়ার আরও উদ্দেশ্য—পিপুল গাছে ছায়ার জন্য। প্রখর রৌদ্র পাইলে পিপুলগাছ লাভ জন্মে না।

এইবার বর্ষাকালে পিপুল ধরিতে আরম্ভ করিবে; কিন্তু প্রথমবর্ষে ফলনে বেশী হয় না; প্রদত্ত জমা খরচ হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে। দ্বিতীয় বৎসরে একবার মাটী কোপাইয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় বৎসরে যথেষ্ট পিপুল হয়। তৃতীয় বৎসরে কোন পাট করিবার আবশ্যক হয় না। ঘাস প্রভৃতি না জন্মে সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। পিপুলের ক্ষেত্রে বেড়া দিতে হয়, নচেৎ গবাদি পশু নষ্ট করিয়া ফেলে। প্রতি কার্ত্তিক মাসে বেড়া মেরামত করা উচিত। পাচ বৎসর পরে এসকল ক্ষেত্রে আর পিপুল ভাল হয় না; সুতরাং বেড়া ভাঙ্গিয়া জ্বালানী কাষ্ঠ করিবে। পিপুলের মূল ও মূল্যবান সেই মূলগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ছোট ছোট আটী বান্ধিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করিবে, এবং খুব শুখাইয়া লইবে। বিক্রয়ের স্থান—কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার আড়ত সমূহে। তাঁহারা যত্ন-সহকারে পিপুল ক্রয় করিবেন,—৮।১০ বিঘা জমী চাস করিলে বিলক্ষণ লাভ হইবে।

গ্রামের অনেক যুবক একত্রিত হইয়া ৫ টাকা করিয়া পঞ্চাশ কি এক শতটী অংশ করিতে হয়; তাহার পর এরূপ চাষ আরম্ভ করিতে হয়। পল্লীগ্রামে অনেক ডাঙ্গা বাতিল জমী পড়িয়া থাকে। ইহাতে সেচন আবশ্যক হয় না। আকাশের জলই যথেষ্ট। যে লাভ হইবে, তাহা যে চাকরী অপেক্ষা ভাল হইবে, তাহা পরীক্ষিত। এই সকলই দেশের প্রকৃত হিত-কর কাজ। আমাদের দেশে এইরূপ Economic চাসের প্রচলন হওয়া আবশ্যক হইয়াছে, কারণ অর্থাভাবই আমাদের রোগ। এই অর্থ এইরূপে সংগ্রহ হইবে—এ অর্থ ধরিত্রী মাতা দান করিবার জন্য মুক্তহস্ত। কিন্তু "হতভাগ্যগণ আমরা নিজ কর্ম্মদোষে "মজানু রাক্ষসকুল মজিনু আপনি।"

ART OF CANVASSING.

ক্যান্‌ভাসিং শিক্ষা।

কথা কহিবার পদ্ধতি।

কথাই ক্যানভাসারের সর্ব্বস্ব, কথা কহিবার আদব-কায়দা না জানিলে কোন ক্যানভাসার কাজ করিতে পারে না।

শুদ্ধ সুন্দর হইলে সুন্দর হয় না সৌন্দর্য্যের সহিত গুণের সম্মিলন না হইলে যেমন সে সৌন্দর্য্য একাকী চিত্তহরণ করিতে পারে না, ক্যানভাসারের সমস্ত গুণের সহিত বাক্য-মাধুর্য্য না থাকিলে সেও সেইরূপ চিত্ত বশীভূত করিতে পারে না।

অনেক স্ত্রীর রূপ আছে, কিন্তু বাক্যের মাধুর্য্য নাই; সে স্বামী-সোহাগ পায় না। অনেক বক্তার বাক্যমাধুর্য্য নাই—তাহার কথা মানুষের হৃদয়স্পর্শী হইতে পারে না। ক্যান-ভাসার, উকিল, ডাক্তার এবং স্ত্রীর বাক্য-মাধুর্য্যের একান্ত আবশ্যক। কেমন করিয়া সে মাধুর্য্যের উৎকর্ষতা সম্পাদন করিতে হয়, বলিতেছি।

১। প্রত্যেক কথা পরিষ্কাররূপে উচ্চারণ করিবে। জড়িত কথা চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে না।

২। অতিশয় উচ্চরবে কথা কহিও না; তাহাতে অনেকেই বিরক্ত হয় এবং তাহা নিশ্চয়ই সভ্যতাবিরুদ্ধ।

কথা কহিবার সময় নাক-মুখ খিচাইয়া, অঙ্গভঙ্গি করিয়া, লোকের হাস্যাস্পদ হইও না। কোন প্রকারে হাত পা মুখ চোক সঞ্চালিত না করিয়াপরিষ্কারভাবে কথা কহাই সভ্যতাব্যঞ্জক।

কথা কহিতে ভীত হইও না—লজ্জিত হইও না। যাহা বলা আবশ্যক, নির্ভীক হইয়া মধুরভাবে বলিবে। একজন আমেরিক্যান ক্যানভাসার আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"Do not be ashamed or afraid to talk. This is the way sales are effected now-a-days in all kinds of business. You can not do justice to you or the article you are canvassing for unless you talk, you know people expect you to talk about your article? Talk what is necessary gentlemanly, politely and reasonably" অর্থাৎ "কদাচ কথা কহিতে ভীত হইও না বা লজ্জিত হইও না। আজকাল সমস্ত জিনিষ এইরূপেই বিক্রয় হইয়া থাকে। তুমি কথা না কহিলে তোমার এবং তোমার জিনিষের উপর অবিচার করা হইবে। ভদ্রলোকের মত, সারগর্ভ যুক্তি দেখাইয়া, আবশ্যকীয় সমস্ত কথা বলিবে। তুমি যে তোমার জিনিষ সম্বন্ধে বলিয়া কহিয়া বেশ করিয়া বুঝাইয়া দাও ইহা লোকে চায়।"

সুতরাং যবু-থবু হইয়া, মুখচোরা হইয়া বসিয়া থাকা ক্যানভাসারের উচিত নহে।

৩। ঠোঁট দাঁত বন্ধ করিয়া কথা কহিও না, বড় বিরক্তি কর।

৪। সমস্ত কথা কাজের কথাই বলিবে। কার্য্যস্থল ঠাট্টা তামাসার উপযুক্ত স্থান নহে। তা বলিয়া পেচকের ন্যায় গাম্ভীর্য্য দেখানও ভাল নহে। সর্ব্বদা প্রসন্ন হইয়া সকল সমাজেই মিশিবে, আগ্রহাতিশয্য ও মনোযোগ দেখাইবে।

৫। উচ্চ হাঁসি হাঁসিও না। হাঁসি ঠোঁটে ঠোঁটেই ভাল। দাঁত মুখ খিঁচাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বাড়ীটা মাথায় করিয়া তোলা ভাল নহে—শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কাজ। মধুর সাময়িক হাস্য বিদ্রুপ আবশ্যক বটে, যদি তাহা যথাস্থানে যথা সময়ে ব্যবহৃত হয়।

৬। মুখে চোকে মনুষ্যত্ব সূচক গাম্ভীর্য্য অথচ সরলতা থাকা আবশ্যক। মুখ দেখিয়া একটী ৯ বৎসরের বালকও তোমার স্বভাব বুঝিতে পারে। চোক বড় সোজা জিনিষ নহে, ক্যানভাস করিতে গিয়া কাণে কাটী দিও না, নখ কাটিও না, অন্যমনস্ক হইও না, নাক খুঁটিও না, ঘড়ীর চেন নাড়িও না, কাপড়ের ফুঁসী পাকাইও না, এসকল অন্যমনস্কতার লক্ষণ, অমনোযোগিতার কাজ, শিষ্টাচার বিরুদ্ধ এবং কার্য্যহানিকর। অনেকে কানে কাটী দিয়া শুকিয়া থাকেন, দেখিয়াছি ইহা বড় রুচিবিরুদ্ধকর।

৭। থুতু ফেলিও না, দাঁত খুটিও না, ঘরের মধ্যে বসিয়া থুতু ফেলা অতিশয় রুচি বিরুদ্ধ কাজ। এরূপ কার্য্যের নিতান্ত আবশ্যক হ'লে মুখ নীচু করিয়া রুমালে অতি গোপনে কাজ সারিবে।

৮। গৃহ প্রবেশের পূর্ব্বে ঘাম মুছিয়া জুতা ঝাড়িয়া গৃহ প্রবেশ করিবে।

৯। নিজের হাতকে নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিবে। সে হাত যেন টেবিলের এটা সেটা নাড়া চাড়া না করে, যাহার নিকট গিয়াছ, তাহাকে অন্য মনস্ক করিবে, নিজের ও মনস্থির থাকিবে না। তাহাছাড়া কাহারও জিনিসে হস্তক্ষেপ করাও নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

১০। ইয়ার বন্ধু লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যাইও না। তোমার বন্ধু তোমারই আদরের, তাঁহার নিকট আমার ব্যবসায় রহস্য প্রকাশ হওয়া কখন উচিত নহে। এরূপ করিলে শীঘ্রই লোকের বিরাগভাজন হইবে।

১১। কাহারও গুপ্ত রহস্য ও সমাজ সমালোচনা বা ধর্ম্মালোচনা কর্ম্মস্থলের অযোগ্য বিষয় ও কার্য্য হানী কর।

১২। কোনস্থলে সমব্যবসায়ীর নিন্দা করিও না, ইহা দুর্ব্বল হৃদয়ের কাজ।

১৩। কাহারও কার্য্যের বা পরিবারবর্গের সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিতে যাইও না—ইহা অতিশয় ধৃষ্টতা। তাহার ক্ষতস্থান সে নিজে ঢাকা দিবে। কাহারও আয়-ব্যয় সুধাইও না, বেতনাদি সুধাইও না। ইহা বড় নীতি ও সমাজবিরুদ্ধ কাজ।

১৪। কাহারও কথার উপর কথা কহিও না, বেশী কথা নিজে বলিয়া একচেটে করিয়া লইও না। একসঙ্গে ২।৪ জন মিশিলে কথাবার্ত্তা কহিবার সকলেরই সমান অধিকার। লড চেষ্টার ফিলড বলিয়াছেন, This is ill bred and in some degree a fraud. Conversation stock being a common and joint stock অর্থাৎ কথাবার্ত্তা যৌথ কারবারের ন্যায় সাধারণ সম্পত্তি; একাকী একচেটে ব্যবহার করা প্রতারণা এবং নীচতা।

১৫। অপরের কথায় অমনোযোগী হইও না। ইহাও বড় শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ব্যবহার। জ্ঞানী অজ্ঞানী ছোটবড় সকলেরই কথায় মনোযোগ দেওয়া উচিত, নচেৎ বক্তার অপমান করা হয়। একজন খ্যাতনামা ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ইহা offensingly illbred অর্থাৎ ইহা নক্কারজনক ঘৃণিত ব্যবহার।

১৬। ব্যবসায়ী এবং Professional-manকে কখন কখন নিজের কথা বলিতে হয়, কিন্তু তাহাতে যেন দাম্ভিকতা মিশ্রিত না থাকে। নিজের কার্য্য নিজে না বলিলে লোকে জানিবে কেমন করিয়া? কিন্তু তাই বলিয়া কৃতীত্ব নিজে ব্যক্ত করিয়া অহঙ্কার বা মাৎসর্য্য প্রকাশ করা ঘৃণিত ব্যবহার, ইহা স্মরণ রাখিবে। আত্মশ্লাঘা প্রশংসার্হ নহে, কিন্তু self-advertising ব্যবসায়ীর আবশ্যক।

১৭। ব্যবসায়ী বিশেষ ক্যানভাসারের কাহারও সহিত তর্ক উত্থাপন করা প্রমাদজনক। সেইজন্য কাহারও সহিত কর্ম্মস্থলে তর্ক করিও না। নীরবে মনোযোগের সহিত প্রতিদ্বন্দীর কথা শুনিবে, নিজের ভ্রম বুঝিতে পার, অবশ্য সংশোধন করিতে কুণ্ঠিত

হইবে না। না বুঝিতে পার, তর্ক তুলিয়া সময়, ধৈর্য্য, মানসিক প্রশান্ততা নষ্ট করিবার কোন আবশ্যকই নাই। সুতরাং মোটেই কাহারও সহিত তর্ক তুলিবার আবশ্যক নাই।

১৯। কাহারও মুখপানে তাকাইয়া suppressed অর্থাৎ চাপা হাঁসি হাঁসা, কি অন্য লোকের সহিত কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, এরূপ করিলে বহুলোককে শত্রু করিয়া ফলিবে। যদি ক্যান তাবার বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা থাকে, এই সকল গুলি সযত্নে পরিবর্জ্জন করিবে। সরলতাই ক্যানভাষারের অলঙ্কার।

২০। জগতের সকলেই এক প্রকৃতি বা একরুচির লোক নহে। ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচ তোমার যুক্তি সকলেই সারবান বিবেচনা করিবে, এরূপ আশা করা ভ্রম মাত্র। সুতরাং কেহ তোমার যুক্তির প্রতিবাদ করিলে উত্তেজিত হইও না। ক্যানভাষারের প্রাণ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির, অটল অচল হওয়া উচিত। কাহারও প্রশংসাতেও গলিও না, কাহারও অপমানেও ফুলিও না। ক্যানভাষারের মূলমন্ত্র to gain the business. কাজ উদ্ধার করিতে আসিয়াছি কাজ উদ্ধার করিব, মান অপমানের কোন আবশ্যক নাই।

২১। লর্ড চেষ্টার ফিল্ড্ তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছেন—"Be not dark and mysterious" কদাচ অন্ধকার এবং রহস্যময় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিও না। জড় ভরতের ন্যায় হইও না, ভিতরে কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে, এরূপ ভাবও প্রদর্শন করিও না। সরল ও আনন্দিতভাব ভীষণ শত্রুর হৃদয়কেও সরল করিতে পারে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, মুখের হাঁসি চাপলে কি হয়, প্রাণের হাঁসি চোকে ফোটে, হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে, কি হয়, প্রাণের হাসি উথলে উঠে। পাকা কাজের লোক চক্ষু দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারে। কোন আমেরিকান ক্যানভাষার বলিয়াছিলেন, I trust much more to my eyes than my ears অর্থাৎ আমি আমার কর্ণ অপেক্ষা চক্ষুকে অধিক বিশ্বাস করি। আমার চক্ষু হৃদয়ের গভীর প্রদেশের গুপ্ত কথাও শুনিতে পায়, কিন্তু কর্ণ কেবল মুখের কথাই শুনিতে সক্ষম।

২২। কথা কহিবার সময় বক্তার চক্ষের উপর দৃষ্টি রাখিবে। তুমি বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়াই কথা বলিবে। তোমার কথায় তাঁহার Inpression বা ধারনা দৃঢ় হইয়া যাইবে তাহার সন্দেহ নাই।

২৩। শপথ করিও না। অনেকে কথায় কথায় শপথ করে, ধর্ম্মের দোহাই দেয়, ইহাতে লোকের আরও অবিশ্বাস এবং ঘৃণা জন্মে ও কাজ হয় না।

২৪। নিজের প্রস্তাবকে পরিপোষণের জন্য নিকটস্থ ব্যক্তির চক্ষের দিকে তাকাইয়া কাহারও সাহায্য চাহিও না। যাহা নিজে বুঝিয়াছ, বুঝাইবে। কাহারও পোষকতার জন্য অপরিচিত ব্যক্তির অনুগ্রহ ভিখারী হওয়া শোচনীয় ব্যাপার। অনেকে নিজের কাজের কথা বুঝাইতে অপরিচিত ব্যক্তিকে শুধাইয়া বসে, ইহা বড় হাস্যাস্পদ ব্যাপার। হয়ত নিকটস্থ ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিয়া বসে, ইহাঁকে শুধান, কি মশায়, আপনি দেখেছেন ত? ইহাদ্বারা বুঝায়, যেন সাক্ষী না দিলে তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহা বড় ঘৃণিত ব্যবহার ও দুর্ব্বলতা।

২৫। কখন নিজের গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিও না। নিজের আয়, নিজের মতলব প্রকাশ করিয়া মনস্তাপ করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী বাড়িবে ও নিজেও ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িবে।

EDITOR IN COUNSIL.

সম্পাদকের মন্ত্রণা-সভা।

১। আর, জি, ঘোষ, কলিকাতা,—কাল সিল্ক বিবর্ণ হইলে কেমন করিয়া তাহার রং পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে?

উত্তর।—খুব কড়া চায়ের জল শীতল করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ আমোনিয়া দিয়া সেই জলে স্পঞ্জ ডুবাইয়া আস্তে আস্তে বিবর্ণ কাপড়ের উপর টানিয়া যাইবেন, তাহার পর শুখাইয়া কাপড়ের উল্টা পিঠে উত্তমরূপ ইস্ত্রী করিয়া দিবেন, দেখিবেন পূর্ব্ববর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে।

২। বিনোদীপ্রসাদ সাহা, ঢাকা।

প্রশ্ন। রং ফর্সা করা যায়, এমন কোন উপায় আপনাদের জানা আছে কি না?

উত্তর। রং যাঁহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাঁহার রং ফর্সা করিবার উপায় আছে। কিন্তু একবারে কাল রং ফর্সা হয় না, তাহা স্বাভাবিক, এবং তাঁহার কালই সৌন্দর্য্য।

এক কাজ করিবেন। দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লইলে যে জলীয় অংশ পড়িয়া থাকে, তাহা স্পঞ্জ দ্বারা লইয়া মুখ বাহু ঘাড় প্রভৃতি স্থানে মাখাইয়া শুখাইবেন, তাহার পর Tincture Benjoin ২০ ফোঁটা আর উৎকৃষ্ট গোলাপ জল ২ আঃ দিয়া যে লোশন হইবে তাহা মাখাইয়া কোমল তোয়ালে দ্বারা মুখ হাত মুছিয়া ফেলিবেন। ১০।১৫ দিন এইরূপ করিলে চর্ম্মের কোমলতা বৃদ্ধি হইবে এবং রং যথেষ্ট ফর্সা হইবে। ইহা আমাদের পরীক্ষিত।

বি, এন, চাটার্জ্জী—মোহনপুর।

মহাশয়! নাক-ডাকার কোন প্রতীকার আছে কি, ঘুমাইলে নাক্ ডাকে কেন বলিতে পারেন?

উত্তর। চিৎ হইয়া শুইলে অনেকের নাক ডাকে, তাহার কারণ নাসিকা-ছিদ্রের স্থূলতা। ইহার কারণ নাসিকা এবং শ্বাসপথে একখানি পরদা আছে, তাহা আংশিকরূপে এই শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ অবরুদ্ধ করে। পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলে আর এরূপ নাসিকা গর্জ্জন হয় না। এতদ্ভিন্ন অতিরিক্ত তামাক খাওয়ার জন্য ঐ পরদা খানি পুরু হইয়া যায়, তামাক খাওয়া কমান উচিত। পাকস্থলীর গোলযোগেও নাক ডাকে, মুত্রবিরেচনও ফলপ্রদ। বেশী রাত্রে আহার, অধিক পুরু বিছানা,

অবলম্ব করা ধরজ এই সকলও নাক তাকার কারণ এ গুলিতেও নজর রাখিবেন।

শ্রীনন্দলাল সামন্ত—কলিকাতা।

উত্তর। বেরি বেরি সম্বন্ধে বড় বড় ডাক্তারগণ যাহা কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এ সংখ্যায় কবিরাজ বিশারদ বিশেষরূপে কাজের লোকে আলোচনা করিয়াছেন দেখিবেন, ইহাতে আমাদের আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীসন্তোষনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা।

প্রশ্ন। চীনের সাপ্ কিসে প্রস্তুত হয় বলিতে পারেন—চীনের সাপ-ইহার এক বিন্দু লইয়া তাহাতে একটু অগ্নি সংযোগ করিলে যত পুড়িতে থাকে, ততই সাপের মত লম্বা হইয়া বাহির হয়?

উত্তর। এ সকল অদ্ভুত প্রশ্ন কোথা হইতে যোগাড় করেন?

যাক্ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন উত্তর দিতে হইবে। ইহাকে Pharoa's Serpent ফেরোয়ার সাপ্ বলে। হাঁ ইহা প্রস্তুত করা যায়। ইহা বিষাক্ত পদার্থে প্রস্তুত হয়, আপনার বয়স কত? ছেলে মানুষের এ জিনিস নাড়াচাড়া করা উচিত নয়, কিম্বা বিশেষঃ সাবধান হওয়া উচিত।

প্রস্তুত-প্রণালী।

Sulpho-Cyanide of Mercury	2 dr.
Prusian Blue	gr. 5.
Compound Tragacanth Powder	gr 15.

উত্তমরূপে এই গুলিকে মিশ্রিত করিয়া কাদার মত করুন। তাহাকে পাকাইয়া লম্বা করিয়া ২৪টী খণ্ড করুন। তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া কাগজের বাক্সে রাখুন। সাবধান। ইহা বিষাক্ত, বিক্রয় করিলে, বাক্সের উপর বড় বড় লাল অক্ষরে বিষাক্ত Poison মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত।

শ্রীসন্তোষনাথ সেট, লক্ষীসরাই।

আমরা কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট নামক বিলাতি মেডিক্যাল জরন্যাল হইতে একবার একটী ভাল প্রিস্ক্রিপশন নোট্ করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহাকে অ্যানিসিড্ কফ্ বাল্সম বলে।

ANISEED COUGH MIXTURE

অয়েল এনিসি	আধ ড্রাম
স্পিরিট ক্লোরাফরম	এক আউন্স
টীং সিনামন	এক আউন্স
টীং ক্যাম্ফর কোং	৪ আউন্স
টীং সিনেগা	আধ আউন্স
টীং অক্সিমিল সিলি (oxymil. scillæ)	৬ আউন্স
সীরপ টলু	৭ আউন্স।

প্রথমে অয়েল এনিসিকে স্পিরিট ক্লোরাফরমে গলাইয়া ফেলিয়া তাহাতে সমস্ত টিন্চারগুলি মিশান, তাহার পর অক্সিমিল এবং সীরপ টলু মিশ্রিত করুন। ইহাকে রঙ্গীন করিতে ইচ্ছা হইলে Caramel ক্যারামেল্ সামান্য দিলেই রঙ্গীন হইয়া যাইবে।

মাত্রা—পূর্ণ বয়স্কের জন্য ১ ড্রাম দিবসে ২।৩ বার। প্রস্তুত করিবার সময় ভাল ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়াও প্রস্তুত করিবেন।

শ্রীযুক্ত আসন্নবন্ধু সেন, মাদারীপুর।

উত্তর আপনি যে "কাজের লোকের উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম, "কাজের লোক যাহাতে জীবিত থাকিতে পারে, সে চেষ্টা আপনাদের, দশজনে অনুগ্রহ করিলেই কাজেরলোকের যথেষ্ট কল্যান হইবে।

ধইঞ্চা বীজ আমরা দেখিয়াছি, ইহার বীজ পিপুল চাষে ব্যবহৃত হয়. আমাদের পিপুল চাস প্রবন্ধ পাঠ করুন। ধঞ্চে গাছের ছালে পাটের মত একপ্রকার সুতা বাহির করিয়া দড়াদড়ী প্রস্তুত হয়।

ধইঞ্চা বীজ যে কাহারা ক্রয় করে, সে সংবাদের জন্য ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং আসোশিয়েশন ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন।

শঠীর কথা "কাজের লোকের" প্রথম বর্ষে আলোচিত হইয়াছিল, তাহা হইতে পালো প্রস্তুতের উপায়ও কথিত হইয়াছে, পুনরায় আলোচনার স্থানাভাব এবং আবশ্যকও নাই। ১ম বর্ষের সম্পূর্ণ কাজের লোকের মূল্য ২৲ মাত্র।

ইহা বিক্রয়ের জন্য মেঃ ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোং চাঁদনীচক্ এবং বি কে দাস এণ্ড কোম্পানী ৪নং উইলিয়মস্ লেনে পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। শঠী প্রস্তুতের নূতন কোন প্রণালী জানা থাকিলে আমাদের পত্রে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে, পাঠাইবেন।

বাতিল কর্ক হইতে কি কি করা যাইতে পারে?

অনেক ডাক্তার পেটেন্ট মেডিসিন, সুবাসিত তৈল প্রস্তুতকারী এদেশে আছেন, তাঁহারা বোতলের মুখে কর্ক আটিয়া যে টুকু বাড়তি হয়, সেই টুকু কাটিয়া ফেলেন, এবং অনেক জমিলে প্রায়ই দেখা যায় রাস্তার ধারে ফেলিয়া দেন। এই সকল কর্কের বাতিল অংশের অন্যদেশে যথা জর্ম্মানী, ইংলণ্ড আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতিতে ব্যবহার আছে, আমাদের দেশে মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কম বলিয়াই আদর নাই; তাই ময়লা, ফেলা গাড়ীতেই ইহাদের সদগতি হইয়া থাকে।

বাতিল কর্কের টুকরা সংগ্রহ করিয়া পোড়াইলে ইহা হইতে একপ্রকার কাল রং প্রস্তুত হয়, তাহা বার্ণিস প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া কাষ্ঠ প্রভৃতির জিনিসে রং করা হইয়া থাকে, সে রং উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হয়।

টুকরা কর্ক সংগ্রহ করিয়া মোম্ জামা বা কাপড়ের লম্বা থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া বেল্ট বা কোমর বন্ধ প্রস্তুত করা হয়, একসের টুকরা কর্ক বিশিষ্ট একটা বেল্ট্ বা কোমর বন্ধ অগাধ তরঙ্গ বিশিষ্ট নদীর স্রোতে এবং সমুদ্রের ঢেউএ একটা মানুষের জীবন অনায়াসে রক্ষা করিয়া থাকে।

কর্ককে ঢেঁকিতে কুটিয়া ইহার সহিত পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট এবং প্রস্তর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চাপ দিয়া বড় বড় স্লাব বা কৃত্তিম প্রস্তর খণ্ডের মত করিয়া সিড়ির উপর দেওয়া হয়, ইহা স্থিতিস্থাপক হয়, ইহার উপর যাতায়াতে সুখ হয় অথচ গৃহের বা কাষ্ঠের সিড়ি ক্ষয় হইতে পারে না। কর্কের গুড়া শিরিস এবং গাট্টাপার্চার সহিত মিশ্রিত করিয়া জমাইয়া জুতার হীল বা গোড়ালীর তলা করা যাইতে পারে ? তাহা সহজে ক্ষয় হইয়া যাইতে পারে না। এইরূপ অনেক কার্য্যে এই সকল বাতিল কর্ক লাগান যাইতে পারে। এদেশের লোকের আবিস্কার করিবার মতিগতি নাই, তাই কেহ ক্ষুদ্র জিনিসে মস্তিষ্ক চালনা করে না, অনুসন্ধিৎসু না হইলে সে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। কোন জিনিস দেখিলেই তাহা কেন হইল, এ যে জাতি ভাবে না, তাহারা কি একটা জাতি না মানুষ হইতে পারে ?

Making Sticky Flypaper.

ফ্লাই-পেপার ও মাছিধরা কাগজ।

সাহেবদের হোটেল, মেশ, খাইবার ঘরে দেওয়ালে বা কড়ি-কাষ্ঠ হইতে একখানা কাল রংয়ের কাগজ ঝুলিতে থাকে, ইহাতে অসংখ্য মাছি লাগিয়া যায়। ইহাকে বলে Fly paper বা মাছি ধরা কাগজ।

ইহা প্রস্তুত করিবার উপায়।

(Boiled) পাকা মসিনার তৈল	১ ভাগ।
গদ্ধ থস	১ ভাগ।
ক্যাষ্টর অয়েল	১ ভাগ।

অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে কাগজে লাগাইয়া রাখিয়া দাও, প্রত্যহ এক খানা করিয়া কাগজ দেওয়ালে লাগাইয়া রাখিলে মাছির দৌরাত্ম্য কমিবে, মাছি বসিলেই লাগিয়া যাইবে। যদি গম্ থস না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কানাডা বাল্‌সম বা ভিনিস টার্পেন্টাইন ব্যবহার করা যাইতে পারিবে।

How to make Tarpaulins.

তীরপল্ প্রস্তুত-প্রণালী।

তীরপলের ইংরাজী নাম তারপুলিন, বর্ষার সময় মাল ঢাকা দিয়া লইয়া যাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খুব ভাল তীরপল প্রস্তুত করিতে পারিলে বাজারে ইহার কাটতি হয়, ইহা একটা লাভজনক ব্যবসায় ২।১ জন কলিকাতায় মুসলমান এই কাজ করে মাত্র হিন্দু ভায়াদের করিতে দোষ কি ?

কাজটা খুব সহজ। কেমন করিয়া হয় বলিতেছি।

ষ্টক্ হলম আলকাতরা,

চর্ব্বি—

আমেরিকান পিচ।

সমান অংশ লইয়া গালাইয়া ফেল। কেহ কেহ বলেন ১০০ ভাল ষ্টক্ হলম আলকাতরা এবং চর্ব্বির সঙ্গে শতকরা ২৫ ভাল পিচ দিলেই খুব শীঘ্র শুখাইবে এবং তীরপল খুব ভাল হইবে: খুব গলিয়া যাইলে কাম্বিস্ বা চটে ব্রুস দ্বারা উপর্য্যুপরি ৫।৬টা কোটিং দিয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে তীরপল্ হইবে। উভয় পৃষ্ঠেই লাগান উচিত এদেশে যে তীরপল প্রস্তুত হয়, তাহা চট্ চট্ করে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত তীরপল শীঘ্র শুখাইয়া যায়। কোন উদ্যোগী লোক এ কাজ করেন না কেন? তীরপল ১ খানা আকার অনুসারে ২০ হইতে ১০০ টাকাতেও বিক্রয় হয়। শুদ্ধ দোকান করিয়া ব্যবসায় করাকেই এদেশের লোকে ব্যবসায় মনে করে, মৌলিক উপায় আবিষ্কার করিয়া Original idea তাহা না ধরিলে তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যায় না নূতন কিছু কর দেখি, তাহাতেই বড় হইবে।

লৌহ হইতে মড়িচা তুলিবার অতি সহজ উপায়।

Acid Cyanide অ্যাসিড্ সিয়ানাইড্ অর্দ্ধ পাইণ্ট জলে দিলে খুব কড়া সলুইশন হইবে ইহা দ্বারা লৌহের মড়িচা অতি সহজেই তুলিয়া ফেলা যায়। কিন্তু ইহা ভয়ানক বিষাক্ত সেইজন্য একটা বেতের মুখে একটু চামড়া বান্ধিয়া শিশির মধ্যে ডুবাইয়া মরিচাযুক্ত স্থানে ঘর্ষণ করিলে মরিচা উঠিয়া যাইবে। বিষাক্ত জিনিস— সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

BERI BERI OR EPIDEMIC DROPSY ?

Specially written for Kajer Loke

BY

Kabiraj A. C. BISHARAD.

(সংক্রামক শোথ)।

কলিকাতায় দেশীয় পল্লীমধ্যে বেরি বেরি বা সংক্রামক শোথ (Epidemic dropsy) যেরূপ সংক্রামক ভাবে দেখা দিয়াছে, তাহাকে ইহার সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না।

নামকরণ।—কেহ বলিতেছেন, বেরিবেরি সুদূর চীনদেশাগত। বর্ম্মা বা সাংহাই চাউলই ইহার আগমনের কারণ। কেহ বা বেরি-বেরি হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া নাম রাখিতেছেন, "Epidemic dropsy." বীজাণুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এপর্য্যন্ত ইহার মানব-শরীরে প্রবেশের কারণ নিরূপণে সমর্থ হয়েন নাই। সুতরাং চিকিৎসাও চলিতেছে আন্দাজে।

ইতিবৃত্ত। ১৮৭৭—১৮৭৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় এ রোগ দেখা গিয়াছিল। সে

সময়ে অনেক লোক ইহার আক্রমণে কালের করালগ্রাসেও পতিত হইয়াছিল। তারপর আবার ১৯০০ সালে কলিকাতায় ইহার আবির্ভাব হয়। বর্ষাকালে রোগ আরম্ভ হইয়া বসন্তের প্রারম্ভে একেবারে অদৃশ্য হয়। আবার ১৯০৭ হইতে দেখা দিয়াছে; তবে এই বৎসর প্রকোপটা কিছু বেশী। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে রোগটী চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নিদান।—রোগটী মানব-শরীরে যেরূপ ভাবেই প্রবেশ করুক না কেন, ইহার লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ রোগীর পাকাশয়ের ভিতর খোঁচাইতে থাকে। ডাক্তারেরা বলেন, Gastro-deudenal ulcerationই ইহার হেতুভূত। ক্রমশঃ মাথার যন্ত্রণা, উদরাময়, বমি, দুর্ব্বলতা, আলস্য, মূর্চ্ছা, হৃদয়ের প্রসারণ, রক্তহীনতা, শারীরিক অবসাদ, হাঁটুর হাড়ের উপর ও পায়ের পাতায় শোথ, ইত্যাদি সাধারণ উপসর্গগুলি পরিলক্ষিত হয়। ক্রমশঃ একেবারে আহারে অরুচি, অনিদ্রা, ও শোথবৃদ্ধিসহ হৃদস্পন্দন, হৃদয়ের প্রসারণবৃদ্ধি, নাড়ীর গতি Intermittent, ও শ্বাসকষ্ট, ইত্যাদি উপস্থিত হয়। শ্বাসকষ্টের কারণ আর কিছুই নহে, হৃৎবেষ্টনী ও হৃদয়াবরণে জল জমিয়াই এইরূপ হয়। রোগী ভয়ানক কাসিতে থাকে। সময়ে সময়ে কাসের সঙ্গে রক্তও দেখা যায়। ক্রমশঃ হস্তপদে আংশিক পক্ষাঘাত হইয়া রোগী শয্যাশায়ী হয়। এই অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা—ডাক্তারী-মতে।

রোগ কি, যখন তৎসম্বন্ধে ডাক্তারেরা কৃতনিশ্চয় হইতে পারেন নাই, তখন চিকিৎসা সম্বন্ধেও যে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। তবে লক্ষণানুযায়ী চলিত চিকিৎসার কথা নিম্নে লিখিত হইল।

১। প্রতিষেধক।

স্থান-পরিবর্ত্তন। খালিপেটে রোগীর নিকট না যাওয়া। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন স্বভাব। প্রত্যহ "মকরধ্বজ" ১ পুরিয়া করিয়া সেবন।

২। ঔষধ ব্যবস্থা।

(ক) লবণাক্ত জোলাপ:—গ্রামুলার সোডি ফস্ফ্ একারভেসেন্স্ অথবা কাট্‌নোর পাউডার প্রত্যহ প্রাতে চায়ের চামচের এক চামচ।

(খ) ক্যালসিয়ম ল্যাক্টেট ট্যাব্‌লয়েড প্রত্যহ দুই বার করিয়া। ইহার উপকারিতা—রক্তে চুণের অংশ বর্দ্ধিত করিবে; রক্তকে তরল হইতে দিবে না; শরীরে জলের বৃদ্ধি বন্ধ করিবে।

(গ) ঘোল প্রত্যহ মধ্যাহ্নে অর্দ্ধপোয়া পরিমাণে সেবন করিবে।

(ঘ) সেঁকো এবং লৌহঘটিত ঔষধ ব্যবস্থেয়। ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, এম, এ, এম, ডি, মহোদয়—"Indian Medical Record" নামক ডাক্তারি পত্রিকায় উহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়াছেন। রোগের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং আরোগ্যের মুখে হাক্সলি সাহেবের সিরাপ Huxley's syrup) দুই বেলা। মাত্রা চায়ের চামচের এক চামচ।

(ঙ) দুই বেলা মকরধ্বজ পানের রস ও মধু সহ।

স্থানিক প্রয়োগ।—মালিসদ্বারা রক্ত সঞ্চালন এবং বন্ধনী (Bandage).

লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা।

১। অবসাদ ও হৃৎস্পন্দনে:—

(ক) "এমিল নাইট্রেটএর নাস।

(খ) নাইট্রোগ্লিসারিণ ট্যাব্‌লইড।

(গ) ক্যাক্‌টিনা পিলেটস্।

২। বক্ষস্থলের দৌর্ব্বল্য:—

ট্যাব্‌লইড ডিজিটালিস এবং ষ্ট্রীক্‌নাইন ১—১০০০ গ্রেণ প্রত্যেক বার।

৩। কোষ্ঠবদ্ধতা।

(ক) লবণাক্ত জোলাপ—

(খ) ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ।

৪। উদরাময়।

বেঞ্জোল হ্যাপ্‌থল	gr ii
টিস্‌মাস্ সাব্‌গ্যালেট্	gr. v
পাল্‌ভ ক্রিটী এরোমেটীক	gr. x

একত্র মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রয়োজনানুসারে মাত্র ১টী করিয়া বটিকা।

* * *

* (৫) শোথের বিবৃদ্ধিকালে:—

Rx Extr. Digitalis liq.	m. i.
" Nucis vomica liq.	m. ix.
" Apocyannum liq.	m. v.
" Cinchona liq.	m. v.
" Punarnava liq.	ʒ ss.

(Bengal Ph.)

Inf. Scoparia ad ℥ j.
Mft. for a dose: Sig.: one, thrice a day.

পথ্যাপথ্য।

১। পথ্য—প্রচুর দুগ্ধ ও রুটী (সুজির রুটী বা পাঁউরুটী); উদরাময় থাকিলে এরোরুট, মুগুরির ডালের কাথ, ওটমিল (oatmeal), সাগু, বালি, ইত্যাদি। দুগ্ধের সঙ্গে রসুন সিদ্ধ করিয়া খাইলে, বক্ষঃস্থলের কোন রোগ হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে না।

অপথ্য।—আতপতণ্ডুল; ভেজাল ঘৃত ও তৈল, পচা বা বাসী এবং গুরুপাক আহার্য্য। মাছ, লবণ, এবং লবণাক্ত খাদ্যসামগ্রী, অতিরিক্ত জলপান; ঠাণ্ডা লাগান ইত্যাদি।

স্থান-পরিবর্ত্তন যে এই রোগের একমাত্র মহৌষধ, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কবিরাজী-মতে চিকিৎসাতেও বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। দুই বেলা মকরধ্বজ, ও পুনর্ণবাদ্য পাচন, স্বর্ণপর্পটী উপযুক্ত অনুপান সহ। নরম জোলাপ, যাহাতে পাকাশয়ের ও যকৃতের ক্রিয়া সাম্য অবস্থায় রাখিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তুলাতে সামান্য

কেরোসিন তৈল মালিস করিয়া প্রথমাবস্থায় বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। Petroleum, কর্পূর এবং অহিফেন একত্র মিশাইয়া মাখিলেও উপকার দেখা গিয়াছে। আমাদের মতে সোজা-শুজী প্রথমাবস্থা হইতে শোথের চিকিৎসা করাই বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। অন্ন একেবারে বন্ধ করাই উচিত। পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা উপরোক্ত মতে চলিতে পারে। শেষ কথা—রোগটী যে কারণেই উৎপত্তি হউক না কেন,—আহার্য্য, পানীয় এবং বর্ষাকাল, এই কয়েকটী কারণ একত্রীভূত হইয়া যে মানব শরীরে গোলযোগ ঘটাইতেছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। প্রধান লক্ষ্য রাখিবে—যেন অজীর্ণ না হইতে পারে।

ইহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লিখিবার বাসনা রহিল।

সহজ শিল্প প্রস্তুতপ্রণালী।

অডিকলম—(Eau-de-cologne.)

এই অডিকলম প্রস্তুতের বিবিধ প্রকার মতভেদ। কিন্তু নানাপ্রকার মতভেদ এবং নানাপ্রকার প্রকারভেদ হইলেও যাহা ২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া জনসমাজে আদৃত হইয়াছিল, তাহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে নাই। তাহার অনুকরণ অনেকই হইয়াছে, কিন্তু তেমনটী হয় নাই। আমরা আজ সেই প্রাচীন ফর্ম্মুলা সংগ্রহ করিতে পারিয়া সাধারণকে উপহার দিতেছি—

প্রস্তুত-প্রক্রিয়া।

অয়েল নিরোলী	১০ ফোটা
অয়েল লিমন	১০ ফোটা
অয়েল বারগামট্	৫০ ফোটা
অয়েল পেড্রাট	১৫ ফোটা
অয়েল ল্যাভেণ্ডার	১৮ ফোটা
অয়েল রোজমেরি	১০ ফোটা
মেলিসা ওয়াটার (Melissa water)	৪॥ আউন্স
রেক্‌টীফায়েড স্পিরিট	৩০ আউন্স।

এইগুলি উপকরণ। প্রথমে একটী কাচের বড় বোতলে সমস্ত "অয়েল" অর্থাৎ তৈলগুলি এবং রেক্‌টীফায়েড্ স্পিরিট্ দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া খুব জোরে সঘন আলোড়িত করিতে থাকিবে। তাহার পর একটা কক্ষে, যে কক্ষের উত্তাপ ফারণহিটের তাপমান যন্ত্রের ১২০° হইতে পারে, এরূপ ঘরে ৪৮ ঘণ্টা ঐ কাচের বোতলটা রাখিয়া দিবে, ইহা করিলেই তৈলগুলি সুচারুরূপে স্পিরিটের সহিত মিশিয়া যাইবে। তাহার পর অন্য একটা কাচের জারের মুখে ২।৩ খানা ব্লটিং দিয়া ব্লটিং-এর উপর হস্তের মুষ্টিদ্বারা একটু চাপ্ দিলেই তাহা বোতলের ভিতর কতকটা ঢুকিয়া যাইয়া একটা খোঁদল পারা হইবে। ইহার উপর পূর্ব্বোক্ত বোতলের মুখ হইতে কাচের ছিপি খুলিয়া লইয়া, একটা কর্কের ছিপি দিয়া, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র নল সংযোগ কর। তাহার পর বোতলটা ঐ ব্লটীং ফিলটার দেওয়া বোতলটার উপর উবুড় করিয়া দাও। আস্তে আস্তে ঐ নল দিয়া ব্লটীংএর উপর পড়িয়া ফিলটার বা পরিষ্কার হইবে। কিন্তু দুই বোতলের সংযোগস্থল কোন উপায়ে অবরুদ্ধ করা চাই, নচেৎ রেক্‌টীফায়েড্ স্পিরিট উবিয়া যাইবে এবং গন্ধ অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। যখন ফিলটার করিবে, সেই সময় মেলিসা ওয়াটার মিশাইয়া তাহার পর ফিল্‌টার করা উচিত। ফিল্‌টার করার পর ২৪ ঘণ্টা কোন ঠাণ্ডা স্থানে রাখিয়া দিবে, তাহার পর Bottle করা উচিত। এই অডিকলম্ খুব ভাল অডিকলম হইবে।

সাইকেল অয়েল।

যাঁহাদের সাইকেল আছে, তাঁহারা অনায়াসে নিম্নলিখিত প্রকারে তৈল প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন; অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হইবে এবং বিক্রয়ও করিতে পারিবেন:—

Sperm oil স্পারম অয়েল	৮ আঃ
পারাফীন অয়েল	৩ আঃ
ক্যাম্পর বা কর্পূর	১ আঃ

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলেই হইল।

ডিস্‌ইন্‌ফেকটাণ্ট।

ইহা ইংলিশ[illegible] লোকাল বোর্ডে ব্যবহৃত হয়, রোগীর কাপড়ে, ঘরে ছড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহা রোগের বিষনাশ করিতে অদ্বিতীয়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

করোসিভ সবলাইমেট্	॥০ আঃ
হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড	১ আঃ
আনিলাইন ব্লু	৫ গ্রেন্
জল	৩ গেলন্

ইহাই উৎকৃষ্ট রোগবীজ-নাশক, ইহা বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করা যায়।

HAIR OIL PERFUMES.

কেশ-তৈল সুগন্ধীকৃত করিবার উপাদান।

যে কোন তৈল অর্থাৎ নারিকেল তৈল, সুইট অয়েল, চামেলী, তিলতৈল লইয়া তাহাকে অ্যালকাইন রুট দিয়া রং করিবার ইচ্ছা হইলে রং করিয়া নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দিলেই সুন্দর কেশতৈল হইতে পারে।

অটো অফ্ রোজ	॥ ড্রাম
অয়েল রোজ মেরি	২ ড্রাম
অয়েল বারগামট	২ ড্রাম
অয়েল নিরোলী বা লেমন	২ ড্রাম
অয়েল কাশিয়া	১০ ফোটা

উপরোক্ত মসলাগুলিতে প্রায় অর্দ্ধ গ্যালন তৈল সুবাসিত হইবে।

ETCHING ON GLASS.

কাচের উপর লিখিবার উপায়।

Etchaing শব্দের অর্থ বাঙ্গলা ভাষায় খোদাই করা। কিন্তু গ্লাসের উপর কি কোন অস্ত্রদ্বারা খোদাই করা যাইতে পারে? অ

যায় না। হীরকখণ্ড গ্লাসে অর্থাৎ কাচের উপর দাগ দিলে কাচখানি বিখণ্ড হইয়া যাইবে, সুতরাং আমরা কাচের চিমনী বা গ্লাসের উপর যে নানাপ্রকার নক্সা ফুল পত্রাদি অঙ্কিত দেখিতে পাই, তাহা অস্ত্রদ্বারা হয় না, অন্য কোন কৌশলে হইয়া থাকে। তাহার নাম Etching on Glass. বাঙ্গালায় ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে, কাচের উপর নক্সা করিবার উপায়।

এখন কেমন করিয়া ইহা করা যায়, তাহা বুঝাইব। ইহা শিখিয়া কি লাভ হইবে—এসমস্ত প্রশ্ন উঠিতে পারে ত? ইহা শিখিলেও উপার্জ্জন করা যায়। সৌখীন লোকগণ অভিজ্ঞ লোকদ্বারা আপনার কাচেরই জিনিসে নাম লিখাইয়া লইয়া থাকেন। জানালার শার্সি এইরূপ স্থায়ী নক্সা-করা কাচের অনেকেই দিয়া থাকেন দেখিয়া থাকিবেন। যাহা হউক শিখিয়া রাখিতে আপত্তি নাই।

কাচের উপর এই স্থায়ী অঙ্কন cold chemical process দ্বারা সংসাধিত হয়। Cold chemical অর্থাৎ শীতল রাসায়নিকের দ্রব্য—যেমন ডাইলিউটেড্ হাইড্রোফ্লিউরিক অ্যাসিড্ পিয়োর অর্থাৎ খাটী হাইড্রোফ্লিউরিককে জলসংযোগে ডাইলিউট করা হয়। এই সকল শীতল রাসায়নিক নামে খ্যাত। Hydro-fluoric acidর একটা গুণ—ইহা কাচকে দ্রব করে; কিন্তু কাচের যে অংশ অন্য দ্রব্য দ্বারা রক্ষিত, সেস্থান ক্ষয় করে না; সুতরাং কাচখণ্ডের উপর চিত্র অঙ্কন করিয়া যে যে স্থানগুলি অন্য কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত করা উচিত, যাহা অ্যাসিডের ধ্বংসকারী শক্তির বহির্ভূত, অর্থাৎ যে জিনিসকে অ্যাসিড্ নষ্ট করিতে পারিবে না, এরূপ জিনিস, যথা ল্যাক্ বার্নিস্, অর্থাৎ গালা সংযুক্ত বার্নিস, প্রথমে কাচখানির উপর মাখাইয়া তাহার উপর তীক্ষ্ণ সূচিকাগ্রদ্বারা চাপিয়া লিখিলেই বার্নিস, লিখিত স্থান হইতে উঠিয়া যাইবে। তাহাতে বুরুস দ্বারা হাইড্রোফ্লিউরিক অ্যাসিড মাখাইয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিলেই লিখিত স্থানের কাচ খাইয়া যাইবে; তাহার পর গ্লাসখানিকে জল দ্বারা পরিষ্কার করিলেই কাচে নক্সা ও লিখনগুলি স্থায়ীভাবে ক্ষোদিত হয়। ষ্টাম্প দ্বারা গ্লাসের বার্ণিশের উপর চাপ দিলেও ষ্টাম্পের সহিত বার্ণিশটা উঠিয়া যে ফাঁক্ হইবে, তাহার ভিতরে অ্যাসিড্ প্রবেশ করিলেও কাচ খাইয়া যাইবে এবং কাচের উপর স্থায়ী লেখা হইবে। এই উপায়ে কাচের সাদা শিশি ও কাচের গ্লাস, আয়নার উপর নাম, ট্রেড্ মার্ক, সুন্দর সুন্দর মটো প্রভৃতি লেখা যাইতে পারে। ইহাদ্বারাও রোজকার করা যাইবে না কেন?

HINTS ON HOME COMPORT.

কেমন করিয়া সুখের সংসার করিতে হয়।

১। নিজের ঘর-সংসার প্রকৃতপক্ষে নিজের "স্বরাজ।" আগে সেই সংসারের সকলকে সামঞ্জস্য কর দেখি। নিজের স্বরাজের সুবন্দোবস্ত করা যদি কঠিন ব্যাপার হয়, তবে সাধারণের স্বরাজের সুবন্দোবস্ত হইবে কি?

২। সুখের সংসার করিতে হইলে ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তির রীতি নীতি আচার ব্যবহার নির্দ্দোষ হওয়া চাই; অনৈক্য দূরীকরণের চেষ্টা করা চাই; স্বাস্থ্য ভালরাখা চাই, তবে ক্রমে ক্রমে সংসারটি সুখের হইবে।

৩। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, পরচর্চ্চা, পক্ষপাতিত্ব, এইগুলি প্রত্যেককেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। তেলে ও জলে মিশিবে না। তুমি ভাল, আমি মন্দ—মিশিবে কেন? নিজের চরিত্রে নিজের ঘরে যতই সুনীতির দৃঢ়তা বাড়িবে, ততই তোমার নিজের সংসারের ও বাহিরের লোক তোমার সঙ্গে মিশিবে। কারণ প্রত্যেক সংসারই যদি খাটী তৈলবৎ হয়, তখন তৈলে তৈলে মিশাইবে না কেন? আগড় বাগড় হাঁকড় ফাঁকড় না করিয়া, আগে প্রত্যেকে নিজের চরিত্রের উন্নতি কর, তবে সুমঙ্গলের আশা করিবে।

বিনা বিজ্ঞাপনে কোন ব্যবসায় চলে না।

কোন ব্যবসায়ে পসার হইলেও তাহার আর বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত কি না, আজ আমরা ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইব।

বর্মিংহাম গেজেটে এই বিষয়ের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

লণ্ডনের একটী বৃহৎ কারখানাতে খুব উৎকৃষ্ট চাটনী এবং মোরব্বা প্রস্তুত হইত। বিলাতে এবং আমেরিকার কারবারের নিয়ম, সেখানে কারবারে যতটাকা ন্যস্ত করা হয়, তাহার কতক অংশ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই ফারমেরও বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫৲ টাকা পাউণ্ড ধরিলেও ৭৫০০০ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বহুবর্ষ ধরিয়া এইরূপ একটা বড় রকমের টাকা ব্যয় হইয়া আসিয়াছিল, এবং এমন পসার হইয়াছিল যে, ইয়োরোপ এবং আমেরিকার ইহাদের চাট্নী ও মোরব্বা ক্রয় করিত না এমন কোন গৃহস্থ বাড়ীই ছিল না। যাহাহউক, ইহাদের একবার মনে ধারণা হইল যে, এত পসার হইয়াছে, এখন আর বিজ্ঞাপন দিয়া আবশ্যক নাই নামের গুণে এমনই যথেষ্ট কাজ হইবে। প্রথম বর্ষ গেল, হিসাব হইল। ইহারা দেখিলেন "বিক্রয় কমিয়াছে।" বিজ্ঞাপন বন্ধ হইতেই চারিদিকে কানা ঘুসা চলিতে লাগিল যে, ফারমের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ হইয়াছে—অংশীদারগণ টাকা উঠাইয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে ফারম ফেল হইবে এই আশঙ্কায় কেনা বেচার ভয়ানক গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। শেষে এমন শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল যে, ফারমের নাম প্রায় লুকাইয়া যায়। ফারমের কর্ত্তারা বাজারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন;—বুঝিলেন, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে। তাঁহারা সেই বৎসরেই ৭৫০০০ টাকার দ্বিগুণ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করিয়া দিয়া প্রায় ১০ বৎসরে পূর্ব্ব-

---

প্রতিপত্তি ফিরিয়া পাইলেন। প্রচার কমিলেই যে পসার কমে, ইহার সন্দেহ নাই। আমরাও জানি, আমাদের কলিকাতার কয়েকটী কারবারও বিজ্ঞাপন কমাইয়া নগণ্যের মধ্যে পড়িতেছেন। এদেশের এখনও ব্যবসায় বুঝিতে বাস্তবিক বিলম্ব আছে।

——:o:——

SALESMANSHIP
বা
দোকানদারী।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষ্য—কেমন করিয়া চালাকী করিয়া খরিদদারকে জিনিষ বেচিতে হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ, যাঁহারা অধুনা ব্যবসাদার জাতি বলিয়া সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, তাঁহারা বলেন, ক্রেতাকে স্বেচ্ছায় জিনিস কিনিতে প্রবৃত্তি দেওয়ার যে উপায়, তাহাই প্রকৃত দোকানদারী। তাঁহাদের কথায় দোকানদারী কেমন? "The most important thing is to get Customer to want the goods" অর্থাৎ চালাকী বা বাচালতার কোন দরকার নাই; ক্রেতা আপনিই জিনিস খুঁজিয়া ক্রয় করিবে; তাহারই যাহা উপায়, তাহাই দোকানদারী এবং ইহারই নাম Art of salesmanship. ইহা একটা আর্ট অর্থাৎ বিদ্যা ইহা শিখিবার যোগ্য বিষয় ইহা অধ্যয়নের বিষয়। ইহা জনসমাজে বলিবার কহিবার কথা। এদেশের দোকানদারীর মূলে চালাকী সুতরাং ইহা আর্ট্ অর্থাৎ বিদ্যা নয়। ইহা প্রতারণা। মূলক; তাই জনসমাজে বলিবার কহিবার যো নাই। পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ সেইজন্য অবিলম্বে উন্নতি করিয়া ধনকুবের হইতে পারেন; কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ী তাই অতি কদাচিত ঘরের পুঁজী ঘরে ঢুকাইতে পারেন—লাভ ত দূরের কথা।

প্রকৃতির কেমন একটা স্বাভাবিক নিয়ম,—অন্যায় অন্যায়কে আকর্ষণ করে। যেখানে একটী অন্যায় হইয়াছে, সেখানে শত শত অন্যায় অধর্ম্ম আসিয়া জুটিতেই হইবে,—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই প্রাকৃতিক নিয়মের জন্যই বাঙ্গালার ক্রেতাও সঙ্গদোষে অসৎ; তাহারাও চালাকী করিয়া দোকানদারকে ঠকাইতে পাইলে ছাড়ে না। সুতরাং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই কলুষিত হইতেছে, একথা অস্বীকারের উপায় কৈ? প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সৎপথ অবলম্বন করিতে হইবে; ক্রেতাকে সৎ করিতে হইবে, তবে ব্যবসায়ে সুখ হইবে, ব্যবসায় স্থায়ী হইবে; তবে ব্যবসায়ের সার্থকতা হইবে।

লোক-চরিত্র, লোকের রুচি-অরুচি, এই গুলিতে বহুদর্শিতা লাভ করা দোকানদারী শিক্ষার প্রধান উপকরণ এবং প্রথম পাঠ। প্রত্যেক দোকানদারকে প্রকৃত "ভদ্রলোক" হইতে হইবে, খরিদদার ধরিতে পারিবে। যাহার সে গুণ নাই, তাহাকে দোকানের সম্মুখে রাখিলে, তাহা খরিদদার ধরিবার জন্য রাখা হয় না, খরিদদার তাড়াইবার জন্য রাখা হয়। এমন দোকানদার বাঙ্গালীর কোন দোকানে আছে বলুন?

প্রত্যেক স্বত্বাধিকারীর এই বিক্রয়-বিভাগে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উচিত। প্রত্যেক Business manager-এর এইরূপ দেখিতে শিক্ষা করা উচিত। বাঙ্গালীর কারবারের ম্যানেজার দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দায়, ইঁহারা কার্য্য-স্থলে আসিবেন—ইচ্ছামত সময়ে। দ্বিতীয়তঃ ম্যানেজারী কাজ পাইয়াছেন, সুতরাং বড় গম্ভীরই তাঁহাকে হইতে হয়;—তাঁহার ধারণা, লোকের সঙ্গে মিশিলে তাঁহার মান যায়। লোকের সঙ্গে একপ্রকার না মেশাই বাঙ্গালী ম্যানেজারি একটা সনাতন ধর্ম্ম বিবেচনা করেন। তাঁহার বিশ্বাস, সই করিবার জন্য তাঁহার আফিসে উপস্থিত থাকা। চোকে বেশ সোণার চসমা দিয়া সিলকের রুমাল দিয়া গায়ের জামা ঝাড়িবেন, অতি সন্তর্পণে—পাছে আঙ্গুলে কালী লাগে, এমন ভাবে কলম ধরিয়া সই করিবেন—গোঁফ-জোড়াটী কস্‌মেটিক দিয়া, ঠিক শিকারী বেড়ালের মত সাহেবদের বড় বড় কারবারের ম্যানেজারদের অনুকরণে—ঠিক জর্ম্মানীর বর্ত্তমান সম্রাটের অনুকরণে—গোঁফকে উর্দ্ধমুখী করিয়া দিয়া এমন গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিবেন যে, ক্রেতার সাহসও কুলাইবে না তাঁহার কাছ দিয়াও ঘেঁসিতে পারে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন,—"ম্যানেজার মহাশয়! অমুক জিনিসের কোন সংবাদ জানেন কি?—তৎক্ষণাৎ অবিচলিতভাবে উত্তর—তা'ত বলিতে পারি না। আমার লোক জন আসুক—জানিয়া বলিতে পারি।"—

ইঁহাদের বিশ্বাস যিনি বেচিতেছেন, তাঁহার নিকট চেয়ার ছাড়িয়া যাওয়াটা ম্যানেজারী-পদের বিশেষ অন্তরায়। তাই তিনি প্রত্যেক বিক্রেতাকে, প্রত্যেক বেয়ারাকে পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই নিজের কক্ষে ডাকিয়া ডাকিয়া, সমস্ত কাজ নষ্ট করিয়া ফেলিবেন, তথাপি, তাহাকে ভয়ানক ব্যস্ত দেখিলেও, তাহার নিকট যাইয়া কথাটার মীমাংসা করিয়া আসিবেন না,—পাছে তাঁহার ম্যানেজারী-পদের গৌরব নষ্ট হয়!

প্রকৃত পাকা Salesmanই বিলাতী কারবারের ম্যানেজার হয়,—তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয় হইতে প্রত্যেক বড় বিষয়ের তথ্য জ্ঞাত থাকেন। তাহার মস্তিষ্কটী যেন একটা ড্রয়ারের পিরজন-হোলের মত, প্রত্যেক বিষয়টী যেন সেই খোপগুলিতে পূর্ণ করা আছে। কোন কথা উঠিলেই ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্তর দিতে পারেন। প্রত্যেক বিক্রেতা বা সেল্‌সম্যানকে তিনি পরিচালিত করিতে জানেন এবং প্রত্যেক জিনিসের গুণাগুণও প্রত্যেক ক্রেতার চরিত্রে তাঁহার এত অভিজ্ঞতা আছে যে, তিনি উপস্থিত হইলেই যেন প্রত্যেক ক্রেতা সন্তুষ্ট হইয়া যায়। আজ থাক, আগামী বারে salesmanship বা প্রকৃত দোকানদারী সম্বন্ধে কিছু বলিব।

——

INDYAN EMPIRE, Sept, 14, 1909.

"Kajer-Lokc" oe Businessman—The August number is replete with useful articles on art and Industry.

স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ।

—•—

আমরা অতি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বঙ্গের আর একটী নক্ষত্রপাতের সংবাদ দিতে অগ্রসর। বঙ্গের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, অদ্বিতীয় বাগ্মী শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয় গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ৫৯ বৎসর বয়সে কলিকাতার স্বীয় ভবনে সমগ্র ভারতকে শোকার্ণবে ভাসাইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

মিঃ লালমোহন ঘোষ ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ১৭ই ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে কলিকাতার বারে ব্যারিষ্টারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। প্রতিভা ও অনল, এতদুভয়ের প্রকৃতিই এক। ইহার কোনটাই গুপ্তভাবে থাকে না; একটু অবলম্বন পাইলেই তাহা অচিরকাল মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। মিঃ লালমোহনও ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই বারেও ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তাঁহার গুণগরিমা ও স্বদেশ-হিতৈষণার পরিচয় পাইয়া, জনসাধারণ তাঁহাকে দেশের অন্যতম নেতার পদে বরণ করিল।

কিছুদিন পরে তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে বিলাত যাত্রা করিলেন। এদেশের অভাব অভিযোগ ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের গোচর করাই তাঁহার এই যাত্রার উদ্দেশ্য এইবার তিনি প্রায় ১০ বৎসরকাল বিলাতে বাস করিয়া আবার স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। কিন্তু মিঃ লালমোহন এদেশে অল্পদিন মাত্র বাস করিয়া আবার বিলাত যাত্রা করেন। এবার পার্লিয়ামেন্টের নিকট শুধু অভাব অভিযোগে আবেদন লইয়া উপস্থিত হইলেন না; ভারতবাসিগণকে পার্লিয়ামেন্টের সভ্যপদের অধিকার দেওয়াইবার জন্য তিনি বিলাতে যাইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। যদিও তিনি নিজে পার্লিয়ামেন্টের সভ্যরূপে নিযুক্ত হইয়া এদেশের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন না বটে, কিন্তু এই কার্য্য এতদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া আসিলেন যে, ইহার পরে ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অতি সহজ হইয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ঘোষ ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে আবার ব্যারিষ্টারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া আইন-ব্যবসায়ে ও দেশের হিতানুষ্ঠানকল্পে অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮৯৭ অব্দে পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি একেবারে কর্ম্মকোলাহলের অন্তরালে থাকিয়া নিভৃতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়সও অধিক হইয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজন হইলে, এসময়েও তিনি দশের কাজে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু সে নামমাত্র। এই সময়ে মিঃ লালমোহন রাজনীতিচর্চ্চার অবসানে নিভৃতে বসিয়া সাহিত্য-চর্চ্চায় সময় কাটাইতেছিলেন। তিনি এই সময়ে স্বর্গীয় মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধের ইংরাজী অনুবাদ ও নেপোলিয়ানের জীবনী রচনা করেন। যাঁহারা তাঁহার অনুবাদিত ইংরাজী মেঘনাদ বধ কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন, তিনি ঐ অনুবাদ কার্য্যে কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঘোষ মহাশয় নেপোলিয়নের জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

৺লালমোহন ঘোষ মহোদয় পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও বাগ্মী শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহোদয়ের সহোদর ছিলেন। বলা বাহুল্য, লালমোহন বাবু ভ্রাতার প্রতিভার নিকট কোনও অংশেই নিষ্প্রভ ছিলেন না। ইলবার্ট বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে লালমোহন ঢাকাতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। মিঃ ব্রানসন প্রমুখ কতিপয় সাহেব ঢাকাতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতার পর তাহা একেবারে প্রশান্ত হইয়া গেল। মিঃ ব্রানসনকে বাঙ্গালা ছাড়িয়া প্রস্থান করিতে হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহোদয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইয়া এদেশের হিতানুষ্ঠানের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র দেশ সন্তপ্ত। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তিদান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ART OF ADVERTISING.

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, কেমন করিয়া পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন লিখিতে হয়, আজ তাহার বিশেষ কথাগুলি বিস্তারিত বলিবার প্রয়াস পাইব।

সকল জিনিসেরই বিজ্ঞাপন লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভ বিশেষ মূল্যবান। সেই কেনা জায়গা যে বিজ্ঞাপনদাতা বাজে কথায় পরিপূর্ণ করেন, তিনি নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। সুতরাং বিজ্ঞাপন লিখিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং বাক্য-সংযমতার আবশ্যক।

২। যে জিনিসের বিজ্ঞাপন লিখিতে হইবে, সে জিনিসটিকে খুব ভাল করিয়া পড়িতে হইবে, অর্থাৎ সে জিনিসের ক্রেতা যেন নিজেই হইতে হইবে, এবং মনে মনে প্রশ্ন করিতে হইবে,—জিনিস কিনিবার সময় আমাদের মনে নানা কথা উঠে। সে গুলির মীমাংসা করিয়া দেওয়া যে বিজ্ঞাপনে না থাকে, তাহা আদৌ ভাল বিজ্ঞাপন নহে। আসুন, একটা দৃষ্টান্ত লইয়া এই কথাটা বুঝা যাউক। একটা "কেশতৈল" নাম ধরুন—"রাধাবিলাস।" বিজ্ঞাপন এইরূপ লেখা হইল যথা :—

রাধাবিলাস তৈল।

ইহা অকালপক্কতা নষ্ট করিতে, কেশের গোড়া দৃঢ় করিতে অদ্বিতীয়;—ইহাদ্বারা শিরঃপীড়া এবং চর্ম্মরোগ ভাল হয়। ইহা চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদক করে এবং কেশ বৃদ্ধি করে। ইত্যাদি।

কেমন? এই রকমই ত বিজ্ঞাপন লিখিত হইয়া থাকে? বেশ, এখন আমি ক্রেতা—বিজ্ঞাপনটী পড়িলাম। পড়িয়া মনে হইল, ইহাত সকলেই লিখিয়া থাকে। বিশেষত্ব কি? যদি এই বিজ্ঞাপনটীকে কার্য্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলে যুক্তিপূর্ণ করিতে হয়, নচেৎ মানুষের মন সহজে আকর্ষিত হয় না। সেই জন্য একটী এখন শীর্ষ লাইন বা Headline হওয়া চাই, তাহার যেন চিত্তাকর্ষণের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Catchy headline. মানুষে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই হেড লাইন দেখিয়াই তবে তাহার সমস্ত বিজ্ঞাপনটী পড়িবে। খুব ভাল বিজ্ঞাপনের যদি Catch line ভাল না হয়, তাহা লোকে পড়িবে না। সুতরাং সে বিজ্ঞাপন মৃত জীবনশূন্য বিজ্ঞাপন। শুদ্ধ "রাধাবিলাস তৈল।" উপরে হেডিং থাকিলে মনে হইবে, উহা একটা মাথার তৈল, ও আর কি পড়িব? সুতরাং পাঠক তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। সুতরাং ভাল করিয়া এই বিজ্ঞাপনটী লিখিতে হইলে,

"একটী ভুল"

প্রায় মানুষমাত্রেরই হয় যে, যাঁহারা সৌখীন নাম দেখিয়া বিশেষ বিচার না করিয়া কেশ তৈলের ব্যবহার করেন। তাঁহারা বিবিধ প্রকার কেশরোগে এবং শিরঃপীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন। ভাল কেশতৈল খুব তরল এবং স্পিরিট প্রভৃতি বিবর্জ্জিত হওয়া উচিত। এদিকে গাঢ় তৈল কেশ-গহ্বর অবরোধ করিয়া, কেশের পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায় এবং মস্তক হইতে স্রাবণ ক্রিয়ার অবরোধ হওয়ার জন্য শিরঃপীড়ার উৎপাদন করে।

বাস্তবিক এই কারণেই অধুনা যৌবনে কেশের অকালপক্কতা, নানাপ্রকার শিরয়োগ। রাধাবিলাস অতিশয় তরল, দূষিত পদার্থশূন্য, সৌরভময়। অনায়াসে কেশকূপ দ্বারা মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিয়া থাকে, আপনি ইহাই ব্যবহার করিবেন।

একরূপ বিজ্ঞাপনের হেড্ লাইন চিত্তাকর্ষক—যেহেতু কৌতূহলদ্দীপক, যুক্তিপূর্ণ, পাঠকের মনে কিনিবার বাসনা দৃঢ় করিতে পারে। একটা কথাও অনাবশ্যকীয় নাই। তাহা হইলেই এখন বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের তিনটী অংশ থাকে।

১ম। Catch line ক্যাচ্ লাইন বা হেডিং।

২য়। Argument বা ব্যবহারের যুক্তি—

৩য়। Force—বল।

যে বিজ্ঞাপনে এই তিনের একটীর অভাব, হয়, তাহা নির্জ্জীব বিজ্ঞাপন। ক্যাচ লাইন দ্বারা মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, যুক্তি দ্বারা বর্ণিত বিষয়ে মনোসংযোগ করা হয়, ফোর্স দ্বারা যুক্তির উপর বল সংযোগ করা হয়,—"যেমন আপনি ইহাই ব্যবহার করিবেন।"

আমাদের দেশের সংবাদপত্রাদিতে যে সকল বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহার অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই প্রাণহীন, সেই জন্যই কাজ হয় না কিন্তু দোষ হয়—সংবাদপত্রের। কি বলিব, কাহারও বিজ্ঞাপন লইয়া সমালোচনা করিলে, তিনি হয়ত ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, নচেৎ আমরা দোষ দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। অন্য দেশে বিজ্ঞাপনেরও সমালোচনা হয়। এদেশে করিলে হয়ত ক্ষতি পূরণের দায়ী হইতে হইবে। সংবাদপত্রের কেনা যায়গায় অনেকে রচনা-চাতুর্য্য দেখাইতে গিয়া সমস্ত স্থানটা অনর্থক নষ্ট করেন এবং সাধারণের ঘৃণার উদ্রেক করেন দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত হই। কিন্তু কি করা যাইবে? S. P.

কৃষক বলেন :—

কাজের লোক, এক খানি গার্হস্থ্য মাসিক পত্র। ১ নং অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। "কাজের লোক" কাজের লোকেরই জন্য। শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি-সম্বন্ধে কিছু না কিছু খবর ইহাতে থাকে। আশা—উত্তরোত্তর ইহা প্রকৃত কাজের লোকের সহায় হইবে! * *

সর্পাঘাতের মুষ্টিযোগ।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কেলে-কোঁড়া বলিয়া এক প্রকার গাছ আছে, তাহার পাতা লেবুগাছের পাতার ন্যায়, গাছে খুব কাঁটা এবং ফলগুলি আমড়ার ন্যায় ঘোর লাল বর্ণ হয়। আমাদের পল্লীগ্রামে এই গাছ অনেক আছে, তাহার শিকড়ের ছাল ১ ইঞ্চ পরিমাণ—অর্থাৎ ওজনে আধতোলা হয়,—লইয়া ২১টী গোল-মরিচের সহিত পরিষ্কার জলে ও পরিষ্কার খলে বা শীলে হলুদ-বাটার ন্যায় বাটা হইলে তাহা সর্পদষ্ট ব্যক্তির ব্রহ্মতালুর স্থানে স্থানে ছুরিকা দ্বারা চিরিয়া (এমনভাবে চিরিবে, যেন সামান্য সামান্য রক্ত মুখ হয় বা রক্ত পড়িতে থাকে) ঔষধটী মর্দ্দন করিতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ না করে, ততক্ষণ মর্দ্দন করিতে বিরত হইবে না। এমন কি, সংজ্ঞাবিহীন মৃত প্রায় রোগীও অচিরে আরোগ্যলাভ করিবে। ইহা আমার উপদেষ্টার নিঃসন্দেহ উপদেশ জানিবেন। তিনি আরও বলেন। মাংস পচিতে আরম্ভ হইলে ফল হইয়া থাকে। রোগীকে চলাফেরা করাইতে হইবে, আদৌ শুইতে দিবে না। অবসন্ন রোগীকেও এপাশ ওপাশ ওঠা বসা ইত্যাদি প্রক্রিয়া করিতে হইবে। এই মুষ্টিযোগে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস বলিয়া পরীক্ষার্থ লিখিলাম। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করেন, ফলাফল "কাজের লোকে" প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

ছারপোকার টোট্‌কা (পরীক্ষিত।)

রবিবার দিবস প্রত্যূষে বাসিমুখে ১টা বৈঁচে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া বিছানার গদি, লেপ বা চেটাই মাদুর যাহার যেমন আছে, তাহার ঈশান কোণে বা সুবিধা না হইলে সেই ঘরের ঈশান-কোণের দেওয়ালের গায়ে পুঁতিয়া রাখিলে ৩ দিবসের মধ্যে সমস্ত ছারপোকা নষ্ট হইয়া যাইবে। চতুর্থ দিবসে আর একটীও দেখিতে পাইবেন না। ইহা আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং অনেক লোককে পরীক্ষা করিতে বলিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছি। পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

অনুগ্রহকাঙ্ক্ষী প্রণত,

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাইতি।

নারাজোল রাজবাটী,

Narajole P. O, (Midnapur.)

কারবারের স্থান-পরিবর্ত্তন।

প্রসিদ্ধ চসমা-বিক্রেতা মেঃ দে, মল্লিক এণ্ড কোম্পানী ৮০ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে ২ নং লালবাজার ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এই নূতন গৃহ ঠিক লালবাজার পুলিশের সাম্‌নে—ট্রামওয়ের ধারে। স্থানটী বেশ হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ১৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইলেন। বেশী কার্য্যের জন্যই নাকি স্থানান্তরিত হওয়া। স্কুলের উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়।

"হাবড়া-হিতৈষী" বলেন :—

"কাজের লোক",—আমরা গত জানুয়ারী মাস হইতে নিয়মিত ভাবে "কাজের লোক" প্রাপ্ত হইতেছি, ইহা একাধারে একখানি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র। ইহা যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইতেছে ও প্রতিমাসে ইহা যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ থাকে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহা এদেশের অনেক বেকারকেও কাজের লোক করিয়া তুলিবে। শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকার সংখ্যা আমাদের দেশে অতিশয় অল্প এবং দুই দুই একখানি যাহা আছে, তাহাও রীতিমত ভাবে পরিচালিত হয় না এবং নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় না। জনসাধারণের সহানুভূতির অভাবই যে এই সকল পত্রিকার দুর্দ্দশার মূলকারণ তাহা বলা বাহুল্য। যাহাহউক, আজকাল দেশে সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের ভাবী আশা ও ভরসাস্থল যুবকবৃন্দের লক্ষ্য শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় "কাজের লোকের" ন্যায় সুচিন্তিত ও নানা-তথ্য-সমন্বিত মাসিক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা দেশের লোকের নিকট উপেক্ষিত হইবে না। "কাজের লোক" তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে ও বর্ত্তমান বর্ষ হইতেই তাহার সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইয়াছে এবং প্রথম আলাপ হইতেই আমরা ইহার গুণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। বর্ত্তমান বর্ষে ইহাতে "ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রণালী," "বেকারের উপায়," "সহজ শিল্প-শিক্ষা," "জীবনবীমা, "ক্যানভাসিংশিক্ষা" প্রভৃতি কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী এবং দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিপ্রয়াসী ব্যক্তিকে ইহার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতেছি। ইহার বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল আড়াই টাকা মাত্র। ইহা ১নং অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। আমরা ইহার স্থায়ীত্ব ও উন্নতি কামনা করিতেছি।

* * *

কৌতুক-কণা।

হুজুর। ঐটাই যা' কসুর।

এক ধনাঢ্য লোকের কৃষিক্ষেত্রে একজন লোক মুলা উপড়াইয়া, তাহার গামছায় বেশ একটী মোট বাঁধিয়া মাথায় তুলিবার সাহায্যে-ক্ষণের অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় কেমন তাহার গ্রহবৈগুণ্য, ক্ষেত্রস্বামী উপস্থিত হইয়া ধরিয়া 'ফেলিলেন,—বেচারা চমকিয়া উঠিল; কিন্তু আরগুমেণ্ট অর্থাৎ সওয়াল করিতে ছাড়িল না।

ক্ষেত্রস্বামী।—মূলা চুরি করিয়াছিস্ কেন পাজী,—

চোর। হুজুর, আমি সাধ করিয়া মূলো-ক্ষেতে আসি নাই, ঝড়ে আমাকে উড়াইয়া আনিয়া ক্ষেতের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, আমার দোষ নাই।

ক্ষেত্রস্বামী। বেশ তা' মূলো উপ্ড়ালি কেন?

চোর—হুজুর, ঐটীত গোলের কথা; আমি যে নিজে সাধ করিয়া উপ্ড়াইয়াছি, এমন মনে করিবেন না, ঝড়ের সময় মূলা ধরিয়াছিলাম, টানাটানিতে মূলো উপড়াইয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রস্বামী।—আচ্ছা, তবে মোট বান্ধিয়া মাথায় তুলিতেছিলি কেন?

চোর—(অম্লানবদনে) হুজুর, ঐ টুকুই যা—কসুর হইয়াছে।

ইউক্লিড্ সাহেবের গল্প।

জ্যামিতি (Geometry) প্রণেতা পণ্ডিত ইউক্লিড্ একদিন তাহার একটা উদ্দেশ্য লইয়া ভাবিতে ভাবিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়া রাস্তায় যাইতেছেন, এমন সময় একজন শ্রমজীবীর সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। ইউক্লিড্ সাহেবের স্বভাব ছিল, তাঁহার মনে যখনই কোন থিয়োরি বা যুক্তি উঠিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সেইটী অপরকে বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। শ্রমজীবীকে সম্মুখে পাইয়াই তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শুন না ভাই, যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান—

শ্রমজীবী বাধা দিয়া বলিল, আমার সময় নাই, দাঁড়াইতে পারিব না—

ইউক্লিড্। শুন না ভাই, কথাটার ভাবি মজা আছে, বুঝিলেই তুমি অবাক্ হইয়া যাইবে। ইউক্লিড্ সাহেব তখনি হাত ছাড়িয়া তাহার বুকের একটী বোতাম অঙ্গুলিদ্বারা ধরিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, শ্রমজীবী দেখিল, ভারি বিপদ। সে তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া বোতামটী কাটিয়া দিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। পণ্ডিত এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য যে, শুদ্ধ সেই বোতামটী দুই অঙ্গুলীতে ধরিয়া লেকচার দিতেছেন—পণ্ডিতের জ্ঞান নাই যে, বহু পূর্ব্বে বোতামের মালিক চম্পট্ দিয়াছে। শুনা যায় বোতামটী ধরিয়াই তিনি সমস্ত দিন সেই রাজপথে দাঁড়াইয়া নিজের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর লোকে পণ্ডিতকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার পার্শ্ব দিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। কি অতি-নিবিষ্টতা!

কাচপ্রস্তুতে নূতনত্ব।

কাচ চিরদিনই অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া চিরবিখ্যাত,—এদেশের পণ্ডিতগণ সেইজন্য বলেন "কাচ ও কামিনী" কথনই নিরাপদ নহে। কাচেরও যেমন দৃঢ়তা নাই—কামিনীগণেরও তেমনি মনের বল নাই, সম্প্রতি কাচের কলঙ্ক ঘুচিয়াছে। ফরাসী দেশে এক প্রকার কাচ প্রস্তুত হইয়াছে; আমাদের বিজ্ঞানদর্পন বলেন—তাহা এত দৃঢ় এবং আঘাত-সহিষ্ণু যে, প্রকাণ্ড লোহার মুদগরের আঘাত সহ্য করিতেও সক্ষম। এ কাচ সাধারণতঃ ১১ ইঞ্চি মাত্র মোটা। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পাশ্চাত্যগণ বাস্তবিকই অঘটন ঘটাইয়া তুলিলেন!

"বিজ্ঞানদর্পণ" বলেন ঃ—

কাজের লোক,—কাযাকরী শিল্প, চিকিৎসা এবং বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিক পত্র। কলিকাতা, বহুবাজার, ১ নং অভয় হালদারের লেন হইতে প্রকাশিত। এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়-পূর্ণ মাসিক পত্রিকা অত্যন্ত বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা স্বতঃই বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" জন্য। • •

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার সম্মান-প্রদর্শনের পদ্ধতি।

আরবে পরস্পর পরস্পরের কপোল-চুম্বন যথাযোগ্য সম্মানজ্ঞাপক।

চীনের লোক সম্ভ্রান্ত সম্মানী লোককে দেখিলে স্বীয় যান হইতে অবতরণ করিলেই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

জাপানিগণ স্ব স্ব বন্ধন-কাষ্ট আগন্তুকের মুখের নিকট নাড়িয়া হাত জোড় করিয়া ক্ষমা করুন বলিয়া থাকে।

বর্ম্মাবাসীগণ পরস্পর মুখের আঘ্রাণ গ্রহণ করেন এবং বলেন—মুখসৌরভ বড় সুমিষ্ট। অষ্ট্রেলিয়াবাসীগণ পরস্পর জিহ্বা চাটিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত সম্মান-প্রদর্শনের পদ্ধতি দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ-বাসীগণের। ইহারা আগন্তুকের মাথায় এক ভাঁড় জল ঢালিয়া দিয়া আপ্যায়িত করেন। তুরস্কবাসীগণ স্বীয় বাহু দুটী বক্ষস্থলে ঢেরার (cross) মত করিয়া স্থাপন করতঃ অতি দীনভাব সহিত পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। হিন্দু এবং অপর পাশ্চাত্য জাতীয় আপ্যায়নের পদ্ধতি বলা নিষ্প্রয়োজন, সকলেই দেখিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা ভারত-বাসীর আপ্যায়ন-পদ্ধতিই সুন্দর, তাহার সন্দেহই নাই।

প্রতিপন্ন হইয়াছে যে নিউমোনিয়া রোগ প্রায়ই বলশালী স্থূল শরীরকে আক্রমণ করে, ইহার কারণ এই,—যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল, তাহারা স্ব স্ব স্বাস্থ্যসম্বন্ধে প্রায়ই অমনোযোগী ঠাণ্ডা লাগাইতে, শীতল বায়ুতে গাত্র খুলিয়া বেড়াইতে ইহারা সতর্ক হয় না সুতরাং সহজে নিউমোনিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। দুর্ব্বলেরা প্রায়ই সর্ব্বদাই সাবধান থাকে; সেই কারণ মোটাসোটা বলশালী লোক অপেক্ষা ইহারা অনেকটা নিরাপদ।

সেলাইএর কাজ করিলেও উপার্জ্জন হইবে।

আমরা নূতন সেলাই-এর কল ও তাহার সাজ-সরঞ্জাম সকল বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। আমাদিগের নিকট হাতে চালান কল ২৫৲ টাকা হইতে ৬৫৲ টাকা ও পায়ে চালান কল ৭৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমরাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

শ্রীবিপিনবিহারী সাঁতরা এণ্ড কোং,
৭৪ নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লোহার সিন্দুক

অনেক লোকেই প্রস্তুত করেন, আমরাও করি; কিন্তু পরীক্ষায় আমাদের সিন্দুক সর্ব্বা-পেক্ষা গুণে ও গঠনে শ্রেষ্ঠ হইবে,—সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ এটা স্তোভবাক্য মাত্র—সে কথা ঠিক নয়, আমরা তাহা বলিতে জানি না—বলি না।

যতদূর সম্ভব কম লাভে, ভাল মাল-মসলায় খুব মজবুত জিনিস দিই—এই সকল আমাদের কথা। একখানি অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলেই সচিত্র মূল্য-তালিকা এবং লোহার সিন্দুক সম্বন্ধীয় পুস্তক বিনামূল্যে পাঠাইব।

বসু, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং,
লোহার সিন্দুক প্রস্তুতকারক, আলিপুর, কলিঃ

ফেব্রিণা

সর্ব্ববিধ জ্বরনিবারক ও শান্তি-কারক, জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্য-দূরীকারক।

দেশব্যাপিত পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, ও কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বর, ও সর্ব্ববিধ জ্বরের বিশেষ শান্তিকারক ও নিবারক।

ভ্রমে পড়িবেন না

ফেব্রিণা নূতন ঔষধ নহে ভারতের নানা কেন্দ্রে ইহা বহু-দিন হইতে পরীক্ষিত ও লক্ষ লক্ষ অযাচিত পত্রে প্রশংসিত, এক বোতলেই জ্বরের আরোগ্য হইয়া থাকে। "ফেব্রিণা" বাজারে পেটেণ্টের ন্যায় হেতুড় দ্বারা প্রস্তুত নহে।

☞ জগদ্বিখ্যাত স্বর্গীয় মহাত্মা ৺দ্বারিকানাথ গুপ্তের (ডিঃ গুপ্ত) বংশধরগণ ফেব্রিণার স্বত্বাধিকারী।

মূল্য বড় বোতল ১।০, ছোট বোতল ৸৵০। পাইকার-গণকে কমিশন দেওয়া হয়।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স্,

প্রধান ঔষধালয়, ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
শাখা ঔষধালয়, ২৭ গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কৃত কর্ম্মের ভাবি ফল

চিন্তার বিষয়,—উপেক্ষার বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী—উৎকৃষ্ট ব্রাজিল পাথরের চসমা মূল্যবান—বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকগণের অনু-মোদিত কিন্তু অল্প মূল্যের কাচ-খণ্ডের চসমা দেখিতে ঠিক সেইরূপ হইলেও কি পাথরের এবং কাচের চসমা এক জিনিস? সস্তা কাচের চসমায় চক্ষে হানি পড়ে, মস্তিষ্কবিকৃতি প্রভৃতি দুরারোগ্য উপসর্গের সৃষ্টি হয়, এমন চসমা আমাদের এখানে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু চক্ষু পরীক্ষা না করিয়া চসমা বিক্রয় করি না। হয় এখানে আসুন নয় বিস্তারিত বিবরণ লিখুন, উপযুক্ত চসমা নির্ব্বাচন করিয়া দিব।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
চক্ষুতত্ত্ববিদ্ ও চসমা বিক্রেতা,
২নং লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কথা এই

যে জাতি কৃষি শিল্পবিষয়ক কাগজের জন্য বার্ষিক ২৷৷০ দিয়া উৎসাহিত করিতে অমনো-যোগী, সে জাতি কেমন করিয়া দেশের উন্নতির আশা করিতে পারে? আপনাকে "কাজের লোকের" গ্রাহক হইতেই হইবে। ইহাই আমাদের প্রার্থনা—অনুরোধ এবং আবদার রক্ষা করিবেন না কি?

কলিকাতা, উইলিয়ম্‌স লেন, ৫ নং, ... প্রেসে, শ্রী... বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ...

বার্ষিক, মূল্য সহ ডাকমাশুল ২॥০ টাকা মাত্র। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal, Devoted to Useful Art, Manufacture &c.

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। | New Series, October, 1909.

নূতন সংস্করণ। অক্টোবর, ১৯০৯। | Vol. III. No. 10.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। | New Series, October, 1909. | নূতন সংস্করণ। অক্টোবর, ১৯০৯। | Vol. III. No. 10.

নমো গণেশায়।

পুরুষের বিবেকশক্তি, আর স্ত্রীর সহিষ্ণুতা গুণ এই দুটীতেই মানুষের সংসারকে স্বর্গ সদৃশ করিতে পারে, এই দুটীর অভাবেই সংসার নরকের অধম হইয়া দাঁড়ায়।

আমিই সমস্ত খাইব, আমিই সমস্ত ভোগ করিব, অপরে এ সংসারের কেহ নয়, এমন ভাবিও না। ভোগের পিপাসা শান্তি হইবার নয়—বৃথা চেষ্টা বরং লালসা সংবরণ করিলে ভাল হইতে পারে।

সলোমন বলিয়াছিলেন, "By sorrow of heart the spirit is broken"—হৃদয়ের দুঃখ উৎসাহ ভঙ্গ করিয়া ফেলে, তাই বিষাদকে কখন হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। আরও কথা, দুঃখ নিজে ঘুচাইবার চেষ্টা না করিলেও দুঃখ ঘুচে না, পরের নিকট দুঃখের কথা বলিয়া দুঃখ ঘুচাইবার চেষ্টা করিয়া জীবনকে নিতান্ত হেয় করিও না। পরের দুঃখে অল্প মানুষই ব্যথিত হয়,—কাহারও দুঃখে ব্যথিত হইয়া যে মানুষ সাহায্য করে, এমন প্রায়ই দেখা যায় না, প্রায় অধিকাংশ লোক নাম কিনিবার আশাতেও দান করে। দুঃখের বিষয়, এমন লোকও প্রকৃত দুঃখীকে দান করিতে অগ্রসর হয় না। যাহাদের প্রকৃত দুঃখ, তেমন লোককে কেহ দান করে, এমনত দেখিতে পাই না। তৈলাক্ত শিরে তৈল ঢালিয়া জগৎ লোকসমাজে সুযশ কিনিতে চায়, পরমেশ্বরের নিকট সুযশ প্রায় মানুষ মাত্রেই চায় না। যদি দুঃখী হও, নিজের দুঃখ পরমেশ্বরের নিয়ম অনুসারে ঘুচাইতে চেষ্টা কর, সুখী হইবে। পরমেশ্বর তোমার হৃদয়ে দুঃখ দমনের অনেক অস্ত্র-শস্ত্র দিয়াছেন।

জাতীয় শিল্পরক্ষার ভার সমগ্র জাতির উপর—কেমন করিয়া? জাতীয় শিল্প ও জাতীয় উদ্যমকে যদি সে জাতি উৎসাহিত করে, দেশের শিল্পজাত দ্রব্য যথাসাধ্য ব্যবহার করে, জাতীয় যৌথ কারবারকে উৎসাহিত করে, তাহা হইলে বহির্বাণিজ্য প্রসারিত হইবার স্থান পায় না। যে দেশের যে জাতি সামান্য স্বার্থত্যাগে তাহা পারে না, তাহাদের জাতীয়তায় এত বড় উচ্চ বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করা, মাত্র বাচালতায় পরিণত হয়—সে বাচালতায় বিশেষ কিছু ফল হয় না। বাঙ্গালীর জাতীয়তা ঠিক এই প্রকারের নয় কি?

সময় ৪ঠা আষাঢ় ১৩১৬।

কাজের লোক, ৫ম সংখ্যা। আলোচ্য সংখ্যায় কাজের লোকের প্রবন্ধের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। "সজীব মন্ত্র শক্তি" সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। 'প্যালিসির জীবন চরিত" বেশ চিত্তগ্রাহী হইতেছে; তবে আর একটু বেশী করিয়া প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। "ক্যান্‌ভাসিং" সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইতেছে, তাহা 'কাজের লোকের' উপযোগী। 'ক্যান্‌ভাসিং' কার্য্য কাহাকে বলে এবং ক্যান্‌ভাসা'রের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, এবারে ইহাতে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'ব্যাংকের কার্য্য প্রণালী এইবারে শেষ হইল। উহা আলোচনার যোগ্য। "লাভজনক কৃষিকার্য্য নামক রচনায় লেখক বুঝাইয়াছেন যে, চীনের বাদামের চাষ বিলক্ষণ লাভজনক এবং উহার চাষের প্রণালী বিশেষ কঠিন ব্যাপারও নহে। আশা করি, 'কাজের লোক' উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া 'বেকারের অভাব' মোচন করিবে।

নীতিরত্ন।

——(•)——

সংসার।

সংসার নরক-সার মজে তাহে প্রাণী,
লৌহের শৃঙ্খল পদে তবু অভিমানী!

খেলা।

জুয়া পাশা দাবা তাস খেলা সতরঞ্চ;
ধন্য খেলা হারজিৎ এ ভব প্রপঞ্চ!

ঘড়ি।

দিবা বর্ষ কাটা দুটী হৃৎপিণ্ড কলে,
অহরহঃ ঘুরে ফিরে আপন কৌশলে।

দয়া।

পরদুঃখে আঁখি যার নদী বেগবতী,
চিত্ত তার হেমন্তের প্রায় কুমুদ্বতী।

ভার্য্যা।

পরিচর্য্যাহেতু ভার্য্যা, কিন্তু বিপরীত;
কলিকালে ভার্য্যা আর্য্যা পুরুষ কুণ্ঠিত।

সেতু।

লৌহ কি কাষ্ঠের সেতু কালবশে ক্ষীণ,
অদৃশ্য ধর্ম্মের সেতু রহে চিরদিন।

পরীক্ষা।

ধাতুর পরীক্ষা যথা স্বর্ণকার হাতে,
স্বভাব বিচার তথা ইন্দ্রিয় সাক্ষাতে।

তারা।

অসংখ্য তারকারাজি রজনী ভূষণ,
কোহিনুর শুকতারা সতীত্ব রতন।

জনৈক বৃদ্ধ।

মেদিনীবান্ধব।

কাজের লোক।—তৃতীয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ইহা কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র। এই সংখ্যা "কাজের লোক" নানাবিধ কাজের কথায় পরিপূর্ণ। "বেকারের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে ছেঁড়া কাগজ হইতে হইতে কি প্রকারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২৮এ আষাঢ়, ১৩১৬।

ভারতের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি।

— (:••:-)——

গত তিন বৎসরে ভারতে বয়ন দ্রব্যের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, ক্রমশই উক্ত দ্রব্য অধিক প্রস্তুত হইতেছে। বোম্বাই বিভাগে ১৯০৭ সনে ১ কোটি ২০ লক্ষ ৯৩ হাজার ১ শত ২৬ পাউণ্ড অথবা ৫ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩ শত ১১ গজ কিম্বা ৪০ হাজার ৫ শত ১১ ডজন বয়ন দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ বিভাগে ১৯০৮ সনে ১ কোটি ২২ লক্ষ ৩ হাজার ২ শত ৪৭ পাউণ্ড অথবা ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ১১ হাজার ৮ শত ৩৩ গজ কিম্বা ৩১ হাজার ৮ শত ৬৩ ডজন দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯০৯ সনে অর্থাৎ বর্ত্তমান ছয় মাসের মধ্যেই ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩ শত ৩০ পাউণ্ড অথবা ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬ শত ৫৮ গজ কিম্বা ৩৫ হাজার ৩ শত ১৭ ডজন প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, বয়ন দ্রব্য প্রতি বৎসরেই হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বঙ্গ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব ও মধ্য-ভারত প্রভৃতিতে এই তিন বৎসরে কিরূপ বয়ন দ্রব্য বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

এপ্রেল মাস হইতে বৎসর ধরিয়া

বোম্বাই ১৯০৭ সাল, ১২,০৯৩,১২৬ পাউণ্ড; ৫৩,২৯৩,১১ গজ; ৪০,৫১১ ডজন।

বোম্বাই—১৯০৮ সাল, ১২,২০৩,২৪৭ পাউণ্ড; ৫৪,৯১১,৮৩৩ গজ; ৩১৮৬৩ ডজন।

বোম্বাই—১৯০৯ সাল, ১৩১৮৭৩৩০ পাউণ্ড; ৫৭,৮৪৯৬৫৮ গজ; ৩৫.৩১৭ ডজন।

মান্দ্রাজ—১৯০৭ সাল, ৬৯৪,৫০৮ পাউণ্ড; ২২৯৯৫২২ গজ; ২২১৮৭ ডজন।

মান্দ্রাজ ১৯০৮—৬০৪,২৭১ পাউণ্ড; ২০৫০,৫৭৩ গজ; ৮৭৬ ডজন।

১৯০৯—৬৭৮,৪২৫ পাউণ্ড; ২২০১,৭৬৮ গজ; ১,৫৫৯ ডজন।

বাঙ্গালা—১৯০৭ ১৩৫,৫৭৫ পাউণ্ড; ৬২০,৭১৪ গজ।

১৯০৮—২০১,৪৪৫ পাউণ্ড; ৮৮৬,৫৯৭ গজ।

১৯ ৯—১৮৮,০০৯ পাউণ্ড; ৯৮০,৩১৬ গজ।

যুক্তপ্রদেশ, আগ্রা, অযোধ্যা, মারবার ১৯০৭— ৫৯৪৪৫৩ পাউণ্ড; ২২৬৯৯৯৯ গজ; ৪,৮৮১ ডজন।

১৯০৮—৮৩৩৮৫০ পাউণ্ড; ৩২১৪৩৩ ২৮০২ ডজন।

১৯০৯—৮১৮,৬৬৩ পাউণ্ড; ৩২১০,৭১০ গজ; ৪,৬৯২ ডজন।

পঞ্জাব ১৯০৭—৩৩,৩৫৫ পাউণ্ড; ৯৪,-৪০৯ গজ; ৭৫ ডজন।

১৯০৮—৪৯,৮১৭ পাউণ্ড; ১১৯,১৩৯ গজ; ৬৭৯।

১৯০৯—৪৮,৫৩১ পাউণ্ড; ১০৯,৩০৪ গজ; ১৭০৫ ডজন।

মধ্যভারত ও বেরার ২৯০৭—৬৭৬,৫১৩ পাউণ্ড; ২৭৭০,৯২০ গজ; ৫৪২ ডজন।

১৯০৮—৬৮০,৭৭৫ পাউণ্ড; ২৪২৪,৩২৪ গজ; ১৫৪ ডজন।

১৯০৯ ৭৯২,৩৭২ পাউণ্ড; ৩০৮৯৭৭৭ গজ; ৫৯৫ ডজন।

মোট ১৯০৭—১৪,২২৭,৫৩০ পাউণ্ড; ৬১,৩৪৮৫৭৫ গজ; ৪৮,১৯২ ডজন;

১৯০৮—১৪,৪৭৩,৪০৫ পাউণ্ড; ৬৩,৬০৯,-৮৯১ গজ; ৩৬,৩৭৪ ডজন;

১৯০৯—১৫,৭১৩,৩৩০ পাউণ্ড; ৬৭,-৪৪১,৫৩৩ গজ; ৪৩,৮৬৮ ডজন।

করদ রাজ্য সমূহে যথা ইন্দোর, মহীশূর, বরোদা, নন্দগাঁও, ভবনগর, হায়দ্রাবাদ ও ওয়াওয়ামে

১৯০৭—৬৮২,৫৪১ পাউণ্ড; ২,৭৬৯২৯৩ গজ;

১৯০৮—৬৯২,৩১৮ পাউণ্ড; ২,৭৭৭,৯২৫ গজ।

১৯০৯—৭২০৩১৪ পাউণ্ড; ২৮৭৭,৭৪০ গজ।

মোট ভারতবর্ষে ১৯০৭ সনে ১ কোটি ৪১ লক্ষ ১০ হাজার ৭১ পাউণ্ড বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ১৯০৮ সনে ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭ শত ২৩ পাউণ্ড। ১৯০৯ সনে—১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৩৩ হাজার, ৬ শত ৪৪ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান বর্ষে ১৩ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে স্বদেশী কাপড়াদি অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। এই হিসাব এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত। বাঙ্গালা দেশে এই তিন বৎসরে ৬ লক্ষ ২০ হাজার ৭ শত ১৪; ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার, ৫ শত ১৭; ৯ লক্ষ ৮০ হাজার ৩ শত ১৬ গজ বয়ন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৭ সন হইতে ১৯০৮ সনে বাঙ্গালা দেশে উক্ত জিনিস কিছু মন্দা পড়িয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু আবার ১৯০৯ সনের এপ্রিল মাসের মধ্যেই প্রায় ১৯০৮ সন হইতে দ্বিগুণ কাপড়াদি প্রস্তুত হইয়াছে। এইটী বিশেষ আনন্দ-সংবাদ সন্দেহ নাই।

(প্রাপ্ত।)

আমাদের বিলাসপ্রিয়তাই ভারতীয় শিল্পের উন্নতির অন্তরায়।

—(০)—

অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের ভারতবর্ষে মহামূল্যবান দ্রব্য হইতে সামান্য জিনিস পর্য্যন্ত নানা স্থানে পাওয়া যাইত। কিন্তু কালের কুটিল গতি কে রোধ করিতে পারে! দিনে দিনে সে সমুদায় কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

বহুদিন হইতে এই দেশে আতর বলিয়া এক প্রকার গন্ধ-দ্রব্যের প্রচার হইয়া আসিতেছে। তাহার দিকে কি কাহারও নজর পড়িয়াছে? আজ-কাল এসেন্স বা গন্ধ দ্রব্যে দেশ, গ্রাম, এমন কি, সুদূর ক্ষুদ্র পল্লীও আমোদিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন কথা হইতেছে, পূর্ব্বে আতর গোলাপের ব্যবহার যত ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা বাড়িয়াছে কি না? কেহ কেহ বলিবেন, যখন গন্ধ দ্রব্যের প্রচলন বাড়িয়া উঠিয়াছে, তখন আতরের আদর তো বাড়িবেই; তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভাল, পাঠক, আপনি কি এই কথার উপর বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত?

গন্ধ-দ্রব্য বা এসেন্সের চলন যত বাড়িতেছে, আতরের আদর তত কমিতেছে। ভাল, আতরের কথা ছাড়িয়া দিন। অন্য আর একটী বিষয় ধরুন, গালার চুড়ী একটী শিল্প ছিল। আজকাল সভ্য বামাগণ আর গালার চুড়ী ব্যবহার করিতে রাজি নহেন, তাঁহারা বলেন, কাঁচের চুড়ীই সুন্দর। গালার চুড়ী অসভ্য স্ত্রীলোকে হাতে পরে! ভাল, তাহাই হইল। আর একটী খাঁটি দেশী জিনিসের নাম করি। ডুরী বা গালিচা। পূর্ব্বে রাজা মহারাজার সভাগৃহে ডুরী বা গালিচা দ্বারা বিছানা প্রস্তুত হইত। এখন সেটাও অসভ্যতা বলিয়া অনাদৃত। এখন কেবল সেগুলি কারবারী মহাজনগণের গদী রূপে চলিয়া আসিতেছে। মাড়োয়ারী মহলে ও জমিদারী সেরেস্তায় এখনও কিয়ৎপরিমাণে উহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। 'কিয়ৎপরিমাণ' বলিবার অর্থ এই, উহা সকলে ব্যবহার করেন না। ইহার পরিবর্ত্তে বিদেশী সুচিত্রিত অয়েল ক্লথ স্থান পাইয়াছে। ধরিলাম, ইহা অসভ্যতার লক্ষণ। আরও দুই চারিটী স্বদেশ প্রস্তুত জিনিসের নাম করিয়া দেখা যাউক, তাহাদের দুর্গতি কতদূর হইয়াছে!

ধরুন ঘুন্‌সী। এদেশের রেশমের কাজ বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। এই রেশমী সূতার দ্বারা ঘুন্‌সী প্রভৃতি গৃহস্থের বাড়ীর মেয়েরাই প্রস্তুত করিতে জানিতেন, সুতরাং ঘুন্‌সীর জন্য আর পয়সা খরচ করিতে হইত না। কেহ কেহ লম্বা চুল দ্বারা ঘুন্‌সী তৈয়ারী করিয়া নিজেরা ব্যবহার করিতেন, অনেকে বাজারে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থের দ্বারা নিজের গ্রাসাচ্ছাদনও করিতে পারিত। এখন জর্ম্মানীর ঘুন্‌সী আমদানী হইয়াছে। আবার এইরূপে অর্থ উপার্জ্জনও ছোট লোকের বা অসভ্যের কার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায় করিতে আধপয়সার সংস্থানেরও দরকার ছিল না। এমন ব্যবসায় দেশ হইতে উঠিয়া গেল কেন? এইরূপ বহু পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অনাহারে দিন কাটাইবে, তথাপি এইরূপ ব্যবসায়ে হাত বাড়াইবে না।

তসর, গরদের ব্যবহারও দিন দিন দেশ হইতে উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। অনেকে বলেন, ঐ কাপড় বড়মানুষের জন্য। মোটা তসর বা গরদের কাপড়ের দাম তত বেশী নহে। আমরা বাবুয়ানা করিতে পারি, পাঁচ ছয় টাকা দামের ধুতি পরিতে পারি, তিন টাকা দামের উড়াণী ব্যবহার করিতেও পারি এবং পাঁচ টাকা মূল্যের জুতা পায়ে পরিতে আপত্তি নাই, দুই টাকার কম না হয় এমনতর কামিজ না হইলেও চলে না, আর এক জোড়া তসর বা গরদের ধুতি ব্যবহার করিতে যত অর্থের টানাটানি হইয়া পড়ে? অথচ ঐ কাপড় পূর্ব্বের পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের ফরাসডাঙ্গা বা শান্তিপুরে ধুতি অপেক্ষা যে অনেকগুণে টেকসই, সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখি কৈ? আরও উহাতে সুবিধা এই (১) কর্ম্ম-কার্য্যে—পূজা আহ্নিকাদিতে উহা বিশুদ্ধ বসন বলিয়া ব্যবহৃত হয়। (২) অনেকদিন পরিধান করিলেও

ময়লা হয় না। (৩) বহুদিন টিকে, ইহাও কম সুবিধা নহে। (৪) ভদ্রলোকের নিকট যাইতেও দ্বিধা বোধ হয় না। অতএব এতগুলি সুবিধা সত্ত্বেও অনেকেই উহা কিনিতে চায় না কেন? পূর্ব্বে কি ছোট কি বড় প্রায় সকলের বাড়ীতেই ২১ জোড়া তসর বা গরদ পাওয়া যাইত, এখন গ্রাম খুঁজিলে ২।১ খানা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। রুচির এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে! উহার দর যে এখন বাড়িয়াছে, তাহাও নহে, তবে কেন উহার ব্যবহার হ্রাস হইয়া যাইতেছে? তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, আজকাল লোকে অধিক বিলাসী ও সুখ প্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছে। এই রোগই দেশের পক্ষে সাংঘাতিক হইয়াছে। যে কাপড় মোলায়েম নহে, তাহা পরিধান করিতে লোকের কষ্ট হয়। কিন্তু যে পয়সা রোজগার করিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়, এখন সেই অর্থের যাহাতে সদ্ব্যয় হয় এবং জীবন শান্তিতে কাটিয়া যায়, তাহার উপায় করিলে ভাল হয় না কি? অনেকের ধারণা, দুই চারি পয়সা বাঁচাইতে যাওয়া কৃপণতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই করিয়াই সর্ব্বনাশ হইতেছে। সুখে জীবন কাটাইতে বোধ হয় সকলেই ইচ্ছুক, কিন্তু উপার্জ্জনের টাকার অপব্যয় করিলে জাতীয় অবনতি হয়। অবশ্য এ কথার অর্থ ইহা নহে যে, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া যৎসামান্য খাদ্য পেটে পুরিয়া কোন রূপে জীবন কাটান এবং এইরূপে বহু অর্থ সংগ্রহ করা। ইহাকে কৃপণতা এবং আত্মবঞ্চনা করা কহে। আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। যে শাঁখার চূড়ী, বালা, আংটীতে পূর্ব্বে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, এখন সে সব কোথায় গেল? ইহার প্রধান কারণ, আজকাল মেয়ে মহলে শাঁখার দ্রব্যের অতি কমই ব্যবহার হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রত্যেক হিন্দু-সধবা স্ত্রী বছরে অন্ততঃ দুই তিন জোড়া শাঁখা ব্যবহার করিতেন, এখন তাঁহারা অনেকে আদবেই ব্যবহার করেন না। যাঁহারা করেন, তাহাদের সংখ্যাও অতি কম। গড়ে বছরে এক জোড়া ব্যবহার হয় কি না সন্দেহ। যে শাঁখা সধবার লক্ষণ বলিয়া কথিত হইত, এখন তাহা অসভ্য বা মূর্খ স্ত্রীগণের ব্যবহারের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। রুচির এতদূর পার্থক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার স্থানে এখন চকচকে বেলোয়ারী চুড়ী শিক্ষিতা বামাগণের সখের জিনিস হইয়াছে। এইরূপ শত সহস্র খাঁটি ভারতজাত পুরাতন দ্রব্য ভারত হইতে চির-বিদায় লইবার জন্য শিল্পীগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। যদি এখনও কেহ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাহার পুনরুদ্ধার না করেন, তবে সে সকল লয় পাইবে। যে কৃষ্ণনগরের কারীকরগণ মাটির পুঁতুল, মানুষ, সমাজ-চিত্র, ফুলফল, দেবদেবী-মূর্ত্তি ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিল, আজ তাহাদের দিন চলা ভার, অথচ বিলাতি পুতুলে ঘর পরিপূর্ণ? তাহারা এখন মানুষের রুচি অনুসারে দেবদেবীর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অর্দ্ধ-বসনা যুবতী, খানসামা, ধোপার মূর্ত্তি গড়িয়া লোকের নিকট বাহবা লইতেছে! ইহা তাহাদের দোষ নয়, দোষ আমাদের। আমরা এখন এইরূপ মূর্ত্তিই চাই বলিয়া, তাহারা তাহাই প্রস্তুত করে। যে সকল কার্য্যে শিল্প-নৈপুণ্য বেশী দরকার, আর তাহারা পরিশ্রম করিয়া তাহা তৈয়ারী করিতে রাজি নহে। আমাদের দোষে এখন এমন সুন্দর ব্যবসায়গুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে। শ্রীমতী অ্যানিবেসান্ত বারাণসীর এক সভায় বলিয়াছিলেন :—

"In India of to-day we have reached a point lower than ever .. Its Manufactures are dying out and also its arts....The Manufactures of Silks, Muslins, Carpets which formed the wealth of the nation and enabled it very largely to draw to itself what it wanted has almost disappeared. In the middle ages, there was an immense trade between Europe and India and that trade was composed of all those valuable articles which were sold for their weight in gold......Of to-day the people have acquired a vicious taste, a taste for articles which do not last, although they glitter and are fashionable.......&c."

অর্থাৎ আজকাল আমরা অতি বিপদসঙ্কুল স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ব্যবসা বাণিজ্য দেশ হইতে উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। রেশম, মসলিন, গালিচা আদি দ্বারা দেশে বিপুল অর্থ পাওয়া যাইত, তাহার অধঃপতন হইতেছে। মধ্যযুগে ভারতের সঙ্গে ইউরোপখণ্ডের বাণিজ্য চলিত, এবং এদেশের ব্যবসায়িগণ স্বর্ণ মূল্যে দ্রব্যাদি বিদেশীদিগকে বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ দেশে লইয়া আসিতেন। আজকাল লোকের রুচি খারাপ হইয়াছে—তাহারা যে সকল জিনিস চক্‌চকে অথচ দেখিতে ভাল কিন্তু যাহা খুব কম টিকে ও কম মূল্যে পাওয়া যায়, এমন জিনিস কিনিবার জন্য ব্যস্ত। এই অন্তরায়েই ভারতবর্ষের শিল্পের আর শ্রীবৃদ্ধি হইল না। ক্রমে ক্রমে বরং নষ্ট হইয়াই চলিল। যতদিন দেশের লোকেরা আমাদের লুপ্ত-শিল্পের উদ্ধার করিতে যত্নবান না হইবেন, ততদিন দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে যে কতশত লোক বিনষ্ট হইবে, তাহা কল্পনা করাও যায় না। কেহ কি এই সকল অল্প আয়াস-সাধ্য ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি করিতে পারেন না? যদি কোন ধনীলোক একবার কতকগুলি গরিবকারীকরকে এই সকল ব্যবসায়ের পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, অনেকেরই আর দু'মুঠা খাইবার জন্য ভাবিতে হয় না।

শ্রীগণপতি রায়,
বাঙ্গালীটোলা দশাশ্বমেধ, বেনারস।

কাজের লোক, অক্টোবর ১৯০৯।

শারদীয়া পূজা।

— (০) —

একবর্ষ পরে পুনরায় বঙ্গবাসী মাতৃপূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছে। বৎসরান্তে - এস জননী আজ আমরাও অনন্ত দুঃখ ভুলিয়া তোমার দুর্ল্লভ চরণ দর্শনে নয়ন এবং আত্মাকে চরিতার্থ করি। মা! আমাদিগকে তুমি কৃতী কর, আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হরণ কর, শক্তিরূপিণী আমাদিগকে শক্তি দাও—আমাদের চিত্তের বল নাই, এইটীই আমাদের বিষম ব্যাধি, এই ব্যাধিতেই আমরা ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সকল সাধনাতেই অসিদ্ধ হইতেছি। এই হৃদয়ের বলের অভাবেই আমরা নিচাশয়, স্বার্থপর, কাপুরুষ—যাহা কিছু জাতীয় জীবনের অন্তরায়, যাহা কিছু সংসার ধর্ম্মের অন্তরায়, যাহা কিছু ধর্ম্মসাধনার অন্তরায়; সে সমস্ত অসৎ গুণেই আমরা কলুষিত হইয়াছি। জননি! বঙ্গবাসী যে তোমার বড় আদরের সন্তান - তোমার সন্তানের এমন অধোগতি কেন হইল মা? এত উদ্যমহীনতা, এত অকর্ম্মণ্যতা কেন হইল মা? তুমি একবার কৃপা-কটাক্ষে তাকাইয়া আমাদিগকে কর্ম্মী কর—আমাদিগকে উদ্যোগী কর, কেবল এই প্রার্থনা।

সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে! তুমি আমাদের সর্ব্বার্থ সাধন কর; অম্বিকে, তোমার পূজার জন্য ভগবান্ রামচন্দ্র নিজের নয়নকমল উৎপাটিত করিয়া রাজীবচরণে উপহার দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, আর বঙ্গবাসী দু'টী পয়সার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তোমার সাধনায় তোমার দেশজাত দ্রব্যে তোমার পূজা করিতে কুণ্ঠিত—তুমি চিন্ময়ী এই সমস্ত দেখিয়াই বুঝি এত বিরূপ! মা—ক্ষমা কর, ক্রোধ সম্বরণ কর, অবোধ সন্তানগণকে ক্ষমা করিয়া গন্তব্য পথ প্রদর্শন কর, তোমার চরণে এই প্রার্থনা করি, জননি! আর অন্য প্রার্থনা নাই।

যে কর্ম্মী, তাহার প্রতিই তোমার কৃপা, তাহাতে তোমার জাতি বিচার নাই—ধর্ম্ম বিচার নাই, তুমি শক্তিস্বরূপিণী -নির্ব্বিকারা —তুমি অসুর রাক্ষসকে দয়া করিয়াছিলে, এ প্রমাণেরও পরাণে অভাব নাই। যে কর্ম্মী, কৃতী, উদ্যোগী, সাহসী, মা সেই তোমার আদরের, অকর্ম্মণ্য ভারতসন্তান তাই মাতৃ স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে,—পরিত্যক্ত নির্ব্বোধ সন্তানকে তুমি হাত ধরিয়া না তুলিলে কে তুলিবে মা? আমরা অসুর-রাক্ষসের প্রবৃত্তি চাই না, আমরা চাই কেবল কর্ম্মে প্রবৃত্তি, দেশলক্ষীর পূজায় প্রবৃত্তি, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি করিতে প্রবৃত্তি, তবেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তুমি আমাদিগকে সেই কৃতিত্ব দাও, তুমি কেবল কর্ম্মী হইবার পথ দেখাও, আমরা অন্য প্রার্থনা করি না।

একবর্ষ পরে গ্রাহক অনুগ্রাহক পাঠক পাঠিকাগণকে আমরা এই উৎসবের দিনে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি—জননীর আশীর্ব্বাদে সকলেই আনন্দ হৃদয়ে উৎসব উপভোগ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

অবকাশ সময়ে অনেক কাজ করিতে হয়, প্রবাস হইতে দেশে যাইয়া সাধারণ লোকের সহিত মিশিলে আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, সাধারণ লোকসকলকে বাবু হইয়া দূরে রাখিতে নাই; যথাসাধ্য তাহাদের সহিত মিশিয়া প্রেমালিঙ্গন করিয়া আপ্যায়িত করা মহত্বের পরিচায়ক। তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিতে হয়, আপ্যায়িত করিতে হয়, পারক পক্ষে সাহায্য করিতে হয়, এই গুলি অবকাশ উপভোগে অপার আনন্দবর্দ্ধক।

এই অবকাশ সময়ে "কাজের লোকের" গ্রাহকগণ "কাজের লোকের" বিষয়সমূহ সাধারণকে শিক্ষা দিতে ভুলিবেন না—এইটী আমাদের সানুনয় প্রার্থনা। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু "কাজের লোক" হইতে জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা সাধারণ অল্প শিক্ষিত লোকসকলকে বুঝাইয়া দিলে, "কাজের লোক" সম্পাদক চিরঋণী থাকিবেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও সফল হইবে।

ভারতবর্ষে আকের চাষের প্রতিবন্ধকতা।

—(০)—

বহুপুরাকাল হইতে ভারতে ইক্ষুর চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের স্থানবিশেষেও প্রচুর পরিমাণে আখের চাষ হয়, কিন্তু যাহাতে অধিক পরিমাণে ইক্ষু জন্মিতে পারে, কেহই এমত যত্ন করিতেছেন না। অনেকের ধারণা —আখ জন্মিলেই হইল। তাহাতে চিনির অংশ বেশী হয় কি না, তাহা কাহারও লক্ষ্য নাই। ইহাতে জমি ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাইতেছে এবং ভাল ইক্ষুও জন্মিতেছে না। ইহার প্রধান কারণ জমির অনুর্ব্বরতা। জমী উর্ব্বরা কিরূপে করিতে হয়, সেজন্য 'এগ্রি-কালচারেল জর্ণাল' হইতে ম্যাকি সাহেবের ইক্ষু সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা তুলিয়া দিলাম। তিনি বলেন, সাদা আখের চাষের জন্য কয়েক বৎসর খুব চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সুফল ফলিতেছে না। ওয়েষ্টইণ্ডীজ,

মিশর ও মরিসস দ্বীপের মত জমীর পাট করিতে পারিলে এ দেশের জমীতেও ইক্ষুর সুন্দর চাষ হইতে পারে। ঐ সকল দেশ হইতে আখের চারা আনিয়াও দেশে বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই। ইউরোপ হইতেও সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বীজ আনা হইয়াছে, অর্থও যথেষ্ট ব্যয় করা হইতেছে, কিন্তু ফল সুবিধাজনক হইতেছে না। ইহার কারণগুলি বলিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত যে পৃথিবীর কোন দেশে ভারতবর্ষের মত আখ জন্মিতে পারে না। তবে কেন এইরূপ হইতেছে? ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে এবং সেই কারণ যাহাতে দূর হইতে পারে, তাহার উপায় করা আবশ্যক। ইহার কারণ অনেকগুলি; তাহ ক্রমে বলিতেছি—

উত্তর ভারতবর্ষে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে আখের চাষ হইয়া আসিতেছে উহা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক নিরস। এই আক সাধারণতঃ হালকা এবং ইহাতে চিনির অংশ অধিক নাই, সুতরাং অপরাপর দেশের সঙ্গে আদৌ দাঁড়াইতে পারে না। কৃষকগণের ইচ্ছা যে, ইক্ষুর চাষে অধিক অর্থ উপার্জ্জন হয়, তাহারা কিন্তু পূর্ব্বপ্রথা ছাড়িতে নারাজ। ইহাতে জমির অনুর্ব্বরতা এবং অর্থ উভয়ই নষ্ট হইয়া থাকে। বারম্বার ফশল জন্মিলে জমির উর্ব্বরতাশক্তি কম হইয়া যায়। সুলভ মূল্য সার পায় না বলিয়া কৃষকগণ কোন বিশেষ চেষ্টাই করে না। এই দুইটী কারণ ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। বৃষ্টি যদিও অধিক পরিমাণে হয়, তথাপি কৃষকেরা জলের অভাব বিশেষ অনুভব করে। যখন বৃষ্টির দরকার নাই, তখন খুব বর্ষণ হইল, আবার যখন জলের আবশ্যক, তখন আদৌ জল পাওয়া গেল না। অতএব দেখা যাইতেছে, বছরের মধ্যে কেবল কয়েকমাস জল হইল, অবশিষ্ট সময় সামান্যও জল হইল না। এইরূপ হওয়ায় চাষের বিশেষ ক্ষতি হয়।

এখন এই কারণ কয়েকটির বিষয় একটু আলোচনা করা যাউক, ইহার প্রতিবিধান কেমন করিয়া করা যাইতে পারে, যাহাতে 'সার' বেশ সুবিধা দরে পাওয়া যায়, তাহার উপায় প্রথমেই করা উচিত। পয়ঃপ্রণালী বা জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই দুইটি প্রধান অভাব দূর করিতে পারিলে অপর দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ দেশের কৃষকও দাঁড়াইতে পারে। এক-জন জমিদার বা রাজার অধীনে অধিক জমি লইয়া চাষ আরম্ভ করিলে ব্যবসায়ের প্রসার অধিক বাড়িতে পারে, কিন্তু সেই জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে তাহার ফল অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। এক সঙ্গে অনেকগুলি জমি না লইলে সব দিকেই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বহু ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করা অপেক্ষা একটি বা দুইটি বড় কারখানা হওয়া ভাল। বড় কার্য্য একস্থানে অধিক লোক দ্বারা অল্প সময়ে করা যায়, কিন্তু সেই কার্য্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারে বিভক্ত করিয়া চলে না, তাহাতে অর্থনাশ হয়।

কোন বন্দরে এইরূপে বড় কারখানা খুলিলে খুব সুবিধা হয়। আজকাল বাজারে বহু ভেজাল চিনি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কার্য্যে লাগিতে হইবে। তাহা হইলে বিদেশী চিনির প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান যাইতে পারে। ভিন্ন দেশে গুড়, চিনি পাঠাইতে হইলে যদি বেশী বেশী 'ডিউটি' দিতে হয় এবং ভিন্ন দেশ হইতে যে চিনি আসিবে, তাহার 'ডিউটি' না লাগে, তবেই প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান সম্ভবপর হয়। ম্যাকি সাহেবের এই মতটি খুব ঠিক।

শ্রীগণপতি রায়,
দশাশ্বমেধ, বেনারস সিটি।

বাণিজ্যই ভবিষ্যতের সমর।

—(:•-:-)—

Lord Roseberry Said—"The War of the Future is a Commercial War"

লর্ড রোজবেরি বলিয়াছিলেন যে, "ভবিষ্যতে বাণিজ্যেরই যুদ্ধ চলিবে" এই কথা হইতে উপলব্ধি করা যায় যে, আমাদের সন্তান সন্ততিকে কি প্রকার শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতের এই ঘোর জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। জগতের এই ভবিষ্যৎ মহা সমরের জন্য আমাদের পরবর্ত্তী বংশাবলীকে সুশিক্ষিত করিলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। শিক্ষাই তাহার উপাদান—যে শিক্ষায় আমাদের ভবিষ্যতের আশা—সন্তান-সন্ততিগণকে প্রকৃত কার্য্যক্ষম করিতে পারে, সেই শিক্ষা অর্থাৎ Practical Education বা কার্য্যকরী শিক্ষা।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে সেইটীর প্রকৃত অভাব, সেই জন্য এই শিক্ষায় প্রকৃত কার্য্যকর মানুষ গঠিত হইতেছে না। এমন শিক্ষার আবশ্যক, যাহা দ্বারা হাতে হেতেরে কার্য্য করিয়া তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সক্ষম হইতে পারে। ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন, যাহা আমরা বিদ্যালয়ে রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমাদের সময় এবং অর্থের অপব্যয় করিয়া আসিতেছি, তাহা আমাদের Practical Lifeএ কোন কার্য্যেই ত লাগিতেছে না। আমাদের সুদীর্ঘকাল এই সকল অধ্যয়নে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আমরা যৌবনে বৃদ্ধ হইয়া যাইতেছি—অকালে জরামৃত্যুর করে আত্মসমর্পণ করিতেছি। গবর্ণমেণ্টও অধুনা এই বিষম ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কৃষি-শিল্পের উন্নতি করিবার জন্য যেন একটু অগ্রসর হইতেছেন বুঝা যাইতেছে।

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি না হইলে এদেশের কল্যাণের আশা নাই। বর্ত্তমান শিক্ষায় আমরা, হয় কেরাণী, নয় চিকিৎসক, না হয় উকিল হইতেছি। একবার দেখা উচিত, যে, ইহা দ্বারা প্রকৃতই ভারতবাসীর উন্নতি কি অবনতি হইতেছে। আমরা একবার পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছিলাম, "A nation of Official and lawyer will Starve." আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায় প্রকৃতই তাহাই দাঁড়াইতেছে কিনা, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

যতই আইন ব্যবসায়ীর সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই প্রজামণ্ডলীর দুর্দ্দশা বাড়িতেছে—অসংখ্য মোকর্দ্দমা নিত্যই রাজদ্বারে রুজু হইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। কোটী কোটী প্রজা এই মোকদ্দমার খরচ যোগাইতে যাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে, কৃষিশিল্পের উন্নতির চেষ্টা তবে কেমন করিয়া করিবে? অধিক ব্যবহারজীবির সৃষ্টির এই এক প্রত্যক্ষ কুফল। এদেশের শান্ত প্রজা যখন পূর্ব্বে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ দ্বারা বিবাদমীমাংসা করাইত, তখন সর্ব্বস্বান্ত হইবার এত সুবিধা হইত না। কাজেই মধ্যবৃত্ত কৃষিজীবিগণ কৃষিবিস্তারকল্পে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া এক রকম সুখে দিনাতিপাত করিত। কেরাণীগিরিতে আমাদের মাসকাবারের শেষ সপ্তাহে প্রতি সংসারে হাহাকার উঠিয়া যায়, একথা কে না জানে?

সমাজকে উন্নত করিয়া দেশজাত দ্রব্য বিদেশে চালাইয়া বৈদেশিক ব্যবসায়িগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইবার উপযুক্ত কোন সামর্থ্য যে জাতির না থাকে, সে জাতির দুঃখ গবর্ণমেণ্ট শত চেষ্টা করিয়াও অপসারিত করিতে পারেন না, ইহা ধ্রুব সত্য।

শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতিরই উন্নতি অসম্ভব, যে জাতি সুসভ্য এবং প্রকৃতই বড় হইবার প্রয়াসী, তাহাদের শিক্ষার নিতান্তই আবশ্যক।

কিন্তু সেই শিক্ষা বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের উপযুক্ত হওয়া চাই। সমগ্র জগৎ শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তদুপযুক্ত সুশিক্ষিত হইবার জন্য ব্যস্ত, ভারতেও সেইরূপ শিক্ষার আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের সন্তান সন্ততিগণকে সেইরূপ ভাবে সুশিক্ষিত করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ বংশাবলীকে অনাহারে জীবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সমস্ত কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতে যাইলে সময় বহিয়া যায়, দেশের ধনী ব্যক্তিগণের এই উন্নতিকল্পে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। অর্থ অপব্যয়ে যাইবে না, দেশের জনসঙ্ঘের রুচি এখন শনৈঃ শনৈঃ শিল্পবাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এইরূপ শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া সমগ্র দেশের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রদর্শনীতে ছেলেদের প্রস্তুত বিনা কলের সাহায্যে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া দর্শক মাত্রেই এমন কি অনেক ইংরাজ দর্শকও বলিয়াছিলেন যে, এই রূপে যদি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কার্য্য পরিচালিত হয়, তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যেই ভারতজাত দ্রব্য দ্বারা দেশবাসীর অভাব মোচন হইবে।

সমগ্র জগৎ জুড়িয়া এত যে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিতেছে, সে সকলের মূলে বাণিজ্য স্বার্থ বিদ্যমান। ক্রমে যে এই সকল যুদ্ধবিগ্রহ ঘুচিয়া বাণিজ্যেরই হারজিৎ চলিবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্রই সফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। দেশবাসিগণ! ভবিষ্যৎ বংশাবলীকে সেইরূপে সুসজ্জিত করিবার জন্য যত্নবান হও, তবে দুর্দ্দিন ঘুচিবে। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সেইরূপ শিক্ষাদান করিলে অনাহারে দুর্ভিক্ষে ভারতরাজ্য ছারখার হইবে না। পেটের ভাত জুটিলেই প্রজা আরও শান্ত হইয়া যাইবে।

বরোদার মহারাজাধিরাজ গাইকোয়াড়ের বক্তৃতা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে "কাজের লোকে" একাধিক বার বরোদার শিল্প বাণিজ্যের অভ্যুদয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম; বোধ হয়, পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। সম্প্রতি ১০ই সেপ্টেম্বর বরোদা কলেজের পারিতোষিক বিতরণের সময় মহারাজ যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মহারাজ যে যে কথা বলিয়াছেন, বাস্তবিক তাহার সমস্তগুলিই সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ। পুরস্কার বিতরণাদির পর মহারাজ বিজ্ঞান শিক্ষা এবং ছাত্রাবাসের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাহার পর ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, "তোমরা প্রাদেশিক ও জাতিগত কুসংস্কারাদি ত্যাগ কর। কি গুজরাটবাসী, কি দাক্ষিণাত্যবাসী, কি হিন্দু, কি পার্শী, কি মুসলমান, ইহাদের সকলেরই এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকা উচিত।" মহারাজ আরও বলেন যে, "ভারতবর্ষের সকল স্থানে ভ্রমণ করা ছাত্রদিগের উপকারজনক। শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য একমাত্র জ্ঞানোপার্জ্জন নহে,—চরিত্র গঠন করা। ভারতবর্ষে প্রকৃত কর্ম্মী লোকের অভাব আছে। আমাদিগকে এই জীবনের উপযোগী নানা শিক্ষালাভ করিতে হইবে। আমাদিগকে প্রকৃতপক্ষে এবং সত্যই উন্নীত করিতে হইলে আমাদের সাধারণ লোকের অবস্থা উন্নীত করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। পল্লীগ্রামের অবস্থা ভাল করিতে হইবে, তবে আমরা জাতীয় উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইব।

"শিক্ষিত লোক সকল চাকুরী ত্যাগ করিয়া যদি কোনও বিশেষ বিশেষ কাজে নিযুক্ত হন, তবে ভাল হয়। স্বদেশী আন্দোলনে দেশের শিল্প ও কলকারখানার উন্নতি দেখা যাইতেছে। আমার রাজ্যে রেল বিস্তার, কল অন্যান্য কার্য্যে উৎসাহদান,

বরোদা ব্যাঙ্ক স্থাপন, কাষ্টাম কর তুলিয়া দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে শিল্প ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইবে বলিয়া বুঝিতেছি। দেশীয় লোকের কেবল উন্নতিবিধায়িনী আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়াই কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে তাহারা আকাঙ্ক্ষানুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

"অতীতকালে গ্রাম্য সমিতির প্রথায় দেশ শাসিত হইত, বর্ত্তমান সময়ে ভারত-সম্রাট্ কতক পরিমাণে সেইরূপ প্রথা অবলম্বন করিতেছেন। প্রজারা আপন আপন সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া যাহাতে দেশ শাসন কার্য্য চালাইতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপে শিক্ষিত করিয়া লওয়া উচিত।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য বিধায়ক কার্য্যাবলী, কূপ-খনন, রাস্তা নিৰ্ম্মাণ, বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত, সামান্য সামান্য বিবাদের মীমাংসা ইত্যাদি বিষয়সকল পল্লীবাসীদিগের দ্বারা পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রজাসাধারণের দায়িত্বজ্ঞান থাকা আবশ্যক; এই জ্ঞান শিক্ষাদ্বারা অর্জ্জিত হয়। এই জন্যই লোকসাধারণের শিক্ষার জন্য আমি অধিকতর মনোযোগী হইতে প্রস্তুত।"

"আমি একথাও শুনিতে পাইয়া থাকি যে, শিক্ষার দ্বারা দেশে রাজনৈতিক অসন্তোষ আসিয়া থাকে। কিন্তু সে কথা প্রকৃত নহে। শিক্ষার দ্বারা অসন্তোষ আসিতে পারে, কিন্তু তাহা নিন্দনীয় অসন্তোষ নহে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার শিক্ষানুযায়ী পরিমার্জ্জিত, উন্নত আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইতে পারে, ইহা শুভ লক্ষণ, কারণ এইরূপ অসন্তোষ ব্যতিরেকে দেশে প্রকৃত উন্নতি আসিতে পারে না। তবে যদি সেরূপ অসন্তোষের দ্বারা রাজবিদ্রোহ, নরহত্যা ইত্যাদি বিশৃঙ্খল ক্রিয়াবলী অবলম্বিত হয়, তবে তাহা শিক্ষার ফল নহে, কুশিক্ষার ও কুসংস্কারের ফল মাত্র।

"বর্ত্তমানে কতকগুলি অপরিণামদর্শী যুবকের হঠকারিতায় দেশে যথেষ্ট অশান্তি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের এই সকল দমন করা উচিত। সৌভাগ্যক্রমে আমার রাজ্যে এইরূপ কোনও পাপ বা উৎপাতের অনুষ্ঠান হয় নাই। আমার প্রজারা রাজভক্ত, শান্ত ও আইন-বাধ্য। আশা করি, আমার রাজ্যে এবংবিধ অনুষ্ঠানের দূরীকরণকল্পে কোনও দমননীতিমূলক আইন পাশ করিতে হইবে না।"

তৎপরে তাঁহার বক্তৃতায় কতকগুলি সৎবাসনা প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা ও সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন।

সরল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

আমরা আহার করি কেন?

যে হেতুক আমাদের শরীরের মধ্যস্থ উপাদানগুলি, পরিশ্রম প্রভৃতি বিবিধ কারণে অহরহ পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে. ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যখন ঐ সমস্ত উপাদান কমিয়া যায়, তখন নূতন উপাদানের আবশ্যক হয়, সে জন্য আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

আচ্ছা—আমরা মাংস এবং উদ্ভিদ্জাত দ্রব্যই ভাল বাসি কেন?

যে হেতুক এই সকল বস্তুতে, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্ব্বণ আছে, জীব-শরীরও এই চারি প্রকার উপাদানে নিৰ্ম্মিত, যখন ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তখন শরীরে এই চারিপ্রকার সামগ্রীরই অভাব হইয়াছে বুঝিতে হইবে, আমাদের ঈশ্বরদত্ত কেমন এক স্বাভাবিক বুদ্ধিতে আমরা এই চারি দ্রব্যসংযুক্ত বস্তুই খাইতে ভালবাসি এবং খাইয়া থাকি।

বেশ—আমরা আহার্য্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া খাই কেন, গিলিয়া ফেলিলে কি দোষ হয়?

ঐ চারিপ্রকার দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে পেষিত হইয়া যান্ত্রিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পাকস্থলীতে না যাইলে ইহারা সহজে পরিপাক হয় না। সুতরাং পরিপাক না হইলেও পুষ্টিকারক হইতে পারে না। দন্তশূন্য বৃদ্ধগণ প্রায়ই উদরাময় রোগাক্রান্ত হয়, তাহার কারণ, ভাল করিয়া আহার্য্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে পারে না। যিনি যত চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিবেন, তিনি তত হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্য-যুক্ত হইবেন। মহাত্মা গ্লাড্‌ষ্টোন প্রত্যেক গ্রাস খাদ্যকে ৪২ বার চর্ব্বণ করিয়া তবে গলাধঃকরণ করিতেন, সেই জন্য অতি বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের ন্যায় পরিশ্রমী ও কার্য্যকুশল ছিলেন। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে।

মুখের লালাটা কি? খাদ্য মুখে তুলিবামাত্র কোথা হইতে এই লালা নিঃসৃত হয়?

আহা, যতই এই সকল বিষয় আলোচনা করিবে, ততই ভগবানের অদ্ভুত কার্য্যকুশলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে।

জাঁতায় যেমন শস্যাদি চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ দাঁতের দ্বারা গোটা জিনিসটা চূর্ণীকৃত হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতেও ইহা আমাদের ব্যবহারোপযোগী হইল না, সেই জন্য কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাওয়ারও আবশ্যক হয় সেই জন্য এইরূপ তরল পদার্থ, যাহাকে আমরা লালা বলি, তাহা একটা রাসায়নিক তরল পদার্থ, তাহার ক্ষমতা খাদ্য দ্রব্যের উপর। ইহা খাদ্য মুখে আসিতেছে বুঝিলেই Salivery Glands সালিভারি গ্লাণ্ড বা লালা স্রাবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসময় বর্ত্তুলাকার যাহা দেহের নানা স্থানে এই লালাবৎ পদার্থ নিঃসরণের জন্য আছে, তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া খাদ্যদ্রব্যকে সিক্ত করিয়া তুলে, এই লালাসিক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে যাইবা মাত্রই দ্রব হইয়া যায়। এই লালা খাদ্যদ্রব্যকে পিচ্ছিল করিয়াও গলাধঃকরণের সহায়তা করে এবং রাসায়নিক পদার্থযুক্ত বলিয়া পাকস্থলীতে পরিপাক করিবারও সাহায্য করে।

আচ্ছা—মুখে খাদ্য তুলিবা মাত্রই এই লালা নিঃসৃত হয় কেন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের মুখের মধ্যে জিহ্বার মাংস-ত্বকের নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুলাকার মাংসপিণ্ড আছে, তাহারা লালা-স্রাবী। এই সকল বর্ত্তুলের মধ্য হইতে অসংখ্য স্নায়ু মস্তিকের দিকে গিয়াছে, চক্ষের দিকে গিয়াছে, এই সকল নার্ভ বা স্নায়ু খাইবার ইচ্ছামাত্রেই মস্তিকে যাইয়া জ্ঞানের উদ্রেক করিয়া দেয়; চক্ষু খাদ্য সামগ্রী দেখিয়া ছাড়িয়া দেয়, নাসিকা ঘ্রাণ লইয়া ছাড়িয়া দেয়, জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করে, ওদিকে লালাস্রাবী বর্ত্তুলসমূহের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইবামাত্রই লালাস্রাব হইতে থাকে।

কখন কখন মুখে খাদ্য না উঠিবার পূর্ব্বেও লালাস্রাব হয় কেন?

খাইবার ইচ্ছাতেও লালাস্রাবী বর্ত্তুলের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইয়া যায়, সেই জন্য মুখে জল সরিতে থাকে। তাহাই লালা (Saliva)।

আগামীবারে কেন পরিপাক হয়, কেন তাহা হইতে রক্ত জন্মে, বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু একটা মজা দেখুন, জীব-শরীর ভগবানের একটী রাজ্য; শরীরের প্রত্যেক যন্ত্র প্রত্যেক অংশ যেন তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী; তাহারা আপন আপন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তাঁহার রাজত্ব রক্ষা করিতেছে, যদি এই সকল সুনিয়মিত রাজ্যের মধ্যে জীব স্বেচ্ছায় বা ভ্রম-প্রমাদবশতঃও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত করে—তৎক্ষণাৎ তাহার কঠোর শাসন—রোগ, কখন কখন প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত, মানুষ যদি নিজের শরীরস্থ ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রাদির কার্য্য সুশৃঙ্খলা দর্শন করে, তাহাতেও সে কাজের লোক হইতে পারে, সেই জন্য মহাত্মাগণ বলিয়াছেন,—'Know first thy-self.

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

—— (১-৩০৯) ——

শ্রীরামপদ রায়—ত্রিপুরা।

প্রঃ। মেজের মার্ব্বেল ময়লা হইয়া গিয়াছে, ইহা পরিষ্কার করিবার উপায় কি?

উঃ। গোড়া লেবুর রস জলের সহিত মিশাইয়া সেই জল আগে মেজেতে ঢালিয়া দিবেন, তাহার পর সাবান এবং প্যারিস হোয়াইট দিয়া নারকেল ছোপ্‌ড়া দিয়া ঘর্ষণ করিলে মার্ব্বেল পাথরের মেঝে পরিষ্কার হইবে।

জি, সি, ঘোষ—বৃন্দাবন।

প্রঃ। কয়েক দিন আমার পায়ে চোট্ লাগিয়া একটী ক্ষত হইয়াছে, তাহা সারিতেছে না। আপনারা এরূপ ক্ষত আরোগ্য করিবার কোন উপায় জানেন কিনা।

উ। কাজের লোকের মার্চ্চ সংখ্যায় খদির নীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন। এইরূপ পুরাতন ক্ষত পরিষ্কার করিয়া তাহাতে চিনি দিলেও আরোগ্য হইবে। তুরস্কীয়গণ ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া চিনি দিয়া এইরূপ ক্ষত আরোগ্য করেন, পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহার প্রক্রিয়া বলিতেছি, বাদাম পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে সামান্য চিনি দিয়া সেই জল দ্বারা ২।৩ দিন ধুইলে পচা ক্ষত আরোগ্য হয়। বোরাসিক এবং জিঙ্ক-অয়েন্টমেন্ট প্রয়োগ করিলেও ক্ষত আরোগ্য হইতে পারে। স্থানীয় চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত।

মাতৃ-পূজা।

—— (০) ——

পারিজাত যাঁর রাতুল চরণ
পাইবারে সদা সাধনা করে,
পাপতাপভরা, সংসার-পাদপ-
কুসুম সাজে কি সে পদ পরে?
কল্পনী-কানন-কুসুম-স্তবক
ভক্ত যে চরণে যতনে ঢালে,
বিশুষ্ক হৃদয় সরসী-সরোজ
কেমনে দিব মা সে পদ তলে?
তথাপি তারিণি, ঠেল'না ঠেল'না
যতনে গ্রথিত এ ফুলহার,
তাপিত প্রাণের উচ্ছ্বাস-প্রসূত
লহ গো জননি দীনোপহার।

শ্রীননীলাল রায়, সেহারা, বর্দ্ধমান।

রাখীবন্ধন।

৩০শে আশ্বিন

১৬ই অক্টোবর।

এই দিবসে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহারই স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রাখিবন্ধন—উৎসবের সৃষ্টি। এই দিনে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলে নিম্নলিখিত ব্রতগ্রহণ করিয়া থাকেন। আজ সমগ্র বঙ্গবাসীর রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বলে না, সকলে ফলাহার করিয়া উপবাস করিয়া স্বদেশের মঙ্গলকামনায় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞারক্ষা, দেশীয় দ্রব্যের প্রসার জন্য সাধ্যমত চেষ্টায় আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়া থাকেন। পরস্পর পরস্পরের হস্তে রাখীবন্ধন করিয়া পরস্পরে একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েন। এ বৎসর ৩০শে আশ্বিন সেই জাতীয় মিলনোৎসব! ইহা এখন হিন্দু-পত্রিকাগণ্য মহোৎসব—দেশে যদি প্রকৃতই দেশভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে সাধারণকে এই উৎসব রক্ষা করিতে অনুরোধ করাই বাহুল্য মাত্র।

নানা কথা।

—— (০) ——

"মানস সরোবর", "গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস" প্রণেতা সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সাহিত্য জগতে অপরিচিত নহেন, সম্প্রতি ২ নং সেণ্ট জেমস্ লেনে একটী প্রকাণ্ড প্রেস করিয়াছেন, ইনি স্বাধীন চেতা ও সুলেখক, আগে গবর্ণমেণ্ট সার্ভিস করিতেন। এক্ষণে স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে মনোযোগ দিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। শুনিতেছি এই নূতন প্রেস হইতে তিনি অবিলম্বে একখানি ইংরাজী কাগজ বাহির করিবেন।

কলিকাতা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে চাদনী চকের প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা এবং ব্যবসায়ী মেঃ ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোং "উৎকল টানারির এজেন্টস্ হইয়াছেন—উৎকলের নানা প্রকারের সুদৃশ্য পাদুকা, চর্ম্মের নানাপ্রকার দ্রব্য লোকের পাইবার বাসনা স্বত্বেও কলিকাতায় তাহা পাওয়া যাইত না এবং পাঁচ হাতে পড়িয়া দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িত। এক্ষণে সাধারণে কলিকাতায় জিনিস দেখিয়া শুনিয়া লইতে পাইবেন—জিনিসের দাম ও বিশেষ সুবিধাজনক। আরও ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোম্পানীদের ন্যায় প্রাচীন ন্যায়বান ফারমের সুবন্দোবস্তে এবং আচরণে যে জনসাধারণ সন্তোষলাভ করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। বড় বড় ব্যবসায়ীগণ এইরূপে দেশের শিল্পের উৎসাহদাতা হইলে দেশের সুমঙ্গলের আরও অধিক সম্ভাবনা। আমরা সাধারণকে ইহাদের ধর্ম্মতলার দোকানে যাইয়া উড়িষ্যায় চর্ম্মশিল্পের নানা প্রকার দ্রব্য দেখিতে অনুরোধ করি।

মেসার্স বি, এল, দাঁ এণ্ড কোম্পানী ৫২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, প্রসিদ্ধ সরবরাহকারক এবং বিবিধ প্রকার দ্রব্য বিক্রয়কারক ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। ইহাঁরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চুরুটের কারবার খুলিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন—ইহাঁদের প্রকাণ্ড কারখানায় বিবিধ প্রকার চুরুট প্রস্তুত হইতেছে। ইহাঁদের মোহন এবং দরবার চুরুটের /০ এবং /৫ পয়সা প্যাকেট, সুন্দর ও সুমিষ্ট চুরুট, অনিষ্টকারী সিগারেটের কাটতি খর্ব্ব করিয়াছে। আবার ইহাঁদের ডনের সুবাসিত চুরুট বিশেষ উল্লেখযোগ্য, গোলাপ, মৌরী এবং দারুচিনী চুরুট ধরাইলে সৌরভে বাড়ী আমোদিত হইয়া উঠে, ইহা উৎকৃষ্ট জাভা তামাকের কচি পাতায় প্রস্তুত সুতরাং নরম ও বড় সুমিষ্ট। পূজার বাজারে চুরুট সেবীর ইহা আনন্দদায়ক সংবাদ, সন্দেহ নাই। দেশের বড় ব্যবসায়ীগণ জিনিস প্রস্তুতের কারখানা করিয়া যে বহু লোকের অন্নের সংস্থান করিতেছেন, ইহা বড় আনন্দের কথা। দেশবাসীর যথাসাধ্য সহানুভূতি জাতীয় ধর্ম্মমূলক, তাহার সন্দেহ নাই।

বিচারালয়ের প্রসিদ্ধ গল্প। ভদ্রতাসূচক ফাঁসির হুকুম !

মিঃ জষ্টিস গ্রাহাম বিচার করিতে করিতে একবার অপূর্ব্ব করুণা এবং ভদ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ওল্ডবেইলীর বিচারালয়ে তিনি একবার ১৬ জন আসামীর ফাঁসির হুকুম দেন। তিনি প্রত্যেক আসামীর নাম করিয়া অপরাধ বর্ণনা করিয়া প্রত্যেকের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিতে দিতে, একজনের নাম ছাড় করিয়া চলিয়া গেলেন, আসামীদিগকে একে একে কাঠগড়া হইতে নামান হইল, যে আসামীর নাম ভুল হইয়াছিল, তাহার নাম উল্লেখ না করায় সেও কাঠগড়া হইতে নামিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় কারাধ্যক্ষ বিচারকের এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলিল "হুজুর! একজন আসামীর নাম ত আপনি উল্লেখ করিলেন না, সে চলিয়া গেল, তবে সেকি নিরাপরাধ ?

বিচারক। সে আসামীর নাম কি ?

কার। জন রবিন্‌সন্।

বিঃ। ও—শীঘ্র তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া কাঠগড়ার হাজির কর।

জন্ কাঠগড়া ছাড়িয়া সদর রাস্তায় পদার্পন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় পুনরায় তাহাকে আনিয়া কাঠগড়ায় হাজির করা হইল। তাহার পর জষ্টিস্ অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন—জনরবিন্—আমি ভ্রমক্রমে দৈবাৎ তোমার নাম উল্লেখ করিতে ভুলিয়া ছিলাম। আমি সুনিশ্চিয় বলিতেছি, ইহা দৈবপ্রমাদ, তজ্জন্য তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি এবং এই ভ্রমের জন্য আমি বাস্তবিক দুঃখিত, তুমি মনে কিছু করিও না, এখন আমি কেবল বলিতে চাই যে, অপর সকলের সহিত তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলান হইবে !

কয়েদী। হুজুরের অলৌকিক করুণা !

বিলাতের লোক এই ভদ্রতাসূচক ফাঁসির হুকুম শুনিয়া জজবাহাদুরকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। (রাপিড্)

কাজের লোক, কলিকাতা।

১৩৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের প্রসিদ্ধ মহৌষধ। আমাদের ঔষধের উপকারিতার গুণে ইহা বিনা আয়াসে দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। আরও একটী প্রধান সুবিধা, এই ঔষধ এককালীন ৩ ডজন পর্য্যন্ত অল্প খরচায় অত্যন্ত দূর মফঃস্বলেও যাইতেছে, এবং সেখানে প্রতি শিশিতে জল মিশাইয়া ১ বোতল অতি উৎকৃষ্ট আরক প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

আবার মূল্য সম্বন্ধে কত সুবিধা দেখুন।

খুচরা মূল্য ১ শিশি ৮৹, কিন্তু এককালীন ৩ শিশি লইলেই অর্দ্ধ মূল্য অর্থাৎ ২।০ স্থলে ১৸০ সুতরাং ব্যবসায়ীগণ সামান্য ৩ শিশি ঔষধ বিক্রয় করিয়াও

টাকায় টাকা লাভ পাইবেন।

মূল্যাদির হার যথা ঃ—৩, ৬, ১২ শিশি ১৸০, ২।০, ৫।৵০, ৩ ডজন ১২॥০, ১ গ্রোষ ৪৮৲ ইত্যাদি। খর্চ্চা সমেত ভি পিঃ ডাকে ৩, ৬, ১২ শিশি ১॥৵০, ২৸৵০, ৫।৸০ ও ৩ ডজন ১৪।৵০ ইত্যাদি। রেলে বা ষ্টীমারে লইলে খরচা খুব কম পড়ে। ব্যবসায়ীগণ যাঁহারা এককালীন অনূ্যন ১ ডজন ঔষধ লইবেন, তাঁহাদের ১ খানি করিয়া সুরঞ্জিত শো বোর্ড বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রচার।

সকলেই অবগত আছেন, আমরা পূর্ব্বে।০, ।৵০ করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ড্রাম বিক্রয় করিতাম, কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া আমরা সেই অমূল্য ঔষধ সাধারণের সুবিধার জন্য

/৫৲ /১০৲ হিসাবে ড্রাম

বিক্রয় করিতেছি। শুনিতে পাই, অনেকের ধারণা আমরা মূল্য কমাইয়া কৃত্রিম ঔষধ দিতেছি। একারণ সাধারণের ভ্রম সংশোধন জন্য আমরা ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমাদের বিশুদ্ধ ঔষধ সাধারণকে ব্যবহার করাইবার জন্য প্রত্যেক নূতন গ্রাহককে যিনি এককালীন ৫৲ টাকার ন্যূন ঔষধ লইবেন না, তাঁহাকে আমরা একবার মাত্র বিনামূল্যে ১ খানি "চিকিৎসা বিজ্ঞান" বলিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা পুস্তক (২১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) উপহার দিব।

গৃহ চিকিৎসার বাক্স ঃ—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷৷০, ৫৶০, ৬।০ এবং ১১৷৷০ ইত্যাদি।

কলেরা চিকিৎসার বাক্স ঃ—১২, ২৪, ৩০, ও ৪৮ শিশি ২৲, ৩৲, ৩৷৷৵০ ও ৫।৵০ ইত্যাদি। অন্যান্য সমুদয় দ্রব্য অত্যন্ত সুলভ।

আমাদের ডাক্তার ৺মহেন্দ্রনাথ ঘোষ কৃত সৌদামিনীর শিশু, বালক ও বালিকা চিকিৎসা, ও সৌদামিনীর গর্ভিনী ও প্রসূতি চিকিৎসা পুস্তক দুইখানি নূতন সংস্করণ ৪২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বাহির হইয়াছে। মূল্য প্রত্যেকখানি ২।০ কিন্তু ২খানি একত্রে লইলে ৩৲ টাকা মাত্র খরচা স্বতন্ত্র। ক্যাটলগ বিনামূল্যে বিতরণীয়।

কি উপায়ে ধনের সৃষ্টি হয় ?

পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে ধনের প্রয়োজনীয়তা পদে পদে অনুভব করিতে হয়। ধন হইতে আহার এবং আহার হইতে বল উৎপন্ন হয়। যেমন মানসিক বল ব্যতীত ধন উৎপাদন করা যায় না, তেমনি ধনহীন ব্যক্তির মানসিক বলও অনেক সময় অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। ধন-সঞ্চয় করা প্রত্যেক লোকেরই প্রয়োজন। তবে সে ধন যেন কৃপণের ধনের ন্যায় সিন্ধুকে পুরিয়া রাখিবার জন্য কিম্বা কেবল আপনার বা স্বীয় পরিবারবর্গেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে নিয়োজিত করিবার জন্য সঞ্চিত না হয়। কারণ, তাহাতে আপনার ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্যত্বের পরিচয় তাহাতে বিন্দুমাত্র পাওয়া যায় না। যে পরের জন্য জীবন ধারণ করে, তাহার জীবন ধারণই সার্থক। সেইরূপ যে পরের জন্য ধনসঞ্চয় করে, তাহারই ধন-সঞ্চয় সার্থক। ভারতে ধনী ব্যক্তি অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সে ধনে দেশ ধনী নহে। তাঁহারা এক্ষণে পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি-কলাপ বিস্মৃত হইয়া আত্মসুখকেই বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছেন। সেই প্রাচীনকালে যখন ধনী ব্যক্তিরা পরের জন্য জীবন ধারণ করিতেন, পরের সুখের জন্য নিজের সুখের সঙ্কোচ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, তখন দেশের লোক অনেকেই আজিকালিকার ন্যায় নির্ধন ও দরিদ্র থাকিলেও তাহারা কখনও নিরন্ন থাকিত না, ধনীরা তাহাদের সকল অভাব দূর করিতেন। কিন্তু আজ আমাদের সে দিন নাই। এখন আমরা কেবল দরিদ্র নহি, নিরন্ন। আজ ভারতের ঘরে ঘরে অন্নের জন্য গগণভেদী ক্রন্দন উঠিয়াছে। কত লক্ষ লোককে আজ একাহারে বা প্রায় অনাহারে দিন যাপন করিতে হইতেছে। পূর্ব্বকালে যে দুর্ভিক্ষের কথা উপকথার ন্যায় বিবেচিত হইত, আজ সেই দুর্ভিক্ষ রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৎসরের পর বৎসর দেখা দিতেছে—দুর্ভিক্ষ আজ আমাদের নিত্য সহচর হইয়া উঠিয়াছে। মহা মহা যুদ্ধেও যত লোক-ক্ষয় না হয়, এই ভারতে দুর্ভিক্ষে প্রতিবৎসর তদপেক্ষাও অধিক লোককে অকারণে দেহ-ত্যাগ করিতে হইতেছে!

তাই বলি ধন চাই—নিরন্ন ব্যক্তিকে অন্ন-দান করিবার জন্য, রোগগ্রস্তকে নিরোগ করিবার জন্য ক্ষমতাবান্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন করিয়া হউক, ধন সঞ্চয় করিতে হইবে। কিন্তু সে ধন কি করিয়া সঞ্চয় করা যায়?

আমাদের দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ধন-সঞ্চয়ের সর্ব্ব-প্রকার উপাদানই এখানে বর্ত্তমান আছে। এদেশ খনিজ-পদার্থে, শস্য-সম্পদে, শালবৃক্ষাদি-বনরাজিতে পরিপূর্ণ। এদেশ নদী বহুল। দেশের অধিকাংশ স্থল উর্ব্বর। এ দেশবাসীর পক্ষে ধন-সঞ্চয়,—কেবল ধন সঞ্চয় কেন, ধন-সৃষ্টি করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। এই ধন কি করিয়া সৃষ্টি করিতে পারা যায়, আজ আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

কিন্তু তদগ্রে ধন জিনিষটি কি, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা করিয়া রাখা ভাল। ধনকে আমরা অনেক সময় মুদ্রার সহিত ভুল করিয়া বসি। এই ভুলটা এক শতাব্দ পূর্ব্বে আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না; কিন্তু আজ ধনের প্রধানতম উপকরণ গুলিকে হারাইয়া এই ভুলটি স্বভাবগত করিয়া ফেলিয়াছি। ধন মুদ্রা নহে। সেই সমস্ত পদার্থই ধন—যাহাদের বিনিময়ে অন্য প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। গোয়ালার গোরুই ধন, কারণ সে গোরুর দুধ বিক্রয় করিয়া আপনার যাবতীয় অভাব মোচন করিতে পারে। কিন্তু অভাব মোচনের উপায় মাত্রই ধন নহে। বায়ু নহিলে আমরা ক্ষণমাত্রও বাঁচিতে পারি না; কিন্তু তবুও উহাকে ধন বলিতে পারি না। কারণ, আমরা উহা অনায়াসে ও বিনাব্যয়ে লাভ করিতে পারি, উহার প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ উহার কোন বিনিময় মূল্য নাই। কিন্তু কোন উপায়ে উহার মূল্য সৃষ্টি করিতে পারিলেই, অর্থাৎ উহার বিনিময়ে অন্য অভাব দূর করিবার উপায় করিতে পারিলেই উহা ধন বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে।

যে ইংলণ্ড আজ ধনেশ্বর বলিয়া পরি-কীর্ত্তিত, এমন এক সময় ছিল, যখন ইহা দারিদ্র্য দ্বারা অত্যন্তই নিপীড়িত হইত। এখন যে সকল উপকরণই তাহার ধন বিবেচিত হইতেছে, তখনও সেই সকল উপকরণই তাহার বক্ষে সঞ্চিত ছিল। তখন যে কয়লার খনি সমূহ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এখন মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে সেই কয়লাই তুলিয়া পৃথিবীর চারিদিকে প্রেরণ পূর্ব্বক ইংলণ্ড তাহার অন্যান্য কয়েকটি অভাব দূর করিতেছে। আমাদের দেশে কত উপকরণ আছে, কোন ক্রমে তাহাদিগকে ব্যবহারে লাগাইতে পারিলেই, অর্থাৎ কোন প্রকারে তাহাদের বিনিময়ে অন্য অভাব দূরীকরণের উপায় করিতে পারিলেই তাহা ধন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে।

এইরূপ নানাপ্রকারে ধন-সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ধন-সৃষ্টি মানে মূল পদার্থের সৃষ্টি নহে, এমন কি সকল সময় তাহার রূপান্তরও সৃষ্টি নহে। প্রত্যুত সেই সকল কার্য্য বা উপায়ই ধন-সৃষ্টির কারণ যাহাদের প্রভাবে মানুষ কোন কিছুর পরিবর্ত্তে আপনার প্রয়োজন সাধনার্থ অপরের পরিশ্রম বা তজ্জাত ফলের অধিকারী হইতে পারে। সংক্ষেপতঃ পদার্থের মূল্য-সৃষ্টিকেই ধন-সৃষ্টি বলা যাইতে পারে।

ত্রিবিধ উপায়ে পদার্থের এই মূল্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে। সেই বিধি তিনটি এই—(১) সময় মূল্য, (২) স্থান-মূল্য, ও (৩) রূপ-মূল্য। এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার অভাব এক সময়ে অত্যন্ত অনুভূত হয়, কিন্তু অন্য সময়ে তাহার কোন মূল্যই থাকে না। যেমন, কুল্পিবরফ বা সরবৎ, গ্রীষ্মকালে লোকের কত উপকারে আইসে, তাহাই আবার

শীতকালে কেহ স্পর্শও করিতে চাহে না। গ্রীষ্মকালে উহাদের মূল্য জন্মে, কিন্তু শীতকালে তাহা একেবারেই মূল্য শূন্য। আবার এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার আদর বা প্রয়োজন একস্থলে যেমন হয়, অন্যত্র তেমন— কেন, হয় ত আদৌ হয় না। সিমলা বা দার্জ্জিলিঙ্গে যে বরফের মূল্য নাই, কলিকাতার বা রাজপুতনার গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে তাহার মূল্য কত অধিক। যে জল জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান মূল্যহীন বিবেচিত হয়, কিছু দূরবর্ত্তী স্থানে তাহার অভাব কত না অনুভূত হয়। তারপর রূপ পরিবর্ত্তনেও মূল্যসৃষ্টি হয়। পল্লিগ্রামে যে মাটির কোন মূল্য নাই, তাহাই কোন উপায়ে পুতুল, বাটি, গেলাস, মারবেল, গুলি, ইট প্রভৃতিতে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই তাহার মূল্য জন্মে। যে মল অস্পৃশ্য বলিয়া আমরা ত্যাগ করি, তাহা হইতেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে এমোনিয়ার সৃষ্টি হয়। এমোনিয়া মানব সমাজে বহু উপায়ে ব্যবহৃত হয়। এখানেও পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর গুণে মূল্যহীন অস্পৃশ্য পদার্থও কত মূল্যবান হইয়া উঠে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন উপায় অবলম্বন দ্বারা যে পদার্থ যে সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, তাহা সেই সময় লোকের হাতের নিকট আনিয়া দিতে পারিলেই ধনসৃষ্টি হইবে। যে জিনিষ এদেশের কোন উপকারে আসে না, তাহা অন্য দেশে, এবং যে জিনিষ এদেশে জন্মে না, অথচ যাহার অত্যন্ত অভাব অনুভূত হয়, এমন জিনিষ দেশান্তর হইতে এখানে আনিলে, ধনসৃষ্টির একটা উপায় হইতে পারে। আর শিল্প-কার্য্য ও বিজ্ঞানশিক্ষা করিয়া মূল্যহীন পদার্থ সমূহের রূপান্তর সৃষ্টি করিতে পারিলেই, ধনদা আমাদের আজ্ঞাবাহিনী হইতে বাধ্য হইবেন। স্থানাভাব বশতঃ এবারে সমস্ত কথা বলা হইল না, বারান্তরে বিষয়টা আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

করাত গুড়োর ব্যবসায়।

জর্ম্মানীতে করাতগুড়াকে ষ্টীম্ এঞ্জিনের উত্তাপে যথেষ্ট উত্তপ্ত করা হয়, তাহার পর তাহাতে রজনের অংশ যখন দ্রব হইয়া উঠে, তখন চাপ দিয়া ইষ্টকের মত করা হয় ইহা জমিয়া কাষ্ঠখণ্ডের মত হয়, এইরূপে জালানী কাষ্ঠরূপে দেশ বিদেশে চালান দিয়া একটা কারবার চলে। এদেশের কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কম, সেই জন্য ইহাও যে একটা কারবারের যোগ্য, তাহা মনেও ভাবে না। এই সকল জমাট করাত গুড়া যেখানে আনয়নের কষ্ট, সেখানে উচ্চ দরে বিক্রয় হয়। বুঝুন্ এই কাষ্ঠের গুড়াতে শত শত ফারম চলে; জগতে ফেলিয়া দিবার কিছুই নাই। একটু মাথা ঘামাইলেই উপায়ও উদ্ভাবন হয়। কিন্তু এই হতভাগ্যদেশে পেটে ভাত নাই, হায়রে অদৃষ্ট, পরণের কাপড় নাই, তবু সৎরঞ্জ পাশা লইয়া মুখে দাঁরা হুকো লাগাইয়া দুর্লভ মানব জন্ম হেলায় হারাইতে কেহ লজ্জিত হয় না। তা' না হইলেও কি এমন দুর্দ্দশা হয়?

বাঙ্গালী অপেক্ষা মুসলমানগণ ব্যবসায়ে ভাল, একথা অস্বীকার করা যায় না। এই পূজার বাজারে মুসলমান রমণীগণ দোকানদারগণ অপেক্ষা ফেরি করিয়া বড় বাড়ী প্রচুর কাপড় জামা বিক্রয় করিয়া যাইতেছে, কৈ বাঙ্গালী কোন লোক একার্য্য করে দেখিয়াছেন? মুসলমানের, কাটা কাপড়, মশারি বিক্রয় করা, বিড়ি প্রস্তুত করা একচেটে ল'টা, ছড়ি বাক্স, খবরের কাগজ, না করে এমন কাজই ত দেখিনা। আমেরিকা ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া জাপান কত বলিব, সকলেই আফিসে কাজকরে, অবকাশ সময়ে অন্ত একটা কাজ করিয়া কিছু উপার্জ্জন করে। বসিয়া যাহারা না থাকে, লক্ষ্মীশ্রী তাহাদের না হইবে কেন? বাঙ্গালী যুবক নিতান্ত নাচার, কাঙ্গাল হইলেও খেলা, গল্প নহিলে বাঁচে না এজাতি উন্নতির আশা কি বড় সোজা কথা?

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিয়োরান্স কোম্পানী লিমিটেড্।

• পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমরা জুন সংখ্যায় জীবনবীমা প্রবন্ধে এই হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ জীবন-বীমার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, আজ সংক্ষেপে ইহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। এদেশে অনেকগুলি জীবন বীমার আফিস আছে, সেগুলির প্রায় সমস্তগুলিই বিদেশীয় ধনী এবং ব্যবসায়ীগণের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু এই হিন্দুস্থান সমবায় মণ্ডলী সম্পূর্ণভাবে আমাদের দেশের লোকের দ্বারা পরিচালিত। ইহার সহকারী সভাপতি নাটরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর, এবং কাসিমবাজারাধিপতি শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমীদার, ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী জমীদার গৌরিপুর ময়মনসিংহ। তাহার পর দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহার তত্ত্বাধারক। বোম্বায়ে একটী শাখা আছে, আর সদর আফিস কলিকাতা হেয়ার ষ্ট্রীট্।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং আজও বলিতেছি যে, জীবনবীমা করা প্রত্যেক লোকেই আবশ্যক, বিশেষ যাঁহারা মধ্যবিত্ত অবস্থায় লোক, তাহাদের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। গৃহস্থ মাত্রেরই অসময়ের জন্য কিছু আবশ্যক, সেইজন্য কি ধনী, কি নির্ধন কিছু সঞ্চয় করাও আবশ্যক। আয় বাড়ুক, সঞ্চয় করিব, এরূপ আমরা অনেক সময় ভাবি; কিন্তু কেহ সঞ্চয় করিতে পারি কি? তাহা হয়না, কোন দেশের লোকেই তাহা পারে নাই। প্রাচ্যদেশের অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণও তাহা পারেন না, সেইজন্য সেই দেশেই প্রথমে লাইফ্ ইন্সিয়োরান্স বা জীবনবীমা কোম্পানীর সৃষ্টি।

এদেশের লোকে সঞ্চিত ধন লুকাইয়া রাখিয়া বা পরের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া অথবা অলঙ্কারাদি করিয়া অসময়ে তাহাদ্বারা উপকার পাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু সঞ্চয়ও যেমন আবশ্যক, সঞ্চিত পুঁজীর প্রত্যেক পয়সাটী বর্দ্ধিত করাও তেমনি আবশ্যক। এই উপায়ের দোষ, ইহাতে অর্থবৃদ্ধি হইতে পারে না। কেমন একথা সত্য নয় কি? আবার একটা কথা, একজনের একটী টাকা খাঠান শক্ত, কিন্তু হাজার লোকের একত্রিত হাজার টাকা খাটান শক্ত নয়। সেই হাজার টাকাটা তখন উল্লেখ যোগ্য মূলধন হইয়া তাহাদ্বারা একটা ভালরকম ব্যবসায় চলিয়া থাকে। তাহার উপস্বত্বও সেই হাজারজনে পাইলে একজনের সঞ্চিত একটা টাকাও একটু বৃদ্ধি হইয়া যায়, ইহা খুবই স্বাভাবিক। যৌথকারবারের এইটুকুই সুবিধা। "হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইনসিয়োরান্স কোম্পানী লিমিটেড্" কোম্পানীর কয়েকটী বিশেষত্ব আছে, তাহা সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া আমাদের বোধ হয়। যদি এসম্বন্ধে কাহারও বিশেষ বিবরণ জানিবার ইচ্ছা হয়, আমাদিগকে লিখিলে আমরা যথাসাধ্য বুঝাইয়াদিবার চেষ্টা করিব এবং এই কোম্পানীর সমস্ত কাগজপত্র পাঠাইয়া দিব।

"হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইন্‌সিয়োরান্স কোম্পানী লিমিটেড্" খাঁটী বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত, এবং সম্পূর্ণ সহানুভূতি এবং সাহায্য পাইবার যোগ্য। অধিকন্তু বিমাকারীর ইহাদ্বারা ভালই হইবে, এইজন্য আমরা ইহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া শুনিয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। যদি আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ জীবনবীমা করিতে অভিলাষী হয়েন, আমরা সমস্ত জ্ঞাতব্য কথাই তাঁহাকে বুঝাইয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেও প্রস্তুত আছি।

সহজ শিল্প প্রস্তুত প্রণালী।

How to make Lacqers.

লাকার করিবার উপায়।

ল্যাকারিং কাহাকে বলে? লণ্ঠন টীনের দ্রব্য সমূহে এক প্রকার পিত্তলের মত, ময়ূরের গলার মত রং করিয়া টীনওয়ালারা ঠিক বিলাতি দ্রব্যের ন্যায় করে দেখিয়াছেন, তাহাই ল্যাকারিংএর দ্বারা হইয়া থাকে। টীনের বাক্স, টীনের আয়না, টীনের চায়ের কৌটা এই সকলের উপর একপ্রকার পাতলা রঙ্গের কোটীং দেওয়া থাকে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন, অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। এখন ল্যাকারিং কেমন করিয়া করিতে হয়, বলিতেছি।

ল্যাকারিং এর নিম্নলিখিত যে ফরমূলা দেওয়া হইল, ইহা প্লেন্ বা সাদা ল্যাকারিং। ইহাতে অন্যান্য রং মিশ্রিত করা যাইতে পারে। প্রায়ই ৩ প্রকারের ল্যাকারিং করা জিনিস দেখা যায়।

ব্রাস বা পিত্তল ল্যাকারিং, ইহার রং পিত্তলের মত। টীনের উপর রং করিলে ঠিক পিত্তলের মত দেখায়, ইহাকে বলে ব্রাস্ লাকারীং (Brass Lacqers) ইহাই আজ বলিব।

এতদ্ভিন্ন ব্রোনজ বা তামা, গ্রীণ রঙ্গেরও ল্যাকার হয়।

ব্র্যাস্ লাকারিং প্রস্তুত প্রণালী।

চাঁচগালা	৩ আঃ
টার্ম্মরিক (হলুদ)	১ আউন্স
আনাটো (লটকনবীজ)	২ আউন্স
জাফরান	২ আঃ
স্পিরিট	১৬ আঃ

টার্ম্মরিক, আনাটো, জাফরান এই গুলিকে উত্তাপ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া টীংচার প্রস্তুত করিয়া চাপিয়া ইহার সমস্ত সত্ব বাহির করিয়া লইয়া একটী কাচপাত্রে রাখিতে হইবে। তাহারপর চাঁচগালা চূর্ণ এবং স্পিরিট এই দুইটী মিশ্রিত করিলেই গলিয়া যাইবে, ইহাতে উপরোক্ত টিংচার, যাহা কাচপাত্রে প্রস্তুত আছে, তাহা ঢালিয়াদিয়া নাড়িয়া একটী কাচের বোতলে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহা যখন আবশ্যক, অন্যপাত্রে একটু ঢালিয়া টীনের দ্রব্যে পাতলা করিয়া লাগাইলে পিত্তলের মত দেখাইবে। কেহ কেহ যাহাতে রং করিতে হইবে, সেই টাকা অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর তুলিদ্বারা লাগাইয়া পুনরায় সেই দ্রব্যটা অগ্নির উত্তাপে যথেষ্ট গরম করেন, এইরূপ করায় নাকি ল্যাকারিংটা স্থায়ী হয়।

সাদা বা প্লেন ল্যাকারিং।

ম্যাষ্টিক	১ আঃ
সান্‌ডারাক্	১॥ আঃ
এলিমি	১ আঃ
অ্যানিমি	১॥ আঃ
স্পিরিট	২০ আঃ

গলাইয়া ছাঁকিলেই প্লেন বা সাদা ল্যাকারিং হয়।

লাল ল্যাকারিং।

ড্রাগুন্‌সব্লড্ (খুনখারাপী)	৮ আঃ
সাণ্ডারক	১৬ আঃ
চাঁচগালা	৮ আঃ
আনাটো (লট্‌কনের বীচি)	১৬ আঃ
স্পিরিট	১ গ্যালন

সমস্তগুলি এক সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া বোতলে রাখিবেন। ইহা ঘোর লাল ল্যাকারিং হইবে। ইহা একটা সংকেৎ দেখান গেল মাত্র, যিনি এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চাহেন, তিনি প্রকৃত কাজ করিতে করিতে Practice দ্বারা ভালমন্দ বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। জিনিষটা বড় দরকারী বলিয়া প্রকাশ করিলাম।

BRASS POLISH.

পিত্তল পালিস।

পিত্তলের পালিস করা অনেক জিনিস আছে, যাহাকে পালিস না করিলে মড়িচা ধরিয়া জিনিষটীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। গত-বারে আমরা মেটাল পালিসের অনেক প্রক্রিয়া দেখাইয়াছি, সেবারে পিত্তল পালিসের কথা বলিব।

নরম বা Rotten stone চূর্ণ—২ আউন্স

অক্জালিক অ্যাসিড্	আধ আউন্স
সুইট অয়েল	৩।৪ আ:

আর টারপিন এমন পরিমান, যাহাদ্বারা উক্ত চূর্ণ গুলি কাদার মত হইবে. তাহাই কৌটা বন্ধ করিয়া মেটাল পালিসের ন্যায় বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

কাল বার্নিস।

কাল শীলকরার গালা	৫ আ:
স্পিরিট	১২ আ:

গলিয়া যাইলেই উৎকৃষ্ট কাল বার্নিস হইবে। এই প্রকারে লাল গালা হইতে লাল বার্নিস করা যাইতে পারে। কাষ্ঠের উপর কাল বার্নিস করিতে হইলে এই বার্নিসদ্বারা সুন্দর হইবে।

ক্রিস্টাল বার্নিস্।

ম্যাপ প্রভৃতি কাগজের উপর বার্নিস করিতে হইলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রস্তুতপ্রণালী।

খানিকটা কানেডা বাল্‌সম লইয়া তাহাতে ব্যবহারের সুবিধা বুঝিয়া তাপিন মিশাইলেই ক্রিষ্টাল বার্নিস হইবে। ইহা ম্যাপ্ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Frunch Polish.

চাঁচগালা	১৬ আ:
বেনজুইন	১॥ আ:
সাণ্ডারাক্	১ আ:
স্পিরিট	৪ পা:

গালাইয়া ছাঁকিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

ART OF CANVASSING.

ক্যানভাসিং শিক্ষা

(Special for kajerloke)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৬। কোন সমাজেই মিশিতে ভীত হইও না, নিজেকে অযোগ্য মনে করিও না। লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন, You should remember that you are a gentleman and you are associating with the gentlemen, therefore—you should be as jolly as others. অর্থাৎ স্মরণ রাখিও, যে তুমি যে সমাজে গিয়াছ, তাহারাও যেমন ভদ্র লোক, তুমিও সেরূপ ভদ্রলোক। সেখানে তাহাদের যেমন প্রফুল্লিত হইবার অধিকার, তোমারও সেইরূপ অধিকার আছে, সুতরাং সকল সমাজেই মিশিবার জন্য তুমি সুযোগ্য জানিবে।

লর্ড চেষ্টার ফিলড উপদেশ দিয়াছেন—Be upon your guard yet by seeming openness put people off theirs সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিবে, কিন্তু seeming openness অর্থাৎ সরলতার ভাব দেখাইয়া অপরের আন্তরিক ভাব সংরক্ষণের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া আসল কথা বাহির করাই বিচক্ষণ ক্যানভাষারের কাজ এবং দক্ষতা। ইহা অবশ্য ইংরাজীনীতি।

২৮। মুখ চোরা হইও না, অনেক যুবক বুদ্ধিমান, বিনয়ী কিন্তু মুখচোরা। মুখচোরা লোকে ক্যানভাষার হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। মুখচোরা হইবার কারণ অনেক যুবক যে কোন উচ্চদরের লোকের সমাজে যাইয়া নিজেকে সে সমাজের অযোগ্য মনে করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, তাহারা সে সমাজের সহিত তুলনায় অশিক্ষিত, অল্প বিদ্বান, বা নিম্ন অবস্থাপন্ন।

এইটুকু তাহার মস্তিষ্কে ধারণা হইয়া যায়। সুতরাং লোক সরলচিত্তে হাসিলে মনে করে, তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছে, চুপি চুপি কথা কহিলে মনে করে, তাহাকে দেখিয়াই তাহারা কথা কহিতেছে, হয়ত তাহার অবস্থা তাহার বিদ্যা, তাহার বুদ্ধি জ্ঞান, ইহারা সকলেই জানিতে পারিয়াছে। এইটুকু ভাবিতে ভাবিতে মন উত্তেজিত হইয়া উঠে। প্রকৃতই অল্পশিক্ষিত যুবকগণেরই এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু লোকে হয়ত তাহাদের নিজেদের কথাই বলে, তাহার কথা একবার ভ্রমেও ভাবে না। তারপর অশিক্ষিত লোকে বড় আত্মাভিমানী হয়, ঘরে সে যেমন আদর পায়, প্রভুত্ব করে, সকল সমাজেই সেইটুকু পাইতে চায়, কিন্তু তাহা সমাজের প্রকৃত রীতি নীতি নহে, কোন সমাজে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা সামাজিকতার নিয়ম বিরুদ্ধ। সুতরাং আত্মাভিমানী যুবক মনে মনে কুপিত হইতে থাকে সেই সময় কেহ বিশুদ্ধ আমোদচ্ছলে কোন কথা বলিলেও দুর্ব্বলচিত্ত যুবক তাহার কোপন স্বভাব ব্যক্ত করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়া সমাজে অপদস্থ হয়, সেই ভয়ে সে আর সমাজে মিশিতে চাহে না, সুতরাং নির্জ্জনে "মুখচোরা" হইয়া অবস্থান করে। এইটুকু মুখচোরা হইবার খাঁটী কারণ। এরূপ ভাবিও না। তুমি ভদ্র-সন্তান, ভদ্র সমাজে যাহারা উপস্থিত হইয়াছে, তাহারাও পাছে অভদ্রতা প্রকাশ হয়, সে জন্য খুবই সাবধান থাকেন। সুতরাং তোমার প্রতি তাকান, কি তোমাকে দেখিয়া ভাবান্তর প্রকাশের কোন কারণ নাই। তুমি সমাজে মিশিতে না যাইলে আধুনিক ঘরের সন্তান বলিয়া প্রকাশ পাইবে। তাহারাও ভদ্রলোক, তুমিও ভদ্রলোক, সমাজে মিশিবার ভয় কি? (ক্রমশঃ।)

সেলাইএর কাজ করিলেও উপার্জ্জন হইবে।

আমরা নূতন সেলাই-এর কল ও তাহার সাজ-সরঞ্জাম সকল বিক্রয় ও মেরামত করিয়া থাকি। আমাদিগের নিকট হাতে চালান কল ২৫৲ টাকা হইতে ৬৫৲ টাকা ও পায়ে চালান কল ৭৫৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমরাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

শ্রীবিপিনবিহারী সাঁতরা এণ্ড কোং,
৭৪ নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লোহার সিন্দুক

অনেক লোকেই প্রস্তুত করেন, আমরাও করি; কিন্তু পরীক্ষায় আমাদের সিন্দুক সর্ব্বাপেক্ষা গুণে ও গঠনে শ্রেষ্ঠ হইবে,—সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ এটা স্তোকবাক্য মাত্র—সে কথা ঠিক নয়, আমরা তাহা বলিতে জানি না—বলি না।

যতদূর সম্ভব কম লাভে, ভাল মাল-মসলায় খুব মজবুত জিনিস দিই—এই সকল আমাদের কথা। একখানি অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলেই সচিত্র মূল্য-তালিকা এবং লোহার সিন্দুক সম্বন্ধীয় পুস্তক বিনামূল্যে পাঠাইব।

বসু, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং,
লোহার সিন্দুক প্রস্তুতকারক, আলিপুর, কলিঃ

ফেব্রিণা

সর্ব্ববিধ জ্বরনিবারক ও শান্তি-কারক, জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্য-দূরীকারক।

দেশব্যাপিত পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, ও কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বর, ও সর্ব্ববিধ জ্বরের বিশেষ শান্তিকারক ও নিবারক।

ভ্রমে পড়িবেন না

ফেব্রিণা নূতন ঔষধ নহে, ভারতের নানা কেন্দ্রে ইহা বহুদিন হইতে পরীক্ষিত ও লক্ষ লক্ষ অযাচিত পত্রে প্রশংসিত, এক বোতলেই জ্বরের আরোগ্য হইয়া থাকে। "ফেব্রিণা" বাজারে পেটেণ্টের ন্যায় হেতুড়ে দ্বারা প্রস্তুত নহে।

☞ জগদ্বিখ্যাত স্বর্গীয় মহাত্মা ৺দ্বারিকানাথ গুপ্তের (ডিঃ গুপ্ত) বংশধরগণ ফেব্রিণার স্বত্বাধিকারী।

মূল্য বড় বোতল ১৷০, ছোট বোতল ৸৵০। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া হয়।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্দস্

প্রধান ঔষধালয়, ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, শাখা ঔষধালয়, ২৭ গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কৃত কর্ম্মের ভাবি ফল

চিন্তার বিষয়,—উপেক্ষার বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী—উৎকৃষ্ট ব্রাজিল পাথরের চসমা মূল্যবান—বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকগণের অনুমোদিত কিন্তু অল্প মূল্যের কাচ-খণ্ডের চসমা দেখিতে ঠিক সেইরূপ হইলেও কি পাথরের এবং কাচের চসমা এক জিনিস? সস্তা কাচের চসমায় চক্ষে ছানি পড়ে মতিয়াবিন্দ প্রভৃতি দুরারোগ্য উপসর্গের সৃষ্টি হয়, এমন চসমা আমাদের এখানে পাওয়া যায় না, অধিকন্তু চক্ষু পরীক্ষা না করিয়া চস্মা বিক্রয়ই করি না। হয় এখানে আসুন নয় বিস্তারিত বিবরণ লিখুন, উপযুক্ত চসমা নির্ব্বাচন করিয়া দিব।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং,
চক্ষুতত্ত্ববিদ্ ও চসমা বিক্রেতা।
২নং লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কথা এই

যে জাতি কৃষি শিল্পবিষয়ক কাগজের জন্য বার্ষিক ২৷৷০ দিয়া উৎসাহিত করিতে অমনোযোগী, সে জাতি কেমন করিয়া দেশের উন্নতির আশা করিতে পারে? আপনাকে "কাজের লোকের" গ্রাহক হইতেই হইবে। ইহাই আমাদের প্রার্থনা—অনুরোধ এবং আব্দার, রক্ষা করিবেন না কি?

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২॥০ টাকা মাত্র।

Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

Agriculture, Art, Medicine, Manufacture, &c.

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।	New Series, November, 1909.		নূতন সংস্করণ। নভেম্বর, ১৯০৯।	Vol. III. No. 11.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০।

Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক
সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। | New Series, November. 1909. | নূতন সংস্করণ। নভেম্বর, ১৯০৯। | Vol. III. No. 11

নমো গণেশায়।

আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক অনুগ্রাহক, সহযোগী এবং বিজ্ঞাপনদাতা গণ আমাদের বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ, এবং অভিবাদন জানিবেন, আশা করি, সকলে কুশলে আছেন।

পূজায় এবার বঙ্গবাসী আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন নাই, পূজার পূর্ব্বেই ঘোর ঝটিকাবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকস্থানে নৌকা এবং ষ্টীমার ডুবিয়া বহু সংসারে হাহাকার উঠিয়াছে, এদিকে পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থানে জলাভাবে তৈয়ারী ফসল শুখাইয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রত্যেক সংসারই হাঁসপাতালে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালার দৈব দুর্বিপাকের ত সীমা নাই।

অপরাপর বৎসরের ন্যায় রাখী বন্ধনোৎসবের, এবারেও কোন ত্রুটী হয় নাই। বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কয়েক বৎসর এই উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। কলিকাতার রাখী-বন্ধনোৎসবের বিশেষত্ব এই যে, ২।৪টা মুসলমান বাবর্চ্চীর দোকান ব্যতীত বাঙ্গালী মাত্রেই পূজার এরূপ বিক্রয়ের সময়—বিশেষ স্বার্থ হানি করিয়াও সমস্ত দিবস দোকান পসারী বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এমন কি এক পয়সার তামাক পানও কিনিতে পাওয়া যায় নাই, অপরাহ্নে ফেডারেশনহলে যে সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে দেশপূজ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদেশবর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন। বহুলোক সমাগম এবং পুলিশ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোনস্থলে কোন অশান্তির উদ্রেক হয় নাই, ইহা উভয় পক্ষেরই প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

ফেডারেশনহল নির্ম্মাণের চাঁদা সংগ্রহের জন্য কয়েকটী বাক্স দিয়া টুল প্রস্তুত হইয়াছিল। এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে, প্রত্যেকে /০ হিসাবে চাঁদা দিলেও প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে জনসাধারণের তাদৃশ আগ্রহাতিশয্য দেখা যায় নাই। এবার ফেডারেশনহলের সম্মুখদিকে একটু গাঁথনী প্রাচীর উত্তোলিত হইয়াছে, দেখিলাম।

জন সভার মধ্যে কোন গোলযোগ উঠিলে, যদি সকলেই সকলকে থামাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে গোলযোগ আরও বৃদ্ধি পায়, কোন জাতীয় কোন সমাজে বিশৃঙ্খল ঘন সংখ্যা যখন গোলযোগ তুলে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সংযত হইয়া নিজেকে সুস্থির রাখিতে পারে, তাহা হইলে অতি শীঘ্র অনায়াসে জনকল্লোল থামিয়া স্থানটী প্রশান্তভাব ধারণ করে। ইহা বড় স্বাভাবিক। সমাজেরই বলুন, দেশেরই বলুন, আর দশেরই বলুন, কাজ করিতে হইলে প্রত্যেকের নিজের কর্ত্তব্য আগে স্থির করিতে হইবে, সে কর্ত্তব্য কার্য্যে নিজে আগে অটল অচল দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা হইলে কর্ত্তব্য পালন হইবে, নচেৎ উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে আরও উচ্ছৃঙ্খল করা হয় মাত্র।

এ দেশের একটা বড় মজার লক্ষণ দেখা যায়; যে কোন কাম পড়ুক, এ দেশের প্রত্যেক লোক অপরকে সেই কাজ করিতে উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আদর্শ হইতে চায় না। এই কারণে কোন কার্য্যেরই একটা স্থিরসিদ্ধান্তও হয় না। সকলেই ভাসিয়া বেড়ায়, কেহ অটল অচল হয় না। এমন জাতি সহস্র বৎসরেও মানুষের মত হয় না। এ দেশের ইহাই সাংঘাতিক রোগ।

যে সমাজে প্রত্যেক লোক মানুষের মত নহে, সে সমাজ সমাজই নহে।

বিশ্বপ্রেমই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, সুতরাং আমার ধর্ম্ম ভাল, অপরের ধর্ম্ম মন্দ, এ আলোচনার কোন ফল নাই। যে যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আছেন, তাঁহার তাহাই ভাল ধর্ম্ম। আজ কাল এই ধর্ম্মের আলোচনাও অনৈক্যের একটী বিশিষ্ট কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ আলোচনা না হওয়াই দেশের এবং দশের পক্ষে মঙ্গলজনক। গোড়ামী ভাল নয়।

প্রত্যেক গ্রামের শিক্ষিত লোক মিলিয়া এক একটী সান্ধ্য বৈঠক করিয়া অশিক্ষিত লোকসমূহকে কৃষি, শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হিতকর, শিক্ষিত লোক মাত্রেই এ দিকে মনোযোগী হইলে দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইবে। গাল গল্প ঝাড়া অপেক্ষা এ কাজ ভাল কাজ।

পুজাবকাশে বহুস্থানে যাইয়া আমরা শিল্পতথ্য সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলাম। সেই জন্য নভেম্বরের কাগজের একটু বিলম্ব হইল, সংগৃহীত বিষয় সমূহের মধ্যে "তামাক তত্ব" এবার প্রকাশিত হইল, আশা করি, বিলম্বজনিত বিরক্তি কতকটা ইহাদ্বারা লাঘব হইবে।

বিকানীর রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যের রিপোর্ট

—(০)—

বিগত ১৯০৭-০৮ সনের বিকানীর রাজ্যের শাসন রিপোর্টে তদ্দেশের শিল্প কার্য্যের যে কি প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) পশু লোম জাত উল বা পশম হইতে রাগ ও কম্বলাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

(২) লক্কাবণসর হইতে লবণ প্রস্তুত।

(৩) সল্টপিটার বা সোরা উৎপন্ন।

(৪) পালানার কয়লার খনি হইতে প্রচুর কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে।

(৫) থারীভালমেরা হইতে বালি পাথরের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে।

বিগত বর্ষের পূর্ব্ব বর্ষে ৪৩ হাজার চারি শত ৪২ মণ উল উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু গত বর্ষে ৩৩ হাজার ৭ শত ৭০ মন উল পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং উলের বাজার কিঞ্চিৎ গরম হইয়াছে। ইহার কারণ প্রতিমণ ৪৫৲ টাকা হইতে হঠাৎ ২২৲ টাকায় কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে অর্থেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বিগত বর্ষে লক্কাবণসর হইতে ১৯,৬৮১ মণ লবণ পাওয়া গিয়াছিল। এই স্থানে সল্ট-পিটারের ব্যবসায় নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিতে পারিলে প্রচুর লাভবান হওয়া যায়। সাধারণ ফ্যাকটরীগুলি হনুমঙ্গড় ও ভদ্র নামক স্থানে স্থাপিত আছে। আরও ২০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরী বিভিন্ন ক্ষুদ্র পল্লীতে স্থাপিত হইয়াছে। ১৯ হাজার ২ শত ৬৬ টন সল্টপিটার তাহার মূল্য ৪৫ হাজার ৬ শত ৮৭ টাকা হইবে। উৎপন্ন কয়লা ২৪ হাজার ৩ শত ৯ টন ও তৎপূর্ব্ব বৎসর ২৯ হাজার একুশ টন ছিল। তাহাতে শতকরা ১২৲ টাকা করিয়া লাভ হইয়াছিল। লোকের পরিশ্রমের অভাবেই ঐরূপ স্বল্প কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই। প্রতি ২৭ মণ কয়লার ক্রীত মূল্য ২.৯৯ টাকা হইয়াছিল, কিন্তু গড়ে ৬৲ টাকা হিসাবে প্রতি ২৭ মণ কয়লা বিক্রয় হইয়াছিল। পাথর ৭৯ হাজার ৬ শত ৪৪ মণ বিক্রয় হইয়াছিল। অন্যান্য ব্যবসায়ের মধ্যে গালা ইক্ষু, চর্ম্ম প্রস্তুত, জলোত্তোলনের থলিয়া বেণী নামক স্থানে প্রস্তুত হয়। উষ্ট্র চর্ম্ম দ্বারা তৈলভাণ্ড (কুপো) বিকানীর রাজধানীতে প্রস্তুত হয়। এই স্থানে আখের আঁস বাহির করিয়া অপর কার্য্যে নিয়োজিত করিবার বিশেষ যত্ন হইতেছে। খনি হইতে বিবিধ প্রকার কর্দ্দম সংগ্রহ করিয়া নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুতের সবিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। পরিশ্রমের অভাবে কয়লা, লবণ প্রভৃতি ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করিতে না পারিলে উক্ত রাজ্যের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। স্বয়ং রাজাবাহাদুরের মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট না হইলে দেশের মঙ্গল অল্পায়াসে হইবে না।

শ্রীগণপতি রায়।

রবার চাষ।

——(-:-০-:)——

দেশের লোকের যখন মূলধন খাটাইবার দিকে একটু প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, তখন এই রবার চাষের কথা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় হইবে না। সিংহল এবং অন্যান্য দ্বীপ সমূহের চা-কর সাহেবগণ দেখিলেন যে, চা এবং কাফি চাষে এখন আগেকার মত আর লাভ হইতেছে না, তখন তাহারা সিংহল, এবং ষ্ট্রেট্ সেটলমেন্ট সমূহে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে সেখানে কিছু কিছু রবারের বৃক্ষ রোপণ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে ইহা বিশেষ লাভজনক বোধ

হওয়াতে অধিকাংশ চা-কর সাহেব এই রবার চাষে নিজেদের মূলধন ন্যস্ত করিয়া প্রচুর লাভ করিতেছেন। গত ৫।৭ বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, প্রায় ৬০০০০ বিঘা জমীতে রবার চাষ হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিঘা জমীতে প্রায় ২৫০টী হিসাবে বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। এই সমুদয় বৃক্ষে খুব উচ্চ শ্রেণীর রবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, সিংহল হইতে প্রায় ১০০০০০ লক্ষ পাউণ্ড রবার বিদেশে রপ্তানী হইয়া ছিল, ইহার এক এক পাউণ্ড ৫৷৷৵ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এদেশের রবার চাষের এই শৈশবাবস্থা, এই সকল বৃক্ষ পাকিলে এবং কার্য্যের দক্ষতা বাড়িলে ইহাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং প্রচুর রবার উৎপন্ন হইবে। মালয়েও এই রবারের চাষ আরম্ভ হইয়াছে এবং বিশেষ লাভ জনক কার্য্য চলিতেছে। রবারের গাছ এদেশেও জন্মিয়া থাকে, বর্দ্ধমান এবং কলিকাতায় অনেক রাস্তা এবং বাগানে বংশীবট বা রবারের গাছ জন্মিয়াছে দেখিয়াছি।

এদেশের লোকের মূলধন এইরূপ কার্য্যে ন্যস্ত হওয়া উচিত। এদেশের লোকের একটা ভয়ানক দোষ, ইহারা ঘরের কোনে বসিয়া যাহা করিতে পারে, তাহা ভিন্ন অন্য দিকে যাইতে চাহে না। কেবল অনেকেই গোলদারী দোকান পর্য্যন্ত অতি কষ্টে সাহসকে অগ্রসর করিতে পারে মাত্র।

পাঞ্জাবী, বোম্বাইওয়ালা ও মারোয়ারীগণ বরং দুর দেশে এমন কি সুদূর আমেরিকা, আফ্রিকা পর্য্যন্ত যাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে সাহস করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালীর সে সাহস নাই, ঘরের কোনে মুদিখানা না হয় কাটাকাপড়ের দোকান করিয়া বসিয়া থাকিবে, পৈত্রিক প্রাণের উপর বাঙ্গালীর এত মমতা।

কিন্তু এই পন্থায় বাঙ্গালী যাহা আছে, তাহার বেশী কিছু হইবে না, হওয়া সম্ভব নয়। সকল কার্য্যের একটা মৌলিকত্ব চাই। Original এ সংসারে যে হইতে পারিবে, সেই জয় লাভ করিবে। বাঙ্গালী অনুকরণ প্রিয়, যাহা দশ সহস্র লোকে করিতেছে, তাহারই অনুশরণ করিবে, নূতন আদি পথ আবিষ্কারে বাঙ্গালী ভাই জগতের সমগ্র জাতীর নিকট পশ্চাৎপদ। হায়! বঙ্গ সন্তান! কবে তুমি মানুষ হইতে শিখিবে, তোমার বুদ্ধি জগতে অদ্বিতীয় কিন্তু তোমার হীন সাহসই তোমাকে খাইয়াছে।

বাঁশের কাজ।

বিজ্ঞানের সাহায্যে যে কত দ্রব্যের উন্নতি পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। অদ্য পাঠকগণ সকাশে সামান্য বাঁশগাছ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বাঁশ ভারতবর্ষে যে প্রকার অবহেলায় যত্রতত্র উৎপন্ন হইতেছে, এমন আর অন্য কোন দেশে বিনা পরিশ্রমে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়না। সমশীতোষ্ণ প্রদেশে যে প্রকারে এইবৃক্ষ জন্মিতে পারে, অতিশীত প্রধান দেশে এবং উত্তর মেরুর অন্তর্গত স্থান সমূহে সেই প্রকারে উহা জন্মেনা। অত্যধিক শীত প্রধান দেশে আদবেই উহা জন্মেনা। সেই সমুদায় দেশে উহাদিগকে উৎপন্ন করিতে হইলে কাচনির্ম্মিত "হট-হাউস-রুমে" রাখিতে হয়, নতুবা মরিয়া যায়।

"Bamboo" কথাটি মালয় ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পরন্তু এই নামটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গৃহিত হইয়াছে। বহু শত ঘাসের নাম এই কথাটিতে নিহিত রহিয়াছে। অনেক বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, তাহাও ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার কোনও কোনটি একশত সপ্তদশ হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই প্রকার বহুবিধ বাঁশগাছ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয়। জাভাদ্বীপে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম বাঁশগাছ জন্মে। তাহার পরিধি পূর্ণ একহস্ত পরিমিত হইবে। আর এক প্রকার গাছ ঐ দ্বীপ সমূহে দৃষ্ট হয়, তাহাকে "জাপানী-কেন" কহে। অনেকে 'কেন' বা Cane অর্থে বেত্র বুঝিয়া থাকেন, পরন্তু অত্রস্থলে Cane অর্থে বেত্র নহে, ইহা এক প্রকার বাঁশ জাতীয় বৃক্ষ। জাপান এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বহু প্রকারের প্রচুর বাঁশগাছ জন্মে। ফিলিপাইনদেশবাসীগণের গৃহাদির খুঁটি হইতে ছাদ পর্য্যন্ত এই বাঁশগাছ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বহু প্রকারে এই গাছকে খণ্ডিত করিয়া রূপান্তরিত করা হয় এবং তদ্বারা সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আতপনিবারণের এবং বৃষ্টি বাদল হইতে রক্ষা পাইতে ইহার ছাদ অত্যন্ত কার্য্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রকার বাঁশ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয় না। ইহা দ্বারা প্রাচীর, দেয়াল, গৃহ মধ্যস্থ প্রাঙ্গন, দ্বার এবং এই প্রকারের সমগ্র দ্রব্যাদি, বেড়া, সিঁড়ি প্রভৃতি বহু প্রকার নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। জাপানীগণ কাগজদ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন করে, ফিলিপাইন দ্বীপবাসী গণের নিকট তাহা এই বাঁশগাছ দ্বারা সংসাধিত হয়।

এই সকল গৃহাদির সজ্জাদি দর্শন করিয়া গৃহাভ্যান্তরে প্রবেশ করিলে আরও আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাঁশগাছ দ্বারা যে এবংবিধ নিত্যাবশ্যক কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ বোধহয় অনুধাবন করিতেই পারেন না। কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি দ্বারা যাহা সম্পন্ন না হয়, এই বাঁশগাছ দ্বারা তৎসমুদায় অতি সুচারুরূপে প্রস্তুত হইয়া স্বল্পমূল্যে সাধারণ বিপণিতে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। এতদ্বারা ভগবানের সৃষ্টির লীলারহস্য অধিকতর প্রকাশিত হয়। চেয়ার, টেবিল, খট্টাদি, বিবিধ প্রকারের শয়নোপযোগী দ্রব্যাদি, টুল, মই, পেয়ালাদান প্রভৃতি এই অত্য-

তৃত বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইতেছে। দুগ্ধ-পাত্র, জলপাত্র, জলসরবরাহের নল, পুষ্পদান, সাজি, বিবিধ প্রকারের বোতল, বাক্স, পেয়ালা, ফলেরঝুড়ী ও পত্রাদিও এই বাঁশ-গাছ হইতে প্রস্তুত হয়।

ইহাদ্বারা যে কেবল নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, তাহা নহে, ইহার ফুল লোকের অতি উপাদেয় খাদ্যও বটে। তাহাকে লোকে বাঁশফুল কহে। এই বাঁশ-গাছ হইতে এক প্রকার 'আঁশ' বাহির হয় 'তদ্দারা কাপড়, ব্যাগ, গালিচা প্রস্তুত হয়। এই কাপড় ব্যবহারে ঈষৎ শৈত্য আনয়ন করে, আরামপ্রদ বা কোমল এবং অধিক দিন স্থায়ী হয়। এই 'আঁশ' দ্বারা উত্তম কাগজ প্রস্তুত হয়। পরন্তু সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জে অধুনা কোন প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইতেছে না এবং কোন কোম্পানী এ পর্য্যন্ত কাগজের কল পরিচালনে মনোযোগী হয় নাই। জাহাজ প্রস্তুত করিতে হইলে বাঁশের মাস্তুল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। বল্লম, মৎস্য মারিবার অস্ত্র, সাঁকো এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দ্রব্য বাঁশ গাছ হইতে প্রস্তুত হয়।

এই গাছ অতিশীঘ্র বাড়িয়া উঠে। ইহার ব্যবসায় অত্যন্ত লাভ জনক। যদ্যপি কেহ ইহা হইতে উত্তম জাতীয় গাছ বিভিন্ন স্থানে বহু পরিমানে রোপন করেন, তবে ইহার তুল্য লাভজনক দ্রব্য অতি কম দৃষ্ট হয়। জাপবাসীগণ ব্যবসায় করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথম বাঁশের বানিজ্যে মনোনিবেশ করে। পাঠকগণ এক্ষণে বুঝুন, ইহাতে লাভ কি প্রকার হইয়া থাকে। ফিলিপাইনদ্বীপবাসীগণ এই বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী। তাহারা কখনও ইহার চাষ করে না। স্বাভাবিক উপায়ে যত্রতত্র যাহা জন্মিয়া থাকে, তদ্দারাই তাহাদের কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

ফিলিপাইনদ্বীপপুঞ্জে বহুপ্রকারের উত্তম জাতীয় বাঁশ জন্মে। সেই বাঁশ অত্যন্ত দৃঢ় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহার চাষ আরম্ভ করিলে উত্তমরূপ জন্মিতে পারে। বাজার চলনসহি বাঁশ রাখিয়া অপর জাতীয় মন্দ বাঁশ নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে অপর বাঁশগুলি উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে। এতন্মধ্যে কতিপয় জাতীয় বাঁশ আছে, তাহাদের চাষের জন্য পৃথক স্থানের আবশ্যক। তাহার নিকট ঘর বাড়ী থাকিলে চলিবে না। ব্যবসায়ীগণ স্ব স্ব বিবেচনানুযায়ী তদ্রূপস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া লইবেন। নতুবা চাষের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্র কোন না কোন বাঁশগাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার চাষ করিতে হইলে কোন একটি জঙ্গল বিশেষ ভাবে সংরক্ষণ আবশ্যক, এবং তাহাতে এই বৃক্ষের চাষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে। কারন ইহারা জঙ্গলে জন্মিলে অধিক উৎপন্ন হয়। বাটান প্রদেশে এই বাঁশ উত্তমরূপে উৎপন্ন করিবার জন্য বিভিন্ন জঙ্গল নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইতেছে। এই প্রদেশসমূহে বাঁশের চাস আরম্ভ করিলে এতদিন বহু অর্থে দেশ পূর্ণ হইত।

বর্ত্তমানযুগে বাঁশ গাছের ব্যবহার অধিক পরিমানে দৃষ্ট হইতেছে। একপ্রকার ব্যোম পোত (Air-ship) প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে এই বৃক্ষের দ্বারা কার্য্য করা হইবে। এই বাঁশ সর্ব্বাপেক্ষা হালকা এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া অপর কোন কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবহার আদবেই হইবে না। এই পোতে ইস্পাতের নল, স্প্রুস গাছ (Spruce tree), বাঁশ ও এলিউমিনিয়ম ধাতুর নলের ব্যবহার করা হইবে, এবং বায়ব এঞ্জিনের যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদায় দ্রব্যই পূর্ব্বোক্ত ধাতু আদি দ্বারা প্রস্তুত হইবে। পরন্ত, ইস্পাত ও অপর ধাতুর দ্রব্য ভারি বলিয়া পণ্ডিতগণ উহার ব্যবহারে দ্বিধাবোধ করিতেছেন এবং কাষ্ঠাপেক্ষা বাঁশগাছ দ্বারা দ্রব্য প্রস্তুত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইবে ইহা রসায়নাগারে পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহাদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য Spurce গাছ অপেক্ষা আরও দৃঢ় হইবে।

চীন, জাপান, ও জাভাদ্বীপে এই গাছ তুলা, ভুট্টা, শন্ পাটের ন্যায় লাভ জনক চাষ। বাঁশ গাছের বাগানের ভিতর দিয়া চলিতে লোকের যাহাতে কষ্ট না হয়, তজ্জন্য উপযুক্ত দূরত্ব স্থির করিয়া এই বাঁশ রোপণ করিতে হয়। তাহাতে গাছ খুব বড় ও সরল হয় এবং মূল্যও অধিক হয়। আমাদের দেশে এইরূপ উপায়ে বিদেশ হইতে বাঁশ আনিয়া রোপণ করিলে একটি বিশেষ লাভের ব্যবসায় হইতে পারে। এই ভারতবর্ষেও কেহ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাঁশের চাষ করে না। সেরূপ করিলেও ভারতের দৈন্যদশা কথঞ্চিৎ পরিমানে উপশম হইতে পারে।

শ্রীগণপতি রায়।
দশাশ্বমেধ, বেনারস সহর।

সোণার কলস্।

—(০)—

এক ছিলেন রাজপুত্র—প্রকাণ্ড রাজবাড়ী—পূর্ব্ব পুরুষগণের নানা প্রকার আশ্চর্য্য জিনিসে রাজপ্রসাদ সুসজ্জিত—কুমার সবে মাত্র যৌবনে পদার্পন করিতেছেন—কিছুদিন পূর্ব্বে প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি এবং রাণী পরলোক গমন করিয়াছেন, রাজপুত্র সংসারে একা—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। এক দিন বৈকালে নবপল্লবিত তরু লতা দোলাইয়া রাজপ্রসাদের বাতায়ন পথ দিয়া কুসুম সৌরভে সুবাসিত বসন্ত সমীরণ মৃদু মন্দ প্রবাহিত হইতেছে, কোকিলের কুহুধ্বনীতে প্রতিধ্বনী মুখরিত, এমন সময় রাজকুমার স্বর্গীয় পিতার কক্ষে প্রবেশ করিলেন—ইতি পূর্ব্বে তিনি আর কখন এ কক্ষে প্রবেশ করেন নাই। সম্মুখে একখানি প্রকাণ্ড দর্পণ

—এক খানি মনি মাণিক্য খচিত ভেলভেটের পরদায় আচ্ছাদিত, রাজপুত্র সেখানিকে কোন পূর্ব্ব পুরুষের চিত্র ভাবিয়া পরদাটি উত্তোলন করিলেন—কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। এক অলৌকিকসুন্দরী ললনার জীবন্ত চিত্র সেই দর্পন মধ্যে দণ্ডায়মান—রাজ পুত্রের মস্তিষ্ক বিচলিত হইল—তিনি বাহু প্রসারিত করিয়া ধরিতে গেলেন—সুন্দরী অদৃশ্য হইয়া গেল। আর দেখিতে পাইলেন না। রাজকুমার অবাক্ হইয়া গেলেন।

দিনের পর দিন যায়, প্রতিদিন সেই দর্পণে আর একবার দেখিবার আশায় আসেন, কিন্তু আর দর্শনলাভ হয় না। রাজকুমার স্থির করিলেন, সমগ্র জগত খুঁজিব—যদি আর একবার দেখা পাই। সেনানী এবং মন্ত্রীগণের হস্তে রাজ্য রক্ষার ভার দিয়া রাজকুমার নানা স্থানে নগরে পর্ব্বতে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

* * *

একদিন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, পশ্চিম আকাশে পরিশ্রান্ত রবি ঢলিয়া পড়িতেছেন, রক্তিমরাগে পশ্চিম গগন এক অনির্ব্বচনীয় শোভায় সুশোভিত। রাজকুমার পরিশ্রান্ত হইয়া পর্ব্বত গুহায় রাত্রি যাপনের জন্য আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছেন, এখন সময় দেখিলেন—অদূরে একটী কুটীর। এমন নির্জ্জন স্থানে কুটীর দেখিয়া রাজকুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, কতকগুলি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কৃতকার্য্য হইতেছেন না। রাজকুমার অগ্রসর হইয়া বলিলেন—আমি আপনার আগুণ জ্বালাইয়া দিতে পারি কি? বৃদ্ধা একবার যুবকের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, কে তুমি বালক, এমন দুর্গম স্থানে কেমন করিয়া আসিলে, যুবক অগ্নি প্রজ্জলিত করিতে করিতে বলিলেন, আমি পরিব্রাজক, দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছি।

বৃদ্ধা বলিলেন, আমার যেমন তুমি উপকার করিলে, আমিও তোমার কিছু উপকার করিব। এই বলিয়া রাজপুত্রকে ৩টী বাদাম ফল দিলেন। বলিলেন, এই তিনটী বাদাম রাখ, কভু বিপদে পড়িবে, একটী করিয়া ভাঙ্গিয়া যাহা চাও, তাহাই পাইতে পারিবে? রাজ পুত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত বাদামের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া আছেন, হঠাৎ বৃদ্ধা এবং কুটীর অদৃশ্য হইল। সেই পর্ব্বত বনপতি বেষ্টিত প্রান্তরে রাজকুমার অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * * *

রাজপুত্র একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিলেন, উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী—রজনীর অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। কিয়দ্দূর যাইয়া একটী আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন, রাজকুমার আলোক লক্ষ্য করিয়া কিছু দূর যাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড তোরণদ্বার—দ্বারে কোন রক্ষী নাই, কিন্তু তাহারই শিরোদেশে একটী আলোক জ্বলিতেছে, রাজপুত্র শীতে অতিশয় ক্লান্ত, ভালমন্দ চিন্তার অবসর পাইলেন না, তোরণ দ্বার পার হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটী রাস্তা—উভয় পার্শ্বে লতামণ্ডপ এবং পুষ্প পত্র পরিশোভিত, মধ্যে মধ্যে উৎসশ্রেণী—সেই মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত রাস্তা অতিক্রম করিয়াই হঠাৎ থামিতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন—সম্মুখে এক সভামণ্ডপ—এটা কি তবে রাজপ্রাসাদ? রাজকুমার চিন্তিত হইলেন, আর অগ্রসর হইতে সাহস হইল না, লতামণ্ডপে লুকাইত হইলেন—কি দেখিলেন? উচ্চ উচ্চ শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভোপরি এক বিশাল ছাদ—অসংখ্য শ্বেতপ্রস্তরের নানাবিধ মানবমূর্ত্তি সোপান-শ্রেণীর উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সভাস্থল আলোকমালায় সুশোভিত, মধ্যস্থলে এক উচ্চ বেদিকার উপর এক সুবর্ণ সিংহাসনে এক রাজা সমাসীন। উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ অমাত্য, এবং নিষ্কোষিত অসি হস্তে যোদ্ধাগণ দণ্ডায়মান। সেই নীরব কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজা বলিতেছেন,—"তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমার স্বপ্নদৃষ্ট স্ফটিক রাজপ্রাসাদের সুবর্ণকলস আনয়ন করিতে পারিবে, সেই বীর আমার অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কন্যা "সৌভাগ্যসুন্দরীর" পানিগ্রহণ করিবে। এই বলিয়া রাজা এক সঙ্কেৎধ্বনি করিবামাত্র সহচরীগণ পরিবেষ্টিতা রাজকন্যা সভাস্থলে আনিতা হইলেন—সভাসদ্গণ রাজ কন্যায় আলৌকিক রূপ দেখিয়া মোহিত হইল। লুক্কায়িত রাজকুমার দেখিলেন, এই সেই দর্পনস্থিতা রাজকন্যা!—কুমার উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিলেন কিন্তু অবিলম্বে সহচরীগণ সেই লজ্জাবনত মুখী রাজকন্যাকে লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

* * *

সভাসদগণ জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ সে স্ফটিক নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ কোনদিকে—কোথায় অবস্থিত? রাজা বলিলেন, "সেই স্ফটিক নির্ম্মিত প্রাসাদ উত্তর দিকে, তাহার দ্বারদেশে এক প্রকাণ্ড পক্ষ বিশিষ্ট সর্প বিশেষ দ্বাররক্ষা করে, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিলে তবে সেই সুবর্ণ কলস পাওয়া যাইতে পারিবে, এই মাত্র আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম।" আজ তবে সভাভঙ্গ হউক, এই বলিয়া রাজা সভাস্থল পরিত্যাগ করিলে সভাভঙ্গ হইল। রাজপুত্র সমস্ত শুনিলেন এবং নিশঙ্কে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া বরাবর উত্তর মুখে ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন, বহুদূর যাইয়া দেখিলেন, সূর্য্যকিরণে ঝলসিত এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা। কিন্তু তাহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড খরতরঙ্গিনী স্রোতস্বতী—রাজপুত্র প্রমাদ গণিলেন, কেমন করিয়া পার হইবেন, অনেকক্ষণ চিন্তার পর তাহার সেই ৩টী বাদামের কথা মনে পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ একটী বাদাম লইয়া ভাঙ্গিলেন—এক খানি ক্ষুদ্রনৌকা বাহির হইল, রাজপুত্র সেই নৌকা খানি নদীর জলে ভাষাইবা মাত্র নৌকা বড় হইতে লাগিল, ক্রমে এক খানা প্রমাণ নৌকা হইল। তিনি তাহা দ্বারা পার

হইয়া পর্ব্বত প্রাচীরের সম্মুখে উঠিলেন, পার হওয়া দুরূহ দেখিয়া পুনরায় আর একটী বাদাম ভঙ্গ করিলেন, তৎক্ষণাৎ এক দিব্য অশ্ব সাজোয়া প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া রাজকুমারের সম্মুখে দাড়াইল! রাজ কুমারতৎক্ষণাৎ বর্ম্ম চর্ম্ম পরিধান করিয়া উন্মুক্ত অসি হস্তে সেই অশ্বে আরোহন করিবা মাত্র অশ্ব পর্ব্বত প্রাচীর পার হইয়া এক তোরণ দ্বারে উপনীত হইল—দেখিলেন সম্মুখে সেই প্রকাণ্ড পক্ষ বিশিষ্ট অজাগর, অবিলম্বে যুদ্ধ বাধিল, রাজকুমার তাহাকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে না পারিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, অবশেষে শেষ বাদামটীকে বিদীর্ণ করিলেন, দেখিলেন তাহার মধ্যে একটী স্বুবর্ণ কৌটা, তাহার উপর স্বুবর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, "তুমি এই ভয়ানক শত্রুকে বাহুবলে পরাস্ত করিতে পারিবেনা, এই কৌটায় যাহা আছে, তাহা ঐ অজাগরের মুখে ফেলিয়া দাও, দুষ্টের দমন হইবে।"

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন, অজাগর মৃতবৎ হইয়া পড়িল, রাজকুমার প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বুবর্ণ কলস লইয়া অশ্বারোহনে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজাকে উপহার দিলেন। রাজা ও সভাসদগণ বিস্মিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাস করিলে রাজপুত্র আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। সভাসদ এবং সেনাপতিগণ বলিল, মহারাজ! "দৈবশক্তির সাহায্য ব্যতিত কি মানুষে এরূপ কার্য্য সাধা করিতে পারে? সুবিজ্ঞ মহীপাল বলিলেন, "দৈব শক্তি উদ্যোগী এবং বীরেই চিরসহচরী, কখন কোন কাপুরুষকে আশ্রয় করে না, এত ঐকান্তিকতা এত স্থিরলক্ষ্য, এত প্রাণপণ যাহার আছে, সে সকল কার্য্যেই জয়ী হইতে পারে—অসুবিধা বাধা, বিঘ্ন উদ্যোগীর পদে চিরনত শির। ধন্য বীরবর! তুমিই "সৌভাগ্য" লাভের উপযুক্ত পাত্র।" পরদিন মহা-সমারোহে রাজপুত্রের করে রাজকন্যাকে সমর্পণ করা হইল. বহুধন রাজ্য এবং মূর্ত্তিমতী "সৌভাগ্যকে" লইয়া রাজপুত্র স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। সুতরাং ইতি—

শ্রীঃ—

বঙ্গের প্রকৃত কর্ম্মবীর

৺রমেশচন্দ্র দত্ত।

—:-:—:-:—

ভারতের আকাশ হইতে একটী উজ্জল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। সু-প্রসিদ্ধ রাজ-নীতিবিশারদ, বঙ্গসাহিত্যের দীপ্তমণি, স্বদেশসেবক, সুপণ্ডিত, বঙ্গ-দেশের গৌরবস্থল স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র আর ইহজগতে নাই। গত ২৯এ নভে-ম্বর সোমবার রাত্রি ২টার সময় পরি বার-বর্গকে, দেশবিদেশস্থ অসংখ্য বন্ধুবান্ধবকে এবং সমগ্র জগতবাসীকে অকুল শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া রমেশচন্দ্র নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের এই অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গদেশের, ভারতবর্ষের এবং সমগ্র সভ্য জগতের কি ক্ষতি হইল, তাহা এক্ষণে অনুভব করিবার এবং বুঝাইয়া বলিবার আমাদের ক্ষমতা নাই! রমেশচন্দ্রের এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা তাঁহার পরি-বারবর্গের সহিত শোকে ম্রিয়মাণ। তাঁহার এই মৃত্যু জাতীয় বিপদ বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে। সুতরাং এই জাতীয় দুর্দ্দিনে রমেশচন্দ্রের সম্বন্ধে অন্য কথা না লিখিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাদের পাঠকবর্গের গোচরে আনিয়াই এক্ষণে ক্ষান্ত হইতেছি।

বাল্যকাল ও প্রথমশিক্ষা।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অগষ্ট তারিখে এই কলিকাতা নগরে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র যে বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ দত্তবংশ কলিকাতার বিখ্যাত বংশমধ্যে পরিগণিত ছিল। তাঁহার পিতা ৺ঈশানচন্দ্র দত্ত একজন প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। পিতার সহিত বিদেশে ভ্রমণ করিয়াই রমেশচন্দ্রের বাল্যজীবন অতি-বাহিত হইয়াছিল। তখন এদেশে এত রেলবিস্তার হয় নাই, সুতরাং বাঙ্গালা-দেশের অধিকাংশ প্রদেশ স্বচক্ষে দেখি-বার রমেশচন্দ্রের বেশ অবসর হইয়াছিল। অতি অল্প বয়সেই রমেশচন্দ্রের পিতা মাতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে তাঁহার খুল্লতাত স্বনামপ্রসিদ্ধ ইংরাজি সাহিত্য-সেবক ৺শশিচন্দ্রের অধীনে থাকিয়াই পাঠাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। বাল্য-কালের অধ্যয়নকাল হইতেই রমেশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় রমেশচন্দ্র তাঁহার বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এদেশে এই পর্য্যন্তই তাঁহার অধ্যয়নের শেষ।

ইংলণ্ডে গমন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখে তিন জন বাঙ্গালী বালক ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় পিতার অনুমতি লইয়া গিয়া-ছিলেন; কিন্তু রমেশচন্দ্র ও বিহারীলাল গুপ্ত অভিভাবকের অনুমতি না লইয়াই

রাত্রিকালে গোপনে পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত তিন জনই সুখ্যাতির সহিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বৎসর প্রায় তিন শত ইংরাজ যুবক পরীক্ষায় প্রতিযোগী ছিলেন। রমেশচন্দ্র এই তিন শত যুবকের সহিত প্রতিযোগীতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যে তিনি ইংরাজ যুবকদিগকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে তিনি সহজেই প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।

ইউরোপ ভ্রমণ।

পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া রমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের সহিত ইয়ুরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। জর্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী এবং ফ্রান্সের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান ইহাঁরা দেখিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরে উপস্থিত হইয়া ইহাঁরা তিন জনে অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে ফ্রান্সে অত্যন্ত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। কমিউনিষ্টগণ তখন রাজধানীর অনেক অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতেছিল। ফরাসী সৈন্যগণ তখন কমিউনিষ্ট দেখিলেই তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিতেছিল। রমেশচন্দ্রপ্রমুখ বন্ধুত্রয়ও কমিউনিষ্ট সন্দেহে ধৃত হইলেন। এবং এক রাত্রি ইহাঁদের ভাগ্যে হাজতবাস হইল। পরদিন ইহাঁরা "পাশপোর্ট" দেখাইয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। আর কিছুদিন পূর্ব্বে ইহাঁরা ধৃত হইলেই ইহাঁদিগকে জীবনদান করিতে হইত, সুতরাং বাঙ্গালার বর্ত্তমান ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ভয়ঙ্কররূপে পরিবর্ত্তিত হইত।

গভর্ণমেণ্টের চাকরী।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিস্ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালার নানা জেলায় প্রায় এগার বৎসর অতিবাহিত করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নদীয়ার ভীষণ দুর্ভিক্ষ এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালের অন্তর্গত সাহাবাজপুরের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে তত্রত্য প্রদেশের অধিবাসীগণের সাহায্য করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ এবং গভর্ণমেণ্টেরও সাধুবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। এই কয় বৎসরে রমেশচন্দ্র দুইবার অল্প সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রমেশচন্দ্র বরিশাল জেলার স্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালীর ভাগ্যেই এতবড় দায়ীত্বপূর্ণ ও গৌরবজনক রাজপদ লাভ হয় নাই। বরিশাল জেলা দুর্বৃত্ততার জন্য বিখ্যাত ছিল, এত বড় জেলাকে এতদিন ধরিয়া সুশাসিত করিয়া বাঙ্গালী সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দেশ-শাসন-কার্য্যে বাঙ্গালীর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র বর্দ্ধমান জেলায় বদলী হন, এবং গভর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর পদে নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে কোনও ভারতবাসীর ভাগ্যে এতবড় উচ্চ পদলাভ ঘটে নাই। ইহার পর তিনি উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর নিযুক্ত হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র পেন্সন গ্রহণ করেন। তিনি আরও অনেক বৎসর গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বদেশানুরাগ ও সাহিত্য-প্রীতি তাঁহাকে তাহা করিতে দেয় নাই।

রাজসম্মান।

রমেশচন্দ্রের শাসন-দক্ষতা দেখিয়া একবার মহাত্মা রীপন রমেশচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মহামতি রীপন রমেশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—"আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আপনাকে দেখিতে ও জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম এবং সেই জন্যই আপনাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি। আপনার শাসনপটুতা বিলাতে প্রচারিত হইবে, এবং তখন আর ভারতবাসীর উচ্চ রাজ-কার্য্য-দক্ষতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।" এরূপ রাজসম্মান আর কোনও ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই

স্বদেশপ্রেম।

রমেশচন্দ্র বরাবরই প্রজার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতেন। ইনি বাঙ্গালার দুঃস্থ প্রজাদিগের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া অসংখ্য প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। ইহাঁরই পরামর্শে এবং প্ররোচনায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশের প্রজাস্বত্ব ও খাজনা বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

সাহিত্য-সেবা।

রমেশচন্দ্র বিলাতে থাকিতে থাকিতেই ইংরাজি ভাষায় ইয়ুরোপ ভ্রমণসম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পরে ইহা তাঁহার "ইয়ুরোপে তিন বৎসর" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রমেশচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বঙ্কিমবাবুর পরামর্শে তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলেই আমরা

"বঙ্গবিজেতা," "মাধবী কঙ্কণ", "জীবন প্রভাত" এবং "জীবন সন্ধ্যা" দেখিতে পাইয়াছি। ইহার পর রমেশচন্দ্র "সমাজ" ও "সংসার" নামক দুইখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র একখানিস্কুল পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসও প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা অনেকদিন ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ রমেশচন্দ্রের অতুল কীর্ত্তি। একজন শূদ্র ঋগ্বেদের অনুবাদ করিতেছে দেখিয়া এদেশের হতভাগ্য গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শূদ্রের দ্বারা ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রচার বন্ধ র'হল না। কালের অপরিবর্ত্তনীয় গতি কে নিবারণ করিতে পারে? রমেশচন্দ্র 'রামায়ণ' ও "মহাভারতের" ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করিয়া ভট্ট মোক্ষমূলারকে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস (Civilization in Ancient India) ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার পর তিনি Economic History of India নামক দুইখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত করেন।

রাজনীতি

রমেশচন্দ্র বিলাতে অবস্থান কালে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতাদি করিয়া ছিলেন। পরে গত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার সভাপতির বক্তৃতাতে দেশের অনেক কল্যাণকর প্রসঙ্গের আলোচনা ছিল।

বরোদায় উচ্চ পদলাভ।

বরোদার গায়কোয়াড় অনেকদিন হইতে রমেশচন্দ্রকে জানিতেন। তিনি ইঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলিও পাঠ করিয়াছিলেন। বরোদারাজ অনেকবার রমেশচন্দ্রকে নিজ রাজধানীতে নিমন্ত্রিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। পরে গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যখন রমেশচন্দ্র প্রায় সাত বৎসর পরে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন বরোদারাজ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ রাজস্ব-সচিবের পদ প্রদান করেন। রমেশচন্দ্র তিন বৎসর এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এই তিন বৎসর বরোদা রাজ্যের প্রজার যে প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন, তাহা বরোদাবাসী কখনই ভুলিতে পারিবে না। তাই তিন বৎসর কার্য্যের পর বরোদা হইতে প্রত্যাগমনের সময় বরোদার প্রজাপুঞ্জ রমেশচন্দ্রকে "দরিদ্রের দোস্ত" বলিয়া সম্বোধন করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিল। এই সময় রমেশচন্দ্র বরোদা রাজের নিকট হইতে ছুটী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। পরে এই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরিয়া বরোদারাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদ—প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। কিন্তু তাঁহাকে বহুদিন এই কার্য্য করিতে হয় নাই; করাল কাল তাঁহাকে অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত করিল। আঞ্জিনা পেকটোরিস্ (Angina Pectoris) নামক ভীষণ বক্ষরোগে গত সোমবার রাত্রী ২ ঘটিকার সময় রমেশচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। একটী মূল্যবান জীবনের উপর শেষও অবশ্যম্ভাবী যবনিকা পতিত হইল। সব শেষ হইয়া গেল।

মৃত্যু সম্বন্ধে নিজ ভবিষ্যদ্বাণী।

রমেশচন্দ্র ১৯০৯ সালের ৭ই অক্টোবরের পত্রের এক অংশে লিখিয়াছিলেন:—Our fellow-workers are dropping one by one around us. W. C. Bonerjee is gone; Anandamohon is gone; Lalmohn ig gone; we too shall be passing away soon." অর্থাৎ 'একে একে আমাদের মধ্য হইতে আমাদের সহকর্ম্মীরা অপসৃত হইতেছেন। ডবলিউ, সি, বনার্জি গিয়াছেন; আনন্দমোহন গিয়াছেন; লালমোহন গিয়াছেন; আমরাও শীঘ্রই যাইব।" হায়! কে জানিত এত শীঘ্র এই কাল ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত হইবে!!

আমরা উপরে রমেশচন্দ্রের অপূর্ব্ব মূল্যবান্ জীবনের আভাস মাত্র দিলাম। রমেশচন্দ্রের জীবনে প্রধান শিক্ষার বিষয় দুইটী। প্রথম তাঁহার নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম এবং দ্বিতীয় তাঁহার জাতীয় সাহিত্যের প্রতি অসামান্য অনুরাগ। রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম কেবল মাত্র বক্তৃতাতে ও প্রবন্ধে নিবদ্ধ ছিল না। তিনি যাহাতে দেশের দুঃস্থ প্রজাবর্গের প্রকৃত উপকার হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের এই পরোপকাররূপ পবিত্র ব্রত আমাদের বিশেষ শিক্ষার বিষয়। মৃত রমেশচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ও সম্মান দেখাইতে হইলে আমাদের নিজ নিজ জীবনে এই মহাব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। বাস্তবিক যদি সংসারে মনুষ্যত্ব বলিয়া কিছু থাকে, তাহা হইলে এই পরোপকারব্রতই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ।—শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ।

তামাক-তত্ত্ব।

(Special for "Kajer-Loke.)

গ্রীষ্মপ্রধান এবং নাতি শীতোষ্ণ প্রদেশে তামাকের চাষ হইতে পারে। ভারতবর্ষও তামাক চাষের একটী উপযুক্ত স্থান, কিন্তু এদেশে তামাকের চাষে কৃষকেরা বিশেষ যত্ন করে না। কাজেই নিকৃষ্টশ্রেণীর তামাক জন্মিয়া থাকে, তাহা বিলাতে যাইয়া অতি কমদরে বিক্রয় হয়।

যে তামাকে পটাস কার্ব্বনেট বেশী থাকে, সেই তামাকের আদর বেশী, ভারতবর্ষের তামাকে পটাস কার্ব্বনেটের অংশ কম, কিন্তু ভারতের তামাক অপেক্ষা আমেরিকার তামাকে প্রায় ২০ হইতে ৪০ ভাগ এই পদার্থ বেশী থাকে, সেইজন্য ভারতের তামাকের সহিত আমেরিকার তামাকের তুলনা করিলে দেখা যায়, বিলাতে ভারতের তামাক ২৷৷০ মণ, কিন্তু আমেরিকান তামাক ১৫৲ টাকা হইতে ৩৪৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এ দেশের তামাকের পাতা মোটা হয়, সুতরাং বিলাতে চুরুট প্রস্তুত করিতে জড়াইবার সুবিধা হয়না, কিন্তু আমেরিকার তামাকের পাতা কোমল এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রের ন্যায়, সেইজন্য চুরুটের কার্য্যে ইহার আদর বেশী, তাই দরেও বেশী। ভারতবর্ষ তামাক চাষের উপযুক্ত স্থান, কিন্তু যথাপদ্ধতি চাষ হয় না, এদেশে খাইবার মত কেহ কোথাও অযত্নে চাষ করে মাত্র। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তামাক চাষ করিলে ইহা যে একটী বিশেষ অর্থকরী কৃষিকার্য্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। রঙ্গপুর, কুঁচবিহার, জলপাইগুড়ি, পূর্ণিয়া, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, নদীয়া এবং মানভুম প্রভৃতি স্থানে তামাকের চাষ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু অনভিজ্ঞতাবশতঃ অতি নিকৃষ্টরূপে ইহার চাস সম্পন্ন হয় বলিয়া এ সকল তামাক বিদেশে বেশী রপ্তানী হইতে পার না এবং যাহা হয়, তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, গোবরের সারে ভাল চুরুট প্রস্তুতের তামাক হয় না। যাহা হউক প্রত্যেক সভ্যদেশেই কোন না কোন প্রকার তামাকের বহুল প্রচলন আছে, সুতরাং তামাকটা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। ভারতবর্ষে তামাকের আকৃতি এবং প্রকৃতি অনুসারে ইহা বহুনামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

মিসর দেশে যে সকল তামাকের আবাদ হয়, তাহার মধ্যে কেইরো তামাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট, গুজরাট প্রদেশে একপ্রকার তামাক জন্মে, তাহাকে "গুজরাটী কেইরো" তামাক বলে। ইহা মিসরীয় কেইরো তামাকের প্রায় সমতুল্য।

সিরিয়া দেশের ল্যাটকিয়া এবং সিরাজ নামক স্থানের এবং আমেরিকার নিউরা, মেরিল্যাণ্ড প্রদেশের তামাক উৎকৃষ্ট। আমাদের দেশেরও নানাপ্রকার তামাক আছে। তাহাদের নাম বিশপাতি, শীরজটা, জটাভাঙ্গী, ছোট্‌না থুলী, পটুয়া, কপি, তামা, শকুনকালী, তেলেঙ্গা, হাড়কাট্‌, কৃষ্ণকলী মানমুঠী, হাতিকাণী, কমলবলী, প্রভৃতি ত্রিশ পয়ত্রিশ রকমের তামাক আছে।

তামাকের চাষ করিবার পদ্ধতি।

ইহার বীজে গাছ হয়, বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া চারা রোপণ করিয়া গাছ প্রস্তুত করিতে হয়। তামাক চাসের জন্য বেলে বা দোঁ আশ মাটীই প্রশস্ত। চৈত্রমাসে জমী নির্ব্বাচন করিয়া সেই জমিতে প্রায় ২০ আঙ্গুল গভীর এবং একহাত চওড়া গর্ত্ত করিয়া তাহাতে গোময়, গোগৃহ পরিষ্কৃত আবর্জ্জনা, এবং পাখীর ও ছাগলের বিষ্ঠাদ্বারা পূর্ণ করিয়া মাটী চাপা দিয়া রাখিতে হয়। শ্রাবণমাসের মধ্যে জমীকে উত্তমরূপে কোপাইয়া কর্ষণ করিলে ঐ সকল প্রোথিত সার সমস্ত জমীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তার পরেও ২।১টা চাস দিয়া মই দিয়া জমী পরিষ্কৃত করিয়া রাখিতে হইবে।

এদিকে স্বতন্ত্র কোন একখণ্ড জমীকে বীজতলা করিবার উপযুক্ত করিতে হইবে। জমীটিকে উত্তমরূপে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া ঘাস ও ইট, খাপ্‌রা, কাকর বাছিয়া উপর্য্যুপরি ২।৩টী চাষ দিয়া উহাতে পুরাতন সর্ষপ খইলের গুঁড়া দিয়া উত্তমরূপে সারবান করিতে হইবে। তাহার পর শাকের বীজ ছড়াইবার মত বীজ ছড়াইতে হইবে। চারা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত পিপীলিকার উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ইহাদিগকে রক্ষার একমাত্র উপায়—ঐ জমীতে হুকার জল ছিটাইয়া দেওয়া। বীজ হইতে চারা বাহির হইলে প্রায় ২০।২৫ দিনের মধ্যে চারা তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত পাট করা জমীতে বসাইতে হয়। ক্ষেত্রে চারা বসাইবার সময় দড়ি ধরিয়া সারি করিতে হয়, এবং প্রত্যেক সারিকে অন্ততঃ দেড়হাত ব্যবধানে রাখা উচিত। এদিকে চারাগুলি পরস্পর হইতে প্রায় ১ হাত অন্তর বসান কর্ত্তব্য। ইহাতে গাছ তেজ করিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তারের স্থান পায়।

ক্রমশঃ—

অম্বরী বা সুবাসিত তামাক প্রস্তুত-প্রণালী।

(Specially written by an expert for Kajer Loke.)

(১)

পাশ্চাত্য সভ্যজাতির ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির আরও একটি বিশেষ কারণ, ইহারা যাহা আবিষ্কার করে, তাহা প্রকাশ করে, তাহা পুঁথিগত করিয়া রাখে, পরবর্ত্তী বংশাবলী এমন কি সমগ্র জগৎ তাহা দ্বারা

উপকৃত হয়। এদেশের বহু শিল্প, বহু তন্ত্র মন্ত্র যাহা জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া বিখ্যাত, সে সমস্তই একে একে লোপ পাইয়াছে। সংকীর্ণতাই এই অধঃপতনের মূল, দেশকে উন্নত করিতে হইলে এই সংকীর্ণতা দূর করিতে হইবে। তামাক সুবাসিত করিবার অনেক প্রকার কৌশল আছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রুচি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তামাকের সৃষ্টি হয়। "কাজের লোকের শুভানুধ্যায়ী" জনৈক গ্রাহক শ্রীযুক্ত সন্তোষ নাথ শেট্ মহাশয় লক্ষীসরাই হইতে আমাদিগকে তামাক-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশের অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা কাজের লোক পত্রে প্রকাশের জন্য নিতান্ত নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য-সমূহের প্রস্তুত-প্রণালী ও রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা এবং অর্থব্যয়ও করি, কোন উদ্যোগী যুবককে "কাজের লোক" পাঠ করিতে দেখিলে কিম্বা ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে দেখিলে আমাদের যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয় এবং মনে হয়, যেন আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় আজ সার্থক হইল।

তামাকতত্ত্বের অনুসন্ধানে আমরা বহুদিন হইতে নিযুক্ত আছি। বিষয়টা আমরা ভুলি নাই, তবে এদেশে তথ্যানুসন্ধান করা বড় কঠিন কাজ, কারণটা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক, নিতান্ত বিফলচেষ্ট হই নাই। বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যে তামাক প্রচলিত, তাহার প্রস্তুতপ্রণালী আমরা আজ কাজের লোকে প্রকাশ করিলাম। সুবাসিত তামাক প্রায় সকল প্রদেশেই এই প্রক্রিয়াতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেবল খাম্বিরার গুণের তারতম্যানুসারে গন্ধের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অম্বরী তামাকের কারবার লাভজনক, তামাক ভারতের প্রতি সংসারেই আবশ্যক, ইহা আমাদের দেশের অভ্যর্থনার প্রধান উপকরণ, সুতরাং ভাল তামাকের আদর শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিয়া অবিলম্বে বড় লোক হওয়া যায়, অনেকে প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তও অপ্রচুর নয়। তামাকতত্ত্ব সম্বন্ধে জনৈক অভিজ্ঞ (expert) ব্যক্তি "কাজের লোকের" জন্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। ইনি নিজে বহুদিন এই কারবার করিয়াছিলেন এবং কলিকাতাতেও তাঁহার তামাক বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তিনি বিষয়ান্তরে মনোযোগী হইয়াছেন, সেইজন্যই অকপটে তিনি সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগকে এই সাহায্যের জন্য আমরা লেখকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সহযোগীগণের নিকট প্রার্থনা।

তাঁহারা যেন এই প্রবন্ধটী উদ্ধৃত না করেন, কারণ ভবিষ্যতে তিনি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশের ইচ্ছা রাখেন, সুতরাং উদ্ধৃত করিলে তাঁহার স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা। আমিও এইরূপ অঙ্গীকার-পাশে বদ্ধ আছি।

কাঃ সঃ।

গাছ তামাক কুটিয়া তামাক প্রস্তুতের কথা।

বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে ফাঁড়ি বা গাছ তামাক কুটিয়া তামাক সুগন্ধ করা হয়। কিন্তু ইহার দোষ, ইহাতে সিটে ও ডাটার জন্য অনেক তামাক বাতিল পড়ে, এবং এই তামাক কিছু কড়া হয়। দ্বিতীয় দোষ, তামাক কোটাই করিতেও মজুরী বেশী পড়ে। মতিহার এবং হিংলী তামাক এইরূপ সুগন্ধি গুড়ুক তামাক প্রস্তুতের জন্য প্রশস্ত। উপস্থিত মতিহারী ও হিংলী তামাকের কথাই বলিব। এই মতিহার এবং হিংলী তামাক পূর্ণিয়া অঞ্চল হইতে আমদানী হইয়া থাকে, অভিজ্ঞ লোকদ্বারা এই তামাক ক্রয় করান উচিত, নচেৎ আজকাল অনেক প্রতারক দোকানদার পুমো, হাড়কাট প্রভৃতি তামাককে হিংলী ও মতিহার বলিয়াও বিক্রয় করিয়া থাকে। কারণ এই সকল তামাকের উপরোক্ত তামাকের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ফলতঃ গুণেরও অনেক তারতম্য আছে। মতিহার তামাক একটু কড়া এবং হিংলী একটু নরম তামাক। অম্বরী তামাক প্রস্তুত করিতে যে তামাক বেশী কড়া, তাহাই ব্যবহার্য্য, কারণ নরম তামাকে অম্বরী বা গুড়ীক তামাক করিলে গুড় এবং মসলা সংযোগে তামাক আরও নরম বা ভ্যাপসা হইয়া পড়ে। মিঠেকড়া তামাকই তাম্রকুটসেবীর আদরের সামগ্রী, ইহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। সেই কারণ ফাঁড়ী বা গাছ তামাক দ্বারা প্রস্তুত তামাকের কড়াগুণ শেষ পর্য্যন্ত থাকে বলিয়া, অনেকস্থলে এই গাছ তামাকই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিংলী এবং মতিহারি সংমিশ্রণেও উত্তম তামাক হয়। হিংলী ২ ভাগ এবং মতিহারী ১ ভাগ, এইরূপ মিশ্রণেই ভাল তামাক হয়। অম্বর নামক একটা মসলা দেওয়া হয় বলিয়াই অম্বরী তামাক নাম হইয়াছে।

তামাক কুটিবার নিয়ম।

তামাকগুলিকে খুব সূক্ষ্ম করিয়া ঢেঁকিতে কুটিতে হয়, যখন বেশ চূর্ণ হয়, তখন সরু চালুনী দ্বারা চালিলে সরু বা মিহি তামাক হয়, এবং মোটা চালুনী দ্বারা সরু তামাক চালিয়া লওয়ার পর যে পরিত্যক্ত অংশগুলি পড়িয়া থাকে, তাহাই চালিয়া মোটা তামাক হইয়া থাকে।

তামাক দুই প্রকার, সরু ও মোটা এই উপায়ে চালিয়া দুই প্রকার তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গুড় প্রস্তুতের কথা।

ওদিকে তামাক কুটিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল, এদিকে তামাকের গুড় প্রস্তুত করিতে হইবে।

খাঁটি গুড় অর্থাৎ ইক্ষুজাত চিটে গুড়ই

শুষ্ক তামাকের উপযুক্ত। শান্তিপুরে খেজুরে চিটে দ্বারা তামাক প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ উৎকৃষ্ট তামাক হয় না এবং তামাক অতিশয় নরম হইয়া যায়। চিটে বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক, খাঁটী চিটে গুড় গাঢ় এবং রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ। জল মিশ্রিত চিটের আঁট থাকে না, তাহা দ্বারা ভাল তামাক হইতেই পারে না।

গুড় পাক করিয়া লইবার কথা।

গুড় প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কোটা তামাকে আস্ত চিটে গুড় মাখাইয়াই তামাক হয় না। ইহার প্রক্রিয়া আছে। বিষ্ণুপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস প্রভৃতি স্থানের তামাক যে ভাল হয়, তাহার কারণ, তাহারা জিনিস প্রস্তুত করিতে প্রকৃতই যত্ন করিয়া থাকে।

পাক।

গুড়ের উপরে উত্তাপ উঠিবে, অথচ কেবল মাত্র চোঁ চোঁ শব্দ হইবে, কিন্তু কদাচ গুড় ফুটিবে না। ইহাই গুড়ের পাক, এইরূপ অবস্থায় গুড়কে চুলা হইতে নামাইয়া ইহাতে নিম্নলিখিত মসলাগুলি দিতে হইবে। সতর্কতার সহিত গুড়ের উপরোক্ত পাকের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্যথায় তামাক খারাপ হইবে। এই গুড়ের মসলা—তাম্বুল, সোঁদালের আটা এবং শিলারস। অনেকে গুড়ের সহিত তামাক মিশাইয়া পরে এইগুলি দিয়া তামাক মাখ্রি করেন। আমি বহু উপায়ে উহা মিশাইয়া দেখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে আমার কথিত নিয়মই উৎকৃষ্ট, এবং প্রত্যেক ভাল তামাক ওয়ালাই এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

তাম্বুল :—ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র গোল গোল কৃষ্ণবর্ণের ফল, বেণের দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। তাম্বুলকে অর্দ্ধ থেঁতো করিয়া ইহাতে সামান্য জলের ছিটা দিয়া আর্দ্র করিয়া পূর্ব্বকথিত গুড় ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে দিতে হইবে, এবং ঐ পাক করা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। তাম্বুলের পরিমাণ মণকরা /২॥ আড়াই সের।

সোঁদালের আটা—সোঁদালকে অনেকে "বানরলাঠী" বলে; ইহা অনেক কবিরাজী ঔষধেও ব্যবহার হয়, ইহা লাঠির মত মোটা এবং ১ হাত দুই হাত লম্বা হয়, ইহাকে ভাজিয়া আটা বাহির করা বড় কঠিন কাজ। সেই জন্য—

/৫ আন্দাজ চিটে গুড় লইয়া তাহাতে ॥৶০ ছটাক আন্দাজ আটা হইতে পারে, এমন পরিমাণ বা তাহাপেক্ষাও কিছু বেশী সোঁদালের ছাল ফেলিয়া ভিতরের শাঁসটুকু ঐ /৫ সের আন্দাজ গুড়ে দিয়া ফুটাইতে থাকিবে, অগ্নির উত্তাপে সোঁদালের আটা ঐ গুড়ের সহিত গুলিয়া মিশিয়া যাইলে একটা লুচিভাজা ঝাঁজরী দ্বারা আবর্জ্জনা গুলি ঐ গুড় হইতে ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহার পর গুড়টাকে নামাইয়া ঈষৎ ঠাণ্ডা করিয়া পূর্ব্বকথিত পাক করা গুড়ের সহিত মিশান হয়। সোঁদাল আটার পরিমাণ মণকরা ॥৶০ গুড়ের সহিত মিশ্রিত সোঁদাল আটার পরিমাণ ঠিককরা কঠিন, তবে এমন পরিমাণ সোঁদাল আটা ঐ /৫ সের গুড়ে ঘনীভূত হইয়া থাকা উচিত, যেন তাহা মণকরা আড়াই পোয়ার কম না হয়। আজ আর স্থানাভাব, আগামী বারে বাকী কথাগুলি বলিব।

শ্রীফকিরচন্দ্র সেন।

অতি অবশ্য পাঠ্য।

Specially written for "Kajer Loke.

(Dr. P. N. Nandi.)

জাতকর্ম্ম।

——(-:-০-:-)——

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর, প্রত্যেক গৃহস্থের কুলাচার অনুসারে অর্থাৎ কেহ সামবেদীয়, কেহ যজুর্ব্বেদীয়, কেহ ঋগ্বেদীয় সংস্কার অনুসারে জাতকর্ম্ম করিয়া থাকেন। অনেক পুরাতন পরিবারে এখন পর্য্যন্ত এই প্রথার প্রচলন আছে। জাতকর্ম্ম সংস্কারের আধ্যাত্মিক অংশ এ প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয় নহে, তবে আয়ুর্ব্বেদীয় অংশগুলি সমালোচনা করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, ইহা পুরাকালের এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মত।

প্রথম কার্য্য।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে প্রথম কার্য্য "নাড়িবন্ধন"। বৈদিক সময়ে সন্তানের নাভি হইতে চারি অঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া, নাভিবন্ধন করিবার রীতি ছিল। এক্ষণে প্রায় এক অঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া বন্ধন করা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কার্য্য।

"দ্বিতীয় কার্য্য নাড়ীকর্ত্তন"। যাঁহারা আধুনিক (Anti-Septic Surgery সেপ্টিক নামক আণুবিক জীবাণুনাশকারী যে অস্ত্র-চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে,) তাহা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে অন্যভাবে ইহার কার্য্যকরী অংশগুলি অবগত ছিলেন, তাই তাঁহারা চিকিৎসকগণের অস্ত্র বা গৃহস্থের অস্ত্র বিষদূষিত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য বাঁশের চোঁচ বা ছিলে দিয়া নাড়ী ছেদন করিবার ব্যবহার আমাদের মধ্যে আজিও প্রচলিত হইয়াছে। *

তৃতীয় কার্য্য

তৃতীয় কার্য্য "সন্তান এবং প্রসূতিকে ঈষৎ উষ্ণজল দিয়া স্নান করান" ইহা বৈদিক প্রথা। পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়গণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্নান করাইয়া

* ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, পুরাকালে অস্ত্রাদি গঠনের নৈপুণ্য অভাবে তাঁহারা তালপত্র অথবা বাঁশের চোঁচ দিয়া নাড়ী কর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; বস্তুতঃ তাহা নহে; 'সূতিকাগৃহ' প্রস্তাব পাঠ করিলে এ ভ্রম দূর হইবে।

থাকেন। এদেশস্থ চিকিৎসকগণের মধ্যে সকলেই সদ্যোজাত শিশুকে স্নান করিতে ব্যবস্থা দেন বটে, কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের স্বাস্থ্যতত্ত্ব যাঁহারা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা প্রসূতিকে স্নান করাইতে ভয় পান।

চতুর্থ কার্য্য।

কাংসপাত্রে ঘৃত ও মধু আনয়ন করিয়া, উহা সুবর্ণ শলাকায় মাখাইয়া শিশুর জিহ্বায় ওঁ এই শব্দ লিখিয়া, পরে তাহাকে ঘৃত ও মধু লেহন করাইতে হয়, ইহা বৈদিক প্রথা। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বাবুদের প্রভাব যে সমস্ত পরিবারে আজ পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই, সেই সমস্ত পরিবারে আজকালও সদ্যোজাত শিশুকে মধু লেহন করাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। এক্ষণে ইহার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য বুঝুন।

শিশুর জন্ম হইতে কয়েকমাস পর্য্যন্ত তাহাদের শারীরিক স্বাভাবিক উত্তাপ অনেক হ্রাস থাকে। স্বাভাবিক তাপশূন্যতা যে শিশুদিগের রোগ-প্রবণতার কারণ, তাহা চিকিৎসকগণ জ্ঞাত আছেন। বঙ্গদেশে গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর হিসাবে দেখা যায় যে, আজকাল, এদেশে শতকরা ২০।২১টী শিশুর শৈশব অবস্থায় মৃত্যু হয়।

আধুনিক শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুকালব্যাপী পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন যে, শিশুদিগের ক্লোম (Pancreas) নামক যন্ত্রে ল্যাকটেসি (Lactesy) নামক এক প্রকার বীর্য্য থাকে, ইহার প্রভাবে দুগ্ধের দুগ্ধ-শর্করা নামক শারীরিক তাপ-উৎপাদক পদার্থ বিপাক বা পরিপাক হইয়া মধু-শর্করারূপে রক্তপ্রবাহে পরিচালিত হইয়া শিশুর শারীরিক তাপ পূরণ করে; কিন্তু শিশু-বয়স অতীত হইলে উপরোক্ত ল্যাকটেসি (Lactesy) নামক বীর্য্য ক্লোমে আর বর্ত্তমান থাকে না, তখন বৃহৎ অন্ত্রে দুগ্ধ-শর্করা এবং ইক্ষু-শর্করাদি পরিপাক হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, বৃহৎ অন্ত্রে দুগ্ধ-শর্করা পরিপাক হইয়া রক্তপ্রবাহে গমন করিয়া শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে অত্যন্ত অধিক সময় লাগে, আর Pancreas নামক যন্ত্রে শর্করা পরিপাক হইয়া শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে অতি অল্প সময় লাগে। ইহাতে বুঝিতে হইবে, শ্রীভগবান্ শিশুর শারীরিক তাপ পূরণ এবং সংরক্ষণ করিবার জন্য কি প্রকার অপূর্ব্ব বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আবার শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাহার আহার পরিপাক করিবার শক্তি হয় না; কেননা, তাহার উদরে (Meconium) মিকোনিয়াম নামক এক প্রকার মল সঞ্চিত থাকে, তাহা বহির্গত করিবার জন্য পূর্ব্বে ডাক্তারবাবুরা রেড়ির তৈল (Castor Oil) সেবন করাইয়া বিরেচন করাইতেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বুঝিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ তাহা পূর্ব্বে বুঝিয়া সদ্যপ্রসূতা মাতৃস্তনে Calstram নামক গাঢ় দুগ্ধ প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন, এই দুগ্ধ বালককে সেবন করিতে দিলে বিরেচক হইয়া উক্ত মল বহিষ্কৃত হইয়া যায়, শিশু তখন দুগ্ধপান করিবার উপযুক্ত হয়। কিন্তু প্রসূতির শারীরিক অবস্থানুসারে সর্ব্বসময় এই প্রকার স্তনদুগ্ধ পাওয়া যায় না। এই সময় সদ্যোজাত শিশুকে রেড়ির তৈল সেবন করাইয়া বিরেচন করাইতে হয়। এক্ষণে সদ্যোজাত শিশুকে, আর্য্যঋষিগণের অনুমোদিত মধু সেবন করাইবার পাণ্ডিত্য বিচার করিয়া বুঝুন। আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞান বিশেষভাবে বুঝিয়াছেন যে, Pure honey is fully digested sugar (Dextose) it is absorbed straight into blood without any change. ইহার তাৎপর্য এই যে, বিশুদ্ধ মধু উদরস্থ হইলে পরিপাক ক্রিয়ার প্রতীক্ষা না করিয়া রক্তপ্রবাহে পরিচালিত হইয়া শারীরিক তাপ সংরক্ষণ করে। তাই আর্য্য-ঋষিগণ কুলাচারগত সংস্কাররূপে প্রত্যেক সদ্যোজাত শিশুকে মধু লেহন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে মুখের এবং জিহ্বার জড়তা দূর হয়, এবং Meconium নামক সদ্যোজাত শিশুর মল বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই, তাহার শারীরিক তাপরক্ষা করে। সদ্যোজাত শিশুকে মধুর সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবার প্রথা যদিও আমাদের মধ্য হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি যখন আর্য্যঋষিগণ ইহার ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তখন ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই বিশেষ উপকার সাধন হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ।)

(নীহার ১৫ই জুন ১৯০৯)

কাজের লোক—এখন কাজের সময় উপস্থিত। দেশে কাজের লোকেরই দরকার হইয়াছে। কাজের লোক হইতে গেলে, "কাজের লোকের" পরামর্শ গ্রহণ করা খুবই আবশ্যকীয়।

যাঁহারা নিকর্ম্মা, যাঁহারা বেকার, যাঁহারা দশ পনর টাকার কেরাণী গিরির জন্য লালায়িত, আমরা তাঁহাদিগকে "কাজের লোকের" পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। বৎসরের আড়াইটী টাকা মাত্র ব্যয় করিলে প্রতি মাসে যথা নিয়মে একটী করিয়া কাজের লোক নানাবিধ নূতন নূতন কাজের কথা লইয়া আপনার দ্বারস্থ হইবে। তখন আপনি একটু চেষ্টা করিলে ঘরে বসিয়া মাসে বিশ পঁচিশ টাকা অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। এ সুযোগ কাহারও ছাড়া উচিত নহে। কাজের লোকের ঠিকানা, ১ নং অভয় হালদার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। আমরা কাজের লোকের ৩য় বর্ষের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা পাইয়াছি, কাজের কথায় পরিপূর্ণ।

ART OF ADVERTISING.

"Make The Goods Talk."

"জিনিসকে কথা কহাও।"

জন ওয়ানা মেকার, আমেরিকার একজন জগৎ বিখ্যাত ব্যবসাদার, তিনি বলিয়াছিলেন, "make goods talk" অর্থাৎ "তোমার জিনিসকে কথা কহিতে দাও—জিনিসের বিজ্ঞাপনে তুমি বেশী কথা জিনিস সম্বন্ধে বলিতে পাইবে না, বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছিলেন, পাঠক একবার দেখুন। "Advertising is making the goods talk. It is putting a truthful animated tongue into inanimated merchandise." অর্থাৎ বিজ্ঞাপন আর কিছুই নয়, ইহা জিনিসকে কথা কহায়, নির্জ্জীব বিক্রয়োপযোগী জিনিসে বিজ্ঞাপনরূপ সত্যবাদী সজীব জীহ্বা জুড়িয়া দেওয়া মাত্র। জিনিসের স্বরূপ এই বিজ্ঞাপনরূপ জিহ্বা দ্বারা প্রকাশিত হইবে মাত্র। যদি আমি কোন নির্গুণ মূর্খের অশেষ গুণ বর্ণনা করি, আর শ্রোতাগণের সম্মুখে যদি সেই মূর্খ নির্গুণ ব্যক্তি সশরীরে উপস্থিত হইয়া স্বরূপ প্রকাশ করে, তখন শ্রোতাগণ আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন? তখন আমাকে সকলে ঘৃণা করেন, আমাকে মিথ্যাবাদী বলেন, আমাকে বা আমার কথা আর কেহ বিশ্বাস করেন না। তখন সংসারে আমার সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে।

সেইরূপ কোন জিনিসের গুণ যদি অতিরঞ্জিত করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, আর লোকে যখন দেখে যে, জিনিস সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে যাহা দেখিয়া ছিলাম, ইহা সেরূপ নহে, তখন স্বতঃই বিজ্ঞাপিত জিনিসে এবং বিজ্ঞাপন দাতার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা হইয়া উঠে, ইহাত আদৌ অসঙ্গত নহে। সেই জন্য জন ওয়ানামেকার উপদেশ দিতেছেন—"Merchandise itself can not lie" অর্থাৎ জিনিস ত মিথ্যা কথা বলিবে না, অতিরঞ্জিত বিজ্ঞাপন লোক চক্ষুর সম্মুখে আসিলেই সে অতি কাতরকণ্ঠে বীরের মত বলিবে, বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিত, আমি তাহা নই, আমার এই এই গুণ। ক্রেতা জিনিস দেখিয়াই হউক বা ব্যবহার করিয়া ২ দিন পরেই হউক, জিনিসের গুণ বুঝিবে। সেই জন্য তিনি বলিতেছেন—When exaggarated or false statements are made about goods, it is a human tongue that talks, or human hand that writes. It is not the merchandise that speaks, therefore it is not advertising" অর্থাৎ যখন কোন জিনিসের গঠন, গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হয় বা লেখা হয়, তখন তাহা মানব জীহ্বায় বলে, বা মানব হস্তে লিখে, কিন্তু সে কথা বিজ্ঞাপিত জিনিসের কথা নয়—জিনিসের গুণ বিজ্ঞাপনরূপ জিহ্বা দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা অতি সত্য—যে বিজ্ঞাপন সত্য নহে, তাহা বিজ্ঞাপনই নহে। ভারতের ব্যবসায়ী এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াই সাধারণের বিশ্বাস হারাইয়াছে—লোকে বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে না, এদেশের বিজ্ঞাপন অসত্য পরিপূর্ণ, লোকে বারম্বার প্রতারিত হইয়া সৎ অসৎ বিচার না করিয়া বিজ্ঞাপিত দ্রব্য মাত্রই সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে, এই কারণেই যত টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় পড়ে, প্রায়ই এদেশে তত টাকা ওঠে না। ক্রমে বিজ্ঞাপনদাতা হতাশ হয়—বিজ্ঞাপন বন্ধ করে এবং অচিরে অস্তিত্ব হারাইয়া কালগর্ভে জলবুদ্বুদের ন্যায়—মিশাইয়া যায়। ইহা সংবাদ পত্রের দোষও নয়, জিনিসেরও দোষ নয়, ইহা বিজ্ঞাপনদাতার অবিমৃষ্যকারিতার বিষময় ফল। এই অবিশ্বাস লোকের মনে এত দৃঢ় হইয়া যাইতেছে যে, ক্রমে বিজ্ঞাপন এবং ব্যবসায় এদেশে অচল হইয়া যাইবে এমন ভবিষ্যদ্বাণীও অসঙ্গত নহে।

ব্যবসায় মাত্রই বিজ্ঞাপন সাপেক্ষ, সমস্ত কার্য্যই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে কোন রকমে লোক চক্ষু বা কর্ণের গোচর হয়। ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন না দিলে চলিবে না। সেই বিজ্ঞাপনে সত্য কথা বলিতে শিক্ষার আবশ্যক হইয়াছে অসত্য বিজ্ঞাপনে যে শুদ্ধ নিজের ব্যবসায়কে অবিশ্বাস-কালিমায় কলঙ্কিত করা হয়, তাহা নহে, ইহাতে সমগ্র জাতির—সমগ্র জাতীয় ব্যবসায়ের এবং সমগ্র দেশের মুখে অবিশ্বাস কালিমা প্রদান করা হয়। এদেশের লোকে ইহা কবে বুঝিবে?

S. P.

সমালোচনা।

প্রসূতি ও শিশু চিকিৎসা—"চিকিৎসা-প্রকাশ" সম্পাদক ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ হালদার প্রণীত এবং আড়্ড়ুলবাড়িয়া মেডিক্যাল ষ্টোর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮০ আনা, সুন্দর কাপড়ে বাঁধান এবং স্বর্ণাক্ষরে পুস্তকের নাম ইত্যাদি মুদ্রিত। প্রসূতি এবং শিশু চিকিৎসা পুস্তক খানিতে গর্ভকালীন, প্রসবান্তিক এবং শৈশবীয় পীড়ার বিস্তৃত বিবরণ এবং চিকিৎসা প্রদত্ত হইয়াছে, আধুনিক অনেক নূতন ঔষধদ্বারা চিকিৎসা প্রণালীও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা সরল এবং সহজ বোধ্য হওয়ায় জন্য সমস্ত ডাক্তার কেন, গৃহস্থলোকেরও ইহা একখানি অপরিহার্য্য পুস্তক, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। পুস্তক খানি আলোপ্যাথিক মতের চিকিৎসাগ্রন্থ হইলেও আমাদের দেশীয় অনেকগুলি সহজলভ্য মুষ্টিযোগ সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তক খানির প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা পল্লীগ্রামের ডাক্তার মহাশয়গণকে এবং শিক্ষিত গৃহস্থ মাত্রকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি।

ফলের ব্যবসায় এবং ফল ও সবজী সংরক্ষণ।

——(:—o—:)——

ফল শস্য সুশোভিনী ভারতের ফল জগতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সুমিষ্ট, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? ভারতের ফল ও সব্জী বিজ্ঞানবিধিমতে সংরক্ষিত হইয়া দেশ দেশান্তরে চালান দিলে এদেশের প্রচুর অর্থ স্বাচ্ছল্য হয়, একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। অতি পরিতাপের কথা, এদেশের লোকের সেদিকেও যত্ন নাই। ফলের ব্যবসার দ্বারা যে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে, আমেরিকার "ক্যানড্ ফ্রুটস্" অর্থাৎ টীনের মধ্যে মধ্যে রক্ষিত ফল তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইহা জগতের সমগ্র দেশ মহাদেশে চালান হইয়া আমেরিকার প্রচুর আয় বৃদ্ধি করে। আমাদের "গবর্ণমেন্ট এগ্রিকলচার ডিপার্টমেন্টে" এই সকলের গবেষণা এবং পরীক্ষা চলিতেছে। আজ আমরা গবর্ণমেন্ট প্রকাশিত ফল ও সব্জী সংরক্ষণের উপায় শীর্ষক একটী প্রবন্ধ উপহার দিলাম।

ফল ও সব্জী সংরক্ষণ।

ফুলকপি, মটর প্রভৃতি সবজী এবং আনারস, আম প্রভৃতি ফল বেশী দিন রাখা যায় না; কিন্তু এরূপ ফল বা সবজী টিনের ভিতর রাখিয়া ও টিন্ হইতে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া, উত্তাপের সাহায্যে টিনের অভ্যন্তরস্থ উদ্ভিদাণুসকল নষ্ট করিয়া দিতে পারিলে, ফল বা সবজী নষ্ট হয় না। এই প্রক্রিয়াকে "টিন্ করা" বলে। আমেরিকা ও ইউরোপে এই প্রথা অনুসারে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানাবিধ ফল ও সব্জী রক্ষিত হয় ও উহা দেশ বিদেশে রপ্তানী হয়। আমাদের দেশে অনেক রকম ফল বৎসরের কোন কোন সময়ে প্রচুর পরিমাণে ও সস্তাদরে পাওয়া যায়, কিন্তু অপর সময়ে একবারে দুষ্প্রাপ্য হয়। "টিন্ করিয়া" রাখিতে পারিলে বারমাস উহা পাওয়া যাইতে পারে। ফলের মধ্যে আম ও আনারস ও সব্জীর মধ্যে ফুলকপি, বিলাতী বেগুণ, মটর এই কয়েকটী জিনিস টিন্জাত করিয়া রাখিতে পারিলে লাভ হইতে পারে। গতবৎসর কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষীয়েরা শিলংএ আনারস টিন্ করিয়াছিলেন; কয়েক মাস পরে খুলিয়া দেখা যায়, উহা অতি সুন্দর অবস্থায় ছিল। আনারস টিন্ করিতে হইলে উহার ছাল ও বুকো ফেলিয়া দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হয়, পরে উহা টিনের ভিতর রাখিয়া, পাতলা চিনির রস দিয়া টিন্ ভরিয়া দিতে হয়। পরে টিনের মুখ রাং ঝাল দিয়া বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ গরম জলে বসাইয়া রাখিতে হয়। টিনের মুখে অতি ক্ষুদ্র একটী ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্র দিয়া টিনে যে কিছু বায়ু থাকে, উহা বাহির হইয়া যায়; পরে একটু রাং দিয়া ছিদ্রটী বন্ধ করিয়া দিয়া, টিন্টী গরম জলে কয়েক মিনিট ফুটাইলে আনারসের ভিতর ও চিনির রসে যে সকল উদ্ভিদাণু থাকে, সমস্তই মরিয়া যায়। উদ্ভিদাণু ও বায়ুর অবর্ত্তমানে কোন জিনিস পচে না। উপরোক্ত পরীক্ষায় ১২ ছটাক আনারস ও দেড় ছটাকের কিছু কম চিনি লাগিয়াছিল; উহাদের দাম, মজুরি, রাং ও সমস্ত খরচ ধরিয়া প্রত্যেক টিনে সাড়ে চারি আনা মাত্র খরচ লাগিয়াছিল। শিলংএ সমস্ত দ্রব্যই মহার্ঘ্য। অলচুপ, ছাতক প্রভৃতি স্থানে প্রচুর আনারস পাওয়া যায়, এবং উহার মূল্যও অতি কম। এই সকল স্থানে আনারস টিন্ করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা। মালদহ জিলার আম্র বিখ্যাত। সেখানে আম্র টিন্ করিলে উহা আদরে গৃহীত হইতে পারে।

বেকারের উপায়।

বিনা পুঁজির কারবার অনেক আছে, ধরুন, ঘটকালীর ব্যবসায়, জাতীয় কুল-কুলী নামা সংগ্রহ এবং তাহাতে দক্ষতা লাভ করিয়া শিক্ষিত পুঁজীশূন্য ভদ্র সন্তানগণ কি একাজ করিলে উপার্জ্জন করিতে পারে না? কলিকাতা সহরে ঘটকীরা ত কম উপার্জ্জন করে না। চিরকালই একাজ সততার সহিত করিলে চলে, সকল সমাজেই ঘটকের সম্মানও আছে, তবে সততাই একাজের উন্নতির উপায়। চালাকী করিতে গেলেই সমাজে অপদস্থ এবং শ্রীঘরেও যাইতে হয়। পূর্ব্বে বড় বড় পণ্ডিত লোক ঘটক ছিলেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের কুলচী নামা ও বংশের ইতিহাস রাখিতেন। এখন জুয়াচোর, বদ্লোক ঢুকিয়া ব্যবসায়টী মাটি করিয়া তুলিয়াছে। তাই সমাজ এখন ঘটকীর হাতে পড়িতে বাধ্য হইয়াছে।

পুরাতন ভাঙ্গা বাসনের পরিবর্ত্তে নূতন বাসন বদলের কাজ সামান্য পুঁজীতে চলে, দ্বিগুণ লইয়া একগুণ দিতে হয়। পাঁচটি টাকা হাতে করিয়া একাজে নামিতে পারা যায়, পুরাতন বাসন ক্রয়ের কাজে যথেষ্ট লাভও আছে।

শিশি বোতল ক্রয় করিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণ বহুবাজার প্রভৃতি স্থানে বেশ কারবার করে। এদেশের অভিমানী যুবক ইহাতে হাত দেন না কেন?

পুরাতন লোহার কাজ ওয়েলিংটনষ্ট্রীট এবং বহুবাজারে অনেক আছে, ইহারা পুরাতন লৌহ কেনা বেচা করে। পাড়াগায়ে, মফঃস্বলের কলে এই সকল বাতিল লৌহ খরিদ হইয়া কলিকাতায় আসে। এ কাজ খুব ভাল, কত শত লোক বড় ধনী হইয়া গিয়াছেন বেকারের যেমন মূলধন নাই, তেমনি সে সন্ধান করিয়া কলিকাতার বড় দোকানে সন্ধান দিয়া দালালী পাইতে পারে—ক্রমে লোহা ওয়ালা হইয়া পড়া অসম্ভব নয়। এ সকল লৌহের বড় বড় ধনী ক্রেতাগণ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে আছেন। আমাদিগকে লিখিলে তাহাদের সহিত ঠিক করিয়া দিতেও প্রস্তত।

তোমার কি সামান্যও পুঁজী নাই? বেকারের নানা প্রকার উপায় কাজের লোকে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার কোন একটা দ্বারা কিছু পুঁজী সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহার পর চার পয়সা, ৬ পয়সা মূল্যের নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে দেখাইয়া বিক্রয় করিবে, দেখিবে দোকান করা অপেক্ষা অতি সহজে টাকাটা ২।৪ দিনে ২।৩ গুণ বাড়িয়া যাইবে, তখন আস্তে আস্তে ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে বেশীক্ষণ লাগিবে না।

সকল কাজেই নিজের বুদ্ধিতে নূতন পন্থা অবলম্বন করিলে অতি সহজেই বড় হওয়া যায়, অনুকরণে দক্ষতার অভাবে অকৃতকার্য্য হইতে হয়, এটা অবশ্যই ভাবিবে।

বিনা মূলধনে ঘট্‌কালী, বাড়ী, জমী, মসলা, কাপড়, লোহার, ইটের দালালী প্রভৃতি অনেক কাজই করা যায়, পরিশ্রম, সততা এই দুইটী দ্বারা এই সকল কাজ চলে মাত্র। পুঁজী থাকিলেত কথাই নাই। ক্যানভাসিং শিক্ষা শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ত? দালালী শিক্ষাও সেইরূপ।

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, ফরিদপুর—আপনাকে পত্রোত্তরে জানাইতেছি, শালপাতা বড়বাজার রাজার চকের ২।১ জন মহাজন ক্রয় করেন, তাহারা নিরক্ষর, সুতরাং আপনার কোন আত্মীয় এখানে থাকিলে তাঁহাকে খরিদার যোগাড় করিতে বলুন। আপনার ওখানে শালপাতা এবং পলাস পাতার দর কত। নমুনা পাঠাইতে পারেন? আপনার কুশল ত?

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারভাঙ্গা। সোলার নমুনা আবশ্যক, চাঁদনী প্রভৃতি স্থানের টুপীওয়ালা ক্রয় করে। ৩॥০ হাত একটা দড়ীতে শুষ্ক শোলা বান্ধিলে যতগুলি ধরে সেইরূপ পরিমাণ সোলা টাকায় ২।৩ তাড়া এইরূপ দরে বিক্রয় হয়। নমুনা না দেখিলে বলা যায় না। আবশ্যক বুঝেন, আমাদের আফিসে নমুনা পাঠাইতে পারেন। আম্রের কলমের জন্য ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনে পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন।

কৌতককণা।

এক ডাক্তারের একটী উদরাময়ের রোগীনী ছিল, ডাক্তার কোন প্রকার ঔষধেই সুবিধা করিতে পারিলেন না। অবশেষে অনেক মাথা ঘামাইয়া একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া নিজের বেয়ারা দিয়া রোগিনীকে পাঠাইয়া দিলেন, আর তাহার নীচে লিখিয়া দিলেন যে "আপনি এই ঔষধটীতে যদি ভাল হয়েন, তবে লিখিয়া পাঠাইলে আমার বিশেষ উপকার করা হইবে—যেহেতুক আমিও আপনার মত উদরাময়ে ভুগিতেছি, বড় সুবিধা করিতে পারিতেছি না।"

রোগীনী তৎক্ষণাৎ লিখিয়া পাঠাইলেন, তবে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন না কেন? ডাক্তার প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন "কোন নূতন ঔষধ নিজের উপর পরীক্ষা করা নিরাপদ নহে।"

কথা এই

যে জাতি কৃষি শিল্পবিষয়ক কাগজের জন্য বার্ষিক ২॥০ দিয়া উৎসাহিত করিতে অমনোযোগী, সে জাতি কেমন করিয়া দেশের উন্নতির আশা করিতে পারে? আপনাকে "কাজের লোকের গ্রাহক হইতেই হইবে। ইহাই আমাদের প্রার্থনা—অনুরোধ এবং আবদার রক্ষা করিবেন না কি?

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ২॥০ টাকা মাত্র। Registered NO. C. 421.

THE BUSINESSMAN

Agriculture, Art, Medicine, Manufacture, &c.

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।	New Series, December. 1909.	নূতন সংস্করণ। ডিসেম্বর, ১৯০৯।	Vol. III. No. 12.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৹ । Registered No. C. [illegible]

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

তৃতীয় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। New Series, December. 1909. নূতন সংস্করণ। ডিসেম্বর, ১৯০৯। Vol. III. No. 12

নমো গণেশায়।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে "কাজের লোকে"র এই সংখ্যার সহিত তৃতীয় বৎসর উত্তীর্ণ হইল। প্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতাগণ গত বৎসরের যদি কিছু ত্রুটী হইয়া থাকে, স্ব স্ব সদাশয়তা গুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আমরা আশা করি, সকলেই অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও আমাদিগকে তাঁহাদের অনুগ্রহ দানে বঞ্চিত করিবেন না। আমরা সকলকেই সাদর, সম্ভাষণ এবং অভিবাদন জানাইয়া পুনরায় নবোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

আগামী বর্ষে বহু অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমূহের আলোচনা হইবে এইরূপই উদ্যোগ করা হইতেছে। "কাজের লোকের" নিজের প্রেস নাই, অপরের প্রেসে কাগজ ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে হয়। সেই জন্য সময় সময় ২।৪ দিন কাগজ পাইতে বিলম্ব হয়, এজন্য আমরা বড় ক্ষুব্ধ হই। আরও একটা বিবেচনার বিষয়, এ সকল ব্যবসায় এবং শিল্প তথ্যসংগ্রহ করাও সময় সাপেক্ষ। যাহা হউক, যথাসাধ্য নিয়মিত বাহির করিতে ত্রুটী করি নাই। এবারে যাহাতে আরও নিয়মিত বাহির হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালার কয়েকটী উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়।

—(-:-•-:-)—

এদেশে আগে প্রচুর পরিমাণ আমদানী ষ্টীল ট্রাঙ্ক বিক্রয় হইত, এক্ষণে দেশীয় ষ্টীল ট্রাঙ্ক এত প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে যে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেও আজকাল টীনের প্যাট্‌রাকে চিরবিদায় দিয়া অনায়াসে দেশীয় ষ্টীল ট্রাঙ্ক ব্যবহার করিতেছে। এই কাজটীর এত উন্নতি হইয়াছে যে, দেখিলে আনন্দ হয়। শুধু হাতে হেতেরে এত সুলভে এমন সুদৃঢ় দেশীয় ষ্টীল ট্রাঙ্ক প্রস্তুত হইতেছে যে, বিদেশী কলে প্রস্তুত ট্রাঙ্কগুলি প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। বিদেশী আমদানী ষ্টীল ট্রাঙ্ক পূর্ব্বে ।৴৹ ।৵৹ আনা ইঞ্চি বিক্রয় হইত, এক্ষণে দেশী ষ্টীল ট্রাঙ্ক ৶৹, ৶১০ পয়সা ইঞ্চি বিক্রয় হইতেছে অথচ তাহাপেক্ষা জিনিস ভালই হইতেছে।

বিলাতী জুতা অপেক্ষা দেশী জুতা আদরণীয় হইয়াছে এবং বিশেষ মজবুত হইয়াছে ইহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন।

আমার কাপড়, গেঞ্জি, মোজা বিদেশী ক্রয়ের আর আবশ্যক হইতেছে না। বেলিয়াঘাটা, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে মোজা, গেঞ্জি এত সুন্দর প্রস্তুত হইতেছে যে, বিদেশী আমদানী গেঞ্জি ও মোজা, আর পছন্দই হইবে না।

আমরা প্রথম বর্ষের "কাজের লোকে" তারের দ্রব্য প্রস্তুতের কথা লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে অনেকেরই এ দিকে নজর পড়িয়াছে। এবং তারের খাঁচা, ইন্দুর মারা কল, পাখীর খাঁচা, খাবার ঢাকিবার ঢাকনা, বাজার হইতে মাছ লইয়া যাইবার জন্য খালুই, ফুলের সাজী প্রভৃতি এমন সুন্দর এবং প্রচুর প্রস্তুত হইতেছে যে, দেখিলে সুখ হয়। আমাদের

সুদ দিতে হইবে, এবং এই সুদ দিতেই সম্ভবতঃ তাহার হাতে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবার কথা, তাহার সমস্তই চলিয়া যাইবে, সুতরাং মূলধন পরিশোধ করিবার কিছুই থাকিবে না। যদি ইহার পরিবর্ত্তে সে শতকরা মাসিক ৫১০ হারে টাকা কর্জ্জ পাইত, তাহা হইলে বৎসরে ৩৫০ মাত্র সুদ দিয়া মূলধন পরিশোধের জন্য তাহার হাতে ১১।০ থাকিত এবং অনধিক চারি বৎসরের মধ্যেই সে, এই ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইত। অনেক সময়ে আবার গ্রাম্য লোকেরা দোকানদারী, গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় ও গ্রাম্য শিল্প প্রভৃতি সামান্য সামান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহার অধিকাংশ কার্য্যই সাধারণতঃ অধিক সুদে টাকা ধার করিয়া চালাইতে হয়। সুতরাং লাভ যতদূর হওয়া উচিত, ততদূর হইয়া উঠে না, বরং কখন কখন ক্ষতিও হইয়া থাকে। অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ পাইলে এই সকল কারবারে অধিকতর লাভ হইবারই কথা, ক্ষতির সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে, এবং যে সকল ব্যক্তি এখন ক্ষতির ভয়ে ভীত, তাহারাও তখন কারবার করিতে সাহস করিতে পারে। এইরূপে অল্প সুদে টাকা ধার দিলে গ্রাম্য সভার দ্বারা নূতন নূতন ব্যবসা ও বাণিজ্যের সৃষ্টি ও গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইতে পারে।

গ্রাম্য মহাজনী সভার সভ্য হইলে যে কোন গৃহস্থ যখন ইচ্ছা সভার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে পারিবেন। অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে, ক্ষেতের শস্য উঠিবার আগেই উহা বাঁধা দিয়া রাইয়তকে বেপারীর নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে হয়। এইরূপ অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিলে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। মনে কর, একজন লোকে সর্ষপ (সরিষা) বুনিয়াছে, কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে তাহার নিত্য খরচের জন্য ৫০৲ টাকা কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন হইল। সময় বুঝিয়া সরিষা ব্যবসায়ী তাহাকে এই ৫০৲ টাকা ধার দিল, কিন্তু এমন একটী সর্ত্ত করিয়া লইল যে, গৃহস্থকে তাহার ক্ষেত্রোৎপন্ন সমস্ত সর্ষপ উক্ত ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিতে হইবে ও বাজার দর হইতে টাকা প্রতি /৫ সের সরিষা বেশী দিতে হইবে। মনে কর, ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে উক্ত গৃহস্থ ৩০ মণ সর্ষপ পাইল। এখন যদি বাজার দরে, অর্থাৎ মনে কর টাকা প্রতি ।৫ সের হিসাবে সে বিক্রয় করিতে পারিত, তাহা হইলে সমস্ত সরিষা বিক্রয়ে সে ৮০ টাকা পাইত, কিন্তু বেপারীর নিকট হইতে সে তৎপরিবর্ত্তে ৬০ টাকা মাত্র পাইল। এই ৬০ টাকা হইতে পূর্ব্বপ্রদত্ত ৫০৲ টাকা কাটিয়া বেপারী তাহাকে ১০টি টাকা দিল। কার্য্যতঃ অধিকাংশ স্থলে গৃহস্থ দশ টাকাও পায় না, কারণ শস্য মাপ করিবার সময় বেপারীরা সাধারণতঃ প্রচলিত মাপ অপেক্ষা কিছু বড় মাপ ব্যবহার করিয়া থাকে, গৃহস্থ অনেক সময়ে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, বুঝিতে পারিলেও প্রতীকার করিতে অসমর্থ। গ্রাম্য মহাজনী সভার মেম্বর হইলে, সেই গৃহস্থকে আর কোন বেপারীর নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিতে হয় না, সভাই তাহাকে এই ৫০৲ টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। চৈত্র মাসে সে তাহার সমস্ত সরিষা উচিত বাজার দরে বিক্রয় করিয়া ৮০৲ টাকা পাইতে পারে, এবং টাকা প্রতি অর্দ্ধ পয়সা হিসাবে পাঁচ মাসের সুদ ১৸৶৫ সহ আসল ৫০৲ টাকা দিয়া সমিতির ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। ঋণ পরিশোধ করিয়াও তাহার হাতে ২৮৻১৫ লাভ থাকে, পূর্ব্বের ন্যায় ১০ টাকা মাত্র নহে। অধিকন্তু সভা বেপারীর ন্যায় তাহাকে চৈত্র মাসেই সর্ষপ বিক্রয় করিতে বাধ্য করেন না, ইচ্ছা করিলে সে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করিয়া অপেক্ষাকৃত চড়া দরে বিক্রয় করতঃ অধিকতর লাভবান হইতে পারে। আগামীবারে সমাপ্য।

INVESTMENT.

ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট।

ইতিপূর্ব্বে "কাজের লোকে" স্পেকুলেশন কাহাকে বলে লিখিয়াছিলাম, বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। সেই সময় আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম যে, ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট কাহাকে বলে সময়ান্তরে তাহা বুঝাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট কাহাকে বলে? সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী অভিধান প্রণেতা ওয়েবেষ্টার সাহেব বলেন; Investment:—The laying out of money in the purchase of some species of property mostly of a permanent nature" অর্থাৎ কোন স্থায়ী বিষয় সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য টাকা ন্যস্ত করার নাম "ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট" সুতরাং বাঙ্গালা কথায় ইহাকে টাকা ন্যস্ত করা বা টাকা খাটান বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত—আপনি বিশ হাজার টাকার মালিক, ২০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিলেন, টাকার সুদ বাহির হইয়া টাকা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ইহা এক প্রকার ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট। আপনি ২০ হাজার টাকার বাড়ী খরিদ করিলেন, ভাড়া পাইবার আশাতেই আপনি এই প্রকার করিয়াছেন, সুতরাং এটাও একটা ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট। আপনি ছেলের শিক্ষার জন্য ছেলেকে জাপানে পাঠাইলেন, আশা, ছেলের রোজকার দ্বারা টাকা ও টাকার মুনফা উঠিবে, তাহাও এক প্রকার ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট। এইরূপ রেলওয়ের অংশ, ট্রামের অংশ, খরিদে টাকা দেওয়াও ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট। এই সকল বিবেচনা ও বিচার করিয়া এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে কোন নিরাপদ উপায়ে টাকাটা বসিয়া না থাকিয়া মুনফা সমেৎ বৃদ্ধি করাই ইন্‌ভেষ্ট করার উদ্দেশ্য। বিলাতের কেন, সমস্ত সুসভ্যদেশের লোকেই ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট দ্বারা

কয়েকটী গ্রাহকও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে ২।৪টী জিনিস উপহার দিয়াছেন, বেশ হইয়াছে।

দেশী জিনিষের প্রতি এখন লোকের ঝোঁক পড়িয়াছে, একটু মাথা ঘামাইয়া জিনিস প্রস্তুত করিলে যে এখন ক্রেতার অভাব হইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। যেমন এদেশে কল, কব্জা নাই, তেমনি এ দেশের লোক যদি অলস এবং বিলাসী না হয়, এবং নমুনা দেখিয়া প্রত্যেকে হাতে হেতেরে যদি কাজ করে, তাহা হইলে কলে প্রস্তুত জিনিসের সহিত যে প্রতিযোগীতায় দাঁড়াইতে না পারে, আমরা তাহা মনে করি না। তবে সকল জিনিসে নহে তাহাও স্বীকার করি।

নিম্নলিখিত জিনিসগুলি

এদেশে কেন প্রস্তুত হইতেছে না ?

১। টুয়াইন বল—সূতা এদেশে হইতেছে, কিন্তু টুয়াইন সূতা অনেক আফিসে দোকানে আজকাল নিত্য আবশ্যকীয় হইলেও এটা অন্য দেশের আমদানী দ্রব্য ব্যবহারের আবশ্যক হয় কেন? এই টুয়াইন বল এদেশে হওয়া উচিত নয় কি?

২। আলপিন কি এদেশে জন্মে না?

৩। অন্য দেশ হইতে কাষ্ঠের এবং পিতলের ও তারের পেপারক্লিপ, (কাগজ ধরিবার জন্য স্প্রিংওয়ালা হাত প্রভৃতি) আফিসে ব্যবহৃত হয়, এদেশে তাহা প্রস্তুতের কোন চেষ্টা কেহ করিয়াছেন কি?

৪। গঁদের শিশিও কি এদেশে হয় না? গঁদ প্রস্তুত প্রণালী "কাজের লোকে" প্রকাশিত হইয়াছিল, এদেশে গঁদের অভাব কি? ইহাও আমরা আমদানী ব্যবহার করিয়া থাকি।

এইরূপ ষ্টেশনারী বিভাগের অনেক দ্রব্য এদেশে প্রস্তুত হইতে পারে। আমরা আশা করি, অবিলম্বে কোন উদ্যোগী ব্যক্তির এই গুলিতে মনোযোগ আকর্ষিত হইতে দেখিব। এদেশে যতই ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতে থাকিবে, ততই আমাদের অবস্থারও উন্নতি হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

গ্রাম্য মহাজনী সভা কি ?

(১)

কি উপায়ে গ্রামের লোকে অল্প সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট একটি আইনপ্রচলিত করিয়াছেন। এই আইনের নাম ইংরাজী ১৯০৪ সনের ১০ আইন। এই আইনের সাহায্যে যে কোন গ্রামের (অন্ততঃ ১০ জন) লোকে একত্র হইয়া একটি মহাজনী-সভা স্থাপন করিতে পারিবে। যে যে ব্যক্তি সভায় যোগ দিবেন, তাঁহাদিগকে ঐ সভার সভ্য বা মেম্বর বলা যাইবে।

যদি কোন গৃহস্থ শুদ্ধ নিজের দায়ীত্বে টাকা কর্জ্জ করিতে চায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ তাহাকে অধিক সুদ দিতে হয়। অধিকাংশ স্থলে প্রতি মাসে টাকায় ৵১০, বেশী টাকা লইলে শতকরা ২৲ বা ৩৲; কখন কখন আরো বেশী সুদও দিতে হয়। কিন্তু যদি কতকগুলি লোক একত্র হইয়া পরস্পরের জন্য জামিন হইয়া টাকাকর্জ্জ করে, তাহা হইলে মহাজনের লোকসানের ভয় থাকে না ও তিনি অল্প সুদে টাকা ধার দিতে সম্মত হন। গ্রাম্য মহাজনী সভা এইরূপ কয়েকজন লোকে টাকা ধার করিবার জন্য মিলিত হওয়া বই আর কিছুই নহে। ধনী মহাজনগণ অল্প সুদে সন্তুষ্ট—এমন কি শতকরা মাসিক ॥০ সুদে পাইলেই যথেষ্ট মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা দশ পাঁচ টাকা ধার দিতে চাহেন না; বেশী সুদ দিতে চাহিলেও দরিদ্র লোকে তাঁহাদিগের নিকট ধার পায় না। বিশেষতঃ অপরিচিত হইলেত একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু যদি অনেকগুলি লোক একত্র হইয়া একটি সভা করে, তাহা হইলে ঐরূপ সভাকে টাকা ধার দিতে বড় বড় ধনী লোকেরাও ইতস্ততঃ করেন না। যখন এই সভার প্রতি লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে, তখন সামান্য অবস্থাপন্ন লোকেও ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিবে।

আশা করা যায় যে, কোন গ্রামে এইরূপ একটি মহাজনী সভা হইলে, ঐ সভা মহাজনের নিকট হইতে শতকরা মাসিক ॥০ হইতে ১৲ হার সুদে টাকা ধার পাইতে পারেন ও শতকরা মাসিক ॥০ সুদ দিলে সাধারণ লোকে ডাকঘরে টাকা না রাখিয়া সভার নিকট গচ্ছিত রাখিতে পারে। ডাকঘরে টাকা রাখিলে শতকরা ।০ মাত্র সুদ পাওয়া যায়। এইরূপ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভা পুনরায় ঐ টাকা আপন সভ্যদিগকে কর্জ্জ দিবেন ও তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু বেশী সুদ লইবেন। মনে কর, সভা শতকরা মাসিক শতকরা ৸০, সুদে ৫০০ টাকা ধার করিয়া ঐ টাকা পুনরায় ১৲ টাকা হিসাবে সভ্যদিগকে ধার দিলেন, তাহা হইলে বৎসরে ১৫৲ লাভ থাকিল। লাভ হইতে সভার যাহা কিছু খরচ, তাহা নির্ব্বাহ হইবে। কখন কখন কিছু টাকা হয়ত লোকসানও হইতে পারে; উহাও লাভের দ্বারা পূরণ হইবে।

অনেক দরিদ্র ব্যক্তিকে আজীবন ঋণের দায়ে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, কিছুতেই তাহারা ঋণ শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের আয়ের অধিকাংশই সুদ পরিশোধে চলিয়া যায়, মূলধন পরিশোধ করিবার জন্য তাহাদের হাতে অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। মনে কর, হাল গরু কিনিবার জন্য কোন ব্যক্তি মহাজনের নিকট হইতে ৫০৲ টাকা কর্জ্জ করিল। এই টাকার জন্য সম্ভবতঃ তাহাকে বার্ষিক ১৫৲ টাকা করিয়া

অর্থবৃদ্ধি করে। করিতে জানে না কেবল বাঙ্গালীজাতি, ইহাদের সাহস কম, বাৎসরিক শতকরা ৩৲, ৩॥ সুদেই সন্তুষ্ট—বিশেষ উচ্চাশা কি উদ্যম এজাতির নাই, কাজেই ইনভেষ্টমেণ্টের কাজ অনেকেই বুঝেন না, বুঝিবার কোন চেষ্টাও করেন না। "যা করে মোর সুদ আর ব্যাঙ্কো" এই আমাদের কথা।

কিন্তু অর্থনীতিবিশারদ কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "Investment is exact a science" অর্থাৎ ইনভেষ্টমেণ্টও একটী বিজ্ঞান বিশেষ, এই বিদ্যাও অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের ন্যায় শিক্ষাসাপেক্ষ।

ইনভেষ্টমেণ্ট করিবার পূর্ব্বে ভাবিতে হইবে, টাকা যাহাতে ন্যস্ত করিতে যাইতেছি, তাহা স্থায়ী এবং লাভজনক কিনা, ন্যস্ত টাকা মুনফা সমেৎ ঘরে ফিরিবে কিনা। এই বিচার করিতে যাইলে সে কার্য্যে টাকা দিতে যাওয়া যায়, সেই কার্য্যে কিছু অভিজ্ঞতা থাকাও আবশ্যক। নচেৎ হুজুকে মাতিয়া কোন কার্য্যে নাবা বুক্তি বিরুদ্ধ কাজ। যাহাতে টাকা ও মুনফা পাইবার সম্ভাবনা, তাহাতেই টাকা ন্যস্ত করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর এবং দাতা মহমতি কার্ণেজী (Mr Andrew carnegie, বলেন, "There is no doubt, that real estate is very best investment for small savings. It is bound to grow into money * * * to speculate in stocks is risky and even dangerous, but when you buy real estate, you are buying an inheritence" "অর্থাৎ অল্প সঞ্চিত অর্থ, সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে ন্যস্ত হওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইরূপে ন্যস্ত টাকা বৃদ্ধি হইতে বাধ্য। ষ্টক বা শেয়ার অর্থাৎ অংশ খরিদ দায়ীত্বপূর্ণ, বরং বিপজ্জনক, কিন্তু যখন তুমি কোন সম্পত্তি ক্রয় কর, তখন তাহাতে বংশ পরম্পরের জন্য স্বত্ব রাখ, তোমার অবর্ত্তমানে তোমার বংশধরগণ তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবার সুবিধা পায়।" এদেশে পূর্ব্বে যখন সরল প্রকৃতির লোকের অর্থ হইত, তখন তাঁহারা তাহাই করিতেন। প্রচুর সম্পত্তি ক্রয় করিতেন সেই উপস্বত্ব ভোগ করিয়াই আমরা আজ জীবন ধারণ করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে স্পেকুলেশন এবং শেয়ার প্রভৃতিতে অর্থ ন্যস্তের প্রবৃত্তির আমদানী। যে দেশের লোকে একাজ ভাল বুঝে, তাহারাই ইহার পথপ্রদর্শক, আমরা তাহাদের অনুকরণে না বুঝিয়া টাকা ন্যস্ত করি মাত্র। নিজেরা নিশ্চয়ই কিছু বুঝি না। সেইজন্য অনেক সময়ে এদেশের ধনকুবেরকেও পথের ভীকারি হইতে হয়, এমন দৃষ্টান্তও কম নহে। সেজন্য ইনভেষ্টমেণ্ট করা যে একেবারে ভাল নয়, তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার কথা, না বুঝিয়া শুদ্ধ অন্ধের মত কোন কাজ করা উচিত নয়। যাহা হউক, মহামতি কার্ণেজীর পরামর্শ খুবই ভাল, তাহার সন্দেহ নাই। ইনিও এইরূপেই ধনকুবের। সম্পত্তিতে টাকার ন্যস্ত করা অনেকটা নিরাপদে বটে। কিন্তু মনে করুন, কয়লার খনির অংশ ক্রয় করিলাম, কয়লা প্রচুর উঠিবার সম্ভাবনা, কিন্তু ২০ ফিট কয়লা উঠিয়া আর কয়লা উঠিল না, বা বাজার নামিয়া গেল। এখন শেয়ার বা অংশের কাগজ অর্থাৎ যাহার অংশের মূল্য ছিল ১০০৲ টাকা, তাহারও কমিয়া গেল, সেজন্য কাগজ বিক্রয় হইল না, এইরূপে লাভ ত দুরের কথা মুলধনও হারালাম। কিন্তু বাড়ী পুকুর বাগান কিনিলাম, সংসারে এসকল প্রত্যেক লোকের আবশ্যক, যাহার অর্থ আছে, সেই ক্রয় করে, সুতরাং ক্রেতার অভাব হইবার সম্ভবনা নাই। বিক্রয়ের উপযুক্ত দর না পাইলেও ভাড়াতে, ফসলে, উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে লাভ হইতে পারে। এমন্ ইনভেষ্টমেণ্ট ভাল, দায়ীত্ব কম সুতরাং নিরাপদ। তবে ইহাতে যে বিপদ নাই, তাহা নহে। হয়ত কোনস্থানে লোকসংখ্যা অল্প, ক্রেতা বা ভাড়াটে সুবিধা নাই, এমন স্থানের সম্পত্তিতে টাকা ন্যস্ত করিলেও ক্ষতি হয়, তবেই টাকা ন্যস্ত করিবার সময় ভবিষ্যৎ-দর্শিতার বিশেষ আবশ্যক হয়।

আবার সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতি বিশারদ সিসিল রোড্‌স্ পরামর্শ দিয়াছেন যে, "সর্ব্বাপেক্ষা খনির কার্য্যে অর্থ ন্যস্ত করিলে অচিরে অর্থ বৃদ্ধি হয়, তিনি বলেন, একথা ঠিক নহে যে, অল্প সঞ্চিত অর্থ খনির কাজে দিলে নষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে অবিলম্বে শতকরা ২০৲, ৩০, ৪০, ৫০ কখন কখন ১০০ পারসেণ্ট লভ্যাংশ পাইয়া ন্যস্ত অর্থ অচিরাৎ দ্বিগুণ হইয়া উঠে।" ইহাও সত্য কথা। খনির অংশ ক্রয় করিয়া বহু লোক ক্রোড়পতি, মিঃ সিসিল রোড্‌স্ স্বয়ং তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি সমস্ত সম্পত্তি খনির কার্য্যে ন্যস্ত করিয়া প্রায় ২০।২৫ কোটী টাকা লভ্যাংশ পাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, তবে ভাল খনির অংশ বুঝিয়া ক্রয় করা চাই।" পাশ্চাত্য দেশে যে হঠাৎ এত টাকা বাড়ে, ইনভেষ্টমেণ্ট দ্বারাই তাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমরাত স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না যে, একজন দীন হীন বালক—সে হঠাৎ তাহার সমস্ত জীবনে ২০।২৫ কোটী টাকা কেমন করিয়া উপার্জ্জন করে! ভারতের প্রাচীন লোকগণও ইনভেষ্টমেণ্ট ভাল বুঝিতেন। ভারতের অর্থ সম্পত্তি কত বৈদেশিক জাতি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাওয়াতেও এখনও ইহার অস্তিত্বলোপ করিতে সমর্থ হয় নাই। নিশ্চয়ই এই সকল রাশি রাশি অর্থ ও সম্পত্তি হয় কৃষিজাত বা বাণিজ্যজাত তাহার সন্দেহ নাই। ব্যবসায় বাণিজ্যে, কৃষি এবং শিল্পে টাকা ন্যস্ত করিয়া বৃদ্ধি না করিলে এত ধনসম্পত্তি ভারতেও হওয়া সম্ভব ছিল না, সুতরাং এমন কথা ভাবিতে পারা যায় যে, ধনবৃদ্ধির কোন বিশিষ্ট পন্থা বা Investment করিতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণও জানিতেন। ভারত বিজিত হইবার পর অধীনতার নির্ম্মম পেশনের চোটে সে সকল বুদ্ধি বৃত্তি ক্রমে লোপ পাইয়াছে। আমরা

এখনও—সেই পূর্ব্ব পুরুষ সঞ্চিত Investment এর ফল ভারতরূপ মধুচক্রের মধু শেষ করিয়া তুলিতেছি মাত্র। মধু সংগ্রহের আর ক্ষমতা নাই। বুঝুন, তাঁহাদের ইনভেষ্টমেণ্ট বুদ্ধি কত বেশী ছিল। আমরা আজ অন্য দেশের Investment বুদ্ধির কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাই, হতভাগ্য বটে। যাক্, কতকটা বুঝিলেন যে, ইনভেষ্টমেণ্টটা কি? টাকা ন্যস্ত করা—টাকা খাটান। দেখুন পারেন ত করুন। ইহাতে যে অর্থ বৃদ্ধি হয়, তাহা সুনিশ্চিত।

S. P.

তামাক তত্ত্ব।

(SPECIAL FOR "KAJER-LOKE.)

(২)

রৌদ্রের তেজ হইতে বাঁচাইবার জন্য কলা পাতা, মান কচু বা কচু পাতা ঢাকা দিয়া যে পর্য্যন্ত চারাগুলি না লাগে এবং যে পর্য্যন্ত ইহার ডাঁটাগুলি একটু দৃঢ় না হয়, রক্ষা করা আবশ্যক। রৌদ্র কম হইলে অর্থাৎ দিবাবসানে ঐ সকল আচ্ছাদন খুলিয়া লইয়া সামান্যরূপে জল সিঞ্চন করা উচিত। ৪।৫ দিন এইরূপ করিলে চারা লাগিয়া যায়। চারা লাগিয়া যাইলে গোড়া গুলি সাবধানে খুসিয়া গোড়ার মাটী আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

চারার বিষম শত্রু শুয়া পোকা, অনেকে বলেন, ক্ষেত্রে গোটাকতক বোতল পুতিয়া রাখিলে শুয়া পোকা ধরে না। চারার গোঁড়ায় ঘাস প্রভৃতি নিড়াইয়া সর্ব্বদাই পরিষ্কার রাখা উচিত।

গাছগুলি যখন ১॥ হাত আন্দাজ উচ্চ হইবে, তখন ইহার ডগাগুলি ৪।৫ অঙ্গুলী পরিমিত ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। তামাকের ফুল বাহির হইবার পূর্ব্বেই ডগা ভাঙ্গার নিয়ম। এইডগা ভাঙ্গিবার সময় গোড়ার ৮টী পর্য্যন্ত পাতা রাখিয়া বাকী পাতা গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু পাতা ভাঙ্গিবার ৪।৫ দিন পূর্ব্ব হইতে গোড়ার মাটী কর্ষণের কাজ বন্ধ রাখা উচিত। ৪।৫ দিন ডাঁটা ভাঙ্গিয়া না দিলে তামাকের গুণের তারতম্য হইয়া পড়িবে। ডগা ভাঙ্গিয়া দিলেই ইহার শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া তামাকের পত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনেক সময় তামাকে বেগুন গাছের ন্যায় পোকা লাগিয়া ডাঁটা পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইজন্য তামাক ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ছাই ছড়াইয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হয়। যে সকল স্থানের মাটী নিতান্ত বেলে, এই সময় সেই সকল ক্ষেত্রে জল সেচন করিলে ভাল হয়।

তামাকের পাতার রং যখন তামার মত হইবে এবং পাতার গায়ে ফোস্কার মত দেখা দিবে, সেই সময় তামাক পাকিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই সময় গাছের কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া ছায়ায় শুষ্ক করতঃ ৩।৪টী পাতা লইয়া বিচালীদ্বারা বান্ধিয়া এক একটী তাড় করিয়া ইহাদের অনেকগুলি একত্রে চাপাইয়া জাঁক দিয়া রাখিবে, ইহাতে পাতাগুলি যেমন চওড়া সেইরূপই থাকিবে, এই সকল তামাক পাতায় চুরুট প্রস্তুতের সুবিধা হয়।

পাতা ভাঙ্গিয়া লইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া জাঁক দিয়া তাড়া বান্ধাও অনেকস্থলে হইয়া থাকে তাহার পর যখন গাছে আর পাতা ভাল না জন্মে, তখন গাছ কাটিয়া শুখাইয়া ডাঁটা তামাকরূপে বাজারে বিক্রয় হয়। ডাঁটা তামাক প্রায়ই পত্র তামাক অপেক্ষা কড়া হয়, শ্রমজীবিগণ বর্ষাকালে এই তামাক খাইতে ভালবাসে॥

তামাক পাকিলে যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তামাক (Nicotin) নামক পদার্থ বাহির হইয়া যায়, সুতরাং তামাকের গুণ নষ্ট হয়, মাদকতা শক্তির হ্রাস হয়, এবং তামাক অতিশয় নরম হইয়া অতি নিকৃষ্ট দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু দৈবের কথা বলা যায় না, হঠাৎ বৃষ্টি হইয়া গেলে ৪।৫ দিন রৌদ্র পাইলে তবে তামাক কাটিতে আরম্ভ করা উচিত।

শীলা বৃষ্টি, অতিশয় বরফ পাত তামাকের পক্ষে সাক্ষাত যম, শীলাবৃষ্টিতে তামাক গাছ চুর্ণ হইয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য শীলাবৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিলেই ইহা কাটিয়া লওয়া উচিত, তাহাতে পাতা না পাকিলেও অপেক্ষা করা উচিত নয়।

শীলাবৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ—যখন দক্ষিণ পশ্চিম কোন হইতে শীতল বাতাস বহিতে থাকে, আকাশে টুকরা টুকরা মেঘ একত্র হইয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিতে থাকে, মেঘের গর্জ্জনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, তখন শীলাবৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে হইবে এবং সহস্র কাজ রাখিয়া তামাক কাটিয়া গৃহে আনিবে।

কাটা তামাকের গাছগুলি পৃথক পৃথক করিয়া ছাওয়ায় শুখাইয়া লওয়া উচিত। উত্তম শুষ্ক না হইলে তামাকে ছাতা ধরে, গুমসো গন্ধ হয়, সেরূপ তামাকের তলপ কম হয়। ইহা তামাকখোরগণের নিকট আদৃত হয় না। সুতরাং মাটীর দরেও বিক্রয় হয় না।

শুষ্ক তামাক একবৎসর বেশ থাকে, তাহার পর কমজোর হয়, পোকা ধরে ও নষ্ট হয়। যত্নের সহিত চাষ করিলে বিঘায় ১০ মণ তামাক উৎপন্ন হইতে পারে।

তামাক কাটিবার সম্বন্ধে কয়টী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। তামাক পাতা ভাঙ্গিবার সময় প্রাতঃকালের শিশির শুখাইয়া যাইলে পাতা ভাঙ্গিতে বা গাছ কাটিতে আরম্ভ করিতে হয়, অতিরিক্ত কাঁচা বা পাকা গাছ কাটা উচিত নয়। গাছ কাটিয়া ২ দিন রৌদ্রে শুখাইয়া তাহার পর দড়ী খাটাইয়া তাহাতে গাছগুলি ঝুলাইয়া ছায়ায় শুখান উচিত। বর্ষার শেষে ঐ সকল শুষ্ক ডাটার পাতা ভাঙ্গিয়া ছোট বড় সাইজ করিয়া

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে তাড়া বাধা উচিত। ১৬ পাতার বা ২০ পাতার এক একটী তাড়া বান্ধিতে হয়। চওড়া পাতার তামাককে শলা দিয়া বিন্ধিয়া যেরূপ চওড়া সেইরূপ রাখাও হয়, সেই জন্যই বিষপাতী বলে।

(এই প্রবন্ধ উদ্ধৃত করা নিষিদ্ধ।)

অম্বরী বা সুবাসিত তামাক প্রস্তুত-প্রণালী।

(Specially written by an expert for Kajer Loke.)

(২)

শিলারস—ইহা এক প্রকার চটচটে আটার মত গোলাপী রঙ্গের সৌরভযুক্ত দ্রব্য, বেনের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার পরিমাণ মনকরা ।/০ পাঁচ ছটাক।

এই মসলাগুলি উপরোক্ত পাক করা গুড় ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে মিশাইয়া জালা বা চৌবাচ্ছার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ সৌরভ নষ্ট হইয়া যাইবে।

তামাকের মসলা সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম, অতি অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত যে, সমস্ত মসলাগুলি যেন টাট্‌কা হয়।

মাথাঘসা প্রভৃতি মসলা পুরাতন হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু তামাকের মসলা যত টাটকা হইবে, তামাকের সৌরভও ততই উৎকৃষ্ট হইবে।

যাক্—গুড় প্রস্তুত হইলে কোটা তামাকে উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। বড় বড় তামাকের কারখানায় ১॥ হাত গভীর ৩॥ হাত লম্বা এবং ২॥ বার প্রস্থের অনেকগুলি সিমেন্ট করা চৌবাচ্ছা থাকে, তাহাতে গুড় এবং তামাক দিয়া কোদাল দ্বারা উল্‌টা পাল্‌টা করিয়া পায়ে দ্বারা সানিয়া তামাক মাখা হয়, তামাক গুড়ের সহিত যত ভাল মিশিবে, তামাক ততই উৎকৃষ্ট হইবে। কলের দ্বারাও তামাক মিশান হয়।

অনেকে এইরূপে গুড় মাখাইয়া জালার মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া থাকেন। এক দিন রাখিলেই পরদিন দেখিবেন, তামাক ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরদিন উপরোক্ত তামাক বাহির করিয়া নিম্নলিখিত গুঁড়া মসলা ক্রমে ক্রমে ঐ তামাকে মিশাইতে হইবে। মসলা মাখানর পর পুনরায় জালার মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে, এরূপ অবস্থায় ২ মাস রাখিলেও ক্ষতি নাই এইরূপ অবস্থাটা অম্বরী তামাকের জমী স্বরূপ, ইহাতে অন্যান্য মসলাদি পড়িলে তবে ব্যবহারোপযোগী হইবে এবং বিক্রয়ার্থ স্থানান্তরে চালান দেওয়া হইবে।

খাম্বিরা প্রস্তুতের কথা।

তাহার পর খাম্বিরার কথা বলিব। খাম্বিরা উপরোক্ত তামাকের সহিত মিশাইতে হয়। প্রস্তুত খাম্বিরা কলিকাতার পোস্তায় বিক্রয় হয়। এই সকল খাম্বিরার দর ২৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা মণ।

ইহা পাটনা প্রভৃতি হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

ঘরে খাম্বিরা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ গুড়কে একটু চড়া পাক করিয়া লইতে হইবে, চড়া পাক অর্থাৎ ইহার গুড় ফুটিতে থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত তামাকের গুড় যেমন ফুটিতে দেওয়া নিষিদ্ধ, ইহার গুড় ফুটাইয়া লওয়াই প্রশস্ত। গুড় ফুটিয়া উঠিলেই ইহাকে নামাইতে হইবে, এবং একটু শীতল হইলে ইহাতে মনকরা অর্থাৎ একমন গুড় হইলে দশসের আন্দাজ তামাকের গুড়া দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে, গ্রীষ্মকালে উত্তাপে গুড় শুখাইয়া যায় বলিয়া খাম্বিরার জালা মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিতে হয়, এবং বর্ষাকালে আবার উঠাইয়া লইতে হয়, নচেৎ খাম্বিরা জল হইয়া যায়।

তামাকে যে কাঠালের, আনারসের এবং কলার গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা এই খাম্বিরার গুণে। খাম্বিরাতে পাকা চাঁপা কলা, আনারস, কাটালের ছূঁতি কাঁটাল ও মাড়ী সেঁয়াকুলের মাড়ী, তালের মাড়ী এই সকল দেওয়া হয়। প্রত্যেক জিনিসের পৃথক খাম্বিরা হওয়া উচিত—এই গুলিই খাম্বিরার মসলা। খাম্বিরার জালা হইতে যেমন /২ খাম্বিরা বাহির করিয়া লওয়া হইল, অমনি আবার কতকগুলি পাকা ফল তাহাতে ফেলিয়া দেওয়া হইল সুতরাং এইরূপেই—খাম্বিরা মজুতই থাকিয়া যায়।

একবার—প্রদত্ত ফলগুলি সম্যক গলিয়া তামাকের সহিত না মিশিলে খাম্বিরা লওয়া বা পুনরায় ফল দেওয়া উচিত নয়। এই খাম্বিরাতেই লাভ হইয়া থাকে।

খাম্বিরার গুণেই তামাক কড়া ও নরম হইয়া থাকে। খাম্বিরা অল্প মিশাইলে তামাক কড়া হয়, খাম্বিরা অধিক মিশাইলে তামাক নরম হয়। খরিদদারের রুচি বুঝিয়া এইরূপ মিঠাকড়া করা হইয়া থাকে, সেই জন্য তামাকওয়ালারা কড়া কি নরম দিব, জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। খরিদদারকে বিক্রয়ের সময় বা বিদেশে চালান দিবার সময় আতর প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য দিয়া দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ মোটা তামাকে ইস্তাম্বুল কাহি, এবং মিহি তামাকে হেনার আতর দেওয়া হয়, ইহার পরিমাণ—মণকরা ২ ভরি। এক্ষণে তামাকের মসলা সম্বন্ধে বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

মিঠি তামাকের মসলা মনকরা হিসাবে।

(১ নং)

* তাম্বুল	/১।০
* বাচ্‌কী	/১।০
* পচা পাতা	/১।০
* দোনা	/১।০
শুষ্ক গোলাপ পাতা	/১।০
আছবেল	/২॥০
কেশিয়া	/১।০
* একাঙ্গী	/১।০
যষ্টীমধু	/১।০
শৈলজ	/১।০
জঠামাংশী	/১।০
কাঁকড়াশৃঙ্গী	/১।০

* চিহ্নিত মসলাগুলি মোটা তামাকে ব্যবহৃত হয়, তবে মোটা তামাকে ইহাদের পরিমাণ দ্বিগুণ দিতে হয়।

আতরটা তামাকের বাহ্যসৌরভ, খরিদদারকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। কোন কোন তামাকে আদৌ আতর দেওয়া হয় না, কিন্তু মসলা পুড়িলে দীগন্ত আমোদিত হয়, যে তামাকের এই গুণ স্থায়ী, তাহাই উৎকৃষ্ট তামাক।

এই মসলাগুলিকে কুটীয়া খুব সূক্ষ্ম চালুনী দ্বারা চালিয়া একটী শিশিতে রাখিতে হইবে। তাহার পর শিটেগুলিকে মোটা চালুনী দ্বারা চালিয়া যে গুণ্ডা পড়িবে, তাহা অবশ্য মোটা দানা, তাহা মোটা তামাকের সহিত দিতে হইবে, সুতরাং তাহা অন্য একটী পৃথক শিশিতে রাখিবে। তাহার পর নিম্নলিখিত মসলাগুলিকে কুটিয়া একটী শিশিতে রাখিবে যথা:—

(২ নং)

চন্দন কাঠের গুড়া	॥৵০
লবঙ্গ চূর্ণ	॥৵০
ছোট এলাচ	।/০
দারু চিনি চূর্ণ	।/০
বেনার মূল	/১।০

(৩ নং)

তাহার পর মৃগনাভী সিকিতোলা চূর্ণ করিয়া একটী শিশিতে রাখিবে।

(৪ নং)

লকি	।/০ ছটাক
লবান চূর্ণ	।/০ ছটাক

(৫ নং)

অম্বর চূর্ণ	।/০

৬ নং

কাজুপটি অয়েল	।৵০ আনা
দারুচিনি	॥৵০ আনা

একত্র মিশাইয়া রাখিবে।

লকী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। লকী দেখিতে সামুকের মুখে যে চাকৃতী বা কপাট আছে, ঠিক তাহার মত। অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, ইহাকে প্রস্তুত করিতে না জানিলে ইহা বাস্তবিক অব্যবহার্য্য দ্রব্য।

লকী প্রস্তুত করিবার প্রণালী।

প্রথমে গরম জলে এই লকীগুলি ফেলিলেই একটু পরে ইহাতে সংলগ্ন মাংশগুলি ফাঁপিয়া উঠিবে, সেইগুলি ঐ খুলীগুলি হইতে ছুরীদ্বারা চাঁচিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহার পর ঐ খুলীগুলিকে পুনরায় শুকাইয়া লইয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইতে হইবে, তাহার পর চূর্ণ করিলে অতি মনোরম গন্ধ বাহির হইবে। তখন ইহা তামাকে ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে।

এখন কথা হইতেছে, তামাকের জমী একই, কিন্তু কোন তামাক ১৲ সের, কোন তামাক ।০ সের, কোন তামাক ৶০ সের, কোন তামাক ২৲ টাকা সের বিক্রয় হয়, ইহা কেমন করিয়া প্রস্তুত হইবে?

তামাক একই বটে, মিঠেকড়া করিবার জন্য খাম্বিরার পরিমাণের তারতম্যানুসারে করিবার কথাও বলিয়াছি। মসলার তারতম্যানুসারে দামেরও তারতম্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যে তামাক ৭৲ ৮৲ মন বিক্রয় হয়, তাহাই মোটা তামাক নামে বাজারে চলিত হয়, ইহাতে এক নম্বর তালিকার ষ্টার, * তারা চিহ্নিত মসলাগুলি ব্যবহৃত হয়। এবং বিক্রয়ের সময় ৬ নম্বরের কথিত কাজুপটি এবং দারুচিনির আতর মিশ্র তামাক মাখার পর তামাকওয়ালাগণ আঙ্গুলে করিয়া মাখিয়া ক্রেতার হস্তে দিয়া থাকেন, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। এই সকল তামাকের ৶০ সের বিক্রয় হয়।

১ নং মসলা পৃথক রাখিতে এবং ২ নং পৃথক রাখিতে পরামর্শ দিয়াছি। ইহার কারণ ২ নং মসলা পরিমানে কম, এক নম্বরের সহিত একত্র কুটীলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। পৃথক রাখিয়া দরের তারতম্য বুঝিয়া ১ নং ২ নং এমন কি সমস্ত নম্বরই মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

উচ্চ শ্রেণীর মূল্যবান তামাকে, মৃগনাভী এবং অম্বর চূর্ণ, হেনার আতর এবং লবান ও লকী চূর্ণ প্রয়োগ দেওয়া হইয়া থাকে। এসকল তামাক ১৲ ২৲ টাকা সের বিক্রয় করিলে তবে পোষাইতে পারে। লক্ষ্ণৌ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও ফৌজদারী বালাখানা প্রভৃতি স্থানের তামাকে মৃগনাভীর স্পষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুর প্রভৃতির তামাকে বেনারমূলের আঘ্রাণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কোন কোন তামাকে কাঁঠালের, আনারসের, চাঁপাকলার গন্ধ পাওয়া যায়, তাহার কারণ সেই সকল ফলের খাম্বিরা, সেই জন্য খাম্বিরা পৃথক পৃথক করিবার কথা বলা হইয়াছে।

প্রতারক তামাক ব্যবসায়ীগণ আজ কাল তামাকে নানা প্রকার পাতা কুটিয়া চূণ মিশাইয়া মাটী মিশাইয়া বিক্রয় করে, এবং লোকের শুদ্ধ পয়সা ঠকাইয়া লয়, তাহা নহে, এইরূপ তামাক সেবনে নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি করিয়া দেয়। এরূপ তামাক সেবন করা অপেক্ষা না কাটা বিশুদ্ধ তামাক সেবন করা ভাল, রোগের হস্ত হইতে

তবু রক্ষা পাওয়া যায়। আমরা এই তামাক প্রসঙ্গে যাহা বলিলাম, ইহা বিশুদ্ধ তামাকের কথা, কোন উদ্যোগী যুবক ঠিক প্রথানুযায়ী বিশুদ্ধ তামাক প্রস্তুত করিলে অচিরে জন সমাজে পরিচিত হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। তামাক কাটাইবারও অনেক উপায় আছে। তাহাতে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। আর আমরা যদি পারি, পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। কাজ আরম্ভ করিয়া কাজ করিতে করিতে ভাল মন্দ প্রত্যেক কর্ম্মীই বুঝিতে পারে, বহুদর্শিতা দ্বারা নিজেই শেষে অভিজ্ঞ হইয়া দাড়ায়, উপদেশ দিয়া সেটুকু শিখান যায় না। বহু অকৃতকার্য্যতায় মানুষ তবে কৃতকার্য্য হয়, একথা মনে রাখিবে। প্রবন্ধে নিজের স্বার্থ তুচ্ছ করিয়া যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, আমার বিশ্বাস বোধ হয় সমস্তই সকলকে বলিয়াছি। এখন সকলে কাজ করুন তাহা হইলে আমার অপার আনন্দ হইবে।

শ্রীফকীরচন্দ্র সেন।

Specially written for "Kajer Loke."

(Dr. P. N. Nandi.)

জাতকর্ম্ম।

——(-:-•-:-)——

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় ঘৃতকে (Hydro-Carbon) হাইড্রো-কার্ব্বণ বলে। এই শ্রেণীর পদার্থ পরিপাক হইয়া জীবদেহের তাপরক্ষা করে। আবার তৈল জাতীয় সর্ব্বপ্রকার পদার্থের মধ্যে ঘৃত সর্ব্বাপেক্ষা সহজপাচ্য; কিন্তু সদ্যোজাত শিশু ঘৃত পরিপাক করিতে পারে কি না, তাহা আধুনিক খাদ্যবিদ্যাবিদগণের কোন প্রকার বিশেষ গবেষণাপূর্ণ মত প্রকাশিত হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং সদ্যোজাত শিশুর ঘৃত সেবন উপকার কি অপকার, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে বুঝা যায় না; তবে ঘৃত সেবনে, Meconium নামক গর্ভসম্ভূত মল বহির্গত হইবার সহায়তা হয়। এ প্রকার অনুমান করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

আবার সুশ্রুত গ্রন্থের শারীর স্থান দশম অধ্যায় পাঠ করিলে জানা যায় যে, সদ্যোজাত শিশু অনায়াসে বিশুদ্ধ ঘৃত পরিপাক করিতে পারে। সাধারণ পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"অথ কুমারং শীতাভিরদ্ভিরাশ্বাস্য জাতকর্ম্মণি কৃতে মধুসর্পিরনন্তাব্রাহ্মীরসেন সুবর্ণচূর্ণমঙ্গুল্যানামিকয়া লেহয়েত্ততো বলাতৈলেনাভ্যজ্য ক্ষীরবৃক্ষকষায়েণ সর্ব্বগন্ধোদকেন বা রূপ্যহেমপ্রতপ্তেন বা বারিণা স্নাপয়েদেনং কপিত্থপত্র-কষায়েণ বা কোষ্ণেন যথাকালং যথাদোষং যথাবিভবঞ্চ।

ধমনীনাং হৃদিস্থানাং বিবৃতত্বাদনন্তরং।
চতুরাত্রাত্রিরাত্রাদ্বা স্ত্রীণাং স্তন্যং প্রবর্ত্ততে॥

তস্মাৎ প্রথমেঽহ্নি মধুসর্পিরনন্তামিশ্রং মন্ত্রপূতং ত্রিকালং পায়য়েদ্ দ্বিতীয়ে লক্ষ্মণাসিদ্ধং, সর্পিস্তৃতীয়ে চ। ততঃ প্রাক্‌নিবারিতঃ স্তন্যং মধুসর্পিঃ স্বপাণিতল সম্মিতং দ্বিকালং পায়য়েৎ।

কবিরাজ মহাশয়গণ ইহার ভাবার্থ এইরূপ করেন, যথা—

"অনন্তর কুমারকে শীতল জলে আশ্বাসিত করিয়া জাতকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক মধু, ঘৃত, অনন্তমূল, ব্রাহ্মীরসের সহিত সুবর্ণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। পরে বলা-তৈল মাখাইয়া ক্ষীর বৃক্ষের ক্বাথে, গন্ধদ্রব্যবিশিষ্ট জলে অথবা রৌপ্য ও স্বর্ণের সহিত জল তপ্ত করিয়া সেই জলে অথবা ঈষদুষ্ণ কপিত্থপত্রের ক্বাথে দেশ, কাল ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্নান করাইবে।"

তিন রাত্রি অথবা চারি রাত্রির পর হৃদয়স্থ ধমনীর পথ পরিস্কৃত হইলে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব প্রথম দিবসে অনন্তমূল-মিশ্রিত ঘৃত-মধু প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে পান করাইবে। দ্বিতীয় দিবসে লক্ষ্মণার ক্বাথ ও তৃতীয় দিবসে ঘৃত পান করাইবে। তদনন্তর শিশুর করতল পরিমিত ঘৃত ও মধু দিবসে দুই বার পান করাইবে।"

ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ঘৃত শিশুর উদরে সহজে পরিপাক হয়। তাহার পর মাতৃস্তনে যে তিন দিন দুগ্ধ জন্মে না, সেই তিন দিন সদ্যোজাত শিশুকে অন্য কোন দুগ্ধ আহার করিতে দেওয়ার বিষয় উক্ত গ্রন্থে কোন উল্লেখ নাই; বরং মনে হয়, এই তিন দিন ঘৃত এবং মধু আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে যেন সুশ্রুত ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, আধুনিক রীত্যনুসারে ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আর্য্যঋষিগণ কখন কোন প্রকার ব্যবস্থা দেন নাই, সুতরাং ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, ইহার মূলে অবশ্যই কোন সত্য বিরাজিত আছে।

পূর্ব্বে কোন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ জানিতেন না যে, ঘৃত জাতীয় পদার্থ পরিপাক করিতে পারে, এ প্রকার কোন বীর্য্য পাকস্থলীর পাচক রসে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ১৯০৪ সালের (Dr. P. Volhard) ডাঃ পিঃ, ভোলহার্ড আবিষ্কার করেন যে, যদিও পাকস্থলীস্থ পাচকরসে সাধারণ ঘৃত জাতীয় পদার্থ পরিপাক না হউক, কিন্তু দুগ্ধে কিম্বা ডিম্বের কুসুমে ঘৃত জাতীয় পদার্থ যে প্রকার দ্রবণীয় (Emulsified) অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, এই প্রকার (Fat spilting) ঘৃত জাতীয় পদার্থ পাচক বীর্য্য, পাচক-রসে বর্ত্তমান আছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, দুগ্ধের মধ্যে যে অবস্থায় ঘৃত বিরাজিত থাকে, সে অবস্থায় ঘৃত আমাদের পাকস্থলীতে পরিপাক হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ ঘৃত পাকস্থলীতে পরিপাক হয় না, পরন্তু ক্লোম নামক (Pancreas) যন্ত্রে পরিপাক হয়। যাহা হউক, সুশ্রুত গ্রন্থের বর্ণনা দেখিয়া পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দুগ্ধ-শর্করা (sugar of milk) পরিপাক করিবার জন্য শিশুর (Pancreas) ক্লোম যন্ত্রে যে

প্রকার একটী বিশেষ বীর্য্য (Lactesy) বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ দুগ্ধ পরিপাক করিবার জন্য কোন একটী বিশেষ বীর্য্য শিশুর Stomach বা পাকস্থলীতে, না হয় Pancreas বা ক্লোম যন্ত্রে বর্ত্তমান থাকে। পরবর্ত্তী সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান ইহা নিশ্চয় আবিষ্কার করিবেন এরূপ আশা করা যায়।

ক্রমশঃ—

সহজ শিল্প-প্রস্তুত প্রণালী।

অ্যান্টি ফ্রিকল লোশন।

ইহা ব্রণনাশক মহৌষধ! পেটেন্ট করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী—

২ আউন্‌স টিংচার বেনজুইন

১ আউন্‌স টিং টলু

½ ড্রাম অয়েল রোজমেরি

একটা শিশিতে দিয়া উত্তমরূপে কর্ক বন্ধ করিয়া ঝাকরাইয়া রাখিয়া দাও। যখন ব্যবহারের আবশ্যক হইবে, ইহার ১ ড্রাম আন্দাজ একটা গ্লাসে ঢালিয়া লইয়া জল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া গালে মুখে মাখাইয়া দিয়া ৩।৪ ঘন্টা রাখিয়া তাহার পর মুখ ধৌত করিয়া ফেলিতে হয়। এক মাস এই প্রকার করিলে ব্রণ, মেছেতার দাগও উঠিয়া যায় এবং ব্রণ ও মেছেতা হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার।

রেকটীফায়েড্ স্পিরিট	১ আঃ
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	১ ড্রাম
জল	৭ আঃ

প্রথমে অ্যাসিডকে জলের সহিত ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া তাহার পর স্পিরিট মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করিতে হয়।

Grafting-Wax

কলম বান্ধিয়া ২টী জোড় একত্র করিয়া এই মম দ্বারা বান্ধিয়া দিলে শীঘ্র জোড়া লাগে। ইহাও বিক্রয় করা যাইতে পারে।

সমপরিমাণ চর্ব্বি এবং মৌচাকের মোম্ একত্র ফুটাইয়া তাহাতে চা খড়ির গুড়া এমন পরিমাণ মিশাইতে হইবে, যেন তাহা আটার মত হয়. এইরূপ অবস্থায় তাহাতে মোটা কাপড় ভিজাইয়া তাহা টুক্‌রা করিয়া টীনের বাক্‌সে রাখিয়া দিতে হয়, কলম বান্ধিবার সময় এই কাপড় দ্বারা জোড়ের স্থানে জড়াইয়া টুইল দ্বারা শক্ত করিয়া বান্ধিলে অতি সহজে জোড় কলম জোড়া লাগে।

লিখিবার কালী খারাপ হইলে পুনরুদ্ধারের উপায়।

১ পাইট কাল কালীতে ১ ড্রাম অপরিস্কৃত কার্ব্বনেট অফ পটাস মিশাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব বর্ণ ফিরিয়া আসিয়া লিখিবার উপযুক্ত হয়।

সাধারণ কালীর ১ পাইট কালীতে ১ আউন্‌স চিনি মিশাইলেই কপিং কালী প্রস্তুত হয়। এই কালিতে লিখিয়া কপিং কাগজ দিয়া ৮।১০ খানি নকল কপিং প্রেস সাহায্যে তুলিতে পারা যায়। কপিং কালী আফিসে নকল রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Draftsmans paper.
নক্‌সা করিবার কাগজ।

যাঁহারা নক্‌সার কাজ করেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত উপায়ে কাগজ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। ইহা বিক্রয়ও করা যাইতে পারে।

ট্রাগাকান্থ চূর্ণ	১ ভাগ
জল	১০ ভাগ

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা সাধারণ কাগজে ব্রুস দ্বারা সমভাগে লাগাইয়া দাও, এবং শুষ্ক কর। এই কাগজে নক্‌সা করিতে তৈলাক্ত এবং জলের রংএর কাজ চলিবে।

সিন্ধুদেশে শিল্পোন্নতি।

—(১০২)—

বৈদেশীক শিল্পব্যবসায়ীগণের অনুগ্রহে সিন্ধুদেশের শিল্প বাণিজ্যের শনৈঃ শনৈঃ অবনতি লক্ষিত হইতেছিল, কিন্তু হায়দ্রাবাদের স্বদেশী একজিবিশনে প্রকাশ যে, সেই অবনত শিল্পের পুনরভ্যুত্থান হইতেছে। এই স্থানজাত উল্লেখ যোগ্য দ্রব্য রেশম, তুলা ও উল। এই সকল দ্রব্য তথায় বিলক্ষণ অল্পমূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে মিশর দেশীয় তুলা অন্য কোথাও উৎপন্ন হয় না বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল, তাহাও সুন্দররূপে এইস্থানে উৎপন্ন হইতেছে। সিন্ধুদেশের বিখ্যাত দ্রব্যাদি যথাঃ—(১) বয়ন দ্রব্যাদি, (২) রেশম ও স্বর্ণখচিত দ্রব্যাদি, (৩) মসৃণ মৃণ্ময় পাত্রাদি, যাহাকে প্রচলিত কথায় কাশীর কার্য্য বলে। (৪) লা ও গালার কার্য্য, (৫) ধাতুর কার্য্য, (৬) কাপড়ের উপর বিবিধ মুদ্রণ কার্য্য, (৭) চর্ম্মের কার্য্য, (৮) বাদ্যাদি পাইপ বা নলের কার্য্য (হারমোনিয়মের মাউথ পিস্ প্রভৃতি), (৯) এবং রাসায়নিক দ্রব্যের কার্য্য। এই সমুদায় কার্য্য বহু প্রাচীনকাল হইতে তথায় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে।

এই স্থানের কৃষিকার্য্যের পরই বয়ন কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতি গ্রামে ও নগরে দলে দলে তন্তবায়গণ তাহাদের পুরাতন প্রথানুযায়ী খট্‌খটি তাঁতের কার্য্য করিতেছে। সিন্ধুদেশের থে, এনু, তাতা ও পশরপুরের এবং হালার তুলার কল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইস্থানে খেছি (Khes) বলিয়া এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা জগতবিখ্যাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই কাপড়ের উভয় পৃষ্ঠায় শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। তাহা বিলক্ষণ সুন্দর বলিয়া মনে হয়। ইহা অত্যন্ত দীর্ঘকালস্থায়ী ধুতির মধ্যে গণ্য। একখানি ধুতি ক্রয় করিলে বহু বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়।

তাতার কলের শ্রেণী "লুঙ্গী", বিখ্যাত সিন্ধুদেশের পশমী গাচা ও ব্যাগ বিলক্ষণ সস্তা এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। দেশের সর্ব্বত্রই তাহা ব্যবহৃত হয়। এই দেশের জেলে এক প্রকার টিকসই মেটে বাসন প্রস্তুত হয়, উহা পরিষ্কার এবং উত্তম। বিভিন্ন দেশের কাপড় আমদানী হইয়া এখানকার তাঁতের কাপড়

এক প্রকার উঠিয়া যাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় নব নব তাঁতের আমদানী করিয়া দেশের পুরাতন বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা দেশের পক্ষে কম মঙ্গলের বিষয় নহে। এইস্থানে তুলার বীজ পৃথককরণের কল অনেক হইয়াছে; কিন্তু তুলার সূতার কল একটিও নাই। এইস্থানে প্রতি বৎসর অত্যাধিক পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইয়া নানাস্থানে চলিয়া যাইতেছে। কল না থাকায় সূতা প্রস্তুত হইতে পারিতেছে না। সুতরাং এই স্থানের তন্তুবায়গণকে সূতা ক্রয় করিয়া কাপড় প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে খরচ অধিক পড়িয়া যায়। ইহাতে ধুতির মূল্য বৃদ্ধি হয়।

এইস্থানে এক সময়ে রেশমী ও স্বর্ণ জরির কার্য্য (যাহাকে সিন্ধুবাসীরা “আজক” কহে) জগদ্বিখ্যাত ছিল। বঙ্গদেশের সওদাগর ও নাবিকগণ এই সকল দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় অর্থ উপার্জ্জন করিত। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর মান্দ্রাজ হইতে সুলভ দ্রব্যাদির আমদানী হইয়া এই শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এই বহু মূল্যবান শিল্প ক্রমশ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এক্ষণে সাধারণতঃ ভেল্‌ভেটের উপর স্বর্ণ জরির দ্বারা কার্য্য করা হয়। রেশমের উপর ইহারা অতি অল্প কাজই করিয়া থাকে। বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমানগণ কখন কখনও স্বর্ণখচিত ভেল্‌ভেটের শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করেন। বয়নকার্য্য এবং সূচিকার্য্য হায়দ্রাবাদ, শিকারপুর, থারপারকার জেলায় মহিলাগণ করিয়া থাকেন। এই সকল শিল্পদ্রব্য ইউরোপেই অধিকাংশ বিক্রীত হয়। উজ্জ্বল মৃত্তিকার বাসনাদি মুলতান ও কাশীনগর হইতে আগত কুম্ভকারগণ ভিন্নদেশে লইয়া যাইত। সিন্ধুদেশে প্রস্তুত মৃত্তিকানির্ম্মিত বাসনের উজ্জ্বলবর্ণ এবং স্থায়িত্বে মুলতান প্রস্তুত দ্রব্যাপেক্ষা উত্তম। গঠন এক প্রকার হইলেও উভয়ের গুণের বিলক্ষণ প্রভেদ লক্ষিত হয়। এই দ্রব্যের বর্ণ ও আকার পূর্ব্বকাল প্রচলিত প্রথানুযায়ী বিদ্যমান রহিয়াছে। মৃত্তিকানির্ম্মিত বাসনাদি হালা নসরপুর, হায়দ্রাবাদ, আপার সিন্ধু সীমান্তপ্রদেশের জেকোবাবাদ জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই স্থানসমূহে বিবিধ আকারবিশিষ্ট টালী ও ফুলদানী বিশেষ বিখ্যাত এবং উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে সিন্ধুদেশে মৃত্তিকানির্ম্মিত বাসনাদির উপর নানা শিল্পনৈপুণ্যের কার্য্য বিলক্ষণ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উহা একটি আবশ্যকীয় ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য। এই কার্য্যে হায়দ্রাবাদ জেলার থাপট, আপার সিন্ধু সীমান্ত জেলার কাশমর নামক স্থান প্রধান কেন্দ্র। সিন্ধুদেশে এবং খয়েরপুর রাজ্যে টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়াদিতে ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ণে এবং চিত্রাঙ্কণে এই স্থানের গালার কার্য্য ভারতের অপরাপর প্রদেশ সমূহাপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্ট। ধাতুর বাসনাদির জন্য লারখানা, শিকারপুর ও দারহাকীর কার্য্য সর্ব্বোত্তম। বহু পূর্ব্ব হইতে হায়দ্রাবাদে সিন্দুক প্রস্তুত হইতেছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। ইহা দেখিতে অতি উত্তম এবং মজবুত। বিলাতি ইহার সমকক্ষে দাঁড়াইতে পারে না, একথা অনেক সাহেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সিন্ধুদেশস্থিত হায়দ্রাবাদ চর্ম্মের কার্য্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল। রাসায়নিক কার্য্যের উন্নতিকল্পে তথাকার অনেকেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। লোকের আগ্রহ বিলক্ষণ আছে। পূর্ব্বে মরো ও নউসারো ফেরোজ তালুকে সাধারণ সাবান প্রস্তুত হইত। অধুনা দুইটি সাবানের ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি শিকারপুরে ও অপরটি হায়দ্রাবাদে। এই স্থানদ্বয়ে যে সকল সাবান প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কাটতি অসাধারণ। ইহা বুঝিয়াই উহার গুণাবলী স্থির করিতে হইবে। ইহাতে উক্ত ফ্যাক্টারীওয়ালাগণ নবোৎসাহে কার্য্য করিতেছেন। এই সুদূর সিন্ধুদেশের ন্যায় ভারতের অপর প্রদেশসমূহে স্বদেশজাত দ্রব্যের উন্নতি হইলে আর অনাহারে, দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া বৎসর বৎসর এতাধিক লোকের প্রাণহানি হইত না।

শ্রীগণপতি রায়,
ক্যাসম্বল কলেজ, কলিকাতা।

দে'র চা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।
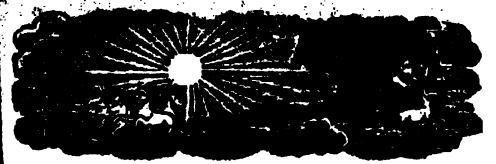
হ্যালির ধূমকেতু বার্ত্তা।

ভীষণ বিভীষিকা!

সি, এম্ কামাইল ফ্লামারিয়ণ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ, প্যারিস সংস্করণ নিউইয়র্ক হেরাল্‌ড্ নামক পত্রে সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ধূমকেতু এত প্রবল বেগে সূর্য্য এবং পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইতেছে যে, পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষ হওয়া সম্ভব। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীর একটী ঘোর বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। এই ধূমকেতুর নাম হ্যালির ধূমকেতু। মিঃ হ্যালি নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ এই ধূমকেতুটীকে আবিস্কার করেন। মিঃ ফ্লামারিয়ণ বলিতেছেন যে, “গত সেপ্টেম্বর মাসে হেডেলবর্গ নগরস্থিত মান মন্দির হইতে এই ধূমকেতু পরিদর্শনের অনুমতি পাইয়া ছিলাম, তাহাতে দেখিয়াছি যে, ইহা পৃথিবীর দিকে প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছে! প্রথমে ইহাকে ৩২৬০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত দেখিয়া ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে ইহা ১৪০০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত রহিয়াছে। কেবল মাত্র ৭৬ দিনের মধ্যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

ধূমকেতু যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই ইহার গতি বৃদ্ধি হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যদিও ধূমকেতু সূর্য্য এবং পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু ডিসেম্বর মাসের মধ্য হইতে সূর্য্যগ্রহ হইতে দূরে পরিচালিত হইয়া পৃথিবীর দিকেই মাত্র অগ্রসর হইবে।

এপ্রিল মাসের ২০শে নাগাদ সম্ভবতঃ সূর্য্য হইতে ৫৬০০০০০০ মাইল দূরে অগ্রসর হইতে পারিবে।

যে পর্য্যন্ত ইহা উপরোক্ত দূরে আগমন করিতে না পারে, ততক্ষণ ইহা প্রাতঃকালীন নক্ষত্রের ন্যায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দৃষ্টি গোচর হইবে মাত্র। ২০শে এপ্রিলের পর হইতে সন্ধ্যাকালেও ইহা দৃষ্টিগোচর হইবে।

খুব সম্ভব, এই সময় ধুমকেতুর দৃশ্য বিশেষ আশ্চর্য্যজনক হইবে। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ধুমকেতু দৃষ্টি গোচর হওয়াতে বহু আশ্চর্য্য এবং বিস্ময়কর ঘটনা সকল ঘটিয়া ছিল।

কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের মতে ১৮ই মের মধ্যে ধুমকেতু সূর্য্যগ্রহের সম্মুখ দিয়া গমন করিবে এবং সেই সময়ে ইহার মস্তকটা আমাদিগের হইতে ১৬১৪৬০০০ মাত্র দূরে অবস্থিত থাকিবে।

সচরাচর ধুমকেতুর পুচ্ছ ২০ হইতে ৩০ লক্ষ মাইল দীর্ঘ হইয়া থাকে, কখন কখনও তাহা অপেক্ষাও অধিক হইতে দেখা যায়। তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী এই পুচ্ছ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে।" মিঃ ফ্লামারিয়ণ বলেন, ইহার যে ভবিষ্যৎ ফল কি হইয়া দাড়াইবে, তাহা তিনি বলিতে অক্ষম। যদি পৃথিবীস্থ অক্সিজেন, ধুমকেতুর পুচ্ছস্থ হাইড্রোজেনের সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে জগতের সমস্ত জীব শ্বাষরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে। যদি তদ্বিপরীত হইয়া অর্থাৎ নাইট্রোজেন গ্যাসের লাঘব হইয়া হাইড্রোজেন গ্যাসের আধিক্য হয়, তাহা হইলে লোকের শারিরিক ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি হইবে, এবং জগতের সমস্ত জীব মনের হর্ষে প্রলাপ বকিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ধুমকেতুর পুচ্ছে যে কোন গ্যাসের কি পরিমাণ বিদ্যমান, তাহা বলা অসম্ভব।

ধুমকেতুর পুচ্ছ যদিও এত প্রকাণ্ড, কিন্তু ইহা এত লঘু যে, আমাদের পৃথীবীস্থ বায়ু, তাহারপক্ষে শিসের (Lead) এর ন্যায় ভারি। ইহা ইঞ্জিনের বাষ্পের ন্যায় কুয়াসাবৎ বোধ হইবে মাত্র, কিন্তু চক্ষে প্রত্যক্ষীভূত হইবে। পৃথিবী আর একবার ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ধুমকেতুর পুচ্ছের নীচে পড়িয়াছিল, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দেও পুনরায় ধুমকেতুর পুচ্ছাবৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা দ্বারা বিশেষ কোন অনিষ্ট সে সময় হয় নাই।

ক্রমেই দেখিতেছি, ব্যাপারটা ঘনাইয়া আসিতেছে, সমস্ত মানুষ যদি হাসিয়া হাসিয়া মরিয়া যায়, তাহা হইলে কান্দিবার লোক কেহ থাকিবে না এই টুকুই যাহা দুঃখ। কান্না শূন্য মরণটা দেখাইবে না ভাল।

লাভজনক কৃষিকার্য্য।

GRAFTING.

কেমন করিয়া গাছের কলম বান্ধিতে হয়?

(Special for Kajer-Loke.)

(উদ্ধৃত করা নিষিদ্ধ।)

গাছের কলম বান্ধিয়া কলম বিক্রয় করা একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়, ইহা আমরা বেকারের উপায় শীর্ষক প্রবন্ধে একবার সঙ্কেৎ করিয়াছিলাম। আজ আমরা কলম কেমন করিয়া বান্ধিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব।

সকল গাছের বীজে গাছ হয় না, আবার সকল গাছের বীজোৎপন্ন গাছে সহজে ফল হয় না। সেইজন্য কলম বান্ধিয়া চারা করিবার প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। যাহা হউক, কলম বান্ধা শিক্ষা করাও বিনা পুঁজীর কারবার বলা যাইতে পারে। এ দেশটার একটা মস্ত দোষ হইয়াছে, লোকে শুনে, দেখে, পড়ে, কিছু কাজ করে না। যেন নির্জ্জীব, জড়বৎ জাতি, আমরা ক্রমাগত এই সকল বিষয় শিক্ষাই দিয়া আসিতেছি কিন্তু ২।৪ জন ব্যতিত কাহাকেও প্রকৃত কর্ম্মী দেখিতে পাইলাম না।

যাহারা উদ্যোগী, তাহারা চেষ্টা করিলেই নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, আমরা এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি। কলমবান্ধার কার্য্যে কোন পুঁজী চাই না, একটু পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়, ইহাতেও যদি পশ্চাৎপদ হই, তবে কেমন করিয়া সৌভাগ্যলাভের উচ্চ আশা করিতে পারি? আমাদের কোন পরিচিত বন্ধু বড় গরীব ছিলেন। তিনি মালীদের নিকট কলম বান্ধা শিক্ষা করিয়া এক্ষণে অট্টালিকা করিয়া বড়লোক মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তিনি আম, পিয়ারা, লেবু প্রভৃতি গাছের কলম বান্ধিয়া পল্লীগ্রামের জমীদার এবং বড় বড় লোককে বিক্রয় করিতেন, প্রতি বৎসর প্রায় ২০০০ কলম বান্ধিয়া বাৎসরিক ১০০০ টাকা আয় দাঁড় করাইয়া আজ তিনি প্রায় বাড়ী ঘর বাগান ছাড়া ১০।১২ হাজার টাকা নগদ দিতে পারেন।

কলমবান্ধার কোন মূলধন চাই না। তবে এ কাজটী শিক্ষা করার আবশ্যক। আম, পিয়ারা লিচু, বিলাতিকুল, গোলাপজাম, সাধারণতঃ এই সকল গাছের কলমই বাজারে আদৃত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট আমের কলম এক একটী ১৲ ১॥ ২৲ ৪৲ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়।

সাধারণতঃ জোড় কলম, গুলকলম এবং খোঁচা কলমই বান্ধা হইয়া থাকে। আজ আমরা কলম বাঁন্ধা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আঁটীর চারা এবং যে গাছের কলম দেওয়ার আবশ্যক, তাহার একটী প্রশাখা এই দুইটীকে কলম বান্ধিয়া যে কলম হইবে, তাহারই নাম জোড় কলম্। ইহাকে ইংরাজীতে বলে Grafting। প্রথমে একটী খুব উৎকৃষ্ট আমের আঁটীর এক বৎসরের পুরাতন চারাকে উঠাইয়া, তাহার নিম্নের শিকড়টীকে অতি সাবধানে একটু কাটিয়া একটা ছোট মাটীর টবে চূর্ণ মৃত্তিকা ও সারচূর্ণ দিয়া পূর্ণকরতঃ তাহাতে ঐ চারাটী বসা-

ইয়া প্রত্যহ জল দিবে। যখন দেখিবে, গাছটী লাগিয়া গিয়াছে, তখন যে গাছে কলম বান্ধিতে হইবে, তাহার একটা প্রশাখা যেন চারা গাছের সমান মোটা হয়, একটী ডাল ডাল বাছিয়া লইয়া ঐ ডালের নীচে একটা মাচা করতঃ তাহার উপর ঐ আঁটীর চারার টবটী বসাইবে।

তাহার পর চারা গাছটীর গাত্র আন্দাজ ছয় আনা, এবং শাখাটীর গাত্র আন্দাজ দশ আনা এরূপভাবে কাটিবে, যেন দুইটী এক করিবামাত্র কর্ত্তিত স্থান দুইটীতে সম্যক মিলিয়া যায়। খুব ধারাল ছুরিদ্বারা একার্য্য সুন্দর হইবে, যেন ঐ জোড়াস্থানে ফাঁক না পড়ে। এইরূপ অবস্থায় ঐ যুক্তস্থানটী শক্ত সুতাদ্বারা দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া দিয়া একটু কাদা মাটী ঐ স্থানে মালিস করিবে এবং প্রত্যহ টবের চারার গোড়ায় জল সেচন করিবে। যখন বেশ জোড় লাগিবে, তখন অর্থাৎ কলম কাটিয়া লইবার ১ মাস আগে আঁটীর চারার জোড়স্থান হইতে তিন আঙ্গুল উপরে তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা কাটীয়া দিবে। ইহার কারণ, যে রস চারার শীর্ষদিকে যাইতেছিল, তাহা যুক্তস্থানে সঞ্চিত হইয়া কলমটীকে পুষ্ট করিবে। এইরূপে জোড়া লাগিতে প্রায় ৩ মাস সময় লাগে। যখন বুঝা যাইবে যে, উত্তমরূপ জোড়া লাগিয়াছে, তখন ঐ বন্ধনের ২।৩ অঙ্গুলী নীচে শাখাটী কাটীয়া লইলেই কলম প্রস্তুত হইল। ইহাকে পুঁতিলে গাছ হইবে। তাহার পর টব হইতে চারাটী উঠাইয়া নীচে মাটীর ডাবরীর মত করিয়া বিক্রয়ার্থ রাখা হইয়া থাকে।

কলম করিবার উপযুক্ত ডাল বাছাই করায় একটু বিশেষত্ব আছে। যে শাখা বেশ লতাইয়া গিয়াছে, তাহার অগ্রভাগের প্রশাখা তাহা যেন চারার সমবয়স্ক এবং সমান মোটা এবং সমান বলশালী হয়, সর্ব্ববিষয়ে সমান না হইলে জোড় লাগে না, একথা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে।

সাধারণতঃ বর্ষাকালেই কলম বান্ধা হয়, এই সময় গাছ সরস থাকে।

সমশ্রেণীর গাছেরই জোড় কলম হইয়া থাকে, যথা আমের সহিত আম, পেয়ারার সহিত পেয়ারা গোলাপের সহিত গোলাপ ইত্যাদি।

কলম প্রস্তুত হইলে তাহা বসাইবার নিয়ম আছে, অনেকে জোড়ের স্থান উর্দ্ধে রাখিয়া চারা রোপণ করেন, কিন্তু বুঝা উচিত যে, যুক্তস্থান একটু কমজোর চিরদিনই থাকিয়া যায়। সুতরাং ঝটিকাদি হইলে ঐ জোড়স্থানই অগ্রে চিরিয়া গিয়া গাছ নষ্ট হইতে পারে। এইজন্য জোড়ের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত মৃত্তিকাতে প্রোথিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু কোন কোনস্থলে জোড় বড় অধিক উর্দ্ধে থাকায় এ নিয়ম রক্ষার সুবিধা হয় না।

বাঙ্গের চারায় যে গাছ হয়, তাহার ফল ফুল অপেক্ষা কলমের চারার এত আদর। কেন? ইহাতে বাগানের অধিক স্থান ব্যাপৃত হয় না এবং অল্পদিনে বড় ফুল ফল পাওয়া যায়। Practice দ্বারা কলম বাঁধা কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে হয়। অস্ত্রবিদ্যায় নিপুনতা লাভ করিতে যেমন ক্রমিক অভ্যাস আবশ্যক, ইহাতে সেইরূপ Practice আবশ্যক। বঙ্গের বেকার যুবকগণ এ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতে পারেন না কি?

গুল—কলম।

ইহাকে গুল কলম বলিয়া থাকে। আমগাছ প্রভৃতিরও গুল কলমে সুন্দর গাছ হয়। ইহা জোড় কলম অপেক্ষা সহজ সাধ্য।

প্রক্রিয়া।

গাছের একটী সতেজ শাখা প্রায় দুটী অঙ্গুলীকে একত্র করিলে যতটুকু মোটা হইতে পারে, সেই প্রকার একটী ডালের গাইটের উপর হইতে উপরে আন্দাজ ১॥ হাত পরিমান থাকিতে পারে এইরূপ দেখিয়া শাখা বাছাই করিতে হইবে। তাহার পর গাঁটটীর নিম্নে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা একটী গোলাকার দাগ দিবে এবং ঠিক তাহার এক অঙ্গুলি পরিমিত উপরে ঠিক ঐরূপ একটী দাগ দিবে, ছুরিকা এরূপ ভাবে বসাইবে, যেন কেবল শাখার ছালটী কাটিয়া যায়, এবং ভিতরের কাঠে আঘাত না লাগে। এইরূপ দুই দাগের মধ্যস্থলের ছালটুকু উঠাইয়া ফেলিবে, তাহার পর সার, পচামাছযুক্ত মৃত্তিকা দ্বারা সেই স্থানটী উত্তমরূপে আবৃত করিয়া তাহার উপর নারকেল ছোবড়া দ্বারা বা চট দ্বারা জড়াইয়া সুত দ্বারা বান্ধিয়া দিতে হইবে।

বর্ষার প্রারম্ভেই কলম বান্ধিবার প্রশস্ত সময়, যদি উপযুক্ত জল পাইবার অসুবিধা থাকে, তাহা হইলে একটী মালসা বা হাঁড়িতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটী খড় বা খড়কে কাটী গুঁজিয়া দিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া একটী "শিকে" করিয়া বৃক্ষের এমন একটী ডালে তাহা ঝুলাইয়া দিবে, যেন ঐ বান্ধা গুল কলমের স্থানে অনবরত টুপ টুপ করিয়া জল পড়িতে থাকে। এইরূপ করিলেই অবিলম্বে ঐ স্থানে শিকড় গজাইয়া চট বা নারকেল ছোবড়া ভেদ করিয়া শি[illegible] বাহির হইয়া পড়িবে। যখন এইরূপ হইতেছে দেখিবে তখন বুঝিবে, কলম কাটিবার সময় হইয়াছে। অনেকে বলেন, যখন প্রথম চট ভেদ করিয়া শিকড় বাহির হয়, তখন প্রথমবারের শিকড় ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়, দ্বিতীয় বার শিকড় হইলে কাটিতে হয়। এক্ষণে অন্য একটী কাজ আছে। একটা সমতল জমীকে কোপাইয়া মাটী হইতে ইট, খোলা বাছিয়া প্রায় এক হাত পরিমাণ খাদ করিয়া মাটী আলগা করিয়া হাবর করিয়া রাখিতে হয়। ইহাতে সারও দেওয়া উচিত। এইস্থানে কলমটী কাটিয়া প্রথম বৎসর পুতিয়া রাখিয়া দ্বিতীয় বৎসরে স্থায়ীভাবে বাগানে বা স্থানান্তরে রোপন করিতে হয়।

কলম কাটিবার নিয়ম—যেখানে কলম বান্ধা হইয়াছে, তাহার ৩।৪ অঙ্গুলী নিম্নে কাটিয়া লইতে হইবে এবং উপরোক্ত হাপরে কলম বাধা স্থান পর্য্যন্ত মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া

পুতিতে হইবে। হুড় হুড় করিয়া জল দেওয়া উচিত নয়, মাটী সরস রাখিবার জন্য যেরূপ জল সেচন আবশ্যক, সেইরূপ জল সেচন করা উচিত। কলম কাটিয়া সদ্য বৎসর বাগানে পুতিলে ফল নিকৃষ্ট হইবে, অথবা গাছটী মরিয়া যাইবে। সেইজন্য হাপরে প্রথম এক বৎসরে রাখিয়া দ্বিতীয় বৎসরে বাগানে রোপন করা উচিত।

খোঁচা কলম।

ইহাকে শাখা কলমও বলে। ইহা অতি সহজ। কেবল গাছের শাখা—যাহার ডালে গাছ হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধ হইতে তিন পোয়া আন্দাজ মাপের ডাল ছিড়িয়া বা কাটিয়া লইয়া হাপরে বসাইয়া জলসেচন করিতে করিতে ৩।৪ মাসে ইহার শিকড় বাহির হয়। তখন উঠাইয়া লইয়া অন্যত্র বসাইয়া দিলেই গাছ হয়। যে গাছ যে সময় জন্মে, সেই গাছের খোঁচাকলম সেই সময় করা উচিত। যথা:—গান্ধা প্রভৃতি গাছের কলম বর্ষাকালে, এবং গোলাপের কলম কার্ত্তিক মাসে করিতে হয়।

যে ডালটীর কলম করিতে হইবে, তাহাকে কাটিয়া বা ছিড়িয়া লইয়া তাহার নিম্নের অর্দ্ধ ততটুকু পুতিতে হইবে সেই, অংশটুকু নিষ্পত্র করিয়া মাথারদিকেও কিঞ্চিৎ কাটিয়া ফেলিতে হয়, এবং গোড়াটী পুতিয়া তাহার মাথায় একটু গোবর দিয়া জল সেচন করিতে করিতে শিকড় গজাইয়া থাকে। ইহার নাম খোঁচা কলম। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, এই কলম করিয়া বিক্রয় করা একটী সুন্দর কারবার। ইহাকে বিনা মূলধনের কারবার বলা যাইতে পারে। অনেক বেকার যুবক, আন্তরিক চেষ্টা এবং যত্ন থাকিলে এই উপায়েও অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন। ব্যবসার হিসাবেই প্রচুর কলম করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। হাজার কলম করিলে প্রায় ৩।৪ শত টাকার কাজ হইতে পারে।

প্রচুর ফুলের, আমের, কুলের, পেয়ারার কলম, লিচুর কলম করিলে এক একটী কলম ।০ হইতে ১৲ ১৷৷ পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া প্রায় ১০০০ কলমে ৪০০ টাকা লাভ হয়, ইহা পরীক্ষিত। আমরা কোন উদ্যোগী যুবককে এই কার্য্যে নামিতে দেখিলে সুখী হইব। শিক্ষিত বহু ব্যক্তি চারা ও বীজ বিক্রয়ের কার্য্যে নামিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন, কলিকাতার ও সহরতলীর নর্সারী সকল তাহার জলন্ত প্রমাণ।

S. P.

(কাজের লোকের জন্য লিখিত।)

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

—০:০:০—

১। বেশী আম খাইয়া অজীর্ণ হইলে অল্প গরম দুগ্ধ এবং মিছরী খাইলেই ভাল হইবে।

২। কলা খাইয়া বদ হজম হইলে একটু সৈন্ধব লবণ জল দিয়া খাইলে সুস্থ হইবে।

৩। কাঁটাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কলা কিম্বা আধতোলা আন্দাজ চাউল চিবাইয়া অথবা আমের কসি একটু অথবা কাঁটালের একটু বিচি কাঁচা চিবাইয়া খাইলে হজম হইয়া যাইবে।

৪। কমলালেবু খাইয়া অজীর্ণ হইলে একটু খেজুর গুড় খাইলে ভাল হইবে।

৫। আমলকী খাইয়া অজীর্ণতে রাইসরিষা সেব্য।

৬। জাম খাইয়া অজীর্ণ হইলে একটু শুট খাইলে ভাল হইবে।

৭। শোঁসা খাইয়া অজীর্ণ হইলে একটু গোলাপ জল খাইলে ভাল হইবে।

৮। কলাই খাইয়া অজীর্ণ হইলে একটু চিনি খাইলে সুস্থ হইবে।

৯। মুগ ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে মুথা ভক্ষণে ভাল হইবে।

সূচীপত্র।

১৩০৯ সালের "কাজের লোক" পত্রের

জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দ্বাদশ খণ্ডের নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের

সূচীপত্র দেওয়া হইল মাত্র আর স্থান সংকুলন হইল না ক্ষমা করিবেন।

কথা এই

যে জাতি কৃষি শিল্পবিষয়ক কাগজের জন্য বার্ষিক ২॥০ দিয়া উৎসাহিত করিতে অমনো-যোগী, সে জাতি কেমন করিয়া দেশের উন্নতির আশা করিতে পারে? আপনাকে "কাজের লোকের গ্রাহক হইতেই হইবে। ইহাই আমাদের প্রার্থনা—অনুরোধ এবং আব্দার, রক্ষা করিবেন না কি?